# রাশি চক্রে রবি ও আপনার ভাগ্য

[ স্বামী ঃ স্ত্রী ঃ প্রেমিক ঃ সন্তান ঃ মনিব ঃ কর্মচারী এবং নিজেকে জানার জন্য
এই জ্যোতিষ গ্রন্থ অপরিহার্য ]
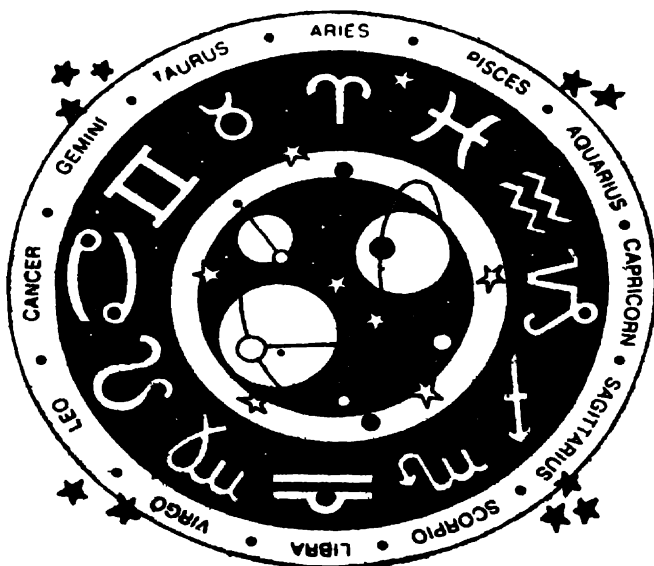
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৬৪

প্রকাশক : এম. বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা- ৭০০০৭৩

মুদ্রক :
ভোলানাথ পাল
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই বিডন রো
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

## রাশি চক্রে রবি ও আপনার ভাগ্য

নিউ ইয়র্কের লিন্ডা গুডম্যানের জ্যোতিষীরূপে জগৎ জোড়া খ্যাতি। রাশিচক্রে রবির অবস্থানের ভিত্তিতে তাঁর গণনানুযায়ী এই গ্রন্থে আপনি জানতে পারবেন :—

—আপনার স্বামী কেমন মানুষ? কী ভাবে আচরণ করলে দাম্পত্য জীবনে সুখী হবেন?

—আপনার স্ত্রী কেমন? সে কি অমিতব্যয়ী, ঈর্ষাপরায়ণ, সুগৃহিণী?

—আপনার প্রেমিকা বা প্রেমিক কেন আপনাকে ভালবাসে? কী করলে আপনাদের প্রেম আরও গভীর হবে?

—আপনার সন্তান বড় হয়ে কী হবে? কী ভাবে মানুষ করলে তার জীবন সার্থক হবে?

—আপনার মনিব কেমন লোক? কী ভাবে তাকে সন্তুষ্ট করে চাকরি বজায় রাখবেন?

—আপনার কর্মচারীকে কী ভাবে আগ্রহী করবেন? আপনার কাজ করতে কেন সে ভালবাসবে?

* * *

আপনার চারপাশে যারা আছে, তাদের স্বভাব-চরিত্র ভাল করে জানতে হলে এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| **মেষ রাশিতে রবি (ARIES)** | ৮ |
| মেষে রবির জাতককে জানুন | ৮ |
| মেষে রবির—পুরুষ | ১৫ |
| মেষে রবির—নারী | ১৯ |
| মেষে রবির—শিশু | ২১ |
| মেষে রবির—মনিব | ২৩ |
| মেষে রবির—কর্মচারী | ২৫ |
| **বৃষ রাশিতে রবি (TAURUS)** | ২৮ |
| বৃষে রবির জাতককে জানুন | ২৮ |
| বৃষে রবির—পুরুষ | ৩২ |
| বৃষে রবির—নারী | ৩৪ |
| বৃষে রবির—শিশু | ৩৭ |
| বৃষে রবির—মনিব | ৪০ |
| বৃষে রবির—কর্মচারী | ৪১ |
| **মিথুন রাশিতে রবি (GEMINI)** | ৪৪ |
| মিথুনে রবির জাতককে জানুন | ৪০ |
| মিথুনে রবির—পুরুষ | ৪৭ |
| মিথুনে রবির—নারী | ৪৯ |
| মিথুনে রবির—শিশু | ৫১ |
| মিথুনে রবির—মনিব | ৫৩ |
| মিথুনে রবির—কর্মচারী | ৫৪ |
| **কর্কট রাশিতে রবি (CANCER)** | ৫৭ |
| কর্কটে রবির জাতককে জানুন | ৫৭ |
| কর্কটে রবির—পুরুষ | ৬০ |
| কর্কটে রবির—নারী | ৬২ |
| কর্কটে রবির—শিশু | ৬৪ |
| কর্কটে রবির—মনিব | ৬৬ |
| কর্কটে রবির—কর্মচারী | ৬৮ |
| **সিংহ রাশিতে রবি (LEO)** | ৭১ |
| সিংহে রবির জাতককে জানুন | ৭১ |
| সিংহে রবির—পুরুষ | ৭৩ |
| সিংহে রবির—নারী | ৭৬ |
| সিংহে রবির—শিশু | ৭৮ |
| সিংহে রবির—মনিব | ৮০ |
| সিংহে রবির—কর্মচারী | ৮২ |
| **কন্যা রাশিতে রবি (VIRGO)** | ৮৪ |
| কন্যায় রবির জাতককে জানুন | ৮৪ |
| কন্যায় রবির—পুরুষ | ৮৬ |
| কন্যায় রবির—নারী | ৮৮ |
| কন্যায় রবির—শিশু | ৯০ |
| কন্যায় রবির—মনিব | ৯২ |
| কন্যায় রবির—কর্মচারী | ৯৩ |
| **তুলা রাশিতে রবি (LIBRA)** | ৯৬ |
| তুলায় রবির জাতককে জানুন | ৯৬ |
| তুলায় রবির—পুরুষ | ৯৯ |
| তুলায় রবির—নারী | ১০১ |
| তুলায় রবির—শিশু | ১০৪ |
| তুলায় রবির—মনিব | ১০৬ |
| তুলায় রবির—কর্মচারী | ১০৮ |
| **বৃশ্চিক রাশিতে রবি (SCORPIO)** | ১১০ |
| বৃশ্চিকে রবির জাতককে জানুন | ১১০ |
| বৃশ্চিকে রবির—পুরুষ | ১১২ |
| বৃশ্চিকে রবির—নারী | ১১৫ |
| বৃশ্চিকে রবির—শিশু | ১১৭ |
| বৃশ্চিকে রবির—মনিব | ১১৯ |
| বৃশ্চিকে রবির—কর্মচারী | ১২২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| **ধনু রাশিতে রবি (SAGITTARIUS)** | **১২৪** |
| ধনুতে রবির জাতককে চিনুন | ১২৪ |
| ধনুতে রবির—পুরুষ | ১২৭ |
| ধনুতে রবির—নারী | ১২৯ |
| ধনুতে রবির—শিশু | ১৩১ |
| ধনুতে রবির—মনিব | ১৩৩ |
| ধনুতে রবির—কর্মচারী | ১৩৬ |
| **মকর রাশিতে রবি (CAPRICORN)** | **১৩৮** |
| মকরে রবির জাতককে চিনুন | ১৩৮ |
| মকরে রবির—পুরুষ | ১৪০ |
| মকরে রবির—নারী | ১৪২ |
| মকরে রবির—শিশু | ১৪৫ |
| মকরে রবির—মনিব | ১৪৬ |
| মকরে রবির—কর্মচারী | ১৪৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- |
| **কুম্ভ রাশিতে রবি (AQUARIUS)** | **১৫০** |
| কুম্ভে রবির জাতককে চিনুন | ১৫০ |
| কুম্ভে রবির—পুরুষ | ১৫৩ |
| কুম্ভে রবির—নারী | ১৫৫ |
| কুম্ভে রবির—শিশু | ১৫৭ |
| কুম্ভে রবির—মনিব | ১৫৮ |
| কুম্ভে রবির—কর্মচারী | ১৬০ |
| **মীন রাশিতে রবি (PISCES)** | **১৬২** |
| মীনে রবির জাতককে জানুন | ১৬২ |
| মীনে রবির —পুরুষ | ১৬৪ |
| মীনে রবির—নারী | ১৬৬ |
| মীনে রবির—শিশু | ১৬৮ |
| মীনে রবির—মনিব | ১৬৯ |
| মীনে রবির—কর্মচারী | ১৭১ |

**জন্মকাল—২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল**

## মেষে রবির জাতককে জানুন

আপনার কি সম্প্রতি খুব বন্ধুভাবাপন্ন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ? যার মুখে হাসি আর আচরণ আন্তরিকতাপূর্ণ । তাহলে আপনি সম্ভবত মেষরাশির * কোন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন । তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় লক্ষ্য করবেন যে কথাবার্তার মধ্যে আপনার চেয়ে তারই প্রাধান্য বেশি থাকছে । বিশেষ করে কোন আদর্শের প্রতি তার যদি আকর্ষণ থাকে তো দেখবেন সে দৃঢ়ভাবে নিজের মতকে সমর্থন করছে । তার মানে নারীপুরুষ নির্বিশেষে এই মেষরাশির মানুষেরা কোন কিছু অন্যায় বলে মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করবে, আর এই প্রতিবাদের জন্য সে কখনোই কোন লজ্জা বোধ করবে না । প্রতিবাদের বিষয়ে তাকে নিষেধ করলেও কোন ফল হবে না । রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ বা সশস্ত্র ডাকাত, যেই হোক্ না কেন উত্তেজনার মুখে সে কাউকে পরোয়া করে না । অবশ্য পরে মেজাজ ঠাণ্ডা হলে ওই আবেগের বন্যায় ভেসে যাওয়ার জন্য সে আফশোষ করতে পারে ।

রাশিচক্রের প্রথমেই হচ্ছে মেষ । তাই মেষরাশির মানুষ যেন সদ্যোজাত শিশু । সে নিজেকে নিয়েই মগ্ন, নিজের আঙুল চুষেই খুশি । সে অন্যদের কথা ভাবে না । পিতামাতা বা প্রতিবেশীদের এখন ঘুমাবার সময় কিনা সে ভাবনা তার নেই, তার খিদে পেলেই সে তার স্বরে চিৎকার করবে, কাঁথা ভিজিয়ে ফেললে অস্বস্তিতে কাঁদবে, তক্ষুনি তাকে দুধের বোতল দিতে হবে বা কাঁথা বদলে দিতে হবে । তেমনি মেষ-রাশির মানুষের মাথায় হঠাৎ কোন খেয়াল চাপলে মাঝ রাতেই আপনাকে ডেকে তুলতে পারে । কেন আপনি তখুনি তার কথা শুনবেন না । তার কথার চেয়ে কি আপনার ঘুমটা বড় হলো ? দেখছেন না সে নিজে জেগে আছে ? শিশুর মতোই সে অবুঝ, যা বায়না ধরবে দিতে হবে। তার জগৎ হচ্ছে তাকে নিয়েই। অথচ এজন্য তাকে স্বার্থপর বলা চলে না । শিশুকে কেউ সত্যি করে স্বার্থপর বলতে পারে ? সে তো তার হাসি আর আদর অকাতরে তাকেই বিলিয়ে দেয়, যে তাকে খুশি করে । অন্যের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয় বলে শিশুকে কি দোষ দেওয়া যায় ? অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করছে এ কথাটাই তো সে বুঝতে পারে না । তার অজ্ঞতা ও সারল্যই তার

* ভারতীয় জ্যোতীষশাস্ত্রে চন্দ্রের অবস্থান অনুযায়ী জাতকের রাশি গণনা করা হয়, যেটি পাশ্চাত্য মতে রবির অবস্থান অনুযায়ী করা হয় ।

নিজের আচরণের আক্রমণাত্মক ত্রুটি ঘুচিয়ে দেয়। মেষরাশির মানুষরাও ওই শিশুর মতো আক্রমণাত্মক স্বভাবের।

এই সারল্যই আবার মেষে রবির মানুষদের নির্ভীকতার কারণ। শিশু যেমন নির্ভীক, সে নির্ভয়ে আগুনে হাত দিতে পারে। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা ভুলে গেলে আবার হাত দিতে পারে। ঠিক মেষের মতোই তার স্বভাব। শক্ত বেড়ায় ঢু মারবে, মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলে উঠে গায়ের ধুলো ঝেড়ে আবার ঢু মারবে। মেষ-রাশির মানুষ সারা জীবন এমনি ধারা করতে পারে। ধূর্ততা তার মধ্যে নেই, তার সারল্য বোকামীর পর্যায়ে পেঁছালেও সে পরোয়া করে না। শিশুর কাছ থেকে কেউ কিছু কেড়ে নিলে সে চালাকী করে তা ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে না, গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে যতক্ষণ না তার জিনিসটা ফিরে পাচ্ছে। মেষরাশির মানুষও ওই শিশুর মতোই। ধূর্ততার সঙ্গে সে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করে না, প্রবল প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদের জেদই তাকে অভীষ্ট লাভে সাহায্য করে। তাই অসহায় বিশেষণটি এদের পক্ষে প্রয়োগ করা চলে না, বরং বলা যেতে পারে যে এদের সহজে ঠকানো যেতে পারে।

মেষে রবির মানুষদের চেনা সহজ চেহারায়। তাদের আকৃতির মধ্যে সাধারণতঃ এক তীক্ষ্ণতা থাকে, মুখ দেখলে 'হাঁদা-ভোঁদা' বলে মনে হয় না। ঘন জোড়া ভ্রূ ও নাসিকা মুখ অনেকটা মেষের মুখাকৃতির প্রতীক ( ♈ ) সম্ভবত বহুজনকে সতর্ক করে দেবে কোন ব্যাপারে এদের পরাজিত করার বা নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা থেকে। এদের মাথায় বা মুখে তিল ও দাগ থাকতে পারে, গায়ের রং উজ্জ্বল, চুল লালচে হতে পারে। চলাফেরা সাধারণতঃ দ্রুত, যেন মনের গতির সঙ্গে তাল মেলানো। স্কন্ধদেশ প্রশস্ত, চলার সময় দেহটা একটু সামনে ঝুঁকে থাকতে পারে। মাথাটা যেন ভেড়ার মতোই ঢু মারতে আগ্রহী। তার যেন সর্বদাই তাড়া রয়েছে। দেহাস্থির কাঠামো সুন্দর, বলিষ্ঠ। দেহের গঠনে দুর্বলতার লক্ষণ এই মানুষদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। দেহের আকৃতিতে তাদের আত্মবিশ্বাসের তথা কিছুটা আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মেষরাশির কারও ঝুঁকে-পড়া কাঁধ দেখলে বুঝতে হবে ছোটবেলার কোন ঘটনা হয়তো তার আত্মবিশ্বাস খুবই খর্ব করেছে, যার ফলে সে নেহাৎ নিরীহ 'ভেড়া-মার্কা' হয়ে গেছে। তবে এই ভাবটা তার বেশি দিন থাকে না, একদিন না একদিন সে এটা কাটিয়ে ওঠে। অন্যের কাছে দুর্বলতা প্রকাশের চেয়ে মৃত্যুকেই মেষরাশির মানুষ শ্রেয় বলে মনে করে। আর সত্যি করেই এদের মধ্যে অনেকে জীবনে প্রথমটির চেয়ে শেষেটিকে বেছে নেয়।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই রাশির মানুষটি যদি অন্য কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে কথোপকথনে আর আগ্রহী না হয়, তাহলে কিছু মনে করা উচিত নয়। কারণ তার সমস্ত মনোযোগ তখন অন্যত্র। আপনি আঙুল চোষা শিশুর কথা মনে রাখবেন।

স্বনির্বাচিত জীবিকার শীর্ষস্থানে এই মানুষেরা থাকে। যদি তা না থাকে, তাহলে এদের সহজেই চেনা যাবে অন্যের অধীনে কাজ করার অসন্তোষ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে। এদের মন উদার, অন্যের প্রতি দাক্ষিণ্যেও এরা উদার। কোন

কফির দোকানে স্যাণ্ডউইচ বা কফি এদের পছন্দ মতো না হলেও সার্ভিসটা ভাল হলে এরা যাবার সময় বখশিসটা কিন্তু খুব ভালই দিয়ে যেতে পারে।

এরা খুব সিধে মানুষ, কোন রকম ছল-চাতুরী এদের অজানা। কিন্তু অনেক ব্যাপারে—বিশেষ করে ধার দেওয়ার ব্যাপারে—এদের ওপর বেশি নির্ভর করা যায় না, কারণ এরা শিশুর মতোই দায়িত্ব বোধহীন। অবশ্য এরা পাওনা টাকা ফাঁকি দেবার লোক নয়, এরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঋণ শোধ করে। তবে ঋণের কথা এরা অনেক সময়েই ভুলে যেতে পারে, কারণ এদের মনটা সর্বদাই উত্তেজক কোন বিষয় আকৃষ্ট করে রাখে।

মেষ রবির মানুষ দুঃসাহসী। এরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবনের পথ চলে। এরা বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে তুষার মানব ইয়েতি বা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোমুখি হতে পারে, কিন্তু কোন দৈহিক যন্ত্রণা এরা সহ্য করতে পারে না। এরা ভীরু নয় বটে, কিন্তু যা দৈহিক যন্ত্রণা দেয় তাকে এরা শিশুর মতোই ভয় পায়। দাঁতের ডাক্তার দাঁত উপড়ানোর জন্য কখনোই এদের প্রিয়পাত্র হতে পারে না।

জীবনে কোন এক সময় কোন দুঃসাহসিক আচরণের জন্যে এরা মুখে বা মাথায় আঘাত পেতে পারে। কাটা, পোড়া, ভয়ংকর মাথা ধরা বা কিডনির অসুস্থতা এদের হতে পারে। এদের উচিত সাহস সঞ্চয় করে প্রয়োজন হলে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়া, চোখকে অবহেলা না করা, অনাহারে সতর্ক থাকা, মাথায় ঠাণ্ডা না লাগানো, মদ না ছোঁয়া ( শুধু কিডনির জন্য নয়, মদ এদের মেজাজও সাংঘাতিক গরম করতে পারে )। মার্চের শেষে বা এপ্রিলের শেষে যাদের জন্ম—হাঁটু ব্যথা, পেটের গোলমাল, চর্মরোগে ভোগার সম্ভাবনা আছে। মেষের স্বাস্থ্য এমনিতে ভাল ও বলিষ্ঠ, যদি না সে শরীরের অযত্ন করে, অবশ্য সেটা সে প্রায়ই করে থাকে। যদি সে বিছানায় পড়ে থাকে, তাহলে বুঝবেন যে সে সত্যিই অসুস্থ, কারণ হাত পা বেঁধে ফেলে না রাখলে সে শুয়ে থাকার পাত্র নয়। প্রচণ্ড জ্বরে অন্যেরা মৃত প্রায় হলেও সে অকাতরে তা সহ্য করতে সক্ষম। তার শারীরিক অসুস্থতার প্রকৃত কারণ খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে এর পিছনে আছে ক্রোধ মিশ্রিত ধৈর্যহীনতা বা হতাশা। একটু ধৈর্যশীল হলে তাকে অনেক সময় ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে না। বহু বছর সে ডাক্তারকে এড়িয়ে চলতে পারে, যে পর্যন্ত না ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে বা বয়সের ভারে নুয়ে পড়ছে। মাদকাসক্তির বিপদ এদের নেই বললেই চলে। সাধারণতঃ এরা ঘুমের বড়িও খাবে না, ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেয়ে জেগে থাকাই ভাল বলে এরা মনে করে। ( ঘুমালে পাছে কোন কিছু এদের মনোযোগ এড়িয়ে যায় )।

বলিষ্ঠ আশাবাদী বলে মেষরাশির জাতক কখনো হতাশায় গুম মেরে বসে থাকবে না। এদের মনের জমিতে হতাশার বীজ বপন করা হলেও অংকুরোদ্গমের সম্ভাবনা নেই। অলস বলে বদনাম কেউ কোন কালে এদের দিতে পারবে না।

এদের নির্দোষ সরল স্বভাবের জন্য ব্যবসা-জগতে অনেক সময় প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম চতুরতা এদের দ্বারা সম্ভব নয়। এরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্বীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চাইবে। অনেক সময় বুঝতে চাইবে না কতটা তার ক্ষমতার মধ্যে।

আত্মবিশ্বাস এদের অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে দেয় না। আমার খুবই পরিচিত এই রাশির একজনে তার এক নিজস্ব পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এক অর্থ-লগ্নীকারীকে পেয়েছিল। তাদের মধ্যে চুক্তির সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ মেষের স্বপ্ন প্রায় সফল হওয়ার মুখে এসেছিল, সেই সময় অর্থদাতা খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই প্রস্তাব করল যে পরিকল্পনাটি একবার কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হোক। মেষের একবারে দৃঢ় ধারণা যে এ বিষয়টি তার চেয়ে ভাল কেউ বুঝবে না, তা ছাড়া সে সম্ভবত ভয় পেয়েছিল যে অন্য কারও কাছে গেলে তাকে হয়তো সেই ব্যক্তির কথা মতো চলতে হবে। ফলে মেষ রাশির স্বভাব অনুযায়ী সে আপত্তি করল। হামবড়িয়া ভাবে চুরুট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় সে বলল, 'এ ব্যাপারে আমার অমত আছে।' অর্থলগ্নীকারী পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল এবং 'ভেড়া-মার্কা' ব্যক্তিটি ব্যবসা-জগতে কুষ্ঠরোগীর মতোই সমাজ পরিত্যক্ত হলো। তার পৃষ্ঠপোষকদের শতকরা একশো জনেই যখনই আলাপ আলোচনার জন্য আহ্বান পেত, হয় বাড়ি থাকত না, নয় শীঘ্রই ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে যাচ্ছে।

একটু কূটবুদ্ধি থাকলে মেষরাশির মানুষটির এভাবে স্বপ্নভঙ্গ হতো না। কিন্তু কূটবুদ্ধি অর্জন করতে মেষের বহু বছর কেটে যেতে পারে। যারা ধৈর্য সহকারে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শীর্ষস্থানে পেঁাচেছে, তারা একগুঁয়ে মেষকে সব সময় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে, কারণ মেষ মনে করে কম অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে অনেক বেশি জানে। বহু ব্যর্থতার পরে সে বিনয় ও সংযত ব্যবহার শেখে। কিন্তু একবার এই শিক্ষালাভ করলে তাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সৃজনমূলক চিন্তার অধিকারী সে যদি ঠিক মতো অগ্রসর হয়, তাহলে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। উধর্বতন ব্যক্তিদের প্রাপ্য সম্মান দান করলে তার সাফল্য যখন আসবে, তখন তা বিরাট ও বিস্ময়কর হবে। আর একটি আশ্চর্যের বিষয় যে বেশির ভাগ মেষরাশির মানুষই নিজের চেয়ে অন্যের জন্যই বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করে দেয়। অর্থের পিছনে এরা দৌড়ায় না বলে এদের অর্থ হয় না।

যদিও মেষেরা অন্যের অনুভূতির পরোয়া করে না এবং অল্প বয়সে 'আমি সবার আগে' এই মনোভাব প্রবল থাকা সত্ত্বেও এরা অন্য সব মানুষের চেয়ে উদার ও আন্তরিক হয়। এরা খুব আত্মবিশ্বাসী, তাই বিশ্বাস করে যে অন্যের চেয়ে যে কোন কাজ এরা ভাল ভাবে করতে পারে। অন্যেরা যখন কোন কাজে দ্বিধা করে বা বিফল হয়, তখনও এরা সে কাজ করতে অসংকোচে এগিয়ে আসে। অর্থ ও যশের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে বললে এরা সব সময়ে যশকেই বেছে নেবে। টাকা এরা ভালবাসলেও প্রশংসা ও নাম যশ তার চেয়ে ভালবাসে। এরা অন্যের পরামর্শ ছাড়াই কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এদের বাক্যের মধ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষ বা ব্যঙ্গ থাকলেও এদের ক্রোধ বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠেই মিলিয়ে যায়; যার উপর রাগ করেছে সে রাগের কারণটা বোঝার আগেই এদের রাগ পড়ে গিয়ে শিশুসুলভ সরল হাসি আবার মুখে ফুটে ওঠে। এরা খুব কমই কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর রাগ করে। কোন অবস্থা বা বিষয় এদের বস্তু অসহনীয় মনে হলে এরা তার উপর ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করে এবং সেই কিছু স্ফুলিঙ্গ ব্যক্তি বিশেষের উপর ছিটকে পড়ে।

মেষে রবির মানুষ মজা করার জন্যে ছোটখাট মিথ্যা কথা বলে। আর এই মিথ্যা কথা তার কোন কাজে লাগে না, প্রতিবারই তার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যায়। এক হিসাবে সে সৌভাগ্যবান, যে কেউ তাকে পাকা মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে পারে না। কোন বিষয়ে কার্যসিদ্ধির জন্য সে সব সময়েই সত্যপথে অগ্রসর হতে চায়। গুজব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার একবারেই নেই। অন্যের আচরণ, মনোভাব বা গোপন বিষয় নিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা করার চেয়ে সে নিজের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। সে সকলের সঙ্গে অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহার করে। রাজা আর ভিখারী দুজনের সঙ্গে পংক্তিভোজনে তার কোন তারতম্য নেই। তার কাছে পরিচিত জনেরা শুধু দুটি নির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত,—মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ। আপনি তার খুব ঘনিষ্টজন হলে সে আশা করবে আপনিও আপনার পরিচিতদের এই দুই ভাগে ভাগ করবেন। তার জগতে যেন দুটি বর্ণ আছে—শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ, এর মাঝখানে অন্য কোন বর্ণ নেই।

এরা মেষের মতো একরোখা হলেও সামাজিক ব্যাপারে এদের শিষ্টাচার আদর্শ-স্থানীয়। কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এমন মন-মাতানো আগ্রহকর কথা বলে যাবে যে আপনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হবেন না। তুচ্ছ বিষয় বা বিস্তারিত কিছু শোনার ধৈর্য্য তার নেই, হিসাবপত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর কাজ সে অন্যের উপরই ছেড়ে দেয়। খুঁটিনাটি নিয়ে সময় নষ্ট করতে সে অনিচ্ছুক। বর্তমান নিয়েই সে ব্যস্ত থাকতে চায়। ভেড়া যেমন গতকালের কথা মনে রাখে না এবং আগামী কাল নিয়ে চিন্তা করে না, মেষরাশির মানুষও তেমনি আজকের দিনই তার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য।

বাস্তববাদী হলেও এরা সুনির্দিষ্ট আদর্শবাদী—এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের মানুষ এই মেষরাশির জাতক। এর মতন দৃঢ় রুক্ষ আচরণ কেউ করতে পারে না, আবার এর মতো সরল ভাবপ্রবণ কেউ হয় না। এরা সব সময় আশাবাদী তা সে ফুটবল ম্যাচের ব্যাপার হোক বা প্রেমের ব্যাপার হোক। এরা কখনো হার মেনে নিতে চায় না। ভেড়া যেমন মাথার সাহায্যে ঢুঁ মেরে লড়াই করে, এরাও তেমনি আশাবাদী মনের সাহায্যে লড়ে যায়। বাকিটা এদের কাছে সংগ্রামের আহ্বান, আর এই সংগ্রামের আহ্বান এরা সর্বদা সানন্দে গ্রহণ করে। এমন কি বাধা এদের চলার পথে না পড়লেও এরা এগিয়ে গিয়ে সেই বাধা জয় করতে আগ্রহী হয়। এরা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সাফল্য অর্জন করতে চায়, পাকা ফলের মতো সাফল্য কোলের উপব পড়ার অপেক্ষায় এরা থাকে না। সেজন্য আপনি সাহায্য প্রার্থীর তালিকায় এদের নাম খুব কমই দেখতে পাবেন।

মেষে রবির পরিশ্রম ক্ষমতার কথা শুধু চিন্তা করলেই অনেকে ক্লান্তিবোধ করবে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করার ক্ষমতা সত্ত্বেও এরা ইচ্ছা করলে খুব ধীরস্থির শান্ত থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবন চলে যাওয়ার আগে এবং পরিণত বয়সের ভার কাঁধে না চাপলে এদের তাড়াহুড়ো করে কাজ করার স্বভাব দূর হয় না। এরা আদর্শবাদের জন্য খুব জনপ্রিয় হতে পারে, তবে ভাল রাজনৈতিক নেতা হতে পারে না। রাজনীতির

ব্যাপারে এদের সফল না হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে এরা কোন অর্থনীতিবিদ্ হতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জনসাধারণ কী চায় সেটা নিয়ে না ভেবে এরা জনসাধারণের কী গ্রহণীয় সেটাই বেশি ভাবে। ফলে দেশের হাওয়া বুঝে পাল তুলতে পারে না, যেটা রাজনীতিবিদের একান্ত প্রয়োজন।

বেশির ভাগ মেষরাশির মানুষ সুখী হয় সৃজনশীল কর্মে। পরিকল্পনা করার ব্যাপারে অন্যেরা তার চেয়ে দক্ষ হতে পারে। কিন্তু মৌলিক চিন্তা ও পরিশ্রম ক্ষমতার অধিকারী মেষকে কেউ হারাতে পারে না এবং ওই গুণ দুটি না থাকলে অন্যদের বহু পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয় বা বেশি দূর এগোয় না।

মেষে রবির কোন কোন মানুষ লাজুক হতে পারে, কিন্তু তাদের কখনো দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায় না, নিজের অবস্থান সম্পর্কে সে সচেতন। মেষরাশি খুব খুশি হয় যখন অন্য কারও সম্বন্ধে বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে বলার চেয়ে নিজের কথা বা নিজস্ব ধারণার কথা বলার সুযোগ পায়। অবশ্য প্রেমে পড়লে প্রেমাষ্পদের কথা বলতেও এরা ভালবাসে। ভাগ্যক্রমে যদি আপনার প্রতি তার আগ্রহ জন্মায়, তাহলে মনোযোগী শ্রোতা হিসাবে তাকে পাবেন, বিশেষ করে যদি আপনার চিন্তাধারা প্রগতিশীল ও ও উত্তেজনাকর হয়। সে আপনাকে একবারে আকাশে তুলে দেবে আর তার অর্থ, সময়, সহানুভূতি, আনুগত্য আপনাকে নিবেদন করে বসবে। আপনার বিপদের সময় সে একবারে বুক দিয়ে পড়ে সাহায্য করবে। ধরুন, আপনার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার, সে ঠিক করে দেবে কোন হাসপাতালে ভর্তি হবেন, নিজে আপনাকে সেখানে পেঁৗছে দেবে, নিজের চেনা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে ( তার মতে সেই ডাক্তারটি পৃথিবীর সেরা ডাক্তার )। সাধারণ বন্ধুকৃত্যের চেয়ে অনেক বেশি সে করবে, এমন কি আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছু সে আপনার জন্য করবে। তবে এ সবের জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলবেন না। নাহলে সে খুব ক্ষুণ্ণ হবে, হয়তো রেগেও যেতে পারে। তবে সে রাগ বেশি দিন থাকবে না। লোকের উপকার করে এরা আনন্দ পায়। আবার যদি তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে তক্ষুণি ছুটে আসবে। নিজেকে সে বিশ্বাস করে চলে অন্যকেও সে বোকার মতো বিশ্বাস করে বসে। তার ফলে প্রায়ই তার মোহভঙ্গ হয় এবং একজন তাকে ডুবিয়েছে বলে আক্ষেপ করে। অবশ্য বেশিক্ষণ আফশোষ করার পাত্র সে নয়। শীগ্গীরই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে, ওই রকম ভুল আবার করবে, ফের হতাশ হবে এবং তা কাটিয়েও উঠবে।

এদের আন্তরিকতা এমন ধরণের যে, যখন কোন কিছু জানার কথা এরা বলবে তখন একবারও মনে হবে না সেই জানাটা সঠিক না হতে পারে। এদের আপত্তি বা অসাধু অপবাদ দিলে এরা অবাক হয়ে এমন ভাবে তাকাবে যে আপনি এদের কখনোই সন্দেহ করতে পারবেন না। অবশ্য কোন বিষয়ে এদের মত পরিবর্তন আপনাকে বিস্মিত করবে, সেই মতটা আপনার মনে হয়েছিল তার একবারে অস্থিমজ্জায় জড়িত, কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্তের সময় হয়তো সে আগেকার ধ্যান ধারণা একবারে পরিত্যাগ করল এবং পূর্বের মতটি পুনরায় গ্রহণ করা তার পক্ষে একবারেই অসম্ভব, কারণ

সেটি সে একবারেই ভুলে গিয়ে থাকতে পারে। অতীতকে আস্তাকুড়ে ফেলে সে দ্রুত এগিয়ে যাবে ( সেইজন্যে নতুন স্থান ও পাত্র তার কাছে সহজেই গ্রহণীয় হয়)। এক্ষেত্রে যদি কেউ যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে যায় তো সে বলে যে তার এগিয়ে চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সে ভুল করলেও ভুলটাকেই আঁকড়ে থাকবে। ফলে দেখা যায় অনেক সময়েই তারা বয়স্ক ও বিজ্ঞ লোককে শত্রুতে পরিণত করে ফেলে।

মেষের স্বভাবের সরলতা, বিশ্বাস, চিরন্তন প্রফুল্লতার সঙ্গে দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাব মিশ্রিত আছে। হীরের মতোই এরা স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও কঠিন। এরা যেন ইস্পাতে গড়া। এদের মনের মধ্যে যে আগুন আছে, তা মশাল স্বরূপ হয়ে অন্যদের পথ চলায় সাহায্য করতে পারে।

এরা পথিকৃৎ। সর্বদাই অন্যদের নেতৃত্ব দেয় এমন এক লক্ষ্যে পৌছাতে, যা শুধু দুর্গম নয়, সম্পূর্ণ অসাধ্য। কারণ এদের বিশ্বাস বা আদর্শের মধ্যে কোন শঠতা বা লোভের খাদ থাকে না। ধন সম্পদ এদের প্রায়ই থাকে না, কারণ টাকা-কড়ি গোনার সময় এদের নেই। এরা চির পথিক, এগিয়ে চলাই এদের লক্ষ্য। ভাঁড়ার ভরার অবকাশ এদের নেই। অবশ্য সাময়িকভাবে এরা যত দরিদ্রই হোক না, আপনাকে প্রয়োজন হলে সাহায্য করার অর্থবস্ত্র সময় এদের হাতে থাকবে। মানুষকে খুশি করতে পারলে এরা নিজেরাও খুশি হয়।

### মেষ রাশির বিখ্যাত জাতকরা

| | |
|---|---|
| চার্লস চ্যাপলিন | পিটার উস্টিনভ |
| বিসমার্ক | ভ্যান গগ |
| মার্লন ব্র্যাণ্ডো | টেনিসি উইলিয়ামস |
| জোয়ান ক্র্যাফোর্ড | বেটি ডেভিস |
| হ্যারি হুডিনি | জে. পি. মরগান |
| নিকিতা ক্রুশ্চেভ | জোসেফ পুলিৎজার |

---

## মেষে রবির—পুরুষ

---

মেষ রাশিতে রবির পুরুষদের হয়তো দেখলেন খুবই উত্তেজিত, আবার হয়তো পরমুহূর্তে দেখবেন বরফের মতোই ঠাণ্ডা। যদি সে অপমানিত হয় কিংবা কোন বিষয়ে তার আগ্রহ চলে যায়, তাহলে সে তক্ষুণি একবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মেষে রবির পুরুষরা সৃজনশীল শক্তি ও চিন্তায় পরিপূর্ণ। তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টসাধ্য। কিন্তু চলতে পারলে ভাল হয়। শম্বুক গতির প্রাণীকে এরা পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে গেলে আর পিছন ফিরে তাকায় না। মনের দিক দিয়ে এরা চিরযৌবনের দূত, বসন্ত ঋতুর মতোই আনন্দদায়ক। এই যৌবন-

উদ্দামতা ও ভাবপ্রবণতা তার মধ্যে বহুকাল থাকে। পরিণত বয়সেই তার আবেগে ভাঁটা পড়ে। ধীরে-সুস্থে কিছু করার মতো ধৈর্য তার নেই, সেজন্য সে সর্বদা সকলের আগে থাকে। সে উদার্যের প্রতীক, তার অর্থ, সময় ও সহানুভূতি অচেনা মানুষের জন্যেও আনন্দে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন তার কোন ইচ্ছাপূরণে দেরী হয় বা বিরোধীভাবাপন্ন মানুষদের মধ্যে পড়ে, তখন একবারে অধীর, স্বার্থপর, অবিবেচক হয়ে যায়।

প্রেমের ব্যাপারে এদের মনোভাব বিস্ময়কর। সে প্রেমে শুধুমাত্র পড়ে না, একবারে হাবুডুবু খায়। সে বিশ্বাস করে যে তার মতো এমন গভীরভাবে প্রেমে পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আর কেউ পড়েনি, একমাত্র রোমিও-জুলিয়েট ছাড়া। যদি তার প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, তাহলে সে বাঁধন কী করে আবার দৃঢ় করা যায় তার জন্য সব রকম চিন্তা করবে, অনেক জল্পনা-কল্পনা করবে। যখন বুঝবে যে সত্যিই এই প্রেম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তখন আবার এক নতুন জুলিয়েট খুঁজে বের করে আগের বারের মতোই গভীর প্রেমে ডুবে যাবে। প্রেমের ব্যাপারে যত বারই সে ভুল করুক না কেন, মেষ সব সময় ভাবে তার প্রেম চিরন্তন, সুগভীর ও অনবদ্য।

মেষে রবি খুব শান্ত এবং মানুষের প্রেমে যদি আপনি পড়েন, তবে তাকে কখনোই খুব বোকা ভাববেন না। হয়তো সে কথা কম বলে, খুব উচ্ছাস প্রকাশ করে না। বাইরে থেকে খুব নিরেট মস্তিষ্কের মনে হবে, কিন্তু আপনি পরে আবিষ্কার করবেন তার মাথা সেকেণ্ডে দুশো বার ঘোরার মতো মেসিনের চাকা। বোকা-সোকা মানুষটির প্রেমে পড়ার পর যদি তার সম্বন্ধে তার কর্মক্ষেত্রে একটু খোঁজ-খবর নেন, তাহলে আশ্চর্য হয়ে তার সম্বন্ধে আপনার ধারনা বদলে ফেললেন। তার পূর্ব প্রণয়িনীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা হেসে উত্তর দেবে, "ওর কথা বলছেন? লাজুক? ভীরু? আপনি হয়তো অন্য কারও কথা বলছেন।"

কিছুকালের মধ্যেই আপনি প্রকৃত মানুষটিকে জানতে পারবেন। শান্ত আচরণের তলায় ঢাকা আছে উত্তপ্ত হৃদয় আর তীব্র কর্ম প্রেরণা। কাজেই সাধাসিধে মেষ-রাশির মানুষটির প্রেমে পড়ে পরে টের পাবেন, যে সব ব্যাপারে সে কী ভীষণ উৎসাহী তা সেটা আলু ভাজা করা বা চাঁদনী রাতে গাড়ি চড়ে পাড়ি দেওয়া।

আর কোন রাশির মানুষকে প্রেমের ব্যাপারে এমন বিশ্বস্ত দেখতে পাবেন না। তার সততা সাধারণতঃ আপনাকে কোন ফাঁকির মধ্যে ফেলবে না, তার আদর্শবাদ তাকে বিশ্বাসঘাতক হতে দেবে না। লাম্পট্য বা ফ্ল্যার্ট করে বেড়ানো তার স্বভাব-বিরুদ্ধ, বিশেষ করে যখন সে গভীরভাবে কারও সঙ্গে জড়িত। উপন্যাসের প্রেম কাহিনীতে তার আগ্রহ থাকলেও তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমে সস্তা চটুলতা বা সেক্সের বাড়াবাড়ি নেই।

প্রেমের ব্যাপারে মেষে রবির লোকের মতো বিশ্বাসী আর কোন রাশির লোকেরা হয় না। তবে তার রোমাণ্টিক মন সম্বন্ধে আপনাকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। তাকে সর্বদা মোহমুগ্ধ করে রাখতে না পারলে সে তার নির্ভেজাল আনুগত্য সত্ত্বেও অন্যত্র রোমান্সের সন্ধান করবে। সে স্বপ্নবিলাসী মানুষ, আপনাকে সে রূপকথার

রাজকন্যা কল্পনা করে স্বপনপুরীর সঙ্গিনী করতে চাইবে। আপনার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ তার কাছে অনাগ্রহকর, যেমন দাঁত মাজা, নখ পালিশ করা, চুলে স্যাম্পু করা, টেলিফোনে মার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করা ইত্যাদি। রূপকথার রাজকন্যা এ সব কাজ করে না, সে সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা রেখে মেঘবরণ চুল এলিয়ে ঘুমায়, আর মেষরাশির রাজপুত্র মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে শুধু চেয়ে থাকবে। ভোরে স্বপ্নজড়িত চোখে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেই সে নিজেকে ধন্য মনে করবে। তার এই রোমান্টিক মনটাকে আপনি যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে প্রথমে সে ক্ষুন্ন হবে, তারপরে তার রাগও হতে পারে। আর তারপরে সে এমন এক রাজকন্যার সন্ধানে বেরুবে, যার ঘুমালে নাক ডাকবে না এবং ওই ধরণের আরও অনেক গুণ আছে। সেজন্য প্রেমের ব্যাপারে তাকে আপনি অবিশ্বাসী বলতে পারেন না। সে তার একনিষ্ঠতা বজায় রাখতে চেয়েছিল, আপনিই তাকে একনিষ্ঠ হতে দেননি। সে আপনাকে প্রেমের গোলাপ বাগিচার বুলবুলি ভেবেছিল, কিন্তু পরে বুঝল আপনি কিচির-মিচির চড়াই পাখি। সে ভালবেসে আপনার হাতে হাত রাখবে কী করে, যদি আপনার হাত সাংসারিক শত কাজে সদা ব্যস্ত থাকে। সংসার তার কাছে কারাগার হলে চলবে না, স্বপ্ন দিয়ে গড়া এক নীড় হতে হবে। আপনি তার স্বপনচারিণী, সংসারের শুধুমাত্র গৃহিনী হলে তাকে খুশি করতে পারবেন না। তার ভাবপ্রবণতাকে বুদ্ধি করে একটু প্রশ্রয় দিলে দেখবেন অন্য কোন নারীর দিকে সে ফিরেও চাইবে না।

মেষ রাশির পুরুষরা চির-বিদ্রোহী। কারও কর্তৃত্ব সে সহ্য করতে পারে না। সে ভাবে কর্তৃত্ব করাটা তার জন্মগত অধিকার, কারণ অন্য সকলের চেয়ে সে বড় হয়েই জন্মেছে। সেজন্য মাঝে মাঝে তার পতন হয়। তার চেয়ে বড় কেউ তাকে ধরাশায়ী করে দেয়। কিন্তু সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার সকলকে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ঢুঁ মারাটা ভেড়ার স্বভাব বলে মনে রাখলে তার উপর আপনার রাগ হবে না তার অবিবেচনার জন্য। এই মানুষের আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়া আত্মবিশ্বাসকে যে নারী উৎসাহ ও কোমল আচরণ দিয়ে আবার উঠে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করবে, সেই নারী তার হৃদয় চিরকালের জন্য জয় করে নেবে। তার সাময়িক শত্রুর সঙ্গে ভুলেও সন্ধি করতে যাবেন না, অথবা তার বিরোধীপক্ষের আচরণ ন্যায়সঙ্গত হলেও আপনার মানসিক সমর্থন প্রকাশ করবেন না। কারণ মেষে রবির পুরুষ নিজে যেমন প্রেম বা বন্ধুত্বে একান্ত অনুগত, তেমনি আনুগত্য আপনার কাছ থেকেও আশা করে।

মেষে রবির পুরুষ কোন ঘোরপ্যাচ পছন্দ করে না। সে সব সময় সোজা পথে চলে। এই পুরুষের সঙ্গে প্রেম করা মানে সার্কাসের দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার খেলা —সদা সতর্ক থাকতে হবে। সে সব সময় আশ্বস্ত থাকতে চায় যে আপনি তাকে ভালবাসেন, তাই ভালবাসাটা প্রকাশ করেন। আবার সে এটাও কল্পনা করতে চায় যে আপনি যেন কোন সুদূর স্বর্গলোকের দেবী। তাই তার পিছনে দৌড়াবেন না, আবার তার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। এইভাবে তার সঙ্গে চলতে শিখুন, নাহলে তাকে একবারে বাদ দিয়েই চলুন।

মেষে রবির পুরুষ সব সময় আগে থাকতে চায়। তাই তাকেই আগে প্রেম নিবেদন করতে দেবেন, আপনার মনোভাব একটু পরে প্রকাশ করবেন। ঝগড়া হলেও দেখবেন সেই আগে "স্যরি" বলে ক্ষমা চাইবে। আপনার কোন প্রয়োজনের সময় সকলের আগে তাকেই পাবেন। আপনার দুঃখের সময়, অসুস্থতার সময় তাকে সব সময়েই পাশে পাবেন। যদিও অনেক সময় সে একটু কর্তৃত্ব করতে চাইবে, কিংবা সামান্য ব্যাপারে মেজাজ গরম করবে, তবুও আপনি তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারেন। সে চাইবে তার কাছে সারা জগৎ হবেন আপনি, আর আপনার সারা জগৎ সে হবে। সে চাইবে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হোন অথচ তার কাছে সূক্ষ্ম বন্ধনে বন্দী থাকুন। সে আপনার কাছে প্রশংসা চাইবে, কিন্তু স্তাবকতা তাকে বিরক্ত করবে। তার বন্ধুদের আপনাকে পছন্দ করতে হবে, কিন্তু আপনার বন্ধুদের পছন্দ না করার স্বাধীনতা সে বজায় রাখতে চাইবে। আপনি যদি স্বামী বলতে জীবন-মরনের সাথীস্বরূপ কোন পুরুষের কথা ভেবে থাকেন, তবে মেষে রবির মানুষটির মধ্যে তাকে পাবেন। তার সঙ্গে আপনার জুটি সকলের ঈর্ষার বস্তু হতে পারে, কারণ সে জুটি হবে রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের।

মেষে রবির পুরুষরা বিবাহিত জীবনে সংসারে কর্তা হতে চাইবে আর তা না হলে সংসার বিবাগী হবে। সে ভাববে সংসারটা চলছে তার টাকায়। (আপনি উপার্জন করলেও আপনার উপর কর্তৃত্বের মনোভাব থাকায় আপনার উপার্জনটাও তারই টাকা। তাই নয় কি?) সংসারের ব্যয় ঠিক মতো সামলাতে না পারলেও—না পারাটাই তার স্বভাব—আপনি কিছু জানতে যাবেন না, বিশেষ করে অবিবেচকের মতো খরচ করার জন্য। কারণ মানুষটি দিল-দরিয়া স্বভাবের, কৃপনতা তার ধাতে নেই। সে অপব্যয় না করলেও মুক্ত হস্তে ব্যয় করবে। আপনার প্রয়োজনে সে মিটিয়ে দিয়ে বিনা প্রয়োজনে হয়তো কুমিরের চামড়ার এক সুন্দর হ্যান্ড ব্যাগ মোটা দাম দিয়ে আপনার জন্য দুম করে কিনে আনবে।

মেষে রবির পুরুষরা জীবিকার ক্ষেত্রে নিজে কর্তা হয়ে না বসা পর্যন্ত ঘন ঘন জীবিকা পরিবর্তন করতে পারে। ঘাবড়াবেন না, সে আপনাকে অনাহারের মুখে ফেলবে না। তবে আপনি কিছু গোপনে সঞ্চয় করে রাখতে পারেন, দুর্দিনে মানুষটিকে চমকে দিয়ে খুশী করতে পারবেন।

আপনার সন্তানদের কাছে সে একবারে আদর্শ পিতা হবে। ছেলেদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, আচার আচরণ সব ব্যাপারেই তার নজর থাকবে। সন্তানরা তার প্রিয় আর সন্তানদের কাছেও সে প্রিয় হবে। তবে তার কর্তৃত্ব করার স্বভাবের জন্য সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকার বিষয়ে সে নিজের মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে এক সংঘাতের সৃষ্টি করে বসতে পারে।

বিবাহের পরে আপনার 'কেরিয়ারের' পথে স্বামী হিসাবে সে কোন বাধা দেবে না, তবে সংসারের বাইরে সমাজে যদি আপনি তাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে যান তবে সে মনে মনে অখুশি হবে।

তার স্বাধীনতায় আপনি হাত দেবেন না, তবে উত্তেজনার বশে তার কাজ করে

বসার অভ্যাসটা বুদ্ধি করে চালাবার চেষ্টা করতে পারেন। মনে রাখবেন আপনার স্বামী ভাবপ্রবন, রোম্যান্টিক। আপনিও একটু রোম্যান্টিক হলে দেখবেন আপনাদের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত সুখের হবে। অবশ্য আপনিও নিজে রোম্যান্টিক না হলে এমন মানুষের সঙ্গে নিজের জীবনটা জড়াবেন না।

## মেষে রবির—নারী

মেষে রবির কোন নারীর প্রেমে যদি আপনি পড়েন, তাহলে আমি জানি না আপনাকে অভিনন্দন জানাবো না দুঃখ প্রকাশ করবো। সেই নারীর কাছে প্রেম হচ্ছে জীবনের সার সত্য, কিন্তু তার নিজের সত্তাও তার কাছে কিছু কম নয়। সেজন্য সে পুরুষ সঙ্গী ছাড়াও জীবন কাটাতে পারে। অবশ্য পুরুষ ছাড়া বাঁচা মানে রোমান্স বা প্রেম ছাড়া বাঁচা নয়। মেষ রবির নারীর হৃদয় সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকবে তার স্বপ্নপুরির রাজপুত্রের জন্য। সেই রাজপুত্রকে সে হয়তো দেখেছিল বহু দিন আগে বহু দূর দেশে। এখন হয়তো সে চোখের আড়ালে ভাবীকালের বর্ষার মেঘের আড়ালে, কিন্তু এই বসন্তে তারই চিন্তায় এই নারী বিভোর হয়ে থাকতে চায়। তাই রক্তমাংসের কায়াধারী কেউ কাছাকাছি না থাকলেও এই নারী দুঃখবোধ করে না।

মেষে রবির নারী কোন পরুষের সাহায্য ছাড়াই তার জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। সে ভাবে নিজে করলে সব কাজই তাড়াতাড়ি করা যায়। সে জন্য সব কাজেই সে সবার আগে এগিয়ে যায়। প্রেমিক একটু লাজুক হলে এই নারী হয়তো বিয়ের প্রস্তাব নিজেই আগে তুলবে। অর্থাৎ প্রেমের ব্যাপারেও এই নারী নেতৃত্ব করবে। এই নারীর হৃদয় জয় করার আগে আপনাকে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। যখন বুঝবেন যে সে আপনাকে হৃদয় দান করে বসেছে, তখনই তাকে 'গুড নাইট' জানাবার সময় চুম্বন করতে পারেন। হৃদয় জয় করার আগে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে নাকে এক বজ্রমুষ্ঠি পেতে পারেন এবং সে ভীত হরিণীর মতো ছুটে পালাতে পারে।

তবে এর থেকে আপনি ভুল ধারণা করবেন না। ভাববেন না আপনার উগ্র কামনায় সে কুমারী সুলভ শংকায় পলাতক। আপনাকে সামলাবার ক্ষমতা তার আছে। সে অপছন্দ করে পা-চাটা কুকুর বা ক্রীতদাসের প্রভুভক্তি। আপনার কাছ থেকে সে আশা করে আগ্রহ আছে অথচ উদাসীন ভাব। সেক্ষেত্রে তার স্বপ্ন লোকের নায়ক আপনাকে সে নিজেই আত্মনিবেদন করবে। সে ভীষণ ভাবপ্রবণ, তার এই ভাবপ্রবণতার কথা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। তাকে বোঝান যে আপনি তার গুণমুগ্ধ, কিন্তু খুব স্তাবকতা করবেন না। মেষে রবির নারীর মধ্যে স্ববিরোধী ভাব আছে, সে চায় না আপনি তার পিছু পিছু ঘুরুন, আবার খুব বেশি উদাসীন্য দেখালে সে আপনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তার উপর প্রভুত্ব করার মানুষ সে চায় না, আবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া মানুষও চায় না। তার কাছে প্রেম মানে সাহচর্য, সমানে সমানে বন্ধুত্বের বন্ধন। সে আশা করবে আপনি তার সঙ্গে

সব কিছু সমান ভাবে ভাগ করে নেবেন—আপনার সাধনা, আপনার স্বপ্ন, এমন কি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট। তার বদলে সেও তার সব কিছু আপনার সঙ্গে ভাগ করে নেবে,—তার সাধনা, যার সিদ্ধি হয়তো সুদূর, তার স্বপ্ন, যা আপনার কাছে একবারেই অবাস্তব, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট, যাতে জমার চেয়ে খরচই বেশি, সুদ পাওয়ার বদলে সুদ দিতে হবে। যাহোক, তবু জানবেন সে স্বার্থপর নয়, নিজের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই প্রেমিকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইবে। তার বন্ধুদের আপনার বন্ধু করতে হবে, তার শত্রুদের আপনারও শত্রু করতে হবে। তার সুখেই আপনার সুখ, দুঃখে আপনার দুঃখ। মেষে রবির নারী জীবনে সত্যিকারের সঙ্গী অর্থাৎ কমরেড কামনা করে।

স্ত্রীরূপে এই নারীরা সম্পূর্ণ গৃহবন্দী থাকবে না, কারণ এদের সৃজনী-প্রতিভা চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকায় নয়। খাঁচায় পোষা ময়না এদের মনে করবেন না। অবশ্য গৃহিনীরূপে এদের কর্মক্ষমতা কিন্তু সামান্য নয়, ভাল রান্না করবে, ঘরদোর পরিষ্কার রাখবে, বোতাম বসানো বা জামা ইস্ত্রি এসব কাজও পারবে, তবে এই সব কাজ এদের মনোমত একবারেই নয়, শুধু প্রয়োজনে হলে তখনই করবে। ( মেষে রবির নারী প্রয়োজনীয় সব কাজ করতেই সক্ষম )। তার কথাবার্তা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং অনর্গল। প্রাতরাশের সময় খবর কাগজে মুখ ঢেকে থাকবেন না। সে আপনার সঙ্গ চায়, সঙ্গ না দিলে আপনাকে নিজের পথ নিজে দেখতে হবে, অর্থাৎ টোস্ট বা ডিম নিজেকেই বানিয়ে নিতে হবে।

তাকে খুব কমই ক্লান্ত বা অসুস্থ বলে নালিশ জানাতে শুনবেন। কিন্তু সত্যিই যখন সে অসুস্থ হবে, তখন আপনার পর্যাপ্ত পরিচর্যার প্রয়োজন। দাঁতের যন্ত্রণার সময় আপনিও 'আহা-উহু' বলে সমবেদনা জানাবেন এটা সে আশা করবে।

আপনার বাড়ি ফিরতে দেরী হলে সে আপনার খাবার গরম করে রাখবে, কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বা কী করেছিলেন এটা তাকে জানতে ভুলবেন না। আপনার উপর সন্দেহ হলে সে কিন্তু আপনার কথা যাচাই করে নিতে ছাড়বে না। আপনার মনিবকে সে তার আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু খেয়াল রাখবেন তাঁকে যেন তার কাজকর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে না যায়। মেষে রবির জাতক সব সময় মনে করে জগতের যাবতীয় কাজ তার মতো কেউ বোঝে না। আপনার সেক্রেটারীর হেয়ার স্টাইল সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে প্রশংসা করে বসবেন না। সেটা হবে খুবই বিপজ্জনক। ভাবপ্রবণ স্ত্রী ( যে চিরন্তন নারী। ) তখনই মনে করে বসবে আপনি তাকে কদাকার ডাইনী বলে ভাবতে শুরু করেছেন। বিয়ের পরেও আপনার প্রেমে-পড়া মুগ্ধ ভাবটি বজায় রাখবেন, নইলে সে অত্যন্ত অসুখী হবে। মেষে রবির জাতক দুঃখকর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সর্বদা আগ্রহী, তার ফলে আবেগের ঝোঁকে সে আপনার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে বসতে পারে।

মা হিসেবে সে তার সন্তানদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবান ও সুখী দেখতে চাইবে। ছেলে একটু কাঁদলেই কোলে তুলে না ঘুরলেও বা আদিখ্যেতা না করলেও সন্তানরা তার গভীর স্নেহ-ভালবাসার বঞ্চিত হবে না। সে তাদের পার্কে বেড়াতে

নিয়ে যাবে, রূপকথার গল্প শোনাবে, তাদের স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাবে, কারণ সে নিজেই যে স্বপ্নবিলাসী। কিন্তু স্নেহে অন্ধ হয়ে সে সন্তানকে আদুরে বাঁদর করে তুলবে না, নিয়ম কানুন মেনে চলতে শেখাবে, স্বাধীন সুন্দর নাগরিকরূপে গড়ে তুলবে।

মেষে রবির নারী খুব মেজাজী। কিন্তু সে মেজাজ কাল-বৈশাখী ঝড়ের মতোই, নিমেষে সব লণ্ডভণ্ড করে একটু পরেই থেমে যাবে। সে কখনও রাগ পুষে না, তাই প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। ঝড়ের পরেই তার আকাশ রামধনুর রঙে রঙীন হয়ে ওঠে।

কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন যে তার হাসির আড়ালে বেদনা লুকানো থাকতে পারে। কারণ হাসি দিয়েই সে নিজের বেদনা গোপন করে। তাকে একটু বুঝে চলতে পারলেই তার মতো সৎ বিশ্বস্ত প্রেরণাদায়ক সঙ্গী পাবেন না। আপনার সব স্বপ্নকে সফল করার জন্য আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সে সংগ্রাম করবে। সে আপনাকে যতটা বিশ্বাস করে তার অর্ধেক বিশ্বাসও যদি আপনি তাকে করেন তাহলে আপনারা 'দুজনে স্বর্গ খেলনা রচিবেন পৃথিবীতে।'

## মেষে রবির—শিশু

মনে রাখবেন মেষে রবির সন্তানটি আপনার প্রভু। তাকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্য করবেন না। তার যখন বসার মতো বয়স হবে, তখন খাবার টেবিলে এই ছোট মানুষটিকে পরিবেষন করতে দেরী হলে প্লেটে চামচ ঠুকে সে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। রান্না তার পছন্দ না হলে সে মুখ থেকে খাদ্যবস্তু বন্দুকের ছররার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে, ছোট মাথাটি প্লেটে ঠুকে জানিয়ে দেবে তার মনোমত খাবার সে পায়নি।

অন্য শিশুদের চেয়ে সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শিখবে, আর কথা বলা তো নিশ্চয়ই। তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য, কোন বিষয়ে তাকে নিষেধ করুন, সেই নিষেধাজ্ঞা তার অপছন্দ হলে ছোট হাত দুটি তুলে প্রতিবাদ জানাবে। যাতে সে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেজন্যে শিশুকাল থেকেই তাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করবেন।

সব সময় সাবধান থাকবেন তার মুখে বা মাথায় যেন আঘাত না লাগে। তার পড়ে থাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি ধারাল জিনিস তার হাতের কাছ থেকে সরিয়ে রাখবেন। দুর্ঘটনার প্রতি তার যেন এক স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তার পুড়ে যাবার ভয়ও আছে, গরম দুধের মধ্যেই হয়তো সে হাত ডুবিয়ে বসবে। আপনি ভাববেন না যে একবার হাত পুড়লে তার শিক্ষা হবে। অন্য শিশুর এ সব ব্যাপারে শিক্ষা হতে পারে, কিন্তু মেষে রবির শিশুরা কাটা-পোড়ার ব্যাপারে রেকর্ড ব্রেক করতে আগ্রহী।

সে যখন একটু বড় হবে, তখন আপনাকে এমন আঁকড়ে ধরবে যে আপনার দমবন্ধ হয়ে আসতে পারে। মেষে রবির শিশুরা সাধারণতঃ তাদের স্নেহের বহিঃপ্রকাশে আগ্রহী।

যতই সে বড় ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকবে ( হাম পান-বসন্ত, মাম্মস ইত্যাদি শৈশবের রোগের সঙ্গে তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করে ), ততই সে তার মেজাজ দেখাতে শুরু করবে। আপনি লক্ষ্য করবেন যে সে জেদী স্বভাবের, বাধা পেলে একবারে ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু তার সেই রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। সাময়িক বিস্ফোরণের পরক্ষণেই মেষে রবির পুত্র বা কন্যা এক গাল মিষ্টি হাসিতে আপনার মন ভুলিয়ে দেবে।

সে তার খেলনাপত্তর অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে তার খেলার সঙ্গীদের, বাড়ির ঝি-চাকরদের, পোষা মেনিকে বা রাস্তার নেড়ী কুত্তাকে। কিন্তু তার এই দাতা-কর্ণ মনোভাব দূর হয়ে যাবে যদি কেউ তার মনে আঘাত দেয়, সে যা করতে চায় বা যেখানে যেতে চায়, তাতে বাধা দেয়। আপনি অবাক হবেন বোমা ফাটার মতো তার রাগে ফেটে পড়া দেখে।

মেষে রবির জাতক ছেলেবেলায় স্কুলের হোম-ওয়ার্ক অবহেলা করতে পারে। এদের নিছক উপদেশ দিলে বিশেষ কাজ হবে না, এদের সংগ্রামী স্বভাবের জন্য এদের সামনে কোন সহপাঠীকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তুলে ধরবেন। বলবেন, 'অমুক ছাত্রের চেয়ে তুমি অলস বা তোমার বুদ্ধি কম, তবু তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি যদি ওকে সামনের পরীক্ষায় হারিয়ে দিয়ে বেশি মার্কস পাও তাহলে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠবে।' তারপর দেখবেন পড়াশোনায় সে কী ভীষণ মন দেবে। সে প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে অমুক ছাত্রটি তার তুলনায় কিছুই নয়, সে দুনিয়ায় কারও চেয়ে কোন বিষয়ে ছোট নয়। ব্যাস, এইভাবে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। আপনার এই গোপন মন্ত্রটি তার শিক্ষকদেরও জানিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তাঁরাও তাকে এইভাবে ক্লাসের সেরা ছাত্ররূপে গড়ে তুলতে পারেন।

মেষে রবির বালক-বালিকা খেলার সাথীদের মাঝে নেতা হয়। কল্পনাপ্রবণ বলে সে নতুন ধরনের খেলা আবিষ্কার করতে সক্ষম। সে সব সময় নিজের মতে ও পথে চলতে চাইবে। সেজন্য কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে অনেক সময় তার বিরোধ বাধে। ছেলেবেলা থেকেই তাকে গুরুজনদের মান্য করতে শেখাবেন, তাহলে বড় হয়ে অনেক সময় তীব্র বিরোধের মধ্যে পড়ে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম থাকবে। তবে মনে রাখবেন এদের হৃদয় মাখনের মতো নরম, আর সেই হৃদয়ের গভীরে লুকানো আছে অন্যের ভালবাসা হারানোর বা অপছন্দের ভয়। তার অদম্য উৎসাহ বা স্বপ্নকে কেউ তাচ্ছিল্য বা ব্যঙ্গ করলে সে সজল চোখে আপনার কাছে এসে সান্ত্বনা খুঁজবে। তাকে বুকে টেনে নেবেন, কারণ আপনি তো জানেন সে খুবই ভাবপ্রবণ।

তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করবেন না। এই আত্মবিশ্বাস তার কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই প্রয়োজনীয়। তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘর ছেড়ে পালাতে উৎসাহী করবে, তবে বিবেচনাশক্তি তাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনবে। নিরুৎসাহকারীরা তাকে অনেক সময় দমিয়ে দিলেও হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকার পাত্র সে নয়। সে এমনি বই পড়তে আগ্রহী, কিন্তু কলেজের চার বছরের পাঠক্রম তার কাছে একঘেঁয়ে লাগতে পারে।

দায়িত্বজ্ঞান তার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। এ বিষয়টি তাকে যুক্তির সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসা মিশিয়ে শিক্ষা দেবেন। পিতামাতা ও শিক্ষকদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে মেষে রবির শিশুদের প্রশংসা করলে তারা প্রাণপণ পরিশ্রম করে শীর্ষস্থানে ওঠার চেষ্টা করবে, আর নিন্দা করলে তারা কাজে উৎসাহ হারিয়ে একবারে মিইয়ে যায়। তাকে জানান যে তার কোন কাজগুলো আপনার খুব পছন্দ হয়, তাহলে দেখবেন যে আপনার অপছন্দের কাজ সে খুব কমই করবে। এইভাবে আপনি যেমন চান তেমনি তাকে গড়ে তুলতে পারবেন। মেষে রবির সন্তানকে সব সময় নজরে রাখবেন, নাহলে সে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়তে পারে। সে অলস হয়ে থাকার পাত্র নয়, তাই বালসুলভ চপলতায় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

সে বীরত্বের কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে ভালবাসে, যাতে নায়করা নিত্য নতুন রাজ্য জয় করছে। সে যে স্বপ্নবিলাসী, তাকে স্নেহ-ভালবাসা ও উৎসাহ দিয়ে গড়ে তুলতে পারলে দেখবেন একদিন সে নিজেই স্বপনপুরীর রাজপুত্র হয়ে বসেছে, অর্থাৎ তার যে স্বপ্নকে আপনি অবাস্তব ভেবেছিলেন, তাকেই সে বাস্তব করে তুলেছে নিরলস প্রচেষ্টায়।

## মেষে রবির—মনিব

মেষে রবির মনিব অলস কর্মচারীদের কাছে জনপ্রিয় হবে না। এই মানুষ তার চারপাশের লোকদের কাছ থেকে কোনভাবে দায়সারা কাজ সহ্য করবে না। সে নিজে যেমন কাজ ভালবাসে, কোম্পানীর জন্য অন্যদের কাছ থেকেও তেমনি ভালবাসা প্রত্যাশা করবে। এই মনিব আপনাকে টপ করে চাকরি দিতে পারে, টপ্ করে প্রোমোশান দিতে পারে। আবার তেমনি টপ করে কাজে আপনার ভুলচুক দেখিয়ে বিদেয় করে দিতে পারে। তবে আপনি যদি আপনার দোষ স্বীকার করে নেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে সে আপনাকে ক্ষমা করে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবে, এমনকি তৃতীয় ও চতুর্থবারও দিতে পারে। ভৎসনার সময় জিভ দিয়ে বিষ ছিটালেও তার হৃদয়ে কিন্তু মধুভরা আছে। 'বিষকুম্ভো পয়োমুখম্' বাক্যের বিপরীতধর্মী সে।

এই মনিবের কাছে হয়তো আপনাকে প্রায়ই ওভার-টাইম করতে হতে পারে। সে নিজে কাজ-পাগলা এবং তার সঙ্গে আপনাকেও কাজ-পাগলা হতে হবে। তবে একটা বাঁচোয়া,—সকালে অফিসে আসতে দেরী হলে বা লাঞ্চের সময় আধ ঘণ্টার জায়গায় এক ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এলে সে বাঁকা চোখে আপনার দিকে ও ঘড়ির দিকে তাকাবে না। সে নিজে স্বাধীনচেতা, আর এটাও বোঝে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ আদায় করা চলে না, কাজ দিয়েই কাজের বিচার করতে হয়। ওভার টাইম খাটিয়ে নিলেও আপনি যখন ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য দিদিমার শ্রাদ্ধ বলে ছুটি চাইবেন, তখন সহজেই ছুটি পাবেন, এমন কি সত্যি কথা না বললেও ছুটি পেতে

অসুবিধা হবে না। সে ভাল করেই বোঝে মানুষ যন্ত্র নয়, তার আমোদ-প্রমোদ দরকার, কারণ সে নিজেও যন্ত্র নয়, আমুদে কল্পনাবিলাসী ও আদর্শবাদী কর্মী। যদিও সে আপনার ছুটি-ছাটা, মাইনে বাড়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে খুবই উদার, কিন্তু হঠাৎ অফিসে যদি কোনো বিশেষ কাজের দরকার হয়, তাহলে সে আশা করবে আপনি আপনার ব্যক্তিগত সব কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে তার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। মেষে রবির এক ব্যবসায়ীকে আমি জানি যে ব্যবসা-সংক্রান্ত এক জরুরী কাজে তার কর্মচারীদের কাছ থেকে দিবারাত্র পরিশ্রম প্রত্যাশা করত। যে দিন এই কাজটি সম্পন্ন করার কথা, সেদিন তার অফিসের এক মহিলাকর্মীর বিয়ের দিন। হোক না কেন দিনটা এক মাস আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়েছিল, মহিলাটি যথারীতি ছুটির দরখাস্ত দিয়েছিল, শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র শুধু ছাপানো নয়, যথারীতি বিলিও হয়ে গিয়েছিল, তবু মেষে রবির মনিবের কাছে বিয়ের দিনটা পিছিয়ে দেওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়। মনিবের নিজের বিয়ের দিন হলেও ব্যবসার খাতিরে সে নিশ্চয়ই পিছিয়ে দিত। তার কাছে জীবনে কাজের চেয়ে বিয়ে বড় নয়।

অবশ্য এই দৃষ্টান্তটা মেষে রবির মনিবের ক্ষেত্রে একটি চরম ঘটনা। আর এরজন্য মেষে রবির মনিবকে খুব কাট-খোট্টা প্রকৃতির মনে করবেন না। আপনি দেখবেন এই মেষে রবির মনিব আপনাকে বোনাসের যা চেক দেবে তা আপনার অন্য অফিসে কর্মরত বন্ধুদের ঈর্ষার বস্তু হবে। কারণ এই মনিবরা কৃপণ স্বভাবের নয়।

এই মনিব অন্য রাশিতে রবির মনিবদের তুলনায় একটু প্রশংসা প্রিয় হতে পারে। তাকে সোজা ভাষায় বলতে পারেন, 'মনিব হিসাবে তাকে আপনার ভাল লাগে, তার কর্মশক্তিতে আপনি বিস্মিত। অন্য সব অফিসের মনিবদের চেয়ে বুদ্ধিমান।' জানবেন তার কাছে আপনার চাকরি নিশ্চিত পাকা। অবশ্য কথাটা যদি আপনার সত্যি আন্তরিক হয়। এই মনিব ঘৃণা করে সেই কর্মচারীকে যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রশংসা করে, অথচ মনে মনে মনিবের কর্তৃত্ব করার সন্দেহ করে এই মনিব বুঝতে পারে কোন কর্মচারী মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। তার মনের গোপন বাসনা যে সকলে তার প্রশংসা করুক। আপনি কখনো কল্পনা করতে পারবেন না যে তার আত্মবিশ্বাস ও সাহসের আবরণের তলায় আছে আসপাশের সকলের প্রশংসা পাবার বাসনা।

যদি আপনি গুজব শোনেন যে আপনাদের কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, সাত তাড়াতাড়ি অন্যত্র চাকরী খুঁজতে যাবেন না। আপনি বেকার নাও হতে পারেন, শেষ মুহূর্তে সংকটের মুখ থেকে কেউ যদি কোম্পানীকে বাঁচাতে পারে, সে হচ্ছে আপনার ওই মেষে রবির মনিবই, অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা তার আছে।

মনের জোর এই মনিবের একটি মস্ত গুণ। সে অসুখ-বিসুখের পরোয়া করে না। মনের জোরেই সে ছোটখাটো অসুখ দূরে সরিয়ে রাখে। সর্দি-জ্বর হওয়ায় স্ত্রী তাকে অফিস যেতে বারণ করল, কিন্তু জরুরী কাজ থাকায় স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে সে অফিসে এসে কাজে ডুবে গেল। কর্মচারীরা টেরও পেল না মনিব অসুস্থ, সন্ধ্যায় সে অফিস থেকে ফিরতে স্ত্রী অবাক হলো তাকে দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক দেখে, কারণ

স্ত্রী ইতিমধ্যে তাদের পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে স্বামীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল।

তার নিজের কাছে যেমন অলসতা বলে কিছু নেই, তেমনি আপনার কাছেও অলসতা বলে কিছু থাকুক এটা সে আশা করবে না। আপনার আগের মনিব যদি খারাপ অফিস রেকর্ডের জন্য আপনার দরখাস্ত করে থাকে, তাহলেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার মেষে রবির মনিব আপনার অতীত রেকর্ড নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সে নিজে যেমন নিজের অতীত নিয়ে মাথা ঘামায় না, ভবিষ্যৎ নিজের ক্ষমতায় গড়ে তুলতে চায়, তেমনি আপনার ব্যাপারেও চাইবে।

তার বলিষ্ঠ আশাবাদী কর্মদক্ষতা, উদ্যম ইত্যাদি সত্ত্বেও যদি কখনো সংকটের মুখোমুখি হয়, তখন সে মনে মনে সত্যিই আপনার সাহায্য, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য আশা করবে, তখন আপনি পিছিয়ে থাকবেন না। আপনার কাছ থেকে এগুলি পেলে দেখবেন আপনার উনিও আপনার বন্ধুর চেয়ে বড় হয়ে উঠবে, বিপদে-আপদে সব সময় তাকে পাশে পাবেন। বর্ষার দিনে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা হলে মনিব নিজের গাড়িতে আপনাকে বাড়ি পেঁাছে দেবে, নিজের বা পরিবারের কারও অসুখ বলে ছুটি পাওনা না থাকলেও ছুটি পাবেন। তবে মাঝে মাঝে এই মনিবের মেজাজ হাসিমুখে সহ্য করতে হবে। তার বকুনি বা কড়া কথা ভুলে যাবেন, দেখবেন মনিব নিজেও তা ভুলে আছে। এই মনিবের কাজ হাসি মুখে করে যাবেন, তাহলে আবার বলছি, 'আপনার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত'।

## মেষে রবির—কর্মচারী

মেষে রবির কর্মচারীটিকে নিয়োগ করার সময় হয়তো টের পেলেন ইতিপূর্বে সে পাঁচ-সাতটি কোম্পানীতে কাজ করেছে। ঘাবড়াবেন না। তার অপদার্থতার জন্য সে চাকরি হারায়নি। চাকরি মনোমত না হওয়াতেই সে চাকরি ছেড়েছে। সে সব সময়েই ভাল ভাবে ভাল কাজ করতে আগ্রহী। তার মতো নিষ্ঠাবান উৎসাহী কর্মী আজকালকার ও স্বীয় স্বার্থান্বেষী কর্মচারীদের মধ্যে খুব কমই পাবেন।

তার মতো কর্মচারীকে চাকরি দেওয়া আপনার পক্ষে সুবিবেচনার বা মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে, আর এটা নির্ভর করছে আপনি এই অত্যুৎসাহী ব্যক্তিকে কীভাবে কাজে লাগাবেন তার উপর। প্রথম প্রথম সে একবারে নতুন টাকার মতো ঝক্‌ঝক্ করতে পারে, কিন্তু তার অর্পিত কাজ তার ভাল না লাগলে শীঘ্রই সে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেতে পারে। কাজটি তার মনোমত না হলে নিছক চাকরি বজায় রাখার পাত্র সে নয়। যখনি দেখবেন সে প্রায়ই অফিসে আসতে দেরী করছে বা কাজের সময় ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লিখতে বসেছে, তখনই বুঝবেন এগুলি তার অসন্তোষের লক্ষণ। সে কাজে বিরক্তি বোধ করছে, আর বিরক্ত হলে বা একঘেঁয়েমির স্বীকার হলে মেষে রবির কর্মচারী তার স্বভাবজাত গুণগুলি হারিয়ে ফেলে।

এই কর্মচারীকে এমন পদে নিয়োগ করুন যেখানে কোন সিদ্ধান্ত নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকে, তার জবাবদিহির দায়িত্ব শুধু আপনার কাছে। অল্পকালের মধ্যেই দেখতে পাবেন সে অফিসের রুটিন মাফিক সময় না মেনে চললেও, যেমন বেশ দেরী করে অফিস এলেও বা লাঞ্চের সময় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে এলেও তার নির্দিষ্ট কাজ শেষ না করে সে অফিস থেকে নড়বে না, এমন কি অতিরিক্ত কাজ করতেও তার বিরক্তি নেই। কাজ তার কাছে এক চ্যালেঞ্জের মতন। কিন্তু কোন বাধা ধরা রুটিনের মধ্যে থাকা তার পোষায় না। সাফল্যের জন্য সাধনা করার এক মনোভাব তার মধ্যে আছে, এই মনোভাবটি মনিব হিসেবে ঠিক মতো কাজে লাগাবার কৌশল আপনার জানা উচিত।

অর্থ উপার্জন তার কাজের উদ্দেশ্য কখনো হতে পারে না। অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক সে সব সময়ই দাবী করবে তার স্ট্যাটাস ও ইগো ( status and ego ) বজায় রাখার জন্য, তবে টাকাই তার কাছে সব কিছু নয়। তবে মেষে রবির কর্মচারী প্রায়ই ধার চাইবে, কারণ আয়ের বেশি ব্যয় করা তার স্বভাব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, তার সাপ্তাহিক মাইনের খামে একশ টাকা বেশি দেওয়ার চেয়ে তার কাজের প্রশংসা করে পিঠ চাপড়ে দিলে সে বেশি খুশি হবে। আর একটা বিষয়ে সাবধান থাকবেন, এই কর্মচারীর মাথায় নিত্য নতুন আইডিয়া আসে বলে অনেক সময় সে অফিসের অন্যান্য বিভাগের সকলের উপর কর্তৃত্ব করতে চাইবে, সকলকে বোঝাতে চাইবে কত ভালভাবে কত তাড়াতাড়ি এই সব কাজ করা যায়, এমনকি আপনাকেও সে আপনার কাজটা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বসতে পারে। তার কথায় অসন্তুষ্ট না হলে হয়তো তার পরামর্শে সত্যিই আপনার উপকার ও কোম্পানীর লাভ হতে পারে।

মেষে রবির কর্মচারীকে এমন কাজ দেবার চেষ্টা করবেন যা সারাক্ষণ অফিসের চেয়ার-টেবিলে বসে করতে হবে না, কোম্পানীর স্বার্থে জনসাধারণের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ যে কাজে আছে। স্বভাব অনুযায়ী সে বিজনেস-প্রোমোটার। আপনার ব্যবসার স্বার্থে সে নিজে তো আছেই, নিজের স্ত্রীকে, বন্ধুদের, প্রতিবেশীদেরও আগ্রহী করে তুলবে। এমন কি ক্লাবে, সিনেমায় যখন যেখানে যাকে পাবে তাকেই সে আপনার ব্যবসার স্বার্থে আগ্রহী করবে। বিশেষ করে যখন সে বুঝবে আপনি তার উপর নির্ভরশীল। কর্মচারী হলেও কর্তা যে তারই উপর নির্ভর করে আছে এই বোধটাই তাকে মনে করাবে সেই হচ্ছে হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আর আপনি তো জানেন তো মেষে রবির ব্যক্তিরা সর্বদাই কর্তৃত্ব চায়।

যদি আপনার কোম্পানী কখনো আর্থিক সংকটে পড়ে, সব কর্মচারী আপনাকে ছেড়ে সরে গেলেও মেষে রবির কর্মচারী আপনার পাশে থাকবে। ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে সে এগিয়ে এসে হাল ধরার চেষ্টা করবে। কারণ ব্যর্থতার কাছে হার মানার পাত্র সে নয়। দুর্দিনে এমন মানুষকে পাশে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

এই কর্মচারীকে জরুরী ব্যাপারে অন্য কর্মচারীর কাজ করতে বললে, জরুরী

অবস্থায় ঠিক মত মাইনে দিতে না পারলে বা প্রয়োজনে ছুটির দিনে অফিস আসতে বললে সে কোন অভিযোগ করবে না। শুধু তাকে বুঝিয়ে দেবেন যে তার কর্মক্ষমতায় আপনার আস্থা আছে। কখনো ভুল করে তার কাজের জন্য প্রাপ্য প্রশংসা অন্যকে দেবেন না, অথবা অন্যদের সামনে তার ভুলত্রুটির জন্য নিন্দা করবেন না। এই মানুষের আত্মসম্মান বোধ খুব প্রখর। তার ভুলত্রুটির জন্য সে নিজেই ক্ষমা চেয়ে নেবে। বকুনি দিলে মেষ নিজেই দৌড়ে পালাবে। বরখাস্ত করার আগেই ইস্তফা দেবে।

অবশ্য মেষে রবির কর্মচারীর ভুলত্রুটি খুব কমই হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের চেয়ে মেষে রবির মানুষটির কোন সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে তার কল্পনা তথা অনুমান ক্ষমতাও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ফলে। তাই অনেক সময় এই কর্মচারীর কথায় কান দিলে আপনার লাভ হতে পারে। এই মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা, কল্পনা ও কর্মক্ষমতাকে উৎসাহিত করলে আপনি উপকৃতই হবেন। এরা নেতৃত্ব চায়, তাই দায়িত্বভার এদের হাতে ছাড়লে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ ঘটবে না।

এই কর্মচারীরা যে কোন কাজে বা যে কোন জীবিকায় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম। বাগানের মালী, থানার অফিসার, হাসপাতালের সার্জন—যে পদেই থাকুক না কেন, একে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিন, দেখবেন সুষ্ঠ সুন্দর সার্থক কার্য সম্পন্ন সে করবেই। প্রচার বা জনসংযোগের কাজ এদের খুবই মনোমত। সে নিজে ধনী হতে ইচ্ছুক না হলেও আপনার জন্য টাকার পাহাড় তৈরিতে অনিচ্ছুক নয়। তার সততা, পরিশ্রম ক্ষমতার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে শুধু আশা করে আন্তরিক প্রশংসা।

## ( TAURUS ) বৃষে রবি

### জন্মকাল—২১ এপ্রিল থেকে ২১ মে

### বৃষে রবির জাতককে জানুন

আমার এক ভ্রমণ-পিপাসু বন্ধু, যে দর্শণীয় সব স্থানই অন্তত বার দুয়েক ঘুরে এসেছে, আমায় বলেছে যে স্টীমারে করে দক্ষিণ স্পেন ভ্রমণের প্রথম অভিজ্ঞতা সে জীবনে ভুলবে না। একদিন ডেকে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের সময় দৃষ্টি পথে এল ভূমধ্যসাগরের ঘন নীল জলরাশির মাঝে দূরে দিগন্তে দণ্ডায়মান সুউচ্চ এক পর্বত। যাত্রীদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে জিব্রাল্টার পর্বত'।

আমার বিস্ময় বিমুগ্ধ বন্ধু কয়েকটি ফটো তুলল। তারপর পাশের ডেক-চেয়ারে বসা এক কিশোরকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'খুব সুন্দর না? শত শত বর্ষ ধরে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ এর ওপর আছড়ে পড়েছে, কত ঝড় বয়ে গেছে ওর বুকের ওপর দিয়ে, কত সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে, কিন্তু ওই পাহাড় অচল অটল নির্বিকার হয়ে যুগ যুগ ধরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কিছুই ওকে টলাতে পারেনি, নড়াতে পারেনি। আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি?'

কিশোরটি সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমার বাবার মতন।'

তার বাবার সে মাসে জন্ম। অটল, অনড়, দৃঢ়, নির্বিকার মানুষ হচ্ছে বৃষে রবির জাতক। এদের খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় জমি-জমার ব্যবসায়, ব্যাংকে। তবে অন্য জীবিকায় যে এরা যাবে না এমন কথা নয়। ইঞ্জিনীয়ার, চলচ্চিত্র-তারকা, রাজা ও রাণী, কেরাণী, মালী, ঝাড়ুদার সব কিছুই তারা হতে পারে। তবে তাদের নীরব দৃঢ় মনোভাব তাদের পরিচয়জ্ঞাপক। আপনার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে তাদের এক অক্ষরের সংলাপ, যথা—'হুঁ। উহুঁ।' আপনাকে সহজেই বুঝিয়ে দেবে বৃষে রবির জাতকরা অত্যন্ত কম কথার মানুষ। যদি রাশিচক্রে মিথুন, মেষ বা ধনু প্রবল হয় তাহলে একটু বেশি কথা বলতে পারে। নাহলে এরা সর্বদাই কম কথা বলা এবং দৃঢ়ভাবে কাজ করার পক্ষপাতী।

ওই জিব্রাল্টার পর্বতের মতোই কোন ঝড়-ঝাপ্টা এদের শান্তি ভঙ্গ করতে পারে না। আপনি গলা ফাটিয়ে চেঁচান, কটমট করে তাকান, পিঠে কিল বসান কিন্তু কিছুতেই এদের বিচলিত করতে পারবেন না। কোন কিছু এরা করবে বলে স্থির করলে তার থেকে এদের বিরত করতে পারবেন না।

এরা আপনাকে সহজে বিরক্ত করতে চাইবে না এবং আপনি এদের বিরক্ত করুন এটাও চাইবে না। তাকে শান্তিতে থাকতে দিন। তার শান্তি যদি বার বার ভঙ্গ করেন, তখন সে ক্ষ্যাপা ষাড়ের মতোই আপনাকে গুঁতোতে আসবে। তার ভয়ংকর ক্রোধ সম্বন্ধে সাবধান হবেন। ষাঁড়ের সামনে থেকে যত তাড়াতাড়ি পারেন প্রাণ

বাঁচাতে সরে পড়বেন। এরা খুব কমই রাগে, তবে একবার রাগলে আর রক্ষে নেই। ক্রুদ্ধ ষণ্ড সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে। তবে অনেক বৃষে রবির জাতক সারা জীবনে হয়তো দু'একবার মাত্র রেগেছে। এদের মধ্যে রাগী যারা, তারাও বছরে দু'একবার মাত্র রাগ প্রকাশ করে। মনে রাখবেন ছোট-খাট ব্যাপারে এরা রাগে না বটে, তবে রাগলে সেটা আপনার আমার মতো সাধারণ রাগ নয়, সে হচ্ছে যাকে বলে 'ক্রোধের আগুন'।

আমি এক বৃষে রবির পুরুষের কথা জানি, যার স্ত্রী তার দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে স্বামীকে কখনো রাগতে দেখেনি। কিন্তু একদিন রাত্রে এক হোটেলে এক মাতাল তাদের খাবার টেবিলে ঢলে পড়ে এক অশালীন উক্তি করে বসে। ভদ্রমহিলা ভেবেছিল যে তার ধীর স্থির গম্ভীর স্বামী মাতালটাকে এক ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেবে। কিন্তু সে হতবাক হয়ে গেল যখন দেখল যে তার শান্ত স্বভাবের স্বামী হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চেয়ার-টেবিল উল্টে দিয়ে মাতালটাকে দু'হাতে ধরে তুলে ঘরের একবারে অন্য প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখে একটি কথাও না বলে ভয়ংকর ক্রোধ কার্যে প্রকাশ করল। কাজেই আপনিও খুব সাবধান থাকবেন, কোন মহিলার পুরুষ সঙ্গীর বৃষে রবি কিনা না জেনে তার দিকে চেয়ে হাসবেন না বা চোখ মারবেন না।

মে মাসে জাতক পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই বৃষসুলভ কিছু লক্ষণ পাবেন। নারীর চাল-চলনে লালিত্য থাকলেও দেহে গোপন শক্তির আভাস পাবেন। পুরুষের ঘাড় হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, কাঁধ বুক পিঠ প্রশস্ত ও পেশীবহুল। দেহ দীর্ঘ বা খর্ব যাই হোক না কেন সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। কান সাধারণতঃ ছোট হয়। আহার্য বস্তু ভাল ভাবে চর্বণ করে, পরিপাক শক্তি চমৎকার। বৃষে রবির সকলের না হলেও অনেকেরই চুল ঢেউ খেলানো, কোঁকড়ানো। সাধারণতঃ চুল কালো হয়।

এরা প্রায়ই স্থূলকায় হয়। পেশীবহুল থেকে শুরু করে মেদবহুল পর্যন্ত এদের মধ্যে পাবেন। কিন্তু এই ধারণাটা আপনার মনে বদ্ধমূল করবেন না, কারণ এদের মধ্যে কেউ শীর্ণকায় হলে তাকে চট করে চিনতে পারবেন না। ফ্রেড অ্যাস্টর, বিঙ্গ ক্রসবি, গ্যারী কুপারকে নিশ্চয়ই দেখেছেন? এই বিখ্যাত অভিনেতারা কেউ স্থূলকায় ছিলেন না।

বৃষে রবির জাতকদের মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি আছে। এরা নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যের গৃহে যাওয়ার চেয়ে অন্যকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণের পক্ষপাতী। নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকা এরা পছন্দ করে। মনে রাখবেন মাঠের এক প্রান্তে বসে নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটতে ষাঁড় ভালবাসে। এরা জনপ্রিয় হলেও সেই জনপ্রিয়তা বজায় রাখার জন্য প্রতিবেশীদের বাড়ি ঘুরে বেড়াতে আগ্রহী নয়। হৈ হৈ করে বেড়ানো এদের স্বভাব বিরুদ্ধ। আপনার তাকে প্রয়োজন হলে তার কাছে যান। সাহায্যের জন্য সব সময়েই তাকে তার ডেরায় পাবেন। বন্ধুত্ব বা প্রেমের একটু আভাস তাকে দিন, সে যদি আগ্রহ বোধ করে তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন। মিতভাষী হলেও সে নির্ভরশীল, সে বোঝে বাচালতার চেয়ে কাজের দাম বেশি।

বৃষে রবির জাতক খুব কমই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মাথা চুলকায়। কোন কাজ তার মনোমত না হলে সে চিন্তিত হয়, কিন্তু নার্ভাস হয় না। সব কিছুই সে সহজ ভাবে নেবার চেষ্টা করে। তার স্বভাবই তো বিষয়-বিরাগী, উদাসীন। তার চিন্তাশক্তি দ্রুত হলেও কোন সিদ্ধান্ত সে সতর্কতার সঙ্গে ধীর ভাবে করে। কোন কাজে তাড়াহুড়ো করে ঝাঁপিয়ে পড়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

এদের স্বভাব হচ্ছে গৃহীর। নিজের গৃহের আরামদায়ক ও পরিচিত পরিবেশই এদের প্রিয়। পরিবেশের পরিবর্তন এদের বিচলিত করে। এদের নিজস্ব বাড়ি না থাকলেও সেই বাড়ির স্বপ্ন এরা দেখে এবং একদিন সেই স্বপ্নকে সফলও করে তোলে। এরা প্রকৃতিকে ভালবাসে, মাটির কাছাকাছি থাকতে চায়। শহরের ঘিঞ্জি অঞ্চলে ছোট ঘরে বাস করতে বাধ্য হলেও দেখবেন জানালার ধারে টবে ফুলগাছ পুঁতে তার সযত্ন পরিচর্যা করছে। শহরের কলকোলাহল বরদাস্ত করতে অপারগ হয়ে অবকাশ পেলেই ছিপ হাতে বেরিয়ে পড়বে গাঁয়ের কোন নির্জন পুকুরের পাড়ে বসে দিন কাটাবার জন্য। প্রকৃতির কাছে যাবার ওই সুযোগটুকুও না পেলে সে অন্ততঃ দু'বেলা পার্কে বেড়াতে যাবার চেষ্টা করবে, নিদেনপক্ষে সপ্তাহান্তে রেসের মাঠে। কর্মমুখর এই জগৎ থেকে সরে গিয়ে প্রকৃতির প্রেমে নিমগ্ন হওয়া তার স্বভাবে নিহিত।

বৃষে রবির জাতকরা সাধারণতঃ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। এদের শয্যাশায়ী করার জন্য বেশ শক্ত ব্যাধির দরকার হয়। তবে একবার শয্যাশায়ী হলে সেরে উঠতে এরা বেশ সময় নিতে পারে। তার প্রধান কারণ ডাক্তারের সব নির্দেশ এরা মানতে চাইবে না। এদের উদাসীন ভাবটাই এদের আরোগ্যের অন্তরায়। এদের দেহে ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ার অঙ্গগুলি হচ্ছে—গলা, ঘাড়, পা, গোড়ালি, পিঠ, মেরুদণ্ড ও জনন-ইন্দ্রিয়। ঠাণ্ডা লাগার ফলে প্রায়ই গলার অসুখ হয়। এরা একটু ভোজনপ্রিয় বলে দেহে চর্বি জন্মায়, শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালনে বাধা জন্মায়। তবে আমাদের সকলের চেয়ে যে মাসের জাতকরা নীরোগ থাকবে যদি আলস্য ত্যাগ করে এবং চর্বি জমা ও কিডনির ব্যাধি সম্পর্কে সতর্ক থাকে। বেশি মদ্যপানের ঝোঁকটাও এদের সুন্দর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। অনেক সময় এদের অসুস্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে মুক্ত বায়ু ও ব্যায়ামের অভাব। একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য সে একথা অস্বীকার করলে ঐ দুটি তার সর্বদা প্রয়োজন।

একগুঁয়ে স্বভাবের কথা বললে এরা কিছুতেই তা মানতে চাইবে না। বলবে, সে একগুঁয়েমি নয়, সব কিছুই সে ধৈর্য ধরে স্থির করে এবং স্থির করার পর নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকে। হয়তো সে অভিমান করে বলবে কেন যে লোকে তাকে একগুঁয়ে বলে সে বুঝতে পারে না, সে চপলমতি নয় এটা ঠিক, তবে একগুঁয়েও নয়। কিন্তু আপনি জেনে রাখবেন যে ষাঁড়ের একরোখা ভাবটা তার স্বভাবজাত।

এরা নীরবে কোন অভিযোগ না জানিয়ে মানসিক বোঝা বছরের পর বছর বহন করতে সক্ষম। বোঝা যত বেড়ে ওঠে, এদেরও তা বহন করার শক্তি ততই বেড়ে যায়। পরিবারস্থ লোকজন ও বন্ধুদের জন্য এদের আনুগত্য ও ভালবাসা ধারণার বাইরে।

খাদ্যের ব্যাপারে এরা প্রায় সর্বভুক, লংকা ভাজা থেকে শুরু করে পায়েস পর্যন্ত

এরা নির্বিবাদে খেয়ে যায় এবং হজমও করতে পারে। তবে মাংসটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয়।

এদের রসবোধ একটু স্থূল। সূক্ষ্ম রসিকতা অনেক সময় বুঝতে না পারলেও কেউ কলার খোসায় পা পিছলে পড়লে এরা অট্টহাস্য করবে। এরা খুব কমই নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। অবশ্য জন্মকালীন রাশিচক্রে অন্য গ্রহের প্রবল প্রভাবে এরা নিষ্ঠুর হতে পারে। এই ব্যাপারে হিটলার হচ্ছে এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অর্থের ব্যাপারে এরা খুব সচেতন। এদের সবাই ক্রোড়পতি না হলেও ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে এদের কমই দেখতে পাওয়া যায়। এরা ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম। বনেদ শক্ত করে গড়ে তারপরে আস্তে আস্তে বিরাট অট্টালিকা তোলে। অর্থ ও সামর্থ্য দুটিই এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এবং এই দুটিকে এরা ভালও বাসে। তা সত্ত্বেও এরা কৃপণ স্বভাবের নয়, প্রকৃত বন্ধুর বিপদের সময় এদের হৃদয়দ্বার ও অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকে।

বৃষে রবির জাতকরা বিরাটের ভক্ত। বিরাট অট্টালিকা তাকে মুগ্ধ করে। চিড়িয়াখানায় বাঁদর বা অন্য জন্তুর খাঁচার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা হাতির কাছে হাজির হয়। সাহসের সঙ্গে সে বড় জন্তুর মুখোমুখি হয় অথচ ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভয় পায়। খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়ে পড়লে প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে দৌড়াবে না, কিন্তু পায়ের কাছে ইঁদুর দেখলে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে লাফালাফি করবে।

শিল্পকলা ও সঙ্গীত এদের মুগ্ধ করে। এদের অনেকের কণ্ঠস্বর খুব ভাল, পেশাদার গাইয়েরূপে অনেককে দেখা যায়। ছবি আঁকাটাও এরা পেশা বা 'হবি' হিসাবে নেয়। নীল রং এদের প্রিয়, নীলাকাশের দিকে চেয়ে সময় কাটাতে পারে। গোলাপী রংও ভাল লাগতে পারে, তবে লাল রং একবারেই সহ্য করতে পারে না। সবুজ ও খয়েরি রং এদের অপছন্দ নয়।

এরা নিজের গৃহকে দুর্গস্বরূপ মনে করে এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সেখানে শত্রুরূপে গণ্য হয়। কাজেই এর গৃহের শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ করতে না যায়। এর ধৈর্য অসীম, গাম্ভীর্য পর্বতের মতো। আর এর একগুঁয়েমি সাংঘাতিক।

## বৃষে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| বালজাক | হিটলার |
| সিগমণ্ড ফ্রয়েড | অড্রে হেপবার্ন |
| ফ্রেড অ্যাসটর | ইহুদি মেনুহিন |
| লায়নেল ব্যারিমুর | বার্ট্রাণ্ড র‍্যাসেল |
| বিঙ ক্রসবি | উইলিয়াম সেক্সপীয়ার |
| অলিভার ক্রমওয়েল | শার্লি টেম্পল |
| গ্যারী কুপার | ওরসন ওয়েলস |

## বৃষে রবির—পুরুষ

বৃষে রবির পুরুষ সম্বন্ধে আপনি হয়তো জেনেছেন যে সে ধীর স্থির বাস্তববাদী এক মানুষ। সত্যি কথা। হয়তো দেখেছেন যে সে সাবধানী, চিন্তাশীল, চটপটে কাজের লোক নয়। এটাও সত্য। অতএব যুক্তি সঙ্গত ভাবেই আপনি সিদ্ধান্ত করবেন সে খুব রোমাণ্টিক নয়। একবারে ভুল ধারণা।

আপনি শুধু যুক্তি দিয়ে তার স্বভাবের বিচার করতে পারবেন না। হয়তো কোন যুক্তিবাদী তুলারাশির লোক আপনাকে এই রকম শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু পৌরুষের প্রতীক বৃষের সম্পর্কে সাধারণ যুক্তি অচল। আপনার বুদ্ধিমান যুক্তি-বাদী তুলা রাশির বন্ধুকে বলবেন বৃষের স্বভাব বিশ্লেষণে পুঁথিগত বিদ্যা কাজে লাগে না।

বৃষে রবির পুরুষ আপনাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে কিনা তা স্থির করতে হয়তো বেশ কিছু সময় নেবে। প্রেমের সুইমিং পুলে সে অন্যের মত দুম করে ডাইভিং-বোর্ড থেকে ঝাপ মারবে না, সে সব দিক ভেবে চিন্তে মন স্থির করে তবেই জলে নামবে। আর সে যদি একবার জলে নামার সিদ্ধান্ত করে তখন কোন বাধাই মানবে না, এমন কি জলে কুমিরের ভয় দেখালেও সে পরোয়া করবে না। সে কাজকর্মে শ্লথগতির হলেও দৃঢ়চেতা। প্রেমিক রূপে এরা শান্ত, কোমল ও আপনার রক্ষাকারী পুরুষ। হাব-ভাবে প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করলেও আপনার এই স্বল্পভাষী লাজুক প্রেমিক পুরুষটি আপনার উপর কবিতা লিখে নাম সই না করে আপনার কাছে ডাকে পাঠাতে পারে, তার ধারণা আপনি বুঝে নেবেন কে পাঠিয়েছে। সে নীরব প্রেমিক, আশা করবে তার নীরবতা সত্ত্বেও প্রেমের গভীরতা আপনি বুঝতে পারবেন।

তার নীরব প্রেমের আরও প্রমাণ যদি আপনার প্রয়োজন হয়, তাহলে দেখতে পাবেন আপনার জন্মদিনে সে ঠিক মনে করে দামী উপহার নিয়ে আসবে, পালা-পার্বনে অপ্রত্যাশিত উপহারে আপনাকে চমকে দেবে। সে আপনাকে আহ্বান করবে নির্জন বনে পিকনিক করতে, চাঁদনী রাতে সাঁতার কাটতে, গাঁয়ের নির্জনে পথে তারার আলোয় বেড়াতে। সে যখন আপনাকে প্রেম নিবেদন করবে, তখন চাইবে পরিবেশটাও যেন রোমাণ্টিক হয়। রেস্তোরার আধ-আলো আধ-ছায়া পরিবেশে বেহালার মধুর সুর শুনতে শুনতে সে আপনার সঙ্গে ডিনার করবে। আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি সে স্মরণ রাখবে এবং বার্ষিকীও পালন করতে পারে।

এটা সত্যি যে বৃষের মানুষটি কুম্ভের পুরুষের মত অবাস্তব স্বপ্নবিলাসী নয়। সিংহের মত আপনাকে নিয়ে স্বপ্নপুরীর প্রাসাদে বাস করতে চাইবে না, কিংবা মেষের মতো আপনাকে রামধনুর দেশে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইবে না। বৃষের পুরুষটি মাটির কাছের মানুষ, তাই সে আপনার কাছে হাজির হবে ইঞ্জিনীয়ারের করা এক প্ল্যান নিয়ে এবং সেই বাড়ি করার টাকাটাও জোগাড় করে নিয়ে, সে বাস্তববাদী। আপনাদের বিয়ের আগেই হয়তো সে আপনাদের দুজনের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করে বসে

থাকবে। তখন আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দের চেয়ে নিভৃত গৃহকোন বেশি আনন্দদায়ক। স্বপ্নের চেয়ে সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা জীবনে বেশি কাম্য। তাই আঠারো থেকে আশি বছরের বুদ্ধিমান মহিলারা বৃষে রবি পুরুষের ধীরস্থির শান্ত স্বভাবই পছন্দ করে।

এই পুরুষেরা ভবিষ্যতের ভাবনায় সর্বদাই সাবধানী। কাঠবিড়ালী যেমন শীতের জন্য গর্তে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে, তেমনি বৃষে রবির পুরুষও রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আনন্দে মেতে ভাবী বর্ষার অন্ধকার রাতের জন্য তৈরি থাকতে ভোলে না।

বৃষে রবির পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে একটি বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার কোন নিজস্ব মত জোর করে তার ঘাড়ে চাপাতে যাবেন না, কিংবা তার সামনে অন্যদের কাছে নিজের বুদ্ধির বড়াই করবেন না। স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও সে কোন নারীকে তার চেয়ে বড় বলে মানতে পারে না। কোন মহিলার বুদ্ধির প্রশংসা সে একান্তে করলেও পাঁচজনের সামনে আপনি তাকে কর্তৃত্ব করে দেবেন, দলের মধ্যে তার নেতৃত্ব মেনে নেবেন। নাহলে তার প্রতিক্রিয়া দুরকম ভাবে হতে পারে। যদি সে একটু গেঁয়ো চুয়াড়ে ধরণের হয় ( বৃষে রবির মধ্যে কত জন এ রকম আছে তা জানলে অবাক হবেন। ) তাহলে আপনাকে চুলের ঝুঁটি ধরে বাড়ি টেনে নিয়ে যাবে। আর যদি সে মার্জিতরুচীর হয়, তাহলে আপনাকে ঠাণ্ডা করতে দেবে তার শীতল বরফস্তূপের মতো আচরণে। তার মুখ থেকে একটি কথাও শুনতে পাবেন না ; আপনি ও আপনার বন্ধুরা এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন এবং সকলেই তার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চাইবেন। সংসারে তার সঙ্গে কোন মত বিরোধ হলে আপনি যদি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান, তাহলে জানবেন সেই যাওয়াটা আপনার বরাবরের জন্য যাওয়া। আপনার বাবা মা যদি জামাইয়ের মেজাজের পরিচয় কখনো পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই আপনাকে উপদেশ দেবেন সে যাই হোক না কেন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ সে বদ লোক নয়, তবে বদমেজাজের ও জেদী।

বৃষে রবির স্বামী খুব সহিষ্ণু হয়, কিন্তু তা বলে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার কখনো কল্পনা করবেন না। তেজস্বী নারীকে সে অপছন্দ করে না, কিছুটা কৌতুক মিশ্রিত প্রশংসার ভাব নিয়ে ওই নারীর আচার-আচরণ উপভোগ করবে, যতক্ষণ না সেই নারী তার পৌরুষকে আঘাত করছে। পুরুষদের মধ্যে সে হচ্ছে সেরা পুরুষ। আপনার সৌখীন নতুন নতুন রান্নার পদের চেয়ে বেশি খুশি হবে গেরস্থালীর ঘরোয়া রান্না খেতে পেলে। অবশ্য আপনাকে সে মাঝে মাঝে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ভাল খাওয়াতে অনিচ্ছুক হবে না। সে চাইবে না তার স্ত্রী রান্না ঘরে বন্দী হয়ে থাকুক। কোন ছুটির দিনে হয়তো আপনাকে অবসর দেওয়ার জন্যে সে রান্নার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইবে, কিন্তু মনে রাখবেন এ ব্যাপারে সে একেবারে অপটু হতে পারে, এর সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই।

পিতা রূপে সে চাইবে তার পুত্র বংশের সুনাম রক্ষা করে চলুক। কন্যার প্রতি সে বিশেষ কোমল আচরণ করবে। স্নেহপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল পিতা হলেও সে

প্রত্যাশা করবে তার সন্তানরা পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে থেকে অবহেলা না করে। পিতা রূপে বৃষে রবির পুরুষ খুব সহিষ্ণু। সন্তানরা লেখাপড়ায় খুব ব্রিলিয়াণ্ট না হলেও সে চাইবে তারা যেটুকু শিখছে সেটুকু যেন ভাল করে শেখে। সন্তানদের মন যেন উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে ধীরে ধীরে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় এই তার ইচ্ছা। সন্তানরা যাতে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে সে বিষয়ে তার তীক্ষ্নদৃষ্টি থাকবে। সন্তানদের জন্য তার স্নেহ ও সময় দিতে সে সর্বদা প্রস্তুত। পিতার কাছ থেকে সেই ভালবাসা সব সময় পাওয়া গেলেও কোন কারণে বৃষ-সুলভ স্বভাববশতঃ রেগে গেলে পরিবারের সকলের তখন সাবধান হওয়া দরকার।

বৃষে রবির পুরুষ প্রচণ্ড পরিশ্রমী, সেজন্য তার প্রচুর বিশ্রামও দরকার। লক্ষ্য রাখবেন ঐ বিশ্রামটুকু যেন সে পায়। না হলে তার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যাবে। ভুলেও তাকে কখনো কুঁড়ে বলবেন না, তাহলে সে একবারে ক্ষেপে যাবে। তাকে ধীরে সুস্থে নিজের মর্জি মতো কাজ করতে দেবেন। কাজে তাড়া লাগাবেন না। বন্ধুবান্ধবদের পার্টিতে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে সামাজিক মিশুকে করার চেষ্টা করবেন না বরং তার পছন্দ মতো কিছু পুরানো বন্ধুদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করুণ, দেখবেন আপনার বাড়ির কর্তা কী রকম খোস মেজাজে তাদের আপ্যায়ণ করে।

গৃহকর্তা রূপে তাকে প্রফুল্ল রাখতে হলে ইজিচেয়ারে বেশ আরাম করে তার বসার ব্যবস্থা রাখবেন। শীতকালে এক মোলায়েম চাদর বা কম্বলে তার পা দুটি ঢেকে বসার ব্যবস্থা করে দেবেন। কোন চেঁচামেচি বা গাঁক গাঁক করে রেডিও চালাবেন না। শান্তিপ্রিয় মানুষটি গোলমাল অপছন্দ করে। এই বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা মানুষটি আপনাকে সাংসারিক ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা করে শান্তিতে রাখবে। সংসারে শান্তিটাই বড় কথা নয় কি?

## বৃষে রবির—নারী

আমার এক লেখিকা বন্ধুর সঙ্গে আলাপের সময় সে বলেছিল, 'আমার মার মে মাসে জন্ম। পরিবারে তার মাথাই সব চেয়ে উঁচু।

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তিনি খুব লম্বা বুঝি?'

বন্ধুটি হেসে, 'উচ্চতার দিক দিয়ে মা সাধারণ মহিলাদের মতই লম্বা। কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তিনি সবার উপরে।'

বন্ধুটি ঠিকই বলেছে। বৃষের রবির নারীর মাথা অন্য মহিলাদের মাথার থেকে উঁচুতে থাকে, যদিও তার দেহের উচ্চতা পাঁচ ফুটেরও কম হতে পারে। সংসারের প্রতিকূল স্রোতের তরঙ্গের মাঝে তার মাথা তলিয়ে যায় না। তার মধ্যে এমন সব গুণ আছে যা পুরুষেরা নারীর মধ্যে দেখতে চায়, আর খুব কমই তা দেখতে পায়। তবে তার মেজাজটি সাংঘাতিক হতে পারে, যা দেখলে খুব সাহসী পুরুষও দূরে

পালাতে বাধ্য হবে। অবশ্য তাকে খুব না রাগালে এই মেজাজ সে সচরাচর দেখায় না। ভাগ্য তাকে তার সহ্য সীমার বাইরে এমন কোন অবস্থায় না ফেললে সে ধীর-স্থির শান্তভাবেই জীবন কাটাতে আগ্রহী। নারীসুলভ চোখের জল ও চাতুর্যের চেয়ে সততা ও সরলতায় সে আস্থাবান। সে প্রকৃত পুরুষকে জীবনসঙ্গীরূপে কামনা করে, কারণ সে জানে সে নিজে প্রকৃত নারী এবং পুরুষের প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত, পোষমানা আদরে বেড়াল হতে সে চায় না। ছেলানীপনা সে ঘৃণা করে।

এই নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। জন্মকুণ্ডলীতে মীন বা মিথুনের প্রভাব থাকলে একটু অস্থিরমতি বা অশান্ত হতে পারে, তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সময় বৃষের রবির নারীরা আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

এই নারীর সদয় ব্যবহারের প্রশংসা পুরুষেরা প্রায়ই করে। বিনা বিরক্তিতে বৈজ্ঞানিকের জটিল তত্ত্ব বা ক্রিকেটের কৌশল শুনতে সে আগ্রহ দেখাবে। তার ফলে তার বন্ধুর দলে নানারকম অদ্ভুত ধরণের লোক থাকতে পারে, যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন মিল নেই। যদি কারুকে সে অপছন্দ করে, তার মতামত বা আদর্শ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে তাকে এড়িয়ে চলবে। বিরোধীদের প্রতি সে যেমন উদাসীন, বন্ধুদের প্রতি তেমন আসক্ত। একবার যদি সে আপনাকে বন্ধু বলে মনে করে তাহলে আপনার জীবনের সব উত্থান-পতনে সে পাশে থাকবে। একবার বন্ধু বলে মেনে নিলে আপনার অনেক অদ্ভুত আচরণ বা খামখেয়ালীপনা সে বরদাস্ত করবে, যেমন যে পোষাক পরলে লোকে হাসবে বা গাছের ডালে উঠে ফুল পাড়লে সেটা আপনার ছেলেমানুষী বলে হেসে মেনে নেবে। একটা বিষয়ই শুধু সে মনে মনে চাইবে, সে যেমন আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের মর্যাদা দেয় আপনিও তেমনি দেবেন। আর একটা বিষয়ে সাবধান থাকবেন, তার সঙ্গে আচরণে কখনো সীমা ছাড়াবেন না। মেষ বা সিংহ রাশির নারীর মতো ছোটখাট ব্যাপারে সে রাগে না, যেমন তার রূপের প্রশংসা করলে লাল হয়ে উঠবে না। বন্ধু হিসাবে বিদায় নেবার সময় চুম্বন করলেও কিছু মনে করবে না। কিন্তু সূক্ষ্ম সীমারেখা ছাড়িয়ে যদি আপনি বাড়াবাড়ি করতে যান, তাহলে সে একবারে রাগে ফেটে পড়বে। ব্যাঙ্কের ক্যাশে বসা মহিলার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে আপনি চোখ মারতে পারেন, কিন্তু ওই সূক্ষ্ম সীমানার বাইরে যদি বেশি দূর এগোন, তাহলে ক্রোধে উন্মত্ত হওয়া কাকে বলে আপনি হাড়ে হাড়ে টের পাবেন।

এই নারী বুদ্ধিমান, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার প্রতি খুব আগ্রহী নয়। দর্শনের জটিল তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের থিয়োরী অব রিলেটিভিটি নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে যে জ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগে তা অর্জনে বাস্তববাদী এই নারী আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গাদা ডিগ্রি সে ইচ্ছা করলে অর্জন করতে পারে, কিন্তু ডিগ্রি নিছক নামের পিছনে জোড়ার ব্যাপারে সে অনাসক্ত। যে কোন বিষয় মোটামুটি জানা এবং সাধারণ বাস্তব বুদ্ধি এই দুটি সে জীবনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। 'এটা সকলে করছে', 'এতে তোমার ভাল হতে পারে',—এই ধরনের নিছক উপদেশে সে কান দেয় না। কোন বিষয়ে তাকে প্রকৃত আগ্রহী করতে হলে সেই

বিষয়ে তার কৌতূহল জাগাতে হবে।

গৃহসজ্জার ব্যাপারে এই নারী কখনো কাগজের ফুল দিয়ে ফুলদানী ভরবে না। সে প্রকৃতিকে ভালবাসে, তার ঘরে তাজা ফুল দেখলে অবাক হবার কিছু নেই। সুগন্ধ তার মন খুশি করে, প্রথম বর্ষণের পরে মাটির সোঁদা গন্ধ, টাটকা পাউরুটির সেঁকা গন্ধ, সকালের খবর কাগজের মৃদু গন্ধ—এই সব গন্ধ অন্যদের ঘ্রাণশক্তিতে সাড়া না জাগালেও এই নারীর মনকে প্রফুল্ল করে। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনার সেভিং লোশনের গন্ধ বা কোটে গোঁজা ফুলটির গন্ধ যেন তাকে খুশি করে এটা খেয়াল রাখবেন।

এই নারীর দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রফুল্ল করে রংয়ের বাহার, বিশেষ করে নীল রং। গোলাপী রংও ভাল লাগে। খাদ্যবস্তু সুস্বাদু না হলে এর পছন্দ হয় না। যে হোটেলের রাধুনী ভাল সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও একে খাওয়াতে নিয়ে যাবেন না। তার নিজের হাতের রান্না খাবার নিমন্ত্রণ যদি আপনার ভাগ্যে জোটে, তাহলে পেটে বেশ খিদে নিয়েই যাবেন। কারণ বৃষে রবির মহিলারা এমন ভাল রান্না করে যে কোনটা ফেলে কোনটা খাবেন আপনি স্থির করতে পারবেন না। সে নারী যদি কুমারী হয় তো স্রেফ নিজের হাতের রান্না খাইয়েই আপনার হৃদয় জয় করে নেবে।

সঙ্গীত ও শিল্পকলায় এই নারী খুব নিপুণ হয়। যদি সে স্বয়ং গায়িকা বা শিল্পী না হয়, তাহলে ভাল সমালোচক ও বোদ্ধা হবে। গানের জলসায় বা শিল্প-প্রদর্শনীতে আপনার সঙ্গে যাবার অনুরোধ করলে প্রত্যাখ্যাত হবেন না। তাকে নিয়ে হানমুনে যাবার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে সমুদ্র, পাহাড়, বন-জঙ্গল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করবেই। উপরোক্ত ব্যয়বহুল স্থানে যেতে না পারলে তাকে নিয়ে কোন গ্রামে যান, পুকুরে সাঁতার কাটুন, সারাদিন বসে মাছ ধরুন, গাঁয়ের মেলায় ঘুরে বেড়ান। মনে রাখবেন এই নারী প্রকৃতি-মাতার আদুরে কন্যা, তাই তার কোলে গেলে সে খুশি হয়।

এই নারীর স্পর্শেন্দ্রিয়ও ভীষণ প্রখর। কোমল মোলায়েম পোষাক পরার পক্ষপাতী সে। আপনার উলের সোয়েটারটি 'খসখসে' হলে সে মন্তব্য করবে এটি মোটেই আরামদায়ক নয়। তার পোষাক-পরিচ্ছদ দামী না হলেও সুরুচিসম্পন্ন ও আরামদায়ক।

এই নারীর সঙ্গে আপনার পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হবে ততই টের পাবেন সে কী দৃঢ় শক্তির অধিকারী। লোকে ভালবাসে তার ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া সোজাসুজি আচার-ব্যবহার। পরিচিতরা যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে অনুগত থাকে এইটুকুই তার কামনা। এই নারী প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে পাঁচজনের সামনে তার মতের প্রতিবাদ করলে সে রেগে যায়। কোন কাজে তাকে তাড়া লাগাবেন না, তার স্বভাবই হচ্ছে ধীরস্থির ভাবে কাজ করা। কোন উত্তেজনার বশে হঠাৎ কোন কাজ এরা করে বসে না, তাই কোন কাজে তাড়া লাগালে এরা রেগে যায়।

জননীরূপে এই নারী আদর্শ। শিশু সন্তানকে সে ভালবাসলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কর্তব্যপরায়ণ হতে এবং নিয়মকানুন মেনে চলতে শেখায়। বৃষে রবি

নারীর কঠোর স্বভাব অনেক সময় শিশুসুলভ চাপল্য ঠিক মতো বুঝতে পারে না। অবাধ্যতা সে একবারেই সহ্য করতে পারে না। আলস্যও তার অসহ্য। সে চাইবে ছেলেমেয়েরা সব সময় তাদের ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুক। সৌন্দর্যের প্রতি তার আকর্ষণ, সন্তানদের অপরিষ্কার স্বভাবকে ক্ষমা করে না। এই বৃষে রবির মার যে স্মৃতি সন্তানদের মনে আঁকা থাকে তা হচ্ছে ছেলেবেলায় মা ছিল তাদের বন্ধুর মতো, যৌবনে ছিল খুবই কঠোর—কোন সময়ে তার সঙ্গে মতবিরোধ হলে একবারে নির্দয়, ক্ষমাহীন, আবার বয়স হলে ঠিক সহৃদয় রসিক সঙ্গীর মতো বিপদ থেকে রক্ষাকারী এবং তারই মতো সাহসের সঙ্গে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষাদাতা।

এই নারী খুব কমই অভিযোগ করে। সংসারে সাময়িক আর্থিক অসচ্ছলতা ঘটলে স্বামীর ঘাড়ে দোষ চাপানোর বদলে সে নিজে পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বেরুবে। ঘরের কোণে ঘোমটা পরা ননীর পুতুল নারী সে নয়। স্বামীর সত্যিকারের 'গৃহিণী সচিব সখি'। এই নারী কখনো দুঃখকষ্টে ভেঙে পড়ে না, কবির ভাষায় বলা যায় 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো সদা পরিহাস'। স্বামীকে সে সব সময় উৎসাহিত করবে ধীরস্থির ভাবে সুনিশ্চিত সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।

## বৃষে রবির—শিশু

আপনার নবজাতক শিশুটি যে বৃষে রবির তার প্রমাণ হয়তো প্রথম পাবেন তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যাবার সময়ে। তাকে পোষাক পরাবার সময় কোমল কণ্ঠে আপনি বললেন, ঠাকুমার বোনা এই সোয়েটারের হাতায় তোমার কচি হাত দুটো পুরে দাও তো, সোনা। ওই রকম মুঠো করে হাত দুটো শক্ত করে আছ কেন?

আপনার স্বামী বললেন, 'দাও দেখি আমি চেষ্টা করি। এসো তো লক্ষ্মীসোনা! হাত দুটো নরম করো! কী হলো! আমার কথা শুনছ না?'

স্বামী বললেন, 'হ্যাঁ। হাত দুটো বুকের ওপর এমন শক্ত করে রেখে দিয়েছে যে আমার ভয় হচ্ছে টানাটানিতে না হাড় ভেঙে যায়।'

আপনি বললেন, 'মনে হচ্ছে সোয়েটারটা ওর পছন্দ নয়।'

নার্স আপনাদের ছোট্ট জেদী শিশুটিকে কায়দা করে ধরে জামাটা পরাবার চেষ্টা করে। বাচ্চাটার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। তারপর এমন এক চিৎকার করে কান্না শুরু করল যে অন্য ওয়ার্ডের সব নার্সরা ছুটে এল ব্যাপারটা কী ঘটেছে জানার জন্য।

আপনার সন্তান জানিয়ে দিল জোরজবরদস্তি করে তাকে দিয়ে করানো সে অপছন্দ করে। এটি তার প্রথম প্রতিবাদ। এই রকম প্রতিবাদ জীবনে সে বহুবার জানাবে। মে মাসে জাত আপনার সন্তানকে যখনই আপনি জোর করে কিছু করতে যাবেন, তখনই আপনার প্রতিবেশীরা তার তীব্র চিৎকার শুনতে পাবে।

এই সন্তান একগুঁয়ে হলেও তাকে লালন-পালন করে আপনি আনন্দ পাবেন। সে আদর ভালবাসে। সে লাফিয়ে আপনার কোলে উঠে এমনভাবে ভাল্লুকের মতো আপনাকে জড়িয়ে ধরবে যে আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে। আপনার বন্ধুদের তার পছন্দ হলে তাদেরও এমনি ভাবে ভালবাসা জানাবে। এই সন্তানরা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান হয়। ছেলেরা একটু দুরন্ত প্রকৃতির হবে। মেয়েরা তাদের পুতুলকে মায়ের মতো ভালবাসবে। খেলনাপত্র সবসময় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। কিছু মেয়ে যাকে বলে 'গেছো মেয়ে' হতে পারে, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পরের গাছে উঠে ফল চুরি করবে, গুলি-ড্যাংগুলি খেলবে। তবে একেবারে পুরুষালী হবে না, স্বভাবে মেয়েলী ভাবও যথেষ্ট থাকবে। এই ভাব তার ইচ্ছা হলেই প্রকাশ করবে এবং ইচ্ছাটা প্রায়ই হবে।

অন্য শিশুদের চেয়ে এই শিশুরা বেশি কাজের। খুব বিষণ্ণভাব বা উত্তেজিতভাব এদের মধ্যে কম দেখা যায়, ধীর স্থীর শান্তই এরা হয়। একটু লাজুক বা ভীরু হলেও জেদী। সহজে এরা বিরক্ত হয় না, কিন্তু কোন বিষয় এদের মনোমত না হলে যদি পীড়াপিড়ি করা হয়, তখন এদের একগুঁয়ে স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ জনের সামনে অল্প বয়স থেকেই এদের ব্যবহার খুব ভদ্র। কিন্তু একে আলাপ-আলোচনাব কেন্দ্রবিন্দু করে তুললে খুবই অস্বস্তি বোধ করে। একে নিজের মনে ঘরের কোনে খেলা করতে দিন, তাহলে বাড়িতে যে অতিথিরা এসেছেন তারা এর নির্বিকার নিস্তব্ধ আচরণে মুগ্ধ হবেন। কিন্তু তাকে যদি বিরক্ত করেন ( যা সে একেবারেই সহ্য করে না ) কিংবা যা সে অপছন্দ করে এমন কিছু জোর কোরে করতে যান তাহলে সে বিদ্রোহ করবে। তার বিদ্রোহীভাব দূর করার একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে ভালবাসা। সস্নেহে সহাস্যে তাকে একটি চুমু খেয়ে কিছু করতে বলুন, সে সানন্দে আপনার আজ্ঞা পালন করবে। কখনো তাকে হুকুম করবেন না, জোরজবরদস্তি করবেন না। সব সময় শান্ত স্বরে যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝান। বাল্যকালে কড় গলায় বকুনি দিলে বড় হয়ে সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে উঠবে, কারও প্রতি তার কোন সহানুভূতি থাকবে না।

বাল্যকাল থেকেই এই সন্তানের সাধারণ বুদ্ধি খুব প্রখর। যে কাজ যুক্তিসঙ্গত বলে বুঝবে তা করবে। সহজ সত্য কথা তাকে বলা উচিত। 'আমি বলছি এখন শুতে যাও'—এই ধরনের কথায় কাজ না হতে পারে। তাকে মিষ্টি করে বলা কর্তব্য, 'এখন তোমার শুয়ে পড়া উচিত, কারণ আমরা ঘরের আলো নিবিয়ে দেবো। তাছাড়া দেরী করে শুলে কাল সকাল সকাল উঠতে পারবে না, সব সময় ঘুম-ঘুম ভাব আসবে। পড়াশুনা খেলাধুলা কিছুই ভাল করে করতে পারবে না।' ব্যাস, দেখবেন আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এর উপর শোবার সময় আপনি যদি তার বিছানায় একটু বসে রূপকথার একটা গল্প শুনিয়ে দেন তো দেখবেন সে একবারে সোনার চাঁদ ছেলে হয়ে আপনার বাধ্য থাকবে।

রং ও শব্দ তাকে খুব প্রভাবান্বিত করে। তার ঘরে উজ্জ্বল লাল ও কমলা রং তাকে বিচলিত একগুঁয়ে করবে। নীল, গোলাপী রং-এ অদ্ভুত ফল পাবেন। বেসুরো বা উচ্চগ্রামের শব্দ তার মনে অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

বৃষে গড়তে শিশুকে শিক্ষকরা ক্লাসের গৌরব বলে মনে করবেন। বৃষে রবির চালক করে এরা মন দিয়ে লেখাপড়া করে। পরিশ্রমী ও মনোযোগী ছাত্র হয়। পাঠ্যবস্তু বুঝতে হয়তো এদের সময় লাগতে পারে, তবে একবার মাথায় ঢুকলে তা কখনো ভুলবে না। ইতিহাসের সন তারিখ এরা মনে রাখতে পারে। পরীক্ষায় এরা ভাল ফল করে, কারণ পরীক্ষার জন্য এরা পরিশ্রম করে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলে। দলবদ্ধভাবে ছেলেদের কাজে এরা সাধারণতঃ নেতা হয়, এদের সাধারণ বুদ্ধি বিচার শক্তি ও সততা সঙ্গীদের কাছে স্বীকৃতি পায়।

একগুঁয়েমির জন্য এরা গুরুজনদের অবজ্ঞা করতে পারে, তবে এমন ঘটনা খুব ঘন ঘন ঘটায় না। বৃষে রবির এক সন্তানের মার মুখ থেকে শোনা একটি ঘটনার কথা বলছি। কোন একটি বিষয়ে পড়াবার সময়ে শিক্ষকের মুখের উপর ছাত্রটি বলেছিল, 'আপনি ভুল বলছেন'। এই ঔদ্ধত্যের জন্য শিক্ষক তাকে ক্ষমা চাইতে বলে। সে ক্ষমা চায় না। শিক্ষক অভিভাবককে দেখা করার জন্য চিঠি দেন। মা স্কুলে এসে ছেলেকে শিক্ষকের মুখের ওপর কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে বলে। ছেলে মার কথাও শোনে না। শিক্ষক ও মার অবাধ্য হওয়ার জন্য ছেলেটির পিঠে কয়েক ঘা বেত পড়ে। ছেলেটি তবু ক্ষমা চায় না। ব্যাপারটা স্কুলের প্রিন্সিপালের কানে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ছেলেটি ভুল কথা বলেনি, শিক্ষকই ভুল বলেছেন, তার কারণ পাঠ্যপুস্তকের লেখকই তার রচনায় ওই ভুলটি করেছেন। ছাত্রটির একগুঁয়েমিতে যারা এতক্ষণ রাগে ও বিরক্তিতে ফুঁসে উঠছিলেন, তাঁরাই এখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

এই সন্তানের জামাকাপড় পরিষ্কার রাখতে হয়তো আপনি হয়রান হয়ে পড়বেন কারণ খেলাধুলার সময় সে ওই সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু দেখবেন তার খেলার মার্বেল বা স্কুলের প্রোগ্রেস কার্ড কত সযত্নে রেখে দেয়। যৌবনে বাবার গাড়ি নিয়ে বেরুলে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে গাড়ি ভেঙে বাড়ি ফিরবে না। আপনার রেফ্রিজারেটারে রাতে আমন্ত্রিতদের জন্য রাখা মাংস সে সাবাড় করে দিলেও আপনি মনে যাতে ব্যথা পাবেন এমন কাজ সে কখনো করবে না। আপনার জন্মদিন সে কখনো ভুলবে না। আপনার বিবাহিতা কন্যার বাড়িতে আপনি সব সময়ে সাদরে অভ্যর্থিত হবেন এবং অবাক হবেন দেখে যে আপনার নাতি-নাতনীকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আপনার সঙ্গে আচরণ করার।

বৃষে রবি-জাত আপনার পুত্র বা কন্যাকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করে তুলুন, অর্থাৎ গাম্ভীর্য ও দূরত্বের অদৃশ্য প্রাচীরের আড়ালে থাকবেন না। ষাঁড়ের শিং বা লেজ ধরে না টেনে তাকে আপন মনে চরে বেড়াতে দেওয়া যেমন ভাল, তেমনি সন্তানকেও কঠোর শাসনে না রেখে নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটু স্বাধীনতা দিন, তাহলে দেখবেন সে বড় হয়ে আপনার হৃদয় শান্তিতে ভরে দেবে। বাল্যকালে তার কাছে আপনার স্নেহ-ভালবাসার একটু বাহ্যিক প্রকাশ শুধু করবেন।

## বৃষে রবির—মনিব

বৃষে রবির মনিব সম্পর্কে একটি কথা সর্বদা মনে রাখবেন—তাঁর ধৈর্যের সীমা লংঘন করবেন না।

এই মনিবের ক্ষেত্রে উক্ত উপদেশটি আপনার পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ এই রাশির মনিবের ধৈর্য এত বেশি যে তা পরীক্ষা করার লোভে আপনি সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেন। তাঁর আচরণ অত্যন্ত শান্ত, সংযত। ফলে তাঁকে নিরীহ গোবেচারী ভেবে আপনি হয়তো অবিবেচকের মতো অন্যায় স্বাধীনতা নিয়ে অফিসের নিয়ম-কানুন অবহেলা করতে শুরু করবেন। কিন্তু আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে কখনো তা করবেন না, করলে হঠাৎ একদিন চাকরিটা খোয়াতে পারেন। আপনি মনে করতে পারেন আজ আপনি নিরাপদে আছেন। কিন্তু কাল আপনার কী হবে তা কে জানে? হঠাৎ আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে যে অফিসের ষাঁড়টির ধৈর্য কেন পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। আপনি কেন যে ভুল করেছিলেন তা অবশ্য বোঝা শক্ত নয়। আপনার টাইপ করা চিঠিতে প্রচুর ভুল ছিল, বানানগুলো সংশোধন করতে আপনি অবহেলা করেছিলেন, হিসাবপত্রে অংকের যোগ বিয়োগে ভুল ছিল, আপনার মিতভাষী বিবেচক মনিব এর জন্য আপনাকে হয়তো কিছু বললেন না, কারণ তিনি জানেন মানুষ মাত্রই ভুল করে। হাজিরা বা লাঞ্চের সময় আপনি আধঘণ্টা দেরী করে এলে তিনি হয়তো কটমট করে আপনার ও ঘড়ির দিকে চাইলেন না, কারণ তিনি বোঝেন নানা কারণে একজনের দেরী হতে পারে। কিন্তু তার এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ফাঁকি দেওয়াটা যদি স্বভাবে পরিণত করেন তাহলে হঠাৎ একদিন 'পাগলা ষাঁড়ের তাড়া' খেয়ে আপনার জীবন বাঁচলেও চাকরি বাঁচবে না। এতদিন আপনাকে তিনি কিছু বলেননি কারণ আপনার চেয়ে তাঁর বিবেচনা শক্তি বেশি বলে তিনি বুঝতে পারতেন এই বাজারে চাকরি গেলে স্ত্রীপুত্র নিয়ে আপনাকে পথে বসতে হতে পারে। সে এতদিন লক্ষ্য করছিল ভাঙা রেকর্ডের মতো একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তি না করে আপনি নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করেন কিনা। আপনি তাঁর ধৈর্যের সীমা ছাড়াবার আগে তিনি ধৈর্য ধরে আপনাকে পরীক্ষা করছিলেন। সে পরীক্ষায় আপনি ফেল করেছেন, যদিও পাশ করার সুযোগ তিনি আপনাকে অনেক দিয়েছিলেন।

আপনার কর্তা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্বীয় প্রচেষ্টায়। তাই অধীন কর্মচারীদেরও তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিতে চান। তিনি অলৌকিক বা অদ্ভুত কিছু আপনার কাছ থেকে আশা করেন না, তবে উন্নতির জন্য আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা তিনি দেখতে চান। এই প্রচেষ্টা দেখলে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেই সাহায্য নিতে না পারাটা আপনারই অক্ষমতা। যাহোক, তাঁর ধৈর্যের সীমা লংঘন করলে একদিন তিনি বজ্রগর্জন করবেন—'দূর হও!' আপনাকে বিদেয় করার জন্য একবার যদি তিনি মনস্থির করে থাকেন, তাহলে কোন কিছুতেই আর তাঁর মত পরিবর্তন করা যাবে না।

বৃষে রবির মনিব কখনো কোন ছোটখাট ব্যবসায় সন্তুষ্ট থাকেন না, তিনি সাম্রাজ্য গড়তে চান, সবসময়ে ব্যবসা বাড়াতে চেষ্টা করেন। তবে রাতরাতি হঠাৎ কিছু করে বসার পক্ষপাতি নন, সব দিক চিন্তা করে ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হন। যেটি ধরেন সেটি ভালভাবে শেষ করে তবে অন্য কিছুতে হাত দেন। আপনার কাছ থেকেও এইভাবে কাজ করা তিনি প্রত্যাশা করবেন।

কাজের ব্যাপারে তিনি বেশি কথা পছন্দ করেন না। কোন বিষয়ে বেশি ভূমিকা না করে আসল কথাটি বলবেন। তিনি নিছক স্বপ্নবিলাসী নন, বাস্তববাদী। বড় বড় পরিকল্পনায় বিভোর হয়ে থাকার চেয়ে কাজে লেগে পড়ায় তিনি বিশ্বাস করেন। ব্যবসা সম্পর্কে আপনার অনেক ধ্যান-ধারণা (যা আপনি কোন ব্যবসা সম্পর্কীয় পত্রিকা বা আপনার ব্যবসায়ী স্যালকের মুখ থেকে শুনে গড়ে তুলেছেন) তিনি বিন্দুমাত্র সমর্থন নাও করতে পারেন। তার জন্য আপনি হতাশ হয়ে তাঁকে মূর্খ বা গোঁয়ার ভাববেন না। মনে রাখবেন তিনি অত্যন্ত বাস্তববাদী, সব দিক বিচার-বিবেচনা না করে তিনি এক পা এগুবেন না।

অবশ্য বাস্তববাদী বলেই মনে করবেন না যে তাঁর কল্পনা শক্তি একেবারেই নেই। ভাবপ্রবণতার চেয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা তিনি বেশি পছন্দ করেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হলে পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে একটু নজর রাখবেন। আপনি তার সেক্রেটারী হলে গোলাপী নেলপালিশ ও ভাল সেন্ট ব্যবহার করে তাঁর মেজাজ প্রফুল্ল রাখবেন। পুরুষ কর্মচারী হলে নীল টাই ও পালিশ করা জুতো পরবেন এবং জুতোশুদ্ধ পা টেবিলে তুলে বসবেন না।

মনে রাখবেন আপনার মনিব যেমন অন্যের বিশ্বাসের পাত্র তেমনি আপনাকেও তিনি তাঁর বিশ্বাসের পাত্ররূপে দেখতে চান। আর একবার তাঁর বিশ্বাস অর্জন করলে আপনি আপনার সারা কর্মজীবনে নিশ্চিন্ত থাকবেন। তিনি যদি মুখের ওপর বলেন, 'তুমি কোন কাজের নও!' তাহলেও তর্ক করতে যাবেন না। তিনি আপনাকে আরও ভাল কর্মীরূপে গড়ার জন্যই চলছেন। তিনি আপনার কর্মক্ষমতা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা মাঝে মাঝে ওই ধরনের রূঢ় কথা বলে পরীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর আস্থা যদি আপনি অর্জন করতে পারেন, তাহলে তার মতো সুবিবেচক মনিব আর কোথাও পাবেন না।

## বৃষে রবির—কর্মচারী

আমি আশা করি যে বৃষে রবির কোন কর্মচারী আপনার কল্পনাতে 'সেলসম্যান' রূপে নেই। যদি থাকে তার জন্মকুণ্ডলীটা একবার দেখে নিন। মিথুন, মেষ, সিংহ, মীনে অন্য প্রভাবশালী গ্রহ থাকলে নিশ্চিন্তে তার উপর নির্ভর করতে পারেন, না হলে তার উপর অন্য কাজের ভার দিন। (দোহাই আপনার। জোর করে কোন কাজ তার ঘাড়ে চাপাবেন না)। সেলসম্যান হিসেবে আপনার খদ্দেরদের মনে সে

হয়তো ভাল ধারণা জাগাতে পারবে না। সে বেশি কথার মানুষ নয়, খদ্দেরদের সম্বন্ধে তার মনোভাব হবে, 'নেবার হয়তো নাও, নাহলে আমার সময় নষ্ট করো না।' খদ্দেরদের পিছনে লেগে থেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাল গছাবার পাত্র সে নয়, মিষ্টি মধুর বড় বাক্য সে অপছন্দ করে, অন্যের কথা শোনার সময় সে বেশির ভাগ ব্যবহার করে—'হুঁ,' 'উঁহুঁ,' 'আচ্ছা,' 'আচ্ছা'। অন্যের কথায় সে যেমন ভুলতে চায় না, তেমনি অন্যকেও নিজে কথা বলে ভোলাতে চায় না। তাছাড়া বিক্রি-বাটার পর লাভের উপর কমিশনে কাজ করায় তার বিশেষ আগ্রহ নেই। অনিশ্চিত আয়ের চেয়ে নিশ্চিত আয়ের সে পক্ষপাতী। নিশ্চিন্ততা হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য। তাই সেলসম্যানের চাকরি তার কাছে লোভনীয় নয়।

অবশ্য কয়েকটি জিনিস বিক্রি করতে সে সমর্থ, যেমন চায়ের যন্ত্রপাতি, ট্রাকটর, সার, ঘাস কাটার যন্ত্র ইত্যাদি। যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক আছে এবং সেখানে সে সাধারণ স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে সক্ষম। টাকা কড়ির ব্যাপারও সে ভাল সামলাতে পারে, আপনার ব্যবসা যদি ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত হয়, তাহলে লোন ডিপার্ট-মেণ্টের ভার তার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ভাল সেলসম্যান না হলেও বাড়ী-জমি কেনা-বেচার ব্যাপারে সে সুদক্ষ। বাস্তববাদী মানুষটি অল্প কথায় সম্ভাব্য খদ্দেরকে বুঝিয়ে দেবে যে সে যেমনটি চাইছে, এই সম্পত্তিটা ঠিক তেমনি কিনা।

বৃষ জাতকের রাশিচক্রে মিথুনে মঙ্গল থাকলে সে বেতার বা দূরদর্শনের ভাল ঘোষক হতে পারে। তার সুললিত কণ্ঠস্বর এক্ষেত্রে সুনাম অর্জনের সহায়ক। জন্মলগ্নে মেষে উপযুক্ত গ্রহ থাকলে জন-সংযোগকারীরূপেও সে ক্ষমতাবান হবে। যে কাজ বেশি দায়িত্বপূর্ণ, সেই কাজের ভার তার উপর দিলে আপনি ভুল করবেন না। তার মতো সৎ ও নির্ভরশীল লোক আপনি কমই পাবেন। সে আপনার প্রতিষ্ঠানকে বড় করতে চাইবে, নিজেকে নয়।

তবে একটা কথা, আপনার প্রতিষ্ঠনকে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়ে দেবার পর চিরকাল এক জায়গায় পড়ে থেকে আপনার হয়ে প্রতিষ্ঠানটি চালাবার পাত্র সে নয়। সে নিজস্ব সম্পত্তি ও শক্তি গড়ে তুলতে আগ্রহী। সে নিজের স্বাধীনতা ভালবাসে। আপনার প্রতিষ্ঠানে যখন তার উন্নতির পথ আর খোলা থাকবে না, সে বুঝবে তার আর কিছু করার নেই। তখন নিজের সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনে সচেষ্ট হবে, সে সাম্রাজ্য ছোট বা বড় যাই হোক না কেন।

বৃষে রবির কর্মচারী কর্মীরূপে দারুণ পরিশ্রমী। বিনা প্রতিবাদে সে হুকুম তামিল করে, কারণ সে বিশ্বাস করে মনিব হতে হলে প্রথমে তার থেকে উপরওয়ালার নির্দেশ ঠিকমতো মানতে শেখা দরকার। সে কর্তৃত্বকে শ্রদ্ধা করে, তাই নিজে কর্তা হলে সে আশা করে তার অধীন কর্মচারীরাও তাকে অমনি শ্রদ্ধা করবে। অবশ্য তার ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারনা বা অহংকারকে আঘাত করবেন না। তখন তার ওই ধীরস্থির ভাব অন্তর্হিত হতে পারে। তার মেজাজের কথা মনে রাখবেন, ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে সে রাগে ফেটে পড়তে পারে। একবার সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে আর ফিরে

আসবে না। তার কোন কিছু স্থির করতে দেরী লাগে বটে, কিন্তু একবার স্থির করলে তাকে আর সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায় না।

বৃষে রবির মহিলা কর্মচারী একবারে রত্ন স্বরূপ। তার শিষ্টাচার, শান্ত কণ্ঠস্বর, ধীরস্থির আচরণ কর্মীদের মধ্যে আদর্শস্বরূপ। এই মহিলারা খুব ভাল সেক্রেটারী হতে পারে। জরুরী অবস্থাতেও এরা বিচলিত হয় না। সংকটকালে এদের অন্তর্নিহিত গুণের যেন আরও প্রকাশ হয়। টাইপ ও ডিক্টেশন নেওয়ার ব্যাপারে অন্যের চেয়ে এরা মন্থরগতির হতে পারে, এদের কাজের মধ্যে ভুল ত্রুটি কম পাবেন। তাড়াহুড়ো এরা পছন্দ করে না। স্কুটার চালিয়ে এরা অফিসে আসবে না, তবে নিশ্চিন্ত থাকুন এরা নির্দিষ্ট সময়ে নিশ্চই আসবে। কোন আলোচনার সময় এই মহিলার কথা মন দিয়ে শুনবেন, কারণ সে যা বলবে তা যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত হবে।

একটা বিষয়ে এরা সতর্ক। সহকর্মীদের সঙ্গে তথাকথিত হাল্কা প্রেমের ব্যাপার বা ফ্লার্ট করা থেকে এরা দূরে থাকে। এরা প্রেম করলে তার পরিণতি যাতে বিবাহ হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখে। দু' একবার ডিনারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও ভাববেন শুধু আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর মধ্যে দিয়েই আপনাকে পরীক্ষা করে নেওয়া জীবন সঙ্গীরূপে আপনি কতটা উপযুক্ত হবেন। এরা এইসব ব্যাপারে সিরিয়াস। বৃষে রবির নারী যদি কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে বুঝবেন সেই পুরুষটির নিশ্চয়ই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে। আর পুরুষটি যদি আপনি স্বয়ং হন, তাহলে ভাববেন এক সুদক্ষ সেক্রেটারীকে হারালেও গৃহিণী যা পেলেন তা লাখের মধ্যে এক মেলে।

বৃষে রবির পুরুষ ও মহিলা অজানা অচেনা জায়গায় সহজে রাত কাটাতে চায়না। সে জন্য এরা বেশির ভাগই ছুটিতে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে নিজের গৃহেই অবকাশ কাটাতে ভালবাসে। ছুটির মধ্যেও জরুরী কাজে এদের অফিসে বিনা বিরক্তিতে তারা আসবে, কারণ এরা মনে করে বিপদে আপনাকে সাহায্য করা কর্তব্য। কিন্তু এদের স্বভাবের এই সুযোগ আপনি খুব বেশি নেবেন না। এদের ধৈর্যের সীমা ছাড়ালে এরা অন্য মূর্তি ধরে।

বৃষে রবির জাতক খুব কমই তার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে যদি সে বোঝে যে সেখানে নিরাপত্তা ও আর্থিক উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে। সেই রকম কর্মক্ষেত্রে এরা অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা ভাগ্যদেবীকে সন্তুষ্ট করে সাফল্যের আশীর্বাদ নিশ্চয়ই লাভ করবে।

# ( GEMINI ) মিথুনে রবির—জাতক

**জন্মকাল—২২ মে থেকে ২১ জুন**

## মিথুনে রবির জাতককে জানুন

মিথুনে রবির জাতকের সঙ্গে পরিচয় হলে আপনার মনে হবে যেন একটির বদলে আপনি দুটি মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। মনে রাখবেন মিথুন রাশির ছবিটি জমজ শিশু। তাই এই জাতকের মধ্যে আপনি যুগ্ম বা একের মধ্যে বহুকে খুঁজে পাবেন। এই ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট দুটি সত্তা আছে। তাই তার আচরণও পরিবর্তনশীল। আপনার মনে হবে তার মুখের ভাব বুঝতে পারছেন না। কী দেখলেন? আনন্দ? দুঃখ? ঘৃণা? ভালবাসা? আগ্রহ? বিরক্তি? বুঝতে পারছেন না কোনটা মিথ্যা? কোনটা সত্য? কোনটা কল্পনা? যাহোক, সেজন্য আপনার চশমা বদলাতে দৌড়াবেন না।

আপনার পরিচিত এই মানুষটির সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ করতে পারবেন তারও স্থির নেই। আজ এক জায়গায় আছে, কাল হয়তো অন্য জায়গায়। হঠাৎ এই মানুষ তার মত বদলায়, বাসস্থান বদলায়, কর্মস্থল বদলায়, পোষাক বদলায়, প্রেমের পাত্র বদলায়। দ্রুত পরিবর্তনশীলতাই এর স্বভাব। মিথুনে রবির কারুকে যদি আপনি দেখেন একটি বইয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পাতার পর পাতা পড়ে গেছে, তাহলে তাকে আপনি প্রদর্শন যোগ্য বস্তু বলে স্বচ্ছন্দে যাদুঘরে পাঠাতে পারেন। ( অবশ্য তার জন্মকুণ্ডলীতে বৃষ ও মকরে অন্য গ্রহাদির অবস্থান বিচার্য )। মিথুনের এরা বইয়ের প্রথম অধ্যায় পড়ে নিয়ে আগে ভাগে শেষ অধ্যায় পড়ে নেবে, তারপর ভাল লাগলে এখান ওখান থেকে পড়বে। পড়ার ব্যাপার ছাড়া কাজের ব্যাপারেও এরা এই ধরনের মানুষ। এদের মধ্যে খুব কমই ধীরে ধীরে কথা বলে। আপনার বক্তব্যও এরা ধীরে সুস্থে শুনতে চায় না। যা বলার তা চটপট বলবে এবং যা শোনার তা চটপট শুনবে। যাদের মনস্থির করতে সময় লাগে, তাদের এরা অপছন্দ করে।

মিথুনে রবির জাতক অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ দ্বারা। যে কোন ব্যক্তির চেয়ে এরা বুদ্ধিমান নয়, তাই কথা-বার্তায় অনেক সময় তীক্ষ্ন ব্যঙ্গের খোঁচা মেরে এরা আনন্দ পায়। আপনার ঘরে সে এলে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, স্থির হয়ে বেশিক্ষণ বসবে না, ঘরের এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে তার নজর ঘুরে বেড়াবে, আপনার মনে হবে ঘরে যেন এক চড়াই পাখি ঢুকেছে, কিচির-মিচির করে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন দরকারে আপনি হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন দেরাজ থেকে পেন্সিলটা বা মানিব্যাগটা বের করার

জন্য; তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে যখন দেখলেন তখন ওই চড়াইপাখির মতোই আপনার বন্ধু কখন বেরিয়ে গেছে, আর ভগবান জানেন সে কেন দৌড়াল।

এই রাশির মানুষ একসঙ্গে অনেক কাজ করতে পারে। আমার এক মহিলা বন্ধুকে দেখেছি এক হাতে কানে টেলিফোন ধরে কথা শুনছে, অন্য হাতে মুদির দোকানের ফর্দ লিখছে, চোখ পাকিয়ে ছেলেকে দুষ্টুমি করতে বারণ করছে, মুখে 'তুতু' করে করে পোষা কুকুরকে খেতে বলছে। এই জাতকের যুগ্ম সত্তা তাকে দু'তিনটে কাজ একসঙ্গে করতে সক্ষম করে, যেখানে আমরা একটা সেরে অন্যটা করি। ঠাট্টা করে বলা হয় মিথুনে রবির জাতকরা দু হাতে দুটো টেলিফোন নিয়ে জন্মেছে; একসঙ্গে দুটো স্বচ্ছন্দে সামলাতে পারে।

যে কোন একঘেঁয়ে রুটিন কাজ এদের খাঁচার বন্দী পাখির মতো মনমরা করে দেয়। সাধারণতঃ এরা ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে পারে না। এদের দেরী হওয়ার কারণ কিন্তু কুঁড়েমি নয়।

এই রাশির জাতক হয়তো আপনাকে একদিন তার গৃহে আমন্ত্রণ করল (স্থায়ী গৃহের বদলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাড়া বাড়ি)। আপনি তার বাড়ি যেতেই আপনাকে টেনে নিয়ে গেল মাঠে ম্যাচ দেখতে, তারপর সেখান থেকে সিনেমায়। আপনি ক্লান্ত-বোধ করায় বাড়ি ফিরতে চাইলে সে জোর করে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে হোটেলে ভাল করে খাইয়ে দেবার জন্য। তার অনুরোধ আপনি এড়াতে পারবেন না। তার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে তার উপর রাগ করার বদলে পরদিন বিকেলে কোন রাস্তার মোড়ে যখন সে সাক্ষাতের সময় স্থির করে তখন তার প্রস্তাবে আপত্তি করতে পারেন না। তার কথা বলার ভঙ্গী ও মিষ্টি হাসি আপনাকে সব ভুলিয়ে দেবে। পরদিনও সে যথারীতি দেরী করে হাজির হবে আর তার কৈফিয়ৎ খুব যুক্তিপূর্ণ না হলেও আপনার রাগ হবে না। এই হচ্ছে মিথুনে রবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

জুন মাসে জাতকের স্বভাবই হচ্ছে প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখা। মনের যা ইচ্ছা তার বিপরীত আচরণ করাই এদের স্বভাব। কিন্তু তার বাকশক্তি তাকে লোকের কাছে অপ্রিয় হতে দেয় না। জনসংযোগের ক্ষেত্রে এরা যশ অর্জন করে, ভাল কূটনৈতিক নেতা হতে পারে। কোন বিষয়ে আপনার সুদৃঢ় ধারণা থেকে কী করে বিচ্যুত করতে হবে তা এরা জানে। আপনার দুর্বলতাও এদের কাছে গোপন রাখতে পারবেন না এবং কখনো বিরোধ বাঁধলে এরা জানে পাকা কুস্তিগীরের মতো কোন প্যাঁচ মেরে আপনাকে কাৎ করা যাবে।

লেখা সম্বন্ধে এদের এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। লিখনশক্তির কর্তা হচ্ছে রবি। বুধের প্রভাব থাকলে এরা সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত রচনায় সক্ষম। উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ সব রকম রচনাই এরা পারে। তবে এরা আত্মজীবনী খুব কমই লেখে, নিজের দ্বৈত সত্তাকে জনসম্মুখে আনতে হয়তো অনিচ্ছুক বলেই। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও কম লেখে। কুঁড়েমি করে পত্রের উত্তর দেওয়াটাও এড়িয়ে যায়।

মিথুনে রবির লেখকরা বেশির ভাগই ছদ্মনামে লিখতে ভালবাসেন। কারণ তাঁরা হয়তো জানেন যে তাঁরা আজ যেটা বিশ্বাস করছেন, কাল সেটা নাও করতে

পারেন। সেক্ষেত্রে 'শতং বদ মা লিখ' নীতির মতো আত্মগোপনই ভাল। এই রাশির প্রায় প্রত্যেকেই বহু ভাষাবিদ হয়, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য দু একটি ভাষা এরা লিখতে পড়তে পারবে। এরা বাকচাতুর্যে লোককে বোকা বানাতে পারে, সেজন্য অসৎ পথে অপরাধ করা এদের দ্বারা সম্ভব। মিথ্যার ভান বুঝতে সক্ষম হলেও এদের বেশীর ভাগই আদর্শবাদী হয় বলে অসৎ পথে কম যায়।

এরা চমৎকার সেলসম্যান হতে পারে। তীক্ষ্ন বুদ্ধি, বাকচাতুর্য ও মনোমুগ্ধকর ব্যবহার দ্বারা যে কোন ক্রেতা কেন সব মানুষেরই মন এরা জয় করতে পারে।

সাধারণ মানুষের চেয়ে এদের মস্তিষ্ক সর্বদা সক্রিয় থাকে বলে এদের বেশী বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামে অবহেলা করলে নার্ভাস-ব্রেকডাউন ও অনিদ্রায় ভোগার সম্ভাবনা। মুক্ত বায়ু ও উজ্জ্বল সূর্য কিরণ ব্যাধিমুক্ত থাকতে এদের দরকার। স্বাস্থ্যের অবহেলা করলে ফুসফুস, আন্ত্রিক রোগ ধরতে পারে, বাত ও মাথাধরা লেগে থাকতে পারে। তবে এদের সম্বন্ধে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের চেয়ে একঘেঁয়েমিই এদের বেশি ক্লান্ত করে দেয়।

এদের এই অধৈর্যশীল স্বভাবের অন্তরালে আছে এক গভীর অন্বেষক মন। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর' মনোভাব নিয়ে সেই আবিষ্ট বস্তু যে কী তাই জানতে চায়। অর্থ, যশ, প্রেম, প্রতিপত্তি, জাগতিক উন্নতি কিছুই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। এর জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। কী সে খোঁজে? কে জানে। নিজেকেই হয়তো সে আবিষ্কার করতে চায়। 'আত্মানাং বিদ্ধি', নিজেকে জানো মন্ত্রের অনুসারী সে।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন, সুরসিক, কৌশলী, কূটনীতিতে পারদর্শী, তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন এই মানুষটির মধ্যে শুধু ধৈর্য ও একনিষ্ঠতার অভাব। পুরানোকে বাতিল করে এরা নতুনের পিছনে ছোটে, তারপর হয়তো আক্ষেপ করে অত তাড়াতাড়ি পুরাণো পরিচিতকে পরিত্যাগ করার জন্য। চতুপার্শ্বে বহুজন পরিবেষ্টিত হলেও তার প্রকৃত মনোভাব শুধু একজনই জানতে পারে, যে তার চিরসঙ্গী—তার দ্বিতীয় সত্তা, তার যমজ।

মানুষ দূরের কথা, বনের পশুপাখিকেও মুগ্ধ করার ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু তার চিরচঞ্চল মন সর্বদা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে আকৃষ্ট হবে এবং পরিত্যক্ত প্রাণীটির জন্য পরে আক্ষেপ করবে।

নীল, সবুজ, হলুদ, রুপালী ও ধূসর বর্ণের পোষাক তার প্রিয়।

## মিথুনে রবির বিখ্যাত জাতক

| | | |
|---|---|---|
| আর্থার কোনান ডয়েল | | মেরলিন মনরো |
| আয়ান ফ্লেমিং | | ওয়াল্ট হুইটম্যান |
| পল গগা | | জন এফ কেনেডি |
| বব হোপ | টমাস হার্ডি | ডিউক অফ এডিনবরা |

আপনার সঙ্গে প্রেম মানে যদি নিরাপত্তা নিশ্চিন্ততা হয়, তাহলে মিথুনে রবির পুরুষের প্রেমে পড়বেন না। প্রেম মানে আপনার কাছে যদি অ্যাডভেঞ্চার হয়, আপনার সঙ্গীকে পাশে পাবার জন্য যদি 'চোর-পুলিশ খেলার' আনন্দ পেতে চান, তাহলে ওই মানুষটির সঙ্গে প্রেম করুন। মানুষটি কেমন জানেন? আপনি তাকে সোমবার একটা রুটি কিনে আনতে পাঠালে বৃহস্পতিবারের আগে তার ফেরার আশা করবেন না। দোকানে যাওয়ার পথে হয়তো তার কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর বন্ধুর অনুরোধে তার দেশের বাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। শহরে ফিরে এসেই তো সে আপনার রুটি কিনে এনেছে। ব্যস্, তাতেই তো আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। এই নিয়ে তাকে বেশি কথা বলতে গেলে সে হয়তো বলবে যে হিমালয়ে ভ্রমণে যায়নি এটাই আপনার সৌভাগ্য ও তার দায়িত্ববোধের পরিচায়ক।

এই পুরুষদের কথাবার্তা খুবই আনন্দদায়ক। এরা সুরসিক ও সুরুচিসম্পন্ন হয়। সেজন্য পার্টি ইত্যাদিতে আমন্ত্রণকারিণী গৃহকর্ত্রীর খুব প্রিয় তারা। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যখন আপনি তাকে প্রথম দেখবেন তখন তার বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহকর কথাবার্তায় এমনি মুগ্ধ হবেন এবং সেজন্য আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। কিন্তু তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মালা বদল করা মানে এমন এক মানুষের হাত ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা যার মতিগতি আবহাওয়ার মতোই পরিবর্তনশীল। জীবনের লক্ষ্য বা জীবিকা সে বার বার বদলাতে পারে। এই রাশির জাতক বিখ্যাত কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান হয়তো নিজের স্বভাবটি বুঝতে পেরেই লিখেছেন—"Do I contradict myself ?······I contain multitudes.

আপনার প্রেমিক পুরুষটি আপনার জন্য নানা উপহার আনতে পারে—ফুল, সুন্দর সেন্ট, গ্রামোফোন রেকর্ড, কুকুর ছানা, কিছু কবিতার বই—তার নিজের লেখা হওয়াটাও আশ্চর্যের নয়। আপনাকে সে বহু ভাবে প্রেম নিবেদন করবে, দুটি কথা 'তোমায় ভালবাসি' হাজারভাবে বলবে, যা অন্য কোন রাশির পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর রবিবার সন্ধ্যায় আপনাকে নিয়ে যখন সিনেমায় যাবার কথা আছে, তখন সেদিন সকালে ফোন করে প্রোগ্রাম বাতিল করবে। আপনি ভাবতে থাকবেন সে কি প্রেমের কথা বলে পরিহাস করছিল? সে কি অন্য কারুকে নিয়ে সিনেমায় গেল? হঠাৎ কোন মুস্কিলে পড়েছে? আপনার আশংকা সত্য হতে পারে। আবার মিথ্যা হতে পারে। সপ্তাহখানেক বাদে সে আবার আপনার সঙ্গে দেখা করল। আপনি দেখলেন তার কথাবার্তা আচরণ সবই অন্যরকম। আমুদে লোকটা যেন কেমন মনমরা, মজার কথার বদলে মুখের কথার মধ্যে খোঁচা রয়েছে, হাবভাবে ছটফটানি, চঞ্চলতা। আপনার সব কিছু নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে, আপনার পোষাক-পরিচ্ছদের রং থেকে শুরু তাকের বইগুলো পর্যন্ত নিয়ে নিন্দা করে আপনার

সুরুচিকে কটাক্ষ করল। আপনার মনে সন্দেহ জন্মাল যে দাম্পত্য জীবনে তাকে নিয়ে সুখী হওয়া যাবে না। কিংবা তাকে দেখেই মনে হবে খুব বিচলিত, দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত। কী তার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই, কারণ অসংলগ্ন ভাসা ভাসা জবাব পাবেন। যদি আপনি কিছুকাল নীরবে ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন, তাহলে আপনার ওই মিথুনে রবির পুরুষটি আবার আপনাকে নিয়ে থিয়েটার, সিনেমা, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম প্রভৃতিতে ঘুরে বেড়াবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ও আগ্রহ আপনাকে অবাক করবে। সে হয়তো আপনাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা জানাবে। তার মত বদলে যাবার আগেই রাজি হয়ে পড়ুন। বিয়ের পরে আবিষ্কার করবেন ব্যক্তিটি জীবন্ত ধাঁধা স্বরূপ, আর ধাঁধা তো আগ্রহকর, আনন্দদায়ক।

তার জন্মকুণ্ডলীতে অন্যান্য গ্রহরা যে কোন রাশিতেই থাকুক, রবি যদি মিথুনে থাকে তাহলে সে আজ যা আছে আগামীকাল তা থাকবে না আর গত কালের স্মৃতিও তার মনে থাকবে না। এই পুরুষ সর্বদা পরিবর্তনকামী এবং লক্ষ্যটাও উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে।

আপনার মতো এই রাশির পুরুষের প্রেমে যে নারীরা পড়েছেন একটি বিষয় জানলে তাদের মনোকষ্ট অনেকটা দূর হয়ে যাবে। এই পুরুষেরা তাদের গভীর প্রেম গোপন রাখারই পক্ষপাতী। অজানা কারণে তাদের স্বভাবানুযায়ী বিপরীত আচরণ দ্বারা প্রেমিকাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। তারপর তার স্বভাবের ওই বিপরীত ধর্মী আচরণের ফলে আপনার প্রতি তার ভালবাসা একদিন হঠাৎ এমন দৃঢ়তার সঙ্গে খোলাখুলি প্রকাশ করবে আপনি রীতিমত অবাক হয়ে যাবেন। সব সময় মনে রাখবেন মিথুনরাশি মানে পরস্পরবিরোধী দুটি সত্তা—একই দেহে।

এই পুরুষকে ভালবাসা খুব সহজ ও মজার। এর মনে সর্বদা যে পরিবর্তনের বাসনা গুপ্ত থাকে, সেটি বুঝে নিয়ে কখনো বিরক্তিকর একঘেঁয়েমির মধ্যে একে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবেন না। সে উত্তেজনা, উদ্দীপনা ভালবাসে। আপনি তার সঙ্গে তাল মেলান। তার মনের মানুষ হয়ে উঠুন। তার খামখেয়ালীপনার নিন্দে না করে, সে যাতে আনন্দ পায় আপনিও তার থেকে আনন্দরস সংগ্রহের চেষ্টা করুন। সে একটা প্রাণহীন খেলার পুতুল চায় না, চায় জীবনসাথী। বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় রসিকতায় তাকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করুন। তাহলে সে বারে বারে ঘুরে ফিরে ঠিক জায়গায় আসবে, অর্থাৎ আপনার কাছে।

মিথুনের স্বভাব হচ্ছে সর্বদা পুরানোকে পরিত্যাগ করে নতুনের সন্ধানে ছোটা। তার মানে কিন্তু এরা হৃদয়হীন নয়। এরা শিশুর মতো কৌতূহলী ও আগ্রহী—নতুনকে দেখতে চায়, জানতে চায়, বুঝতে চায়। পুরণো বস্তু, স্থান, ব্যক্তি বা স্মৃতি এদের ধরে রাখতে পারে না। তাই এরা মাঝে মাঝে খুব একা বোধ করে। আপনার প্রেমিকের মনে এই ধারণাটি সৃষ্টি করবেন যে বিবাহ মানে বন্ধন নয়, এক সঙ্গী খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে একত্রে জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগ করা। দেখবেন তখন সে আপনার ওপর যত নির্ভরশীল হয় এবং আপনিও তার উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারবেন। এই পুরুষেরা অনেক সময় দুবার বিয়ে করতে পারে, বিশেষ করে

প্রথম বিয়ে যদি অল্পবয়সে হয় তাহলে দ্বিতীয় বিয়ের সম্ভাবনা বেশী। মিথুন জমজ বলে এর সবই জোড়া জোড়া হতে পারে—দুটো বিয়ে, দুটো বাড়ি, দুটো গাড়ি, দুটো ডিগ্রি, দুটো নেশা ( হবি ), দুটো পেশা, দুটো লক্ষ্য, দুটো স্বপ্ন। মিথুন মানেই তো দুটি সত্তা।

আপনি ভাববেন যে এই রকম চঞ্চল বা একনিষ্ঠ যে নয়, সে কি বিশ্বাসী হতে পারে ? সে নারীদের কাছে আকর্ষণীয়, তাদের সঙ্গে মিশতে, কথা বলতে ভালবাসে, কিন্তু আপনি যদি সত্যি তাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে সে কখনো অবিশ্বাসী হবে না। মিথুনের প্রয়োজন দুটি প্রেমের, দুটি নারীর প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। তাকে সত্যি করে বুঝতে পারলে এই ধাঁধার সমাধান আপনি করতে পারবেন। একই দেহে বহুভাবাপন্ন নারীকে খুঁজে পেলে সে সন্তুষ্ট থাকবে।

অবিশ্বাস, ভুল বোঝা এই পুরুষদের মনে আঘাত দেয়। তারা হতাশা এড়াতে চারদিকে ছুটে বেড়ায়, লোকের সঙ্গ এড়িয়ে নির্জনে কল্পনার জাল বুনতে চায়। এর সঙ্গে যদি আপনার মনের মিল হয়, তাহলে কখনো একে সন্দেহ করবেন না। এর স্বভাবই হচ্ছে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা—সে নারী বা পুরুষ শিশু বা বৃদ্ধ যেই হোক্ না। অন্য মহিলাদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখলেও নিশ্চিন্ত থাকবেন। এই রাশির কিছু পুরুষ হয়তো দুশ্চরিত্র হতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগই সামাজিক বলেই সমাজের রীতি-নীতি মেনে চলে।

এই রাশির স্বামীরা কখনো ঈর্ষান্বিত হয় না, কারণ এদের স্বভাবে কোন কিছুর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মনোভাব নেই। প্রেমটা এদের কাছে শুধু মাত্র দেহের সম্পর্ক নয় বলেই এরা সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হয়ে ঈর্ষা ব্যাধিতে ভোগে না। এদের প্রেম পার্থিব কামনা-বাসনাতে সীমাবদ্ধ নয়। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে স্বর্গীয় প্রেমের রঙীন চিত্র এঁকে এরা আপনাকে মোহিত করবে। এদের হৃদয় জয় করতে হলে এদের স্বপ্নের ভাগীদার আপনাকে হতে হবে, কর্মের সাথী হতে হবে, মনের মিতা হতে হবে।

## মিথুনে রবির—নারী

আরব্যোপন্যাসের বাদশাদের মতো আপনি কি অনেকগুলি স্ত্রীর স্বামী হতে চান ? সমাজের আইনে বহু বিবাহে বাধা বোধ করলে আপনার মন খারাপের কিছু নেই। আপনি মিথুনে রবির এক নারীকে বিবাহ করুন। তাহলে আপনি একের মধ্যে শুধু দুই নয় বহু স্ত্রীকে খুঁজে পেতে পারেন।

এই বহুরূপিনী নারীর মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক রোমান্টিক নারী যে আপনার দৈহিক, মানসিক, আত্মিক সব ক্ষুধাই মেটাতে পারে। তবে এই বহুরূপিনী তথা বিভিন্ন মনোভাবের নারীটির সঙ্গে মানিয়ে চলা আপনার পক্ষে সমস্যা হতে পারে। তবে অ্যালজাব্রার অঙ্কের এক্স-এর মান খোঁজার মতো এই নারীর মধ্যে মিশ্রিত অন্য

নারীদের মন খুঁজে বের করতে পারলে আপনার আনন্দের সীমা থাকবে না। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে পৃথক।

এই নারীরা হৃদয়হীন নয়। মাঝে মাঝে এদের তাই মনে হলেও, আসলে সে হয়তো আপনার সব কিছু প্রশংসা করবে, আপনার চলাফেরা, কথাবার্তা, গলার স্বর ও হাসির ভঙ্গি। আবার কখনো আপনার এমন সমালোচনা করল যে আপনার চুলছাঁটা থেকে পায়ের জুতোটা পর্যন্ত নিন্দনীয়। তার এই বিপরীতধর্মী আচরণের জন্য তাকে পরিত্যাগ করবেন না। মনে রাখবেন আপনি একজনের মধ্যে দুজনকে পাচ্ছেন—আপনার স্তাবককে ও সমালোচককে। এটাতো আপনার কাছে লাভেরই ব্যাপার। একের মধ্যে বহু না হলেও দুই তো পাচ্ছেন।

মিথুন রাশির পুরুষ হয়তো একাধারে গায়ক, অভিনেতা, উকিল, কেরানী, কয়েকটা কোম্পানীর ডিরেক্টর ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। একজন নারী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করলে তাকে নিয়ে লোকে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে। বাধার জন্য নারীর সুযোগ হয়তো সীমিত, তবে মিথুনে রবির নারীরা প্রায় সবাই জীবিকা নিয়ে জড়িত থাকবে। নানা কর্মের সুযোগ না পেলেও নানা কর্মের প্রতি তার মানসিক আগ্রহ থাকবে।

এরা আপনার সহানুভূতি চায়, সমালোচনা নয়। একটি মাত্র মানুষকে নিয়ে এই নারী সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এক একজনের এক একটি গুণ তার ভাল লাগে, কারও বুদ্ধি, কারও চিন্তা, কারও কণ্ঠস্বর, কারও আচরণ। এই নারীর পরস্পর বিরোধী চিন্তা-ভাবনা, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন এর জন্য সে দায়ী নয়, দায়ী তার মিথুনে রবির অবস্থান কালে জন্ম।

তার প্রশংসা করুন। এই জটিল দ্বৈতভাব দ্বারা সে আপনাকে বিব্রত করবে না। তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সে মনের মধ্যেই রেখে দেবে। তার মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন প্রাণোচ্ছল এক সঙ্গিনী, সে যে কোন বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মজার কথায় আপনাকে মাতিয়ে রাখবে। রোমান্সের সকল আভাস ইঙ্গিতই সে জানে, পুরুষের হৃদয় জয় করা তার কাছে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার, তার নারীসুলভ সলজ্জ দৃষ্টিতে আপনি মুগ্ধ হবেন, আবার প্রয়োজনকালে জীবিকার মাধ্যমে অর্থোপার্জনের জন্য তার লাজ লজ্জা বিসর্জন দেওয়া দেখে বিস্মিত হবেন। কখনো তাকে দেখবেন সংসারের রাসভারী গৃহিনী, আবার কখনো রাজনীতি নিয়ে আপনার সঙ্গে গভীর আলোচনা করবে, আবার কখনো অবুঝ বালিকার মতো নাকের জলে চোখের জলে একাকার করবে। প্রতি পুরুষের মধ্যে সে তার আদর্শ প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াবে, সর্বগুণসম্পন্ন।

তার মধ্যে আপনি প্রকৃত বন্ধুকে পাবেন। সে সব বিষয়ে আপনার সঙ্গী হতে পারে, খেলাধুলায়, সাইকেল চালানোয়, সাঁতারে, টেনিস-ব্যাডমিন্টনে সবেতেই তাকে পাশে পেতে পারেন, কিন্তু তাই বলে ভাববেন না, তার মধ্যে নারীসুলভ গুণের অভাব আছে। তার কাছ থেকে একঘেঁয়ে কিছু আশা না করলে সে সত্যিই বিস্ময়কর।

একটি বিষয়ে এই নারী সম্পর্কে সতর্ক করা প্রয়োজন। সে যখন আন্তরিক ভাবে

বিশ্বাস করবে আপনাকে ভালবাসে, তখনও অন্য পুরুষ তার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হবে। আপনার কাছাকাছি সব সময় না থাকলে, সে অন্যান্য রাশির নারীদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আপনাকে ভুলে যাবে। এটা তার স্বভাব। এই নারী তার ঘন ঘন কোর্ট-শিপ করার অভ্যাস ত্যাগ করে যদি স্থিতিশীলতা ধৈর্যকে গুরুত্ব না দেয় তাহলে এর জীবন নয়-ছয় হয়ে যেতে পারে।

এই নারী যদি আপনার স্ত্রী হয়, তাহলে আপনার বহু বিবাহের সখ মিটে যাবে। আপনি তার কাছে আগ্রহকর হলে তার মধ্যে পাবেন এক সুগৃহিণীকে—আপনার এক নম্বর স্ত্রী। আপনার দু নম্বর স্ত্রীতে তার মধ্যে পাবেন বিশ্বস্ততা। আপনার তিন নম্বর স্ত্রীরূপে সে হবে সর্ববিষয়ে আপনার সত্যিকারের সঙ্গিনী, মনের মিতা। বৌদ্ধ দর্শন থেকে শুরু করে ফুটবল ম্যাচের ফলাফল নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। চার নম্বর স্ত্রীরূপে সদাপ্রফুল্ল সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল জননী। তাদের লেখাপড়ার দিকে তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকবে। পাঁচ নম্বর হবে আপনার বাড়ির পার্টিতে অতিথিদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আদর আপ্যায়ন কথাবার্তায় তার জুড়ি মেলা ভার। এতগুলি স্ত্রীর স্বামী বলে অন্য পুরুষদের ঈর্ষার পাত্র হবেন আপনি। সব দিক থেকেই এই নারী আপনার মন ভরে দেবে।

## মিথুনে রবির—শিশু

আপনার সন্তান যদি মিথুনে রবির জাতক হয় তাহলে আপনাকে সর্বদা সতর্ক সজাগ থাকতে হবে। সে হাঁটতে শিখলে তার উপর সতর্ক দৃষ্টি আপনাকে রাখতে হবে। এই মাত্র তাকে দেখে এলেন বসার ঘরে বসে খেলা করছে, আপনি রান্নাঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোতলার সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে তার পড়ে যাওয়ার কান্না শুনতে পেলেন। সারা দিন তার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে আপনি হাঁপিয়ে উঠবেন। মনে হবে একটা নয় একসঙ্গে দুটো বা দশটা ছেকে সামলাতে হচ্ছে, মানুষ করে তুলতে হচ্ছে। তাকে এই মুহূর্তে দেখলেন ঘরে বসে দুধের গ্রাস হাতে, পরমুহূর্তে শুনলেন বাগানে কুকুরের চিৎকার। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সে কুকুরের লেজ ধরে টানছে। এ কী করে সম্ভব? ছেলেটা একসঙ্গে দু জায়গায় কী করে আছে? তার যমজ ভাই এল কোথা থেকে? একটি পুত্রেরই তো আপনি জন্ম দিয়েছেন। ভুলে যাবেন না আপনার সেই পুত্রটি মিথুনে রবির। মিথুন মানেই জোর। আপনার এই সন্তান একাই একশো। ও কোথায় কখন কী করবে বলা শক্ত। 'এক আমি, বহু হইলাম'—এই শাস্ত্রবাক্যের সত্য ওই সন্তান আপনাকে উপলব্ধি করাবে।

এই সন্তানকে আপনি গৃহের চার দেওয়ানের মধ্যে বন্দী করে রাখলে তার উপর নিষ্ঠুরতা করা হবে। তার স্বভাব তাকে আগ্রহী করে তোলে সব কিছু জানতে, দেখতে, শিখতে আবিষ্কার করতে। তাকে ঘরে আটকে রাখলে সে মানসিক অবসাদে

ভুগবে। তাকে ঘরে ধরে রাখতে হলে তাকে নানা ধরনের খেলনা, গল্পের বই, ছবির বই দিয়ে সন্তুষ্ট রাখুন।

বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় এই প্রাণচঞ্চল শিশুকে উপদেশ দেবে ধীর স্থির হয়ে থাকতে একটি কাজ করে অন্য কাজে হাত দিতে। কিন্তু ওর স্বভাব তো বদলানো যাবে না, তার বলা উচিত, তুমি একটু সাবধানে কাজকর্ম চলাফেরা করবে। দেখবে যাতে আঘাত না পাও, তোমার ক্ষতি যেন না হয়।

এই সন্তান যেন আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়—এ হচ্ছে আপনার কৌতূহলী চঞ্চল, বুদ্ধিমান, ছোট্ট বন্ধু। এর বহুমুখী প্রতিভার জন্যে আপনি একদিন গর্ব বোধ করতে পারেন। স্থপতি হিসারে এর নক্সার বাড়ি হয়তো লোকের প্রশংসা অর্জন করল, আবার সেই স্থপতিই লেখক হিসাবে সত্যিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করে আনল।

শিক্ষকরা লক্ষ্য করবেন মিথুনে রবির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে কোন কষ্ট হয় না। নতুন শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। এদের আবৃত্তি করতে ডাকলে অন্য ছাত্রদের মতো লজ্জায় পিছিয়ে যাবে না। এরা ছবি আঁকতেও পারে। এদের আঙুলগুলি সরু ও সূক্ষ্ম কাজে দক্ষ হতে পারে। উত্তর জীবনে এরা ভাল সল্যচিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক, ঘড়ি মেরামতকারী, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী হতে পারে, অর্থাৎ যে কাজে নিপুণভাবে আঙুলের ব্যবহার করতে হয়।

এরা অন্যকে নকল করে ভাল অভিনয়ে সক্ষম। অল্প বয়সেই এদের মধ্যে রঙ্গ—ব্যঙ্গের ক্ষমতা দেখা যায়। এদের কল্পনাশক্তি বেশি বলে অনেক সময় কোন বাস্তব ঘটনার উপর কল্পনার রং লাগিয়ে বর্ণনা করে। আধেক বাস্তব ও আধেক কল্পনার জগতে এরা বাস করে। সেইজন্য অনেক সময় এদের কথা মিথ্যা বলে মনে করে শাসন করবেন না। বুঝিয়ে বলবেন যে, সে যখন গল্প বা উপন্যাস লিখবে তখন তার এই কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগাতে, কিন্তু প্রাত্যাহিক জীবনে সে যেন যথাযথ সব বলে।

মাতৃভাষা ছাড়া এদের অন্য ভাষা শিক্ষা দিতে গেলে দেখবেন কত সহজে এরা অন্য ভাষা আয়ত্ত করে নেয়। এরা যদি আপনাকে বলে হোম-টাস্ক আর রেডিও শোনা দুটোই সে একসঙ্গে করতে পারে। তার কথা মিথ্যা ভাববেন না, এরা একসঙ্গে দুটো কাজে সক্ষম। এদের সম্বন্ধে, একটাই ভয়—ধৈর্যের অভাবের জন্য কোন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্ত করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। ঘড়ির কাঁটা মেনে চলাও এদের পক্ষে কষ্টকর। কারণ একটা বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে এদের মন এত তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট হয় যে সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা এরা রক্ষা করতে পারে না। এর মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ না হলেও কোন বিষয়ে যদি এর আগ্রহ জানতে পারেন, তাহলে প্রত্যাশিত ফল নিশ্চয়ই পাবেন।

আপনার সন্তান যখন বড় হয়ে উঠবে, তখন তার কর্মশক্তি নানা দিকে ছড়িয়ে দিতে দেখে আপনার মনে পড়বে তার ছেলেবেলার কথা—রান্নাঘরে কড়ার খুন্তি নেড়েই বাবার সেভিং-ক্রীম গালে ঘষে বাগানে গিয়ে প্রজাপতি ধরার জন্য ছুটল। আপনি

হয়তো যেতে বলবেন, 'এখন তোমার এক নির্দিষ্ট কর্ম বেছে নেওয়া উচিত। একবার এটা, একবার সেটা করে কী খুঁজে বেড়াচ্ছ ?' সে বলবে হেসে, 'ছুটোছুটি করে খুঁজে বেড়াচ্ছি ঠিক কথা। কী খুঁজছি তাও জানি না। তবে একটা কথা, কিছু একটা আমি ঠিক খুঁজে বের করবো নিশ্চিন্ত থাকুন।' এই সন্তান একদিন আপনার গর্বের কারণ হতে পারে।

## মিথুনে রবির—মনিব

মিথুনে রবির মনিব হয়তো একদিন একবার জীবন্ত ঘড়ির মতো অফিসে আপনার প্রতিটি কাজে কত সময় লাগল তার উপর লক্ষ্য রাখলেন। আবার হয়তো পরদিন আপনি তিন ঘণ্টা কাটিয়ে এলেন টিফিন করতে গিয়ে সেটা তিনি লক্ষ্যই করলেন না। তাঁর এই স্বভাবের পরিবর্তন আবহাওয়ার মতোই অনিশ্চিত। কবে তিনি কী রকম আচরণ করবেন তা যদি আপনি আগে জানতে পারতেন তাহলে আপনার পক্ষে খুব ভাল হতো। কিন্তু আপনার কর্তা নিজেই জানেন না কোনদিন তাঁর মনোভাব কী রকম হবে। আপনার পক্ষে নিরাপদ হচ্ছে তিনি গতকাল যে রকম ছিলেন, আজ তাঁকে সে রকম প্রত্যাশা না করা এবং আগামীকাল কী রকম হবেন সেটা নিয়ে জুয়াড়ীর মতো বাজি ধরতে পারেন।

প্রতিষ্ঠানের কর্তারূপে তিনি দক্ষ হতে পারেন, তবে চঞ্চল স্বভাবের হবেন। চেয়ারে বসে ঘরে বন্দী হয়ে এক ঘণ্টা কাজ করলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। তিনি বাতাসের মতোই গতিময়। বাতাস কী একস্থানে স্থির থাকে ? বদ্ধ বাতাস স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক এটা মনে রাখবেন। এই কর্তারা দশটা-পাঁচটা অফিসে বসে কাজ করার চেয়ে কোম্পানীর চেয়ারম্যান, অ্যাডভাইসার, এফিসিয়েন্সি এক্সপার্ট এই সব পদেই বেশি উপযুক্ত। কোম্পানীর কোন ক্ষেত্রে বা শাখায় কোন গণ্ডগোল বাধলে তিনি সেখানে গিয়ে সেটা মেটাতে সক্ষম নিজের বুদ্ধি বিবেচনা, বাক্‌চাতুর্য ও মধুর ব্যবহার দ্বারা। একঘেঁয়ে দৈনন্দিন কাজ এদের অধৈর্য করে তোলে, কিন্তু যেখানে নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন, মৌলিক চিন্তা দরকার যে ব্যবসায়, সেই সব কাজে এই মনিব সুদক্ষ।

আপনার কোম্পানী যদি আপনার ওপরওয়ালা হিসাবে মিথুনে রবির কারুকে নিয়োগ করে, তবে আপনি আশা করবেন কাজের রীতিনীতির ভেতর শীঘ্রই কিছু পরিবর্তন ঘটবে। কৌতূহলী এই কর্তা সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করবেন। পুরনো প্রথা সে সহ্য করতে পারেনা, সর্বত্রই সে নতুনের পক্ষপাতী। তাঁকে যদি বলেন, এই কাজটা আমরা বরাবর এইভাবে করে আসছি ; কথাটা শুনে তিনি এমনভাবে আপনার দিকে চাইবেন যে আপনার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আপনার মিথুনের কর্তা যে আপনার ওপর রেগে থাকবেন বা আপনার শত্রু হবেন এমন ভয় কখনো পাবেন না। ওই রকম তীব্র মনোভাব কারুর প্রতিই তাঁর বেশিদিন

থাকে না, কারণ কেউই তার মনে বেশ কিছুকাল দাগ কাটতে পারে না। এক ঘণ্টার বেশি একটানা আপনার সম্বন্ধে তিনি কখনোই চিন্তা করবেন না, নতুন নতুন বিষয় ও নতুন নতুন মানুষ সব সময়ে তার মনকে আকর্ষণ করবে। পাঁচজনে তাঁকে ঘিরে থাকুক এটাই তিনি চান।

আপনার মিথুনে কর্তা আপনাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁর নিজের মতের সমর্থন করে তোলার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর বুদ্ধি ও মধুর আকর্ষণ ক্ষমতা সব সময় অন্যকে জয় করে নিতে পারে। যদিও লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় তাকে খুবই সামাজিক ও শিষ্টাচারী বলে মনে হবে কিন্তু তাঁর প্রকৃতি অনুযারী বাহ্যিক ওই আচরণের ঠিক উল্টোটাই হচ্ছে তাঁর সত্যিকারের স্বভাব,—নিঃসঙ্গ এক সত্তা কী যেন সন্ধান করে বেড়ায়। মানুষের সঙ্গ কামনা করলেও অন্তরে সে একা। সকলকে সে বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি বিতরণ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাদের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে দূরত্ব বা ব্যবধান বজায় রেখে।

তাঁর রসিকতা বোধ খুব প্রখর। মজার কথা শুনিয়ে তাঁকে আপনি যতটা বশীভূত করতে পারবেন, চোখের জল ফেলে ততটা নয়। তার অফিসে সর্বদা কর্মচাঞ্চল্য প্রত্যাশা করেন। অফিসের কাছে ভ্রমণে আগ্রহী, বাইরে যাবার জন্য সুটকেশ গুছিয়ে রেখে দেন। অফিসের নতুন সুন্দরী সেক্রেটারীর সঙ্গে তিনি যদি ফ্ল্যাট করেন তো বুঝবেন এ ব্যাপারে তিনি মোটেই সিরিয়াস নন, তিনি শুধু তাঁর আকর্ষণী শক্তিকে একটু মেজে ঘসে নিচ্ছেন।

এই ধরণের কর্তার সঙ্গে আপনি কাজ করে আনন্দ পাবেন। একটা ব্যবসায়িক সাফল্যের পর হাত-পা গুটিয়ে সেটা নিয়ে পড়ে থাকার পাত্র তিনি নন, নতুন কোন পরিকল্পনা সফল করার জন্য আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মনে রাখবেন তার মধুর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সমর্থন না করে কারও উপায় নেই।

## মিথুনে রবির—কর্মচারী

আপনার অফিসে কি এমন কর্মচারী আছে যে তাড়াতাড়ি কথা বলে, দ্রুত কাজকর্ম করে? তাদের কি অল্পবয়স্কের মতো দেখতে, কাজ করে অল্প বয়স্কের মতো, তারা বয়সের কথা ভুলে যায়? তারা কি চঞ্চল, অধীর, মৌলিক চিন্তার অধিকারী? কত স্মার্ট তারা। আপনি তাহলে কিছু কর্মচারী পেয়েছেন যাদের মিথুনে রবি। এদের কাজকর্ম লক্ষ্য করুন। দেখবেন অনেক অদ্ভুত পরিকল্পনা তারা বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম। কুম্ভরাশির কর্মচারী অদ্ভুত প্রকল্প চিন্তা করতে সক্ষম, মেষরাশির কর্মচারী কিছু চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব দিতে পারে, কন্যারাশি নির্ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে পারে। আর মিথুন রাশির কর্মচারী ওই তিনটি করতে সক্ষম।

অন্য রাশির কর্মচারীদের বরখাস্ত করার আগে মনে রাখবেন মিথুনের কর্মচারী কিন্তু সারাক্ষণ কাজে লেগে থাকবার পাত্র নয়, ওভার টাইম করতে একবারে অনিচ্ছুক।

কুম্ভের মতো সে কর্মে ধীরস্থির নয়, কন্যার মতো কাজপাগলা নয়। অন্য রাশিতে রবির প্রভাব নিয়ে এখানে আলোচনা করলেও মিথুন সম্বন্ধে এক সাধারণ ধারণা আপনি নিশ্চয় করে নিতে পেরেছেন। একমাত্র তাকে নিয়ে আপনার কাজ চলবে না। অন্যদের ও দরকার।

মিথুনে রবির কর্মচারীর একটা প্রধান গুণ সে খুব দ্রুত সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। অন্যেরা যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে নেমে পড়তে পারে। কোন বাঁধাধরা রুটিন মাফিক কাজ তার কাছে বিরক্তিজনক। নানা ধরণের কাজের ভার তার কাঁধে চাপান, সে খুশি মনে করবে।

এই কর্মচারীরা কথাবার্তা বলে লোককে বশ করতে পারে। সেজন্য সেলসম্যান হিসাবে এরা অসাধারণ। ক্রেতাকে এমন জিনিস বিক্রয় করতে সক্ষম যা হয়তো তার প্রয়োজন নেই, এমন কি কখনো কোন কাজে লাগার সম্ভাবনা নেই। এদের মিষ্টি মধুর কথা আপনার কোম্পানীর মাল এমন জনপ্রিয় করে তুলবে যা আপনার ধারণাতীত। যখন এদের দিয়ে অফিসের কাজ করাবেন, তখন সব সময় চেয়ারে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবেন না। মাঝে মাঝে চেয়ারে দেখতে না পেলেও চিন্তিত হবেন না। অন্যের কথায় কান না দিয়ে তাদের নিজের মুখ থেকেই অনুপস্থিতির কারণশুনবেন। চঞ্চল স্বাধীন প্রকৃতির এই কর্মচারীরা অসৎ ফাঁকিবাজ নয়, একঘেঁয়ে কাজ ভাল না লাগায় একটু মুক্তির স্বাদ নিচ্ছিল আর কী। মনোমত কাজ দিতে পারলে এদের দিকে আর আপনাকে নজর রাখতে হবে না।

চঞ্চল প্রকৃতির জন্য খেলাধুলা এদের আকর্ষণ করে। ক্রীড়াজগতে আপনার কোম্পানীকে এরা প্রচুর পুরস্কার এনে দিয়ে সুনাম গড়ে দেবে। কর্মচঞ্চলতা এদের দৈহিক ক্লান্ত না করলে ছটফটে স্বভাবের জন্য এরা অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়। আপনার অফিস এরা সরগরম করে রাখবে নানা আলাপ-আলোচনায়, প্রাণখোলা রসিকতায়। কিন্তু ভয় নেই, এরা কাজকর্মের ক্ষতি করবে না।

মিথুনে রবির সেক্রেটারী আপনার চিঠিপত্র দ্রুত টাইপ করে দেবে, দ্রুত ডিকটেশন নিতে পারবে। রিসেপসনিস্ট হিসাবে এরা আপনার অফিসে আগন্তুকদের ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ করবে। টেলিফোন বোর্ডে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে আপনাকে নিশ্চিন্ত রাখবে যে আপনার লং ডিসট্যান্ট কলের মাঝখানে হঠাৎ ভুল বোতাম টিপে গণ্ডগোল করে বসবে না।

মাইনে, বোনাস, কমিশন ইত্যাদি বাড়ানোর ব্যাপারে পারলে সোজাসুজি নিজে এই কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলবেন না। সে তার মনোমুগ্ধকর কথায় আপনি যা ভেবে-ছিলেন তার ডবল সহজেই আদায় করে নিতে পারে। আপনার মুখপাত্র রূপে কঠোর বা নীতিনিষ্ঠ বৃষ বা কন্যা রাশির কারুকে রাখুন। অর্থের ব্যাপারে সে আপনাকে রেহাই দিলে কোম্পানীতে এমন এক কাজ চেয়ে বসবে, যাতে আপনার স্ত্রীর ভাইকে কোম্পানী থেকে ছাঁটাই করতে হতে পারে মিথুনকে সেই পদে বসাবার জন্য।

আর একটা কথা, মিথুনে রবির কর্মচারী আপনার অফিসের অনেকের হৃদয় ভেঙে দেবে, মন নিয়ে খেলা করা তার স্বভাব। বাসে একটা বা দুটো প্রেম করা তার

কাছে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কারণ তার স্বভাবই হচ্ছে দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য ছেলে-মানুষের। আপনি যদি খুব উদারচেতা হয়ে তাকে প্রেমের ব্যাপারে একটু সংযত না করেন, তাহলে হয়তো মাঝে মাঝেই আপনার বিয়ের উপহার দিতে কিছু খরচ হবে এবং ডিভোর্সের মামলার ব্যয় বহন করতে তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে হবে।

যদি আপনার কোম্পানীকে আপনি বড় করে তুলতে চান, আরও নতুন ব্যবসায় জড়াতে চান, তাহলে নতুন পরিকল্পনা রচনা করার জন্য আপনার মেষে রবির কর্মচারী ও মিথুনে রবির কর্মচারীকে একত্র করে একটি ঘরে পুরে দিন। তারপর কানে তুলো গুঁজুন। ঘরের মধ্যে যেন একশোটা জেনারেটার চলবে, দুশোটা বোমা ফাটবে—দুজনের মধ্যে পরিকল্পনার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ওদের ফাটানো বোমার কয়েকটা টুকরো আশপাশ থেকে কুড়িয়ে নিন। তারপর ভাল করে পরীক্ষা করুন। স্মরণ রাখবেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতে পারো অমূল্য রতন!' তাদের বিস্ফোরণের ছাই আপনাকে অমূল্য রতন দিতে পারে। দুই কল্পনাবিলাসী হয়তো এমন কিছু পরিকল্পনা করেছে যা আপনার হাতে রত্নভাণ্ডারের চাবি তুলে দিতে পারে।

# ( CANCER ) কর্কটে রবির—জাতক

## জন্মকাল—২২ জুন থেকে ২৩ জুলাই

## কর্কটে রবির জাতককে জানুন

কর্কটের মানুষকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় চাঁদের আলোর সাহায্যে। জ্যোৎস্নার মতোই এদের প্রকৃতি। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আলোর বন্যায় পৃথিবী ভাসিয়ে দেয়। আবার অমাবস্যায় সেই চাঁদকে খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্ধকারে সে হারিয়ে গেছে। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে কর্কটে রবি জাতকদেরও আবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মতো তাদের মেজাজের প্রফুল্লতা-বিষন্নতার কারণ হচ্ছে চাঁদ। শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের কোন তিথিতে মানুষটির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হচ্ছে তা জানা থাকলে তার মেজাজ কী রকম থাকবে সেটা আপনি সহজে অনুমান করে নিতে পারবেন। তার হাসি আপনি মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। প্রতিপদে স্মিত হাসি থেকে পূর্ণিমার অট্টহাসি তার মধ্যে দেখতে পাবেন। কোন পার্টিতে সে যখন অন্যের রসিকতায় মৃদু হাসছে, বুঝবেন শুক্লপক্ষের শুরু। আবার যখন পার্টির হাস্য পরিহাসের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সে, সরস কথাবার্তায় সকলকে হাসিয়ে নিজে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে, বুঝবেন পূর্ণিমা তিথি। আবার এই মানুষকেই দেখবেন ম্রিয়মান, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ পড়েছে, অমাবস্যায় তাকে দেখবেন হতাশ হয়ে বিষন্নতার পঙ্কে নিমজ্জিত। একই মানুষের এই পরিবর্তনে অবাক হবেন না, আসলে চাঁদ তো একই রকম থাকে, আকাশে কক্ষপথ অনুযায়ী আলো-অন্ধকারের তারতম্য ঘটে। আমাদের মানুষটিও একই ব্যক্তি, চন্দ্রের অবস্থান অনুযায়ী তার মেজাজের পরিবর্তন ঘটে।

এই মানুষ যশাকাঙ্ক্ষী বিশেষ নয়। একটু আত্মপ্রচার বিমুখ। তবে তাই বলে অন্যেরা তার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিলে অখুশি না হয়ে মনে মনে খুশিই হয়। বহির্মুখী সিংহ বা বিদূষকভাবাপন্ন ধনুর মতো না হলেও কর্কট সূক্ষ্ম প্রচারই পছন্দ করে। এর মনে যখন বিষন্নভাব জাগে তখন এক অজানা ভয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়। তার কোমল হৃদয় তখন আপনার তীব্র দৃষ্টি বা কঠোর কণ্ঠস্বর একেবারেই সহ্য করতে পারবে না। তার অশ্রু কখনোই কুম্ভীরাশ্রু নয়। তবে এই রকম মানসিক অবস্থায় তাকে খুব কমই আপনি খুঁজে পাবেন, কাঁকড়া যেমন গর্তে লুকিয়ে পড়ে, সেও তেমনি সকলের দৃষ্টির আড়ালে নির্জনে লুকিয়ে পড়ে। তখন তাকে চিঠি লিখলে জবাব পাবেন না, ফোন করলে ধরবে না, এমন কি দরজায় গিয়ে বেল বাজালে দেখা নাও পেতে পারেন। দুঃখ, হতাশা ও অনিশ্চয়তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে নির্জনতা ও শান্তির সন্ধান করছে।

এদের আর এক রকম মেজাজেও দেখতে পাবেন। কাঁকড়ার মতোই সে দাড়া

উঁচিয়ে তেড়ে আপনাকে কামড়াতে আসবে। তাকে হয়তো সময় জিজ্ঞেস করেছেন বা নুনের পাত্রটা এগিয়ে দিতে বলেছেন, তাতে সে এমন ভাবে গর্জে উঠবে যেন সেই মুহূর্তেই আপনাকে মেরে ফেলবে। সে কিন্তু আপনার ওপরই বিশেষভাবে রেগে নেই, তার রাগ তখন সারা জগতের উপর। জীবন সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে গেছে। তার মনের ক্ষোভ সে আপনার উপর প্রকাশ করে ফেলেছে। ভয় পাবেন না। এটা তার ওই সাময়িক আবেগের উত্তুঙ্গ প্রকাশ। আপনি পাঁজিটা দেখে নিন কৃষ্ণ পক্ষের কোন তিথি, জোয়ার-ভাঁটার সময়টা জেনে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন কবে কখন তার মানসিক অবস্থা বদলে গিয়ে আরার খোশ মেজাজ হবে।

কর্কটে রবির মানুষ মূলতঃ দু'ধরনের হয়। এক ধরনের হচ্ছে চাঁদের মতোই গোলগাল সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল বর্ণ, গোল চোখ, শিশুসুলভ হাসি—আপনার মনে চাঁদমামার যে কাল্পনিক ছবি আছে তার সঙ্গে অদ্ভুত মিল। দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে খানিকটা কাঁকড়ার সাদৃশ্য পাবেন। মাথার খুলিটা বেশ বড়, চোয়ালের হাড় উঁচু, ঘন জোড়া ভ্রূ, মনে হবে যেন সব সময়েই ভ্রূ কুঁচকে আছে তবে সেটা কারুর উপর বিরক্তি বশতঃ নয়, বরং আগ্রহজনিত। দাঁতগুলি হয় বড় বড় নয় অসমান। এদের কেউ বেশ মোটা হতে পারে, তবে বেশির ভাগই হচ্ছে শীর্ণকায়। হাত পা দেহের অনুপাতে লম্বা, কাঁধ চওড়া, হাতের চেটো ও পায়ের পাতা হয় অসাধারণভাবে ছোট, নয় রীতিমত লম্বা, দেহের উপরিভাগ একটু ভারী, সেজন্য দ্রুত হাঁটলে চলন একটু আঁকাবাঁকা হয় রাজহংসের মতো।

কথাবার্তার সময় এদের মুখে নানা অভিব্যক্তির প্রকাশ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এরা এতো আবেগপ্রবণ যে আলাপ আলোচনার সময় এদের আবেগের বন্যায় আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারে। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা এরা স্মরণ করে রাখে, মনের মধ্যে ছবির মতোই সেটি আঁকা থাকে। জীবন তাকে কী শিক্ষা দিয়েছে এবং ইতিহাস মানবজাতিকে কি শিক্ষা দিয়েছে তা সে ভালভাবেই জানে। অতীতকে এরা ভালবাসে। পূর্বপুরুষকে শ্রদ্ধা করে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব এদের কাছে অত্যন্ত আগ্রহকর।

এরা গোপনীয়তার দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেজন্য সবাই এদের কাছে মনের গোপন কথা জানাতে দ্বিধা করে না। কিন্তু এরা নিজের গোপন কথা কারুকে বলে না, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না। আপনার সম্বন্ধে জানতে সে আগ্রহী। তবে সে বিচারক নয়, সে শুধু সংগ্রাহক। সে সব জড় করে চিন্তা করে, কল্পনা করে, কিন্তু মতামত প্রকাশ করে না। গ্রহীতারূপে এরা যত উদার দাতারূপে ঠিক ততটাই সংকীর্ণ। নিজের প্রিয় বস্তু কখনো কারুকে দেবে না, তা সে যতই ঘনিষ্ট হোক্ না কেন। কাঁকড়া যখন দাড়া দিয়ে কিছু কামড়ে ধরে, তখন দাড়া ভেঙে গেলেও কামড়ানো বস্তুটিকে ছাড়ে না। কর্কটে রবির আচরণও ঠিক অমনি ধারা। কোন ব্যক্তি-আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে হোক, কোন বস্তু—দামী অলংকার বা পুরানো ফটো যাই হোক, এদের যদি ভাল লেগে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকবে। অবশ্য সেই জাতকের অন্তরের অন্তস্থল কোমল, বাহ্যপ্রকৃতি তার যতই সংরক্ষণশীল হোক না কেন। সে উত্তেজনার বশে কোন কাজ

রে বসে না। তার অর্থ, সময়, দয়া, করুণা অন্যকে বিতরণের আগে বিচার করে য় তা গ্রহীতার যথার্থ প্রাপ্য কিনা।

এই জাতক কোন ব্যবসায় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে না। সব দিক বিচার বিবেচনা রে তবেই অগ্রসর হয়। অন্যের বা নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার কাছে এগিয়ে চলার আলো, অন্ধকারে পা বাড়িয়ে হোঁচট খেতে সে একান্ত অনিচ্ছুক।

কর্কটে রবির নরনারী তাদের গৃহকে খুব ভালবাসে। জীবিকার প্রয়োজনে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও এরা সব সময় সেই বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করবে—'There is no place like home.'

এই জাতক জীবনে যত অর্থই উপার্জন করুক না কেন, কখনোই আর্থিক দিক থেকে নিরাপত্তা বোধ করে না। যা পেয়েছে তার চেয়ে আরও বেশি সর্বদা দরকার। নিশ্চিন্তার নিঃশ্বাস তার জীবনে অজানা। কাল্পনিক ভবিষ্যৎ দুর্দশায় সে সর্বদা শঙ্কিত। ভাঁড়ার ঘরে সে সব সময় খাদ্যবস্তু মজুত রাখবে এবং আপনি টিনের গায়ে তারিখ দেখলে অবাক হবেন—পাঁচ বছরের পুরানো। বহু নতুন জামা-কাপড় দেখবেন যার প্যাকেট খোলা হয়নি। জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাবেন—যদি যুদ্ধে বা ভূমিকম্পে কাপড়ের কল ধ্বংস হয়ে যায় সে জন্যই সতর্কতা হিসাবে এই সঞ্চয়। ভবিষ্যতের ভয়ে এরা সঞ্চয়ী।

দুশ্চিন্তা ভীতি তাকে অসুস্থ করতে পারে। প্রফুল্লতাই ত কে সুস্থ রাখতে পারে, সামান্য অসুখেই ভীত হয়ে মনের জোর হারিয়ে সে অসুখটাকেই বড় করে তুলতে পারে। সুস্থ হতে তখন তার দ্বিগুণ সময় লাগবে। সাধারণতঃ এদের পরিপাক শক্তির অভাবে পেটের গণ্ডোগোল বেশি হয়। পেটে 'আলসার' রোগটা বোধহয় এই জাতকরাই আবিষ্কার করেছে। বুক, হাঁটু, কিডনি ব্লাডার এই অঙ্গগুলি ব্যাধির আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হতে পারে। উজ্জ্বল আশাবাদ, প্রফুল্লতা, হাস্য-পরিহাস এদের মন ও দেহকে ব্যাধির কবলমুক্ত রাখতে পারে। এরা খাওয়া-দাওয়া করতে ভালবাসে। খাদ্য অপচয়কে এরা অপরাধ বলে মনে করে। এই রাশির নরনারী উভয় জাতকের মধ্যেই মাতৃসুলভ ভাব খানিকটা দেখা যায়।

টাকা পয়সার ব্যাপারে বেশ কঞ্জুষ। যখন বলবে আমার কিছু টাকা নেই, তখনো জানবেন ব্যাঙ্কে বেশ কয়েক হাজার আছে এবং সে সত্যি নিঃস্ব নয়, তবু সেটাই তার কাছে সাংঘাতিক দুরবস্থার লক্ষণ।

## কর্কট রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| জন ডি. রকফেলার | চার্লস লাফ্‌টন |
| হেনরি দি এইটথ | জিনা লোলোব্রিজিডা |
| জুলিয়াস সীজার | জেমস ক্যাগনি |
| ডিউক অব উইণ্ডসর | রেড স্কেলটন |
| হেলেন কেলার | নেলসন রকফেলার |
| রেমব্রাণ্ড | আর্নেস্ট হেমিংওয়ে |

এই মানুষটি মোটেই বাচাল নয়। প্রথম সাক্ষাতেই সে আপনার কাছে মন খুলে কথা বলবে এটা আশা করবেন না। শুধু অচেনা লোকের কাছেই যে সে মুখ খোলে না তা নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তার গোপন কিছু কথা জানতে পারে না। সত্যি করে তাকে জানতে বেশ কিছু সময় ও ধৈর্য লাগে।

সে কিছুটা চঞ্চল হলেও সংবেদনশীল ও বিশ্বস্ত। তার রুক্ষ, ভ্রূকুঞ্চিত ভাব অনেক সময় স্মিত হাস্যে রূপান্তরিত হয়। যখন সে বিমর্ষ তখন আপনার ইচ্ছা হবে তাকে সান্ত্বনা দিতে। এমনিতে সে খুব ভদ্র, সামাজিক ও বিবেচক। সে রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী হলেও বাস্তববাদী। তার শত্রুরা আড়ালে বদনাম দিতে পারে 'কঠিন কঠোর মানুষ' বলে।

আপনি তাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। তার ব্যক্তিত্বে মাঝেমাঝে মেজাজের পরিবর্তন হয়, যেমন চাঁদ সব তিথিতে এক রকম থাকে না। মনে রাখবেন তার আচরণ কঠোর হলেও হৃদয় কোমল ও স্নেহপ্রবণ। ভাবপ্রবণ বলেই মাঝে মাঝে সে ওই কাঁকড়ার মতোই শক্ত খোলার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। আবার মাঝে মাঝে শক্ত খোলার বাইরে এসে সূর্য কিরণ উপভোগের মতোই আপনার উষ্ণ সান্নিধ্য কামনা করে। তার এই মেজাজের পরিবর্তন অনেককে বিভ্রান্ত করে। এই মেজাজ সব চেয়ে খারাপ হয় যখন সে কোন কিছু হারাবার ভয় করে। হয়তো সে বস্তুটি আপনি স্বয়ং। তাকে বার বার আশ্বস্ত করুন যে আপনি একান্ত তারই। আপনার প্রেমবার্তা তার কানে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করবে।

নিরাপত্তাবোধ তার অত্যন্ত প্রিয়। আপনার সম্বন্ধে যেমন সে নিশ্চিন্ত হতে চায়, তেমনি নিশ্চিন্ত হতে চায় তার টাকা পয়সার ব্যাপারেও। ছেলেবেলা থেকেই সে সঞ্চয়ে উৎসাহী, কৃপণ না হলেও অপ্রয়োজনে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত। অক্ষর জ্ঞান হবার আগেই টাকা পয়সার যোগ বিয়োগ সে আয়ত্ত করে নেবে। সে ধনী হলেও ধনের গর্ব করবে না। তার আর্থিক অনটনের কথা শুনে আপনি হয়তো আপনার পরিচিত ব্যাংক থেকে যাতে সে ধার পায় সেই চেষ্টা করতে গিয়ে টের পাবেন যে ওই ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি টাকা সেই জমা রেখেছে।

এই জাতক শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের জগতে এলেও তার বাস্তববোধ তথা আর্থিক সচেতনতা হ্রাস পাবে না। কলাচর্চার নেশাকে সে পেশায় পরিণত করবে। গায়ক হলে বিনা পয়সায় কোন গানের জলসায় গাইতে যাবে না, শিল্পী হলে বিনামূল্যে কোথাও ছবি বিতরণ করবে না। সে অনেক সময় ধনী হলেও উপার্জনহীন বেকার হবে না।

আপনি যদি এই ব্যক্তির স্ত্রী হন, তাহলে সব সময় শ্বাশুড়ীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন। এই মানুষ খুব মাতৃভক্ত হয়। কারণ যে তাকে নিরাপত্তা

দেয়, তার প্রতি সে কৃতজ্ঞ থাকে, আর বাল্যকালে জননীই তো সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। স্ত্রীরূপে আপনাকে তার জননীর স্থান পূরণ করতে হবে। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এই জাতক শিশুর মতোই নারীর স্নেহ ভালবাসার কাঙাল। এরা সব সময় এদের ছেলেবেলার কথা, বাপ-ঠাকুর্দার কথা বলতে ভালবাসে। পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস এরা ভালভাবে স্মরণে রাখে।

এই জাতক রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী হতে পারে। আপনাকে নিমন্ত্রণ করলে পুরুষ মানুষের রান্না কেমন হবে ভেবে ঘাবড়াবেন না। তার গৃহে গিয়ে আহার করে অবাক হতে পারেন, হয়তো আপনার চেয়ে সে ভাল রান্না করে বসেছে। সে আপনার ছবি তুলতে চাইলে ছুটে পালাবেন না। ছবি তোলা তার প্রধান 'হবি' হতে পারে। এই রাশির খুব কম জাতকই আছে যাদের নিজস্ব ক্যামেরা নেই।

প্রেম নিবেদনের ব্যাপারে প্রথমে সে খুবই লাজুক। তবে সে যদি বোঝে যে আপনার তাকে ভাল লেগেছে, তাহলে রাতারাতি তার আচরণের পরিবর্তন ঘটবে। কাঁকড়ার মতো সে আপনাকে কামড়ে ধরতে চাইবে। রোজ তার কাছ থেকে প্রেমপত্র পাবেন, সকাল-বিকেল টেলিফোন আসবে, প্রতি সন্ধ্যায় আপনার দরজায় বেল বাজাবে। সাহসী, বিশ্বস্ত নাছোড়বান্দা প্রেমিকরূপে তার সমকক্ষ কারুকে পাবেন না এবং এমন প্রেমিকই তো বহু নারী কামনা করে। আপনিও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। কাঁকড়া কামড়ে ধরলে সহজে কি ছাড়ানো যায়? তাছাড়া মিতব্যয়ী, পরিচ্ছন্ন বেশভূষাধারী, ঘর-গেরস্থালী বা রান্নাবান্নার কাজে সুদক্ষ, ভালবাসার ভিখারী এমন স্বামী তো বহু সৌভাগ্যেই পাওয়া যায়।

এই কর্কটে রবির পুরুষ পিতারূপেও চমৎকার। স্ত্রীরূপে আপনি তো জানেন তার সহানুভূতিশীল, বিবেচক, শান্ত স্বভাবের কথা। পিতারূপেও তো এই গুণগুলি কাম্য। সন্তানদের সঙ্গে ব্যবহারে তার অসীম ধৈর্যের পরিচয় পাবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে মিশে তাদের খেলাধুলায় মাতিয়ে রাখার ক্ষমতা তার আছে। পুত্রকে নিয়ে সে গর্ব করে আর কন্যাকে আপদে-বিপদে রক্ষা করে। কিন্তু সন্তানদের সম্পর্কে একটা ব্যাপারে একটু মুশ্কিল আছে। সে চায় তারা সব সময় তার উপর নির্ভর করুক। কিন্তু পুত্রকন্যা সাবালক হলে তাদেরও নিজস্ব মতামত জন্মায় এবং তখুনি পিতার সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা। কাঁকড়ার গর্ত ছেড়ে বাচ্চাদের বাইরে পা বাড়ানো তাদের জনকের অত্যন্ত অপছন্দকর।

পুত্র-কন্যার সঙ্গে পিতার যখন বিরোধ বাঁধবে তখন আপনি কিন্তু খুব সহজেই হয়তো মিটিয়ে দিতে পারবেন। আপনি তো জানেন লোকটি কেমন হিসেবী। অঙ্কের হিসাবে তাকে যুক্তি দেবেন। বলবেন, দেখো, আমরা দুজনে সুখী ছিলাম। দুটি ছেলে ও মেয়ে হওয়ায় আমাদের সুখ ডবল হয়ে গেল। এদের দুজনের যখন ছেলেমেয়ে হবে তখন নাতি-নাতনীতে বাড়ি ভরে যাবে। আমাদের সুখ কত গুণ হবে বলো তো? এ যেন টাকার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ। কাজেই ভবিষ্যৎ ভেবে তুমি আর ওদের ব্যাপারে আপত্তি করো না। মেয়ের বিয়ের গয়না কিনবে চলো! ছেলেকে আজ সন্ধ্যায় তোমার স্কুটারটা দিও। সে তার ভাবি বউ নিয়ে সিনেমায় যাবে।

সঙ্গীত, কবিতা, ফুল, সুন্দর জামাকাপড়, দামী সেণ্ট, মিষ্টি কথা, একটু আদর-যত্ন, আর সবার উপরে উপাদেয় আহার্য দিয়ে এই মানুষটাকে খুশি রাখতে পারবেন। চাঁদের কৃষ্ণপক্ষ পেরিয়ে পূর্ণিমায় পৌঁছানোর মতোই এর মেজাজ পরিবর্তিত হবে। তবে একটা বিষয়ে সাবধান। ঘর জঞ্জাল ভেবে এর পুরানো টুপি, ছেঁড়া টেনিস, ভাঙা ছাতা, ছেলেবেলার স্ট্যাম্পের খাতা, স্কুলের নিচু ক্লাসের প্রোগ্রেস রিপোর্ট আস্তাকুড়ে ফেলে দেবেন না। এগুলি তার কাছে অমূল্য সম্পদ।

## কর্কটে রবির—নারী

কর্কটে রবির নারীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলে গোড়ার দিকে আপনি স্থির করতে পারবেন না যে, সে শান্ত-শিষ্ট না অর্ধোন্মাদ। আর এই সন্দেহ আপনার বরাবরই থেকে যাবে।

বর্ষাকালে সে আপনাকে তার দুঃখের বন্যায় ডুবিয়ে দেবে। আবার সূর্য-করোজ্জ্বল দিনে হাস্যপরিহাসে সে আপনাকে প্রফুল্ল করবে। চাঁদের শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতো তার মনোভাবেও আলো-আঁধারের খেলা চলে।

এই নারী বিনয়ী, সঙ্গীতপ্রিয় ও সঞ্চয়ী হয়। অবশ্য তার স্বামী হবার আগে তার গোপন সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তার আলমারীতে জামাকাপড়ের ভাঁজে নোট কিংবা দেরাজের কোণে কিছু মুদ্রা সব সময়েই লুকানো থাকে দুর্দিনের আশংকায়। তার আয়ের চেয়ে ব্যয় সব সময়েই কম। আপনাকেও সে উপদেশ দেবে সঞ্চয়ী হতে। একদিন আপনি হয়তো তাকে খুব দামী একটা কিছু উপহার দিলেন। সে খুশি হলো বটে, তবে এ কথাও বলবে, 'এতো দামী জিনিস কেনা উচিত হয়নি।' সে কিন্তু সত্যি কথাই বলছে এটা জানবেন। আপনি যদি অমিতব্যয়ী হন, তাহলে সে আপনাকে অপছন্দ করবে। কারণ সে আশংকা করবে যে আপনার স্ত্রী হলে ভবিষ্যতে নিরাপত্তার অভাব হতে পারে। আর জীবনে নিরাপত্তাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা।

আপনার সংসারে ব্যয়বাহুল্য নিয়ে ওই স্ত্রী যদি মাথা ঘামিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে নিয়ে কয়েক দিনে সমুদ্রতীরে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন। চাঁদনী রাতে সেখানে তাকে নিয়ে বেড়াবার সময় তার মধ্যে আপনি এক নতুন নারীকে আবিষ্কার করবেন। তাকে মনে হবে রূপকথার রাণী, কল্পনাপ্রবণ, সুরসিকা, মধুরভাষিণী। প্রাত্যহিক জীবনের হিসাব-নিকাশ ভুলে সে আপনাকে স্বপ্নপুরীতে নিয়ে যাবে।

রাশিচক্রে সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী কোন নারীই সর্ব দোষ দুর্বলতা মুক্ত নয়, এ কথা আপনি জানেন। মেষ রাশির নারী স্বাবলম্বী—নিজের ট্যাক্সি নিজেই ডাকবে। ধনু রাশির নারী স্পষ্টভাষী, বৃশ্চিকরাশির নারী আপনাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে, মিথুন রাশির নারী চঞ্চলা, সিংহ রাশির নারী অত্যন্ত অহংকারী।

কর্কট রাশির নারীর এই সব দোষ নেই। তবে তার সম্বন্ধে কয়েকটি 'নিষেধ বাক্য' সর্বদা স্মরণ রাখবেন। কখনো তার নিন্দা করবেন না। সে সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। ব্যঙ্গ করবেন না। তাকে তাচ্ছিল্য করবেন না। এই তিনটি হচ্ছে প্রধান সতর্কতা। এই নারী খুব কমই আক্রমণশীল হয়, কারণ সে স্বভাবতই লাজুক প্রকৃতির। আমি কর্কটে রবির দুজনের কথা জানি—এক পুরুষ ও এক নারী—তারা পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল কিন্তু মুখ ফুটে সেই কথাটা কেউই প্রকাশ করতে পারছিল না। প্রেমিকটি প্রেমিকার গৃহে পাশাপাশি বসে সাত ঘণ্টা ধরে যত পুরানো পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টে ছিল, তবু মুখ ফুটে দুজনের কেউই বলতে পারেনি 'আমি তোমায় ভালবাসি'। কে আগে বলবে সেটাই দুজনে ভাবছিল। কর্কটের কাণ্ডই এমনি ধারা!

কর্কটে নারীর মার সঙ্গে সব সময় ভাল ব্যবহার করবেন। মার প্রতি কোন অশিষ্ট আচরণ সে ক্ষমা করবে না, কারণ সে ভীষণ মাতৃভক্ত। তার নিজের মধ্যেও মাতৃভাব প্রবল। দাম্পত্য জীবনে জায়ার চেয়ে জননীরূপেই তাকে বেশি দেখতে পাবেন। মা যেমন সস্নেহে সন্তানকে পালন করে সেও তেমনি আপনার সুখ-সুবিধার দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখবে, তার কাছে আপনি যেন নাবালক শিশু। আর এটা তো সব পুরুষই চায় যে কেউ একজন তার ভাল ভাবে দেখাশোনা করুক।

আপনার কর্তব্য সব সময় লক্ষ্য রাখা সে যেন প্রফুল্ল থাকে। কোন কারণে তার দুঃখ হলেই সে নিজেকে গুটিয়ে নেবে যেমন কাঁকড়া তার শক্ত খোলের মধ্যে চুপচাপ গুটিয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে সে কৃপণ না হলেও মিতব্যয়ী তথা সঞ্চয়ী। শুধু টাকা-পয়সা নয়, বহু তুচ্ছ জিনিসও সে সযত্নে জমিয়ে রাখে। সে কখনো ছুঁড়ে ফেলবে না। খালি জ্যামের শিশি, চায়ের কৌটো, সিনেমার আধখানা টিকিট, পুরানো জামা, পুরানো প্রেমপত্র, এমন কি পুরানো স্বামীকেও—যা আপনাকে নিশ্চিন্ত রাখবে। ওকে কখনো জিজ্ঞেস করবেন না এক গাদা এক পাটি মোজা বা গ্লাভস আবর্জনা স্তূপে না ফেলে আলমারীতে রেখে কী লাভ? সব কিছুই তার কাছে স্মৃতি জড়ানো মধুর বস্তু। তাই এ-সব তার কাছে সম্পদ, আর এই সম্পদ সে সর্বদা সংরক্ষিত করে রাখতে চায়। তার এই সম্পদ যে নষ্ট তথা অপহরণ করবে তাকে সে শত্রু বলে গণ্য করে ক্ষমা করবে না।

এই নারীর এক বিশেষ গুণ হচ্ছে ধৈর্য। যখন সে হতাশাগ্রস্ত হয়, তখন নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করে এবং অপেক্ষা করে কখন সব কিছু আবার ঠিক হয়ে গিয়ে তার মনের মতন হবে। তার সেই হতাশা গভীর হবার আগেই তাকে একটু সান্ত্বনা, একটু উৎসাহ দিলে সে সহজেই তার ওই হতাশ ভাব কাটিয়ে উঠবে। অনেক সময় আপনার একটু সহানুভূতি পাবার জন্য সে দুঃখের ভানও করতে পারে। তা করলেও ক্ষতি নেই, কারণ সে আপনার জন্য অনেক কিছু করে তাই আপনার উচিত তাকে মাঝে মাঝে জানিয়ে দেওয়া যে আপনার মনেও তার জন্য একটা বিশেষ স্থান আছে।

এই নারী যাদের ভালবাসে তাদের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করতে সক্ষম। নিজের জন্য যা করতে সে সাহস করবে না, তার ভালবাসার পাত্রের জন্য সহজে সেই

সাহস প্রদর্শন করবে। তার সন্তানদের কাছে সে এক দৃঢ় আশ্রয়স্থল, বিপদে-আপদে পাহাড়ের মতোই অটল। আপনি তো জানেনই কর্কটে রবির নারীরা আদর্শ জননী। সন্তানের একটু সর্দিজ্বর হলে সে তাকে একবারে শয্যায় বন্দী করে গরম দুধ ওষুধ-পত্তর খেতে বাধ্য করবে। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচাতে মোটা জামাকাপড়ে ঢেকে বাইরে বের করবে। এক কথায় বলতে পারা যায় জননীরূপে সে সন্তানদের আঁচলে বেঁধে রেখে দেবে যাতে তারা নিরাপদে থাকে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠলেও এই রাশির জননী তাদের স্ত্রী বা স্বামীর হাতে নিশ্চিন্তে সঁপে দিতে পারে না। ভাবী পুত্রবধূ বা জামাতাকে এই শ্বাশুড়ীর নানা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। শ্বাশুড়ী যখন বুঝবে তার ছেলে বা মেয়ের অন্যের ঘরে গিয়ে কোন অযত্ন বা কষ্ট হবে না তখনই আনন্দে তাদের বিবাহে সম্মতি দেবে। জননীরূপিণী এই নারীর কাছে পারিবারিক বন্ধন, গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুব বড় কথা। আপনি তো জানেন সমুদ্র তীরে বাসিন্দা কাঁকড়া জলে না থেকে নিজস্ব গর্তে থাকে, তেমনি ঝড়-ঝঞ্ঝা ভরা পৃথিবীতে একটি নিরাপদ গৃহ গড়ায় এই নারী আগ্রহী। আজকের পৃথিবীতে নিরাপত্তা তো আমাদের সকলেরই কাম্য, যে নারী আমাদের সেটি দেবার জন্য চেষ্টা করে সে শুধু প্রশংসার পাত্রী কেন প্রিয়পাত্রী হতে পারে।

## কর্কটে রবির—শিশু

আপনার কর্কটে শিশুর দিনে যত বার কাঁথা বদলাবার প্রয়োজন হয়, প্রায় ঠিক ততবার তার মেজাজেরও পরিবর্তন হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। নবজাতকের কাছে এই দুনিয়ার সবই বিস্ময়কর,—কিছু তাকে খুশি করে, কিছু তাকে অখুশি করে। তাই সে ক্ষণে ক্ষণে হাসে কাঁদে। সুস্বাদু খাবার সে পছন্দ করবে, অবাক হয়ে রঙীন বস্তু দেখবে—সবই স্মৃতিতে অক্ষয় থাকবে। এই জাতক যখন বড় হবে, এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও, ছেলেবেলার কথা সে নির্ভুল স্মৃতিচারণে সক্ষম।

আমি এক কর্কটে রবির মহিলাকে জানি, যার জন্ম হয়েছিল ইউরোপে। বাল্য-কাল সেখানে কাটিয়ে আমেরিকায় এসে পঞ্চাশ বছর বসবাস করেছে। অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলে সে আপন মনে গুণগুণ করে ছেলেবেলায় শোনা রুশ ভাষার ঘুম পাড়ানি গান গাইতো। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি নয় কি?

ভোরে প্রাতরাশ থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত এই জাতক যা কিছু দেখবে শুনবে সবই তার মস্তিষ্কে রেকর্ড করে রাখবে। এই জাতকের উপর অন্য যে কোন রাশিতে রবি জাতকের চেয়ে বাল্যে গৃহের পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। বাল্য থেকে কৈশোর পর্যন্ত এই জাতক পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর ভীষণ নির্ভরশীল। সে মনে মনে চায় বাড়ির সবাই আত্মীয়স্বজন তার প্রতি মনোযোগ দিক, তাকে আদর করুক, প্রশংসা করুক। যদিও বয়ঃসন্ধিকালে সে বিনা কারণেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শৈশবে তাকে সামলানো, নিয়মনিষ্ঠ করা খুবই

সহজ। তার আচরণ যতই নম্র ও শান্ত হোক, মনে রাখবেন ভেতরে ভেতরে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করে। সে নেতৃত্বকামী, অন্যের অনুগামী নয়।

মনে রাখবেন আপনার সন্তান খুব অনুভূতিপ্রবণ। তার সঙ্গে আপনাকে হাসতে হবে, কাঁদতে হবে, প্রথম জীবনে সহানুভূতি না পেলে পরবর্তী জীবনে এরা বড় কঠোর, সকলের সান্নিধ্য স্নেহ-ভালবাসা এড়িয়ে নির্জনতা খুঁজবে, দু'একজন ছাড়া বিশেষ কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে না।

বাল্যকালে অজানা অচেনা বস্তুকে এরা ভয় করতে পারে। বাড়িতে অচেনা অতিথি এলে কাছে ঘেঁসবে না, মৃদু আলোবিহীন অন্ধকার ঘরে রাতে শোবে না, বিদ্যুৎ চমকালে বাজ পড়লে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপবে, বড় কুকুর বা বেড়ালের কাছে ঘেঁসবে না, দ্রুত ধাবমান গাড়িতে আপনাকে আঁকড়ে কোল ঘেঁসে বসবে। সমুদ্র তীরে কাঁকড়ার কথা মনে রাখবেন যে বিপদের গন্ধ পেলে গর্তে লুকায়।

এই শিশুর সৃজনশীল শিল্পক্ষমতা বিকাশের জন্য আপনার জোরাল উৎসাহের প্রয়োজন। সে বাল্যকালে গান-বাজনা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখায় আগ্রহ দেখাতে পারে। সে আপনার সমর্থন না পেলে ভীষণ হতাশ হবে। এরা যাতে স্মার্ট, শিষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক পিতামাতা তাদের সন্তান যে ভাবপ্রবণ এটা বুঝতে পেরে তাকে খুব আদরে মানুষ করেন। এই আদুরে শিশু বড় হয়ে বাইরের জগতে পদার্পণ করে যখন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয় তখন তাদের মা-বাবা ও বাল্যকালের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। রক্ষাকর্ত্রী মাতা তাই তাদের কাছে দেবীসদৃশা। পিতামাতাকে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে অতিরিক্ত আদরে এই ধরণের ছেলে যেন 'আলালের ঘরের দুলাল' না হয়ে ওঠে। তাকে স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখার প্রয়োজন আছে বলে সে অন্যায় বা অপরাধ করলে শাসন করতে ভুলবেন না। না হলে সে গোল্লায় যাবে। আদরের মাত্রা তার জন্য বেশি থাকলেও সীমাহীন হবেন না।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা কর্কটে রবির ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করবেন। কোন ঘটনা বা সন-তারিখ এই পড়ুয়ারা সহজে ভোলে না। এদের কল্পনাশক্তি অতীতের ঘটনার সঙ্গে এদের এক মানসিক সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। বিগত কোন যুদ্ধ বা অভিযানের কাহিনী পড়ার সময় এরা কল্পনা করে যেন নিজেও ওই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছিল। তার ফলে ওই ঘটনার অনেক খুঁটিনাটি তারা মনে করে রাখে যা অন্যের পক্ষে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্যে এই আবেগপ্রবণ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন জাতকেরা ভবিষ্যৎ জীবনে ভাল অভিনেতা হতে পারে। বিখ্যাত লেখক, গায়ক, চিত্রকর এই কর্কটে রবির অনেককেই পাবেন। বাল্যকালে এদের মনে ওই কল্পনা ও আবেগ অনেক দিবাস্বপ্নের জন্ম দিতে পারে। আপনার সন্তান যখন আপনাকে তার আফ্রিকায় সিংহের মুখে পড়া বা মেরু প্রদেশে ভাল্লুকের তাড়া খাওয়ার কথা বলবে তখন তার নিখুঁত বর্ণনা আপনাকে বিশ্বাস করাবে যে ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি ঘটেছিল। এদের এই গুল মারা বর্ণনার পিছনে সামান্য সত্য থাকতে

পারে,—ছেলে যখন বলল গুণ্ডারা তাকে খুন করতে চেয়েছিল এবং কপালে কাটা দাগ দেখাল, তখন হয়তো দেখা গেল ফুটবলের মাঠে তার এক সঙ্গীর সঙ্গে মারামারি হয়েছিল এবং গোলপোস্টে ধাক্কা খেয়ে একটু চোট লেগেছিল। তবে এরা যখন সত্যি করে বিপদগ্রস্ত হয়, তখন পাঁচজনের কাছে সেটা বলে না বেড়িয়ে গুম হয়ে থাকবে।

এই সন্তানদের মেজাজ ভাল থাকলে বাড়ির খাবার-দাবার কম পড়তে পারে। খুশি মনে এরা ভরপেট খাবে। আবার মেজাজ খারাপ থাকলে সব কিছুই পাতে ফেলে রেখে উঠে পড়বে। সেজন্য খাবার আগে বা খাবার সময় এদের বিরক্ত করা উচিত নয়।

ছেলেবেলা থেকেই এরা উপার্জনে আগ্রহী। পাড়ায় ছোটখাট কাজ খুঁজে নিয়ে নিজের পকেট-খরচা চালাতে চেষ্টা করবে। পাড়ার মোড়ে কাগজ বিক্রি করে প্রতিবেশীর বাগানের মরা পাতা সাফ করে, পাড়ার খুড়িমার মুদীর দোকানের জিনিস এনে দিয়ে চকোলেট কেনাব বা সিনেমা দেখার পয়সা এরা উপার্জন করে নেয়। এরা সঞ্চয়ীও বটে। নিজে টাকা পয়সা জমিয়ে আপনার হাতে তুলে দেবে হয়তো তারই জন্য কোন জুতো-জামা কেনা ব্যাপারে। অন্য সন্তানদের চেয়ে সে যে আপনাকে সাহায্য করতে পেরেছে এটাই তার কাছে গর্বের বিষয়। কলেজে পড়ার খরচ এরা নিজেরাই চালিয়ে নেবে অন্য ছাত্রকে পড়িয়ে। মেয়েরাও হাত খরচের টাকা জমাবে বটে, তবে তার বেশির ভাগই ব্যয় করবে নানা ধরণের রান্না শিখতে। এটা তাদের ভাবী সুগৃহিণী হবার রিহার্সাল।

এই জাতকদের হাস্য-পরিহাস ও রসিকতা আপনার গৃহে সব সময় এক আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। এরা অসুস্থ আত্মীয়, আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত বন্ধু বা প্রতিবেশীর জন্য সব সময় কিছু করার চেষ্টা করে অর্থাৎ পরিচিতজনের আপদে-বিপদে এগিয়ে আসবে সাহায্যের জন্য। এরা কোথাও নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলে তখনই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

বড় হয়ে আপনার পুত্র বা কন্যা নিজেদের সংসারের প্রয়োজনে বা জীবিকার প্রয়োজনে যত দূরেই যাক না কেন বাল্যের কথা এরা ভোলে না, মাঝে মাঝে সে আপনার কাছে আসবেই।

## কর্কটে রবির—মনিব

কর্কটে রবির জাতকদের রসজ্ঞানের কথা জেনে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন তাঁর অফিসটা এক মজার জায়গা, যেখানে আমোদ-প্রমোদ হৈ হৈ হুল্লোড় লেগেই আছে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য যদি কোন সিনেমা বা টেলিভিশান প্রযোজকের অফিস না হয়। এই রাশির মনিব রীতিমত পরিশ্রমী, কাজকর্মের ব্যাপারে সর্বদা সিরিয়াস। অবশ্য হাসি তার অজানা বস্তু নয়, আর সেটা দেখতে পাবেন যখন আপনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ না করে মাইনেটা দ্বিগুণ করার কথা বলতে

যাবেন। এটা তার কাছে হাসির কথা। অন্যথায় আট ঘণ্টা কাজের সময়ের মধ্যে সাত ঘণ্টা উনষাট মিনিটই তাঁকে দেখবেন গম্ভীর মুখে কর্মরত।

অবশ্য আপনাকে আমি মনিব সম্পর্কে ভয় দেখাতে চাই না। এই মনিবের কাছে আপনার চাকরি ততক্ষণ নিরাপদ যতক্ষণ আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আর বিশেষ করে কাজকর্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভুলভ্রান্তিবিহীন। এই মনিব ব্যবসা করেন কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থোপার্জন। এই অর্থোপার্জনের জন্য তিনি পরিশ্রমবিমুখ নন এবং তিনি চান আপনিও তাঁর সঙ্গে পরিশ্রম করে তাঁর ও আপনার দুজনের আয় বৃদ্ধি করেন।

আপনি যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের ডিরেক্টারী তথা 'হু ইজ হু ইন কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-এর কোন কপিতে চোখ বুলান, তাহলে দেখতে পাবেন গ্রীষ্মকালে জাতকরাই সংখ্যায় বেশি এবং তাদের মধ্যে আবার জুলাই মাসের জাতকরা শীর্ষস্থানে আছে। সাধারণতঃ তারা ব্যবসায় ভুল করে না, বিশেষ করে সেটা যদি বেচাকেনার ব্যাপার হয়। এরা বুঝতে পারে বাজারে কিসের চাহিদা—তা সে ছুঁচ থেকে হাতি পর্যন্ত হতে পারে—আর সেটা কত বেশি লাভে বেচা চলতে পারে।

এই অর্থোপার্জনের বাসনা অনেক সময় এই জাতককে তার স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করতে দেয় না। উপার্জনের পথে পা বাড়িয়ে সে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে। কলেজে পড়ার সময়েই হয়তো সে 'পার্ট-টাইম জব' শুরু করে দিয়েছে। আর কলেজ জীবন কেন, হয়তো কৈশোরেই সে বাড়ির জন্য পাউরুটি বা দুধ এনে দিয়ে মার কাছ থেকে দু-চার পয়সা পারিশ্রমিক আদায় করেছে। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কত বছর বয়সে সে মাইনে নিয়ে কাজ শুরু করে। তাহলে তার জবাব শুনে আপনি অবাক হবেন। আর এই প্রশ্নে সে আপনার উপর খুশি হবে। সে ভাববে আপনিও তার দলে। কথাটা তার মনে গেঁথে যাবে, যেহেতু এই জাতকের স্মৃতিশক্তি খুব প্রবল। স্মৃতিশক্তি প্রবল বলে এই মনিব সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। আপনি কখন অফিসে আসছেন, কখন পালাচ্ছেন সব তার মনে থাকবে। তবে তিনি এটাও ভুলবেন না যে আপনি তাঁর জন্য কত পরিশ্রম করেছেন, ওভার-টাইম করেছেন, পাওনা ছুটি নেননি। তিনি আরও ভুলবেন না সে জন্য আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কৃত করতে, মাইনে বাড়াতে।

এই মনিব হয়তো পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকার পাত্র তিনি নন। স্বয়ং বিত্ত উপার্জনে সক্ষম এটা তিনি প্রমাণ করবেন। অবশ্য তিনি অর্থগৃধ্নু নন। তিনি সহানুভূতিশীল ও দানশীল বটে। তাঁর বিবেচনায় প্রথমে তাঁর পরিবার-পরিজনের স্থান, তারপর তাঁর ব্যবসা, তারপর আপনার ও অন্যান্যদের। গ্রহীতার যথার্থ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এবং যখন তার অন্যত্র কোথাও তার সাহায্য পাবার আশা নেই, তখনই কর্কটে রবির মানুষটি উদারতা ও বিরাট বদান্যতা দেখাবে। সে বিবেচক দাতা। অমিতব্যয়ী নয়।

এই মনিবদের একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে। আপনি যা বলবেন তিনি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম, আপনার মনোভাব তাঁর অগোচরে থাকবে না। তাঁরা সাধারণতঃ

আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালবাসেন। নিঃসঙ্গতা তাঁদের কাছে ভীতি-জনক। অবশ্য জীবনের প্রথম ভাগে মনে কোন আঘাত পেয়ে থাকলে সকলের দৃষ্টি হতে তাঁরা নিজেদের সরিয়ে রাখবেন।

সব কর্কটে রবি জাতকের কাছে—পুরুষ বা নারী—জীবনে সুখের মূল হচ্ছে দুটি বস্তু—অর্থ ও ভালবাসা। এই দুটি তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জাগায়। এই রাশির অনেক মহিলা মনিবও আপনি দেখতে পাবেন। প্রথম জীবনে তাঁরা হয়তো কারও অধীনে কাজ করেছেন, কিন্তু এখন তিনি আপনাকে তাঁর অধীনে কাজ করাতে সক্ষম। এই মহিলারা শুধু ভালবাসায় নিরাপদ বোধ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, নিজস্ব কিছু অর্থের জন্যও তাঁরা ব্যগ্র। গৃহকর্ম করলেও তাঁরা মনে মনে এ কাজ অপছন্দ করবেন। ঘর-গৃহস্থালীর মধ্যে তাঁদের আকর্ষণের বস্তু হচ্ছে রান্নাঘরটি। ভাল রাঁধুনী হলেও সংসারে শুধু গৃহিণী জীবনটা কাটিয়ে দিতে তাঁরা চান না। তাঁরা প্যাণ্ট-শার্ট না পরলেও এবং মুখে মধুর হাসি থাকলেও মনটা কিন্তু ওই কাঁকড়ার খোলার মতোই শক্ত এবং এই শক্ত মন নিয়েই কর্মক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আগ্রহী।

কর্কটে রবির কর্তার কাছে কাজ করা ভাল। তাঁর কাছে আপনি এক মাসে যা শিখবেন, অন্যের কাছে এক বছরেও সে শিক্ষা পাবেন না। এই শিক্ষার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার বিবেচনার শক্তিকে বিকশিত করে তোলা। তাঁর কাছে ভদ্রতা ও অনুকম্পা শব্দ দুটি আজও অচল হয়নি। যদি আপনার উদ্দেশ্য আন্তরিক হয়, আচরণ সৎ হয় তাহলে আপনার ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ব্যক্তিগত বিপদ-আপদেও সর্বদা তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। কাঁকড়া যেমন ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে ধীরভাবে অপেক্ষা করে তিনিও তেমনি ধৈর্য ধরে আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করবেন। তিনি মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখেন। সে স্বপ্ন ব্যবসা-জগতে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তোলার এবং সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য সারা পৃথিবী পাড়ি দিতেও তিনি পরাঙমুখ নন। তাঁর চোখের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, সেই চোখ যখন স্বপ্নালু, চিন্তামগ্ন নয়, তখন তাঁর সঙ্গে আপনি হাসি-ঠাট্টাও করতে পারেন। মানুষটি বেরসিক নয়। তবে খেয়াল রাখবেন এই রঙ্গ-রসিকতা যেন অফিসের কাজের সময় করে বসবেন না, কাজ সাঙ্গ হলে তিনি যখন আপনাকে একত্রে চা-পানের আহ্বান জানাবেন তখনই তাঁকে মজার কথা বলে হাসাবার চেষ্টা করবেন।

## কর্কটে রবির—কর্মচারী

আপনার কর্কটে রবির কর্মচারী আপনার জন্যই প্রকৃত কাজ করবে। সে খানিকটা সময় কাটানোর জন্য অফিসে আসে না, সুন্দরী সহকর্মিণীর সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও তার উদ্দেশ্য নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপত্তা, অর্থাৎ মাসের শেষে ঠিক মতো মাইনেটা পাওয়া। সেজন্যই সে আপনার কাজে ফাঁকি দেবে না। তবে

মাইনেটাও তার মনোমত হওয়া চাই। যত দিন যাবে, সে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করবে, সামর্থ্য দেখাবে এবং সেই সঙ্গে বেতন বৃদ্ধিও আশা করবে। না হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন চাকরিটা ছেড়ে অন্যত্র আরও বেশি মাইনে খুঁজতে বেরুবে।

অবশ্য সাধারণতঃ কোন কিছু ছেড়ে দেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ। কাঁকড়ার মতোই সে সব কিছু কামড়ে ধরে রাখতে চায়—টুথব্রাশ, জুতোর ফিতে, মোজা, ভাঙা ফার্নিচার খালি বল পয়েন্ট পেন আর চাকরি। নির্ভরতা ও আঁকড়ে থাকা এই তার স্বভাবের লক্ষণ।

কর্কটে রবির জাতক দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম। মনিবের হুকুম সে শান্তভাবে মেনে নেয়। তার এই বাধ্য আচরণের পিছনে এক গোপন কারণ আছে। সে নিজের ভবিষ্যৎ অবাধ্য বা ফাঁকিবাজ হয়ে নষ্ট করতে চায় না। তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হচ্ছে আপনার মতোই কর্তৃত্ব করা। সে কর্তা হতেই জন্মেছে, ক্রীতদাস হতে নয়। এই কথাটা সে কখনো ভোলে না। আর আপনিও এই কথাটি না ভুললে ভাল করবেন।

এই কর্মচারীর কাছে তার কাজের প্রশংসা খুবই সন্তোষজনক। মাঝে মাঝে তার প্রশংসা করলে সে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চাইবে না। তবে মনে রাখবেন তার কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো অর্থ, অর্থাৎ তার মাইনে। সেটার ব্যাপারে সচেতন থাকবেন। মহিলা কর্মচারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। প্রেমের ছোট সংকেত সে এক মাইল দূর থেকেও দেখতে পাবে। যদি সে অবিবাহিত হয়, তাহলে আপনার পক্ষে আর বেশি দিন অবিবাহিত থাকা সম্ভব হবে না। তার দিকে এগিয়ে গেলেই সে আপনাকে কাঁকড়ার মতোই কামড়ে ধরবে। আর যদি সে বিবাহিত হয়, তাহলে আরও বেশি সাবধান হবেন। সে আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে কীভাবে সাবধানে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তার কর্মকুশলতার প্রশংসা করবেন, যাতে সে আপনাকে ভুল না বোঝে।

কর্কটে রবির কর্মচারী তার গৃহকে ভালবাসে। তার পরিবার-পরিজনকেও ভালবাসে। আপনার সেক্রেটারীর মা মাঝে মাঝে অফিসে এসে মেয়ের সঙ্গে লাঞ্চ খেলে অবাক হবেন না। আপনার দায়িত্বশীল মহিলা কর্মচারী ছেলের অসুখের কথা শুনে কাজ ফেলে বাড়িতে ছুটে যেতে পারেন। জুলাই মাসে জন্মানো আপনার সেলসম্যান কোম্পানীর কাজে বাইরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসলেও ট্যুরে যাবার আগে ব্যবস্থা করে যেতে চাইবে যে তার অনুপস্থিতিতে সহকর্মীদের কেউ যেন তার মার খোঁজখবর নিয়মিত নেয়। আর সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে কোম্পানীর কাজে ঘরদোর ছেড়ে ছুটিছাটা ভুলে বাইরে ঘুরে বেড়ানো মনে মনে অপছন্দ করবে।

আপনার এই কর্মচারীর সঙ্গে যদি কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করার থাকে, তাহলে তার মনখোলা মতামতের জন্য অফিসঘরের চেয়ার টেবিলে বসে আলোচনা না করে তাকে লাঞ্চ বা ডিনারের আমন্ত্রণ জানান। যারা এদের নিমন্ত্রণ করে তাদের এরা ভালবাসে। কারণ খাদ্য মানেই তো জীবনধারণের নিরাপত্তা। এরা খুব

খাইয়ে না হলেও নিমন্ত্রণ ভালবাসে। আর তাতে তো তার নিজের টাকা খরচ হচ্ছে না। অর্থব্যয় মানেই তো নিরাপত্তার বিঘ্ন।

কর্কটের কর্মচারীরা পরিশ্রমী হয়। তারা তাদের কাজকে খুবই গুরুত্ব দেয়। তবে একটা কথা, কর্কট, মীন ও বৃশ্চিক জল ভালবাসে। তাই কর্কটের কেউ কেউ নিজের দুঃখ জলে ডোবাতে ইচ্ছুক হতে পারে, পেটে খানিকটা লাল জল ঢেলে চোখের জল বন্ধ করতে চাইবে। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই পাঁড় মাতাল। বেশির ভাগ আমার আপনার মতোই মদ্যপায়ী এবং নিন্দার্হ নয়।

পরিশ্রমী কর্মী হলেও এই কর্মচারীরা নীরস রুক্ষ মেজাজের নয়। এরা রসিকতা হাসি ঠাট্টায় আসর জমিয়ে দিতে পারে। তবে এরা সিরিয়াস প্রকৃতির বলে অফিসের কাজের সময়টা কখনো হাসি-ঠাট্টায় নষ্ট করে না। আর এদের মেজাজেরও কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ আছে। মাঝে মাঝে এরা যখন বিষণ্নতায় ভোগে তখন সকলের সঙ্গ এড়িয়ে হাসিঠাট্টা ভুলে নির্জনে নিজস্ব চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

এই মানুষদের মন কোমল ও সহানুভূতিশীল। এদের মতো বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। তবে এরা যদি বোঝে কেউ এদের কোমলতা ও বন্ধুত্বের সুযোগ নিতে চায়, তখনই কঠোর হয়ে কর্কটের কঠিন বহিরাবরণ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দেবে। এরা যদি বোঝে তার কোন সহকর্মী তাকে হঠিয়ে তার চেয়ার দখল করতে বা তাকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে চায় তাহলে সে জীবন-মরণ পণ করে সংগ্রামে নেমে পড়বে। তখন তার আচরণ একেবারে ছেলেমানুষের মতো হতে পারে।

এই মানুষ নিজের দক্ষতা দেখাতে পারে কেনাবেচায়, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে, প্যাকিংয়ে খাদ্যবিতরণের কাজে। শিল্পকলা, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফী, ইণ্টিরিয়র ডেকরেটিং, ব্যাঙ্কিং, শিক্ষকতা, অভিনয় ও পরিচালনা, হোটেল ও রেস্তোঁরা চালানো ইত্যাদি কাজ বহু কর্কটে রবির জাতক ভালভাবেই করেছে।

মহিলা কর্মচারী হচ্ছে দায়িত্বশীল, সুদক্ষ, সহৃদয়তা সম্বন্ধে সচেতন, শিষ্টাচারে অভ্যস্থ, নির্ভরযোগ্য। কিন্তু একটু মেজাজী।

পুরুষ কর্মচারী হচ্ছে দায়িত্বশীল, সুদক্ষ, সহৃদয়তা সম্বন্ধে সচেতন, শিষ্টাচারে অভ্যস্থ, নির্ভরযোগ্য। কিন্তু একটু মেজাজী।

দুজনে একই ধরণের? হ্যাঁ, সমুদ্রের ধারে কাঁকড়া দেখে আপনি কি বুঝতে পারেন কোনটি পুরুষ আর কোনটি মেয়ে? পুরুষ বা নারী, যে কোন কর্মচারীই হোক না কেন, কর্কটে রবির এই জাতককে চাকরি দিয়ে আপনি একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অফিসের কাজে লম্বা ট্যুরে যাবার আগে এই কর্মচারীর উপর দায়িত্ব দিয়ে গেলে আপনার কোন দুর্ভাবনার কারণ ঘটবে না।

# ( LEO ) সিংহে রবির—জাতক

## জন্মকাল—২৪ জুলাই থেকে ২৬ আগস্ট

### সিংহে রবির জাতককে জানুন

সিংহ হচ্ছে পশুরাজ। সিংহে রবির জাতক অন্যদের উপর এবং আপনার উপরও কর্তৃত্ব করবে ( হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি সে সত্যিকরে আপনার হর্তাকর্তা নয়। তবে এই সত্যটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন না, তাহলে তার অহঙ্কারে আঘাত লাগবে। তার হৃদয়ে রাজদর্প, গর্ব অবশ্যই আছে )। তাকে রাগিয়ে দেওয়ার থেকে প্রফুল্ল রাখাই ভাল। খুশিতে ডগমগ করে গরগর করার চেয়ে রাগে গর্জন করা তো খারাপ। সিংহ গর্জন যে চিড়িয়াখানার এক মাইল দূর থেকেও আপনাকে ভয় পাইয়ে দেয়। সিংহকে কখনো দেখবেন একা বসে বসে হাই তুলছে, আবার কখনো দেখবেন বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করছে। মানব সমাজের সিংহও কখনো নিজের বাড়িতে কর্তা হয়ে ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানবে, আবার কখনো শহরের সামাজিক আসরে সেরা লোকদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারবে।

যদি এই মানুষের মুখে আপনি রক্তিম আভা দেখেন তো সেটা লজ্জার বলে ভুল করবেন না, আত্মগর্বে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই মানুষ ভীরু নয় যে, লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠবে। সে অন্তর্মুখী নয়, বরং বহির্মুখী। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে আপনার জানা সিংহে রবির একটি মানুষকে বেছে নিন, যাকে আপনার ভীরু, লাজুক, অন্তর্মুখী বলে মনে হয়, তারপর কোন কথায় তার অহঙ্কারে ঘা দিন। তখন দেখবেন যাকে আপনার মেনি বেড়াল বলে মনে হতো সে আসলে সিংহ। তার মর্যাদা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে হলে অসীম সাহস দরকার। বয়সের ভারে অনেক সময় এই মানুষের তর্জন-গর্জন মৃদু হতে পারে, কিন্তু তার গর্বোন্নত মস্তক সে নত করে না। কখনোই করে না।

সিংহে রবির মানুষের চাল-চলন সিংহের মতন। মুখ দেখে ভুল করে ভাববেন যে একটু অলস, কারণ সিংহ যখন গম্ভীরভাবে বসে থাকে তাকে কুঁড়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু যখন শিকারের পিছনে দৌড়োয়, তখন তার অন্য রকম চেহারা। এই রবির মানুষদের হাঁটা দেখলে মনে হবে বেড়ালের মতো সোজা, যেন গর্বভরে পদক্ষেপ করছে। তাদের চাউনি দেখলে মনে হবে আসপাশের কারুকে তারা যেন পরোয়া করে না। সাধারণতঃ তারা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে না, হাঁটে না। কথাবার্তা চলাফেরা সব কিছুর মধ্যে ধীর স্থির রাজকীয় ভাব আছে। বহুজনের মধ্যেও তাদের সহজে চিনতে পারবেন, কারণ তারাই হবে সেখানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দলে নায়কের স্থান না পেলে সে দল থেকে দূরে গম্ভীর মুখে একান্তে বসে থাকবে, আর তখন দলের সকলের টনক নড়বে এবং তাকে নিজেদের মধ্যে টেনে এনে সর্দারী করতে

দেবে। তার সামনে অন্যদের আচরণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবেন। শিষ্যেরা গুরুর সামনে যেমন ভক্তিভরে দাঁড়ায়, তেমনি সকলে দাঁড়িয়ে তার উপদেশ শুনবে। সে একটু উপদেশ দিতে ভালবাসে, কারণ সে তো সিংহ অর্থাৎ রাজা।

এই অন্যকে উপদেশ দানের আকর্ষণে কর্কটে রবির অনেকেই শিক্ষাবিদ্, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ হয়। তারা অন্যদের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিতে সক্ষম হলেও নিজেদের বিষয়ে উদাসীন এবং ব্যক্তিগত সমস্যা ঠিক মতো সামলাতে অক্ষম। সিংহ পরিবার লক্ষ্য করেছেন ? গৃহকর্তা নিষ্ক্রিয় উদাসীনভাবে বসে থাকে, সব সামলায় সিংহিনী। তবু তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে তার দক্ষতা, গাম্ভীর্য, বুদ্ধিমত্তা, সততা এবং সর্বোপরি গুরুজনসুলভ আচরণের জন্যে। এই গর্বিত অহংকারী মানুষটি সবচেয়ে বেশি আহত হয় যদি আপনি তাকে সম্মান প্রদর্শন না করেন। তাকে বশ করতে হলে খোশামোদ করার দরকার। তার একমাত্র দুর্বলতা হচ্ছে চাটুবাক্যে বিগলিত হওয়া। পশুরাজ বেড়ালের মতো আপনার কাছে লুটোপুটি খাবে তার একটু প্রশংসা মাঝে মাঝে করলে।

এই মানুষ অন্যের প্রশংসা বা নিন্দায় কখনো কুণ্ঠিত হয় না। প্রশংসায় সে উদার, নিন্দাতেও তার কোন চক্ষুলজ্জা নেই। সে মুখের উপর যা বলার সোজাসুজি বলে দেয়, অন্য ব্যক্তি তাতে ব্যথা পেতে পারে কিংবা খুশি হতে পারে। কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝবে ওই কথার দাম আছে, বাজে কথা বলে তা উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

সিংহে রবির পুরুষ ও নারী অত্যন্ত অতিথিবৎসল। তার গৃহে আমন্ত্রিত হলে আপনি রাজোচিত সমাদর পাবেন। ডিনার টেবিলে রাশি রাশি আহার্যবস্তু আপনার তৃপ্তির জন্য পরিবেষিত হবে। কর্কট রবির পুরুষ বা নারী খুব কমই অবিবাহিত থাকে। আপনি যদি এই জাতকের প্রেমে পড়ে থাকেন, তাহলে একটু খোঁজ-খবর নেবেন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কেউ আছে কিনা। তার ভূতপূর্ব প্রেমিকা বা স্ত্রী হয়তো তার অহংকারে আঘাত করেছিল, তাই সে আপনার কাছে ছুটে এসেছে। মোট কথা সিংহ-সিংহিনী যেমন সর্বদা জোট বেঁধে থাকে, মনুষ্য-সমাজেও তেমনি এই জাতকরা একাকী থাকে না, তা সে বিবাহিতা স্ত্রী বা বান্ধবী যেই হোক্ না কেন।

ক্ষমা ও সহানুভূতি তার স্বভাবে আছে। সেজন্য অহংকারে আঘাত লাগলে সে যেমন রেগে যায়, তেমনি পরে আবার তাকে ক্ষমা করে মিটমাট করে নেয়। ক্রুদ্ধ সিংহ আবার পোষা বেড়াল এই দুই রূপেই তাকে দেখা যায়।

এই পুরুষ বা স্ত্রী কখনো অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় না, বরং সে চায় অন্যেরা তার উপর নির্ভরশীল হোক। অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব নিতে সে ভালবাসে। টাকাকড়ির ব্যাপারে সে খুব উদার। অন্যকে সাহায্য করার জন্য ধার করতে হলেও সে পিছিয়ে যাবে না। সাজ-পোষাকে বিলাসিতা সে পছন্দ করে। আমোদ-প্রমোদে অর্থ ব্যয় করতে সে কুণ্ঠিত নয়। এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গেলে সে কানে তুলবে না। কারণ উপদেশ দিতে গেলে আপনাকে তার থেকে বড় হতে হবে। কিন্তু সিংহের চেয়ে বড় কে ?

এই মানুষ খুব কমই অসুস্থ হয়। তবে হঠাৎ খুব বড় অসুখ, ভীষণ

জন্বর হতে পারে। দ্বর্ঘটনায় জড়িত হতে পারে। প্রচুর প্রাণশক্তির জন্য ছোটখাট ব্যাপারে বিব্রত হয় না। পিঠে, কাঁধে মের্দণ্ডে ব্যথায় কষ্ট পেতে পারে। পায়ে, গোড়ালিতে আঘাত পেতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহেলাই তার বিপদের কারণ। একবার শয্যাশায়ী হলে সে বিছানায় পড়ে থাকতে ভালবাসে কারণ অন্যেরা এসে তার জন্য একটু 'আহা-উ'হ্ব' কর্ক এই ধরনের চাটুকারিতা সে মনে মনে পছন্দ করে। তবে সে যদি বোঝে অন্যেরা তাকে দ্বর্বল মনে করছে, তাহলে তার অহংকারে আঘাত লাগবে এবং সব বাধা বিপত্তি গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবে।

সে মধ্যপন্থী নয়, চরমপন্থী। সে হয় সব বিষয়ে ভীষণ অবহেলাকারী, নয় নিখ্বত শ্ংখলাপরায়ণ। সে কখনো নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না, বরং অন্যকে নিজের পথে টেনে আনবে। সে যখন কাজ করে, তখন কাজই করে; যখন বিশ্রাম করে, তখন বিশ্রামই করে। ছোটখাট কাজ সে অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে গ্রুত্বপূর্ণ কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেয়, সে কখনো কর্তব্যে ফাঁকি দেয় না। অসহায়কে সাহায্য করা, বিপদগ্রস্তকে রক্ষা করা, বিষণ্ণ মান্ষকে প্রফুল্ল করা সে নিজের কর্তব্য মনে করে। বন্ধ্ব হিসাবে সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নির্ভরশীল, শত্র্ব হিসাবে ভীষণ শক্তিশালী। তার হৃদয় শক্ত ধাতুতে গড়া আর সেই ধাতু হচ্ছে খাঁটি সোনা।

## সিংহে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| নেপোলিয়ান বোনাপার্ট | ম্সোলিনী |
| ফিডেল ক্যাস্ট্রো | জন গলসওয়ার্দি |
| সিসিল বি ডিমিল | ওয়াল্টার স্কট |
| ডেভিড বেলাস্কো | জর্জ বার্নাড শ |
| এথেল ব্যারিম্র | পার্শি বিসি শেলি |
| রবার্ট টেলার | অলডাস হ্যাক্সলি |
| মে ওয়েস্ট | আলফ্রেড হিচকক |

## সিংহে রবির—পুরুষ

ইংরাজ কবি গ্রে লিখেছেন—'Full many a flower is born to flush unseen and waste its sweetness in the desert air.'

সিংহে রবির প্র্ষ কখনোই ওই ফুলের মতন সকলের অগোচরে মর্ভূমিতে নিজের সৌরভ ছড়ায় না। এই মান্ষকে দেখতে পাবেন সকলের মাঝখানে নিজের মিষ্টি সৌরভ তথা বাক্য বিতরণ করে মন খ্শিতে ভরে দিচ্ছে। সে সব সময় আত্মীয়-স্বজন বন্ধ্বান্ধবদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দ্ব। ব্থা অর্থব্যয়ে বিম্খ নয়, বাক্য ব্যয়েও নয়। তাই তার সর্বদা কিছ্ব শ্রোতা চাই। এই সিংহকে যদি আপনি পোষ

মানাতে চান, তাহলে তার শ্রোতা হবেন, তাকে শ্রদ্ধা জানাবেন, একটু মিষ্টি কথা বলবেন।

সে কি শান্ত সিংহ? তার সঙ্গে উল্টোপাল্টা কথা বললে বা অশ্রদ্ধা জানালে ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জন শুনতে পাবেন। তার শান্ত ভাবকে নম্রতা বা ভীরুতা বলে ভুল করবেন না। আপনি জীবনসঙ্গীরূপে তাকে কামনা করলে রোমান্সের ফাঁদ পাতার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। একটু সুযোগ দিলেই দেখবেন পাণিপ্রার্থীরূপে সে বীরদর্পে এগিয়ে আসবে। সে ভাবপ্রবণ, স্নেহপ্রবণ এবং সাহসী রক্ষক। আপনাকে সে সবচেয়ে ভাল রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবে, দামী উপহার দেবে, সুন্দর প্রেমপত্র লিখবে। সত্যি কথা বলতে কি তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে হলে আপনার হৃদয় কঠিন পাষাণে নির্মিত হওয়া দরকার।

সে কি ঈর্ষাপ্রবণ? নিশ্চয়ই। সে একান্তভাবেই জানিয়ে দেবে আপনি তার ছাড়া অন্য কারও নন। আপনার দেহ, মন, আত্মার উপর তারই কর্তৃত্ব। সে আপনাকে বলে দেবে কী ভাবে সাজগোজ করবেন, কেমনভাবে চুল আঁচড়াবেন, কী বই পড়বেন, আপনার কোন বন্ধুরা ভাল। এমন কি রান্না ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আপনি কী ভাবছেন তাও জানতে চাইবে। সে যে কর্তা এবং ক্ষমতার অধিকারী এটা সে ভোলে না। তাকে যে আপনি সত্যি ভালবাসেন এবং সে যে আপনার প্রিয়তম এই সত্যটা মাঝে মাঝে তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন। না হলে আপনার অন্য স্তাবক বা প্রেমপ্রার্থীদের হাসপাতালে যাবার সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীরূপে তার সঙ্গে জীবনযাপন করতে হলে আপনার প্রতি তার আগ্রহ যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। অবলা নারীরূপে আপনি যে তার সাহায্যপ্রার্থী, এটা তার মাথায় ঢোকাতে পারলে এই পুরুষসিংহ চিরকাল আপনাকে রক্ষা করবে। তার অযৌক্তিক অহঙ্কারে আপনি যাতে আঘাত না করেন সে চাইবে।

গৃহিণীর চাকুরীজীবি হওয়া সে পছন্দ করে না। সংসারের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে উপার্জনের জন্য আপনাকে কোন পেশা অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে সম্মতি দিতে পারে। তবে তার মতে আপনার কাছে প্রথমে আপনার স্বামী, তারপরে আপনার সংসার আর তারও পরে অন্য কোন কাজ। স্বামীরূপে তাকে শ্রদ্ধা সম্মান করলে তার উদারতায় আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সে আপনাকে গভীর ভাবে ভালবাসবে, আপনার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, এমন কি আপনার ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য মোটা হাতখরচ দেবে। তার মনোমত সঙ্গিনী পেলে তার অলস স্বভাবের জন্য অন্য কোন সুন্দরী মহিলার পিছনে দৌড়বে না। সিংহের পরিবার দেখেছেন তো? সিংহ বসে ঝিমোয়, মাঝে মাঝে বাচ্চাদের সঙ্গে একটু খেলা করে, তার রাজত্ব চালাবার ভার সিংহিণীর উপর। আপনার সংসারের কর্তাও তেমনি, সব আপনার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। তবে বিপদ-আপদ এলে সে রুখে দাঁড়িয়ে সিংহবিক্রমে তার মোকাবিলা করতে পিছপা হবে না। কারণ সে সকলের চেয়ে বড়, সংসারের কর্তা এবং আপনাদের রক্ষক।

গৃহিণী হিসাবে লক্ষ্য রাখবেন সে যেন শেয়ারবাজারে বা জুয়ার আড্ডায় বেশি

না যায়। কারণ অহংকারী মানুষটি জেদের বশে এমন কাণ্ড-কারখানা করে বসতে পারে যা স্থিরবুদ্ধির মানুষ করবে না। কোন ব্যাপারে একবার লোকসান দিলে অহংকারী মানুষটি গোঁ ধরে লাভের আশায় আরও বেশি লোকসান দিয়ে বসতে পারে। কারণ সে চায় না যে সে কারও কাছে কখনো হেরে যাবে। নীলাম ডাকার ব্যাপার থেকেও তাকে সরিয়ে রাখবেন, প্রয়োজন হলে ঘরে আটকে রাখবেন। কারণ নীলামে বিক্রির কোন বস্তুর দাম ডাকার সময় সে কারও কাছে হার মানতে চাইবে না। হয়তো আপনি অবাক হয়ে দেখবেন যে দর হাঁকাহাঁকি করতে গিয়ে সে জেদের বশে নতুন খাটের দাম দিয়ে মান্ধাতা আমলের এক চেয়ার কিনে বসে আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে সেটা এক বিশেষ যুগের শিল্পবস্তু। এমব মানুষের উপর রাগ না করে তাকে সামলে রাখাই ভাল।

গৃহস্থালীর ব্যাপারে তার মতো সাহায্যকারী আপনি অন্য রাশির মানুষে পাবেন না। ছোটখাট বস্তু মেরামত করার ব্যাপারে সে সুদক্ষ। দরজার তালাটা খারাপ হয়ে গেছে, বাথরুমের কলে ঠিক মত জল পড়ছে না, টেপ রেকর্ডারটা ভাল বাজছে না, পাখাটা ঘুরছে না, টি.ভি.র ছবি অস্পষ্ট আসছে—এর সবের জন্য আপনাকে মিস্ত্রি ডাকতে সে দেবে না, স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে সে নিজেই কাজে লেগে পড়বে। যন্ত্রপাতির এক নিজস্ব বাক্স নিয়ে সে নিজের কারখানা নিজেই চালায়। নিজের মোটরের ইঞ্জিন নিজে সারাতে গিয়ে কালিঝুলি মাখলে চেঁচামেচি করবেন না। এই সব কাজ করতে পেলে সে সন্তুষ্ট থাকে।

পার্টিতে সে একবারে সকলকে মাতিয়ে রাখবে হাসিঠাট্টায়, কিন্তু তাকে ক্লাউন বা ভাঁড় করবেন না। কারণ সে বোকা নয়। সে শুধু চায় সকলে তার প্রতি মনোযোগ দিক।

মকরে রবির মানুষের মতো সে বিবাহের মাধ্যমে সমাজের উঁচু সোসাইটিতে উঠতে চায় না। বরং অনেক সময় তার নিজের চেয়ে নীচের স্তরে বিবাহ করে, কারণ সে সব সময়ে চায় নিজেকে বড় বলে প্রমাণ করতে। সেজন্য অনেক সময় ভুলও করে বসে। এই মানুষ বিশ্বাস করে 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার'। এদের অনেকেরই কোন সন্তান-সন্ততি থাকে না। তার সন্তান অনেক সময় পিতার বড় বড় উপদেশাত্মক বক্তৃতায় বিরক্ত বোধ করলেও পিতাকে খুশি করার কৌশল আয়ত্ত করে নেয়। একটু খোশামোদ করলে, একটু শ্রদ্ধা জানালে, 'আপনি ঠিক বলছেন' বললে পিতা স্বয়ং পুত্রের বাধ্য হয়ে থাকবে। অল্পবয়সে পিতার কর্তৃত্ব পুত্রের পছন্দ না হলেও পরবর্তীকালে সে বুঝতে পারবে তার পিতা কত স্নেহপ্রবণ ছিল। গৃহিণী হিসাবে একটি বিষয় আপনি স্মরণ রাখবেন, পিতা পুত্রে মন কষাকষি হলে পুত্রের পক্ষ নিয়ে পিতাকে বেশি কিছু বলতে যাবেন না, ওদের দুজনেরই মিটমাট করে নেবার সময় দেবেন। না হলে সিংহের কামড় খেয়ে আপনি জ্বলবেন। সিংহ চায় সকলে তাকে মান্য করুক।

এই সিংহে রবির মানুষটি কী আপনার কাছে রহস্যময়? সে কি স্বার্থপর না উদার? দয়ালু না নিষ্ঠুর? শান্ত না উগ্র স্বভাবের? সে কি খুব সামাজিক না

লোকের কাছে সম্মানের মিথ্যা দাবীদার? সত্যি রাজা না সিংহাসনের নকল দাবীদার? অন্যের মাপকাঠি যাই হোক না কেন, তবে আপনার সিংহটি আপনার কাছে প্রকৃত সিংহই। সংসারে, ব্যবসায়, প্রেম-ভালবাসায় সে সার্থক সফল পুরুষ-সিংহ। তার সম্বন্ধে আপনি তো জানেন সে ময়ূরের মতন অহংকারী, পশুরাজের মতো ভোজনবিলাসী, যাদের ভালবাসে তাদের হুকুম করতে চায়, সে ভয় কাকে বলে জানে না। আপনি যদি আপনার অহংকার খর্ব করে তাকে সম্মান করেন, তাহলে তার মতো জীবনসঙ্গী আর পাবেন না। বিপদে-আপদে কখনো নিঃসঙ্গ বোধ করবেন না। সে আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, পূজা করবে।

## সিংহে রবির—নারী

সিংহে রবির নারীর সযত্নে জমিয়ে রাখা একটি জিনিস সম্ভবত আপনার ভাল না লাগতে পারে। জমানো জিনিসটি হচ্ছে তাব যত বয়ফ্রেন্ডদেব ছবি ও স্মৃতিচিহ্ন। তাকে এগুলি পুড়িয়ে ফেলতে বলে লাভ নেই, কারণ এই নারী খুবই ভাবপ্রবণ।

আপনার পদবী যদি তার নামের সঙ্গে বাকী জীবনটা ব্যবহার করাতে চান, অহলে অনেকের সঙ্গে আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হবে, কারণ এই নারী অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। হয়তো তাকে দেখবেন সমাজে তার স্তরের নারীগোষ্ঠীর নেত্রীরূপে। তার মিষ্টি মধুর হাসি দিয়ে অন্যদের জয় করে সে তাদের রাণী হয়ে বসে। হয়তো অন্য মহিলারা বুঝতে পারে সে কর্তৃত্ব করার জন্যই জন্মেছে, তাই তাকে মেনে নেওয়াই ভাল।

প্রকৃতি এই নারীকে উদার হস্তে বেশ কিছু সদ্‌গুণ দান করেছে। তার মধ্যে পাবেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, বুদ্ধি, কোমলতা, লাবণ্য, সৌন্দর্য আর 'সেক্স-আপীল'—যা তিনজন নারীর যোগফলের চেয়ে বেশি। যদি আপনার মনে হীনমন্যতা থাকে, তাহলে প্রেম করার জন্য এই নারীর কাছে ঘেঁসবেন না, কোন সাদাসিধে মেয়ের কাছেই যাবেন। মনে রাখবেন এই নারী হচ্ছে রাণী। সে কোনদিন আপনার দাসী হয়ে আপনাকে প্রভু বলে স্বীকার করবে না। তাকে পেতে হলে আপনার চাল-চলনও রাজকীয় হওয়া উচিত। সে যদি আপনাকে ভালবাসার অনুমতি দেয়, তাহলে বুঝবেন আপনি সেই মধ্যযুগের নাইটদের মতোই আপনার বীরত্বে, আচরণে তাকে মুগ্ধ করেছেন।

এই নারী সরোবরের মতো শান্ত শীতল মনে হলেও সাবধান থাকবেন, ঝড় উঠলে এই সরোবরের বুকে ঢেউ জেগে আপনার নৌকা ভরাডুবি করে দিতে পারে। সে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে তার আত্মমর্যাদা জ্ঞান, ঔদ্ধত্য। আপনার কোন রকম চালাকী সে সহ্য করবে না। সিংহিণী তার থাবার নখ লুকিয়ে রাখতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে সেই নখে অন্যকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে।

এই নারীর সঙ্গে যখন আপনি প্রেম করবেন, তখন তার জন্য দামী উপহার নিয়ে যেতে ভুলবেন না। আপনার বেশভূষায় যেন পরিপাট্য থাকে। কথাবার্তা যেন মার্জিত হয়। এ সব না হলে রাণী আপনাকে গেঁয়ো চাষা মনে করবে। সে আপনার মধ্যে পৌরুষও দেখতে চায়, দুর্বলকে সে পছন্দ করে না। এক স্ত্রৈণ্য স্বামী সে চায় না। সে নিজে অবলা নয়, তাই সবল স্বামী তার কাম্য।

সিংহে রবির অনেক নারী খেলাধুলা ভালবাসে। আপনার সঙ্গিণীকে নিয়ে থিয়েটারে যাবেন, নায়িকা চরিত্র প্রধান নাটক তাকে খুশি করবে। কারণ বাস্তব জীবনে সে নিজেই তো নায়িকা। সে ছিমছাম থাকতে ভালবাসে, নোংরা পরিবেশ তার অস্বস্তির কারণ হয়। দরজা-জানলার পর্দা সে তার মনোমত কাপড়ে তৈরি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। গৃহিণী হিসাবে সংসারে তার সুরুচির পরিচয় দেখতে পাবেন। দারিদ্র্য তাকে বিষণ্ণ, এমন কি অসুস্থ করে দেয়। রাণীকে এনে যদি আপনার কুঁড়ে ঘরে তোলার ইচ্ছা হয়, তাহলে সেই ইচ্ছা ত্যাগ করাই আপনার পক্ষে মঙ্গল।

এই নারী মাঝে মাঝে ঔদ্ধত্য বা অহংকার প্রকাশ করলে দোষ ধরবেন না। তার স্বভাবই হচ্ছে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা। অন্যেরা তার এই দোষের জন্য প্রায় সময়েই কিছু মনে করে না, কারণ তারা তার উদার অন্তঃকরণের পরিচয় নিশ্চয়ই পেয়েছে। এই নারীর করুণা বর্ষিত হয় শিশু, নিঃসহায়, নিঃস্বদের উপর।

এই নারীর একমাত্র দুর্বলতা হচ্ছে চাটুবাক্য। খোশামোদ করে তাকে দিয়ে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তার সম্বন্ধে আর একটি গোপন কথা আপনাকে জানাই। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে তাকে বন্দী করে রাখার চেষ্টা করবেন না। সিংহিণী বনের মধ্যে ঘুরে দেখতে ভালবাসে অন্য পশুরা কে কী করছে। সঙ্গিণীকে নিয়ে প্রায়ই সামাজিকতা রক্ষার জন্য পার্টি ইত্যাদিতে যাবেন। না হলে বেশ কিছু অর্থব্যয় করে আপনার গৃহে অন্যদের নিমন্ত্রণ করবেন। পাঁচজনের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা না পেলে গৃহিণী মনমরা হয়ে যাবে। আপনার অফিসের মনিবকেও যদি ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন, তাহলে তিনিও আপনার স্ত্রীর আলাপ-আচরণে মুগ্ধ হয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাবেন এমন গৃহিণী লাভের সৌভাগ্যের জন্য।

এই নারী জননীরূপে নিজের সন্তানদের অত্যন্ত স্নেহ করে। তাদের দোষ সহজে দেখতে পায় না, কিন্তু দেখতে পেলে কড়া শাসনে তা সংশোধন করে দেয়। সে ছেলেমেয়েদের সৈনিকদের মতো শৃংখলাপরায়ণ করে গড়ে তোলে, গুরুজনদের মান্য করতে শেখায়। সন্তাদের জন্য মনে মনে সে গর্ব বোধ করে এবং কেউ তাদের নিন্দা করলে সহ্য করতে পারে না। সিংহে রবির যে জননীরা চাকরি করে, তারাও তাদের জীবিকার জন্য সন্তানদের লালন-পালনে অবহেলা করে না। বাইরের ও ঘরের কাজ তারা অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সামলায়।

এই নারীর পুরুষদের কাছে জনপ্রিয়তায় স্বামী হিসাবে আপনি কখনোই ঈর্ষান্বিত হবেন না। পুরুষদের প্রশংসা সে রাণীর মতোই তার প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করে। প্রশংসা না পেলে সে মনে করে সে বুঝি আর রাণী নেই, তার আকর্ষণ হারিয়ে

ফেলেছে এবং তার ফলে সে বিষাদ-সাগরে ডুবে যায়। আপনি যত দিন না তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, ততদিন সে আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। মনে রাখবেন আপনার গৃহিনী নন, তিনি রাণী। তাই কখনো তার মর্যাদা হানি করবেন না। মর্যাদার ব্যাপারে এই নারী নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ মনে করে। কিছুতেই সে নিজেকে পুরুষের চেয়ে ছোট ভাবে না, এমন কি অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও। তাই জীবিকার ক্ষেত্রে তারা চিত্র-তারকা থেকে শুরু করে নামকরা ডাক্তার পর্যন্ত হতে পারে।

সিংহে রবির নারী বন্ধুর সঙ্গে আপনার আচার-আচরণের মূল কথা যা বললাম তা স্মরণ রাখবেন। কখনো তার উপর কর্তৃত্ব করতে যাবেন না। তার আত্ম-মর্যাদায় আঘাত দেবেন না। তার প্রাপ্য প্রশংসা তাকে দেবেন। এই নারীকে যদি জীবনসঙ্গিনীরূপে পান তাহলে আমাদের জানতে কৌতূহল হবে কী কৌশলে আপনি সিংহিনীকে পোষ মানালেন।

## সিংহে রবির—শিশু

সিংহে রবির শিশুরা তাদের সমবয়সী অন্য শিশুদের নেতা। তার স্বভাব হচ্ছে সঙ্গীদের উপর কর্তৃত্ব করা। তার উৎসাহ উদ্দীপনাকে সর্বদা চেপে রাখার চেষ্টা করলে তার মনে গভীর ব্যথার সৃষ্টি হয়। এই ব্যথা তাকে বহুকাল বিষণ্ণ করে রাখে। খেলার সঙ্গীদের সামনে তাকে শাসন করতে নেই, সিংহ-শিশুর আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত লাগে। তার স্বাভাবিক নেতাসুলভ ভাবকে উৎসাহিত করতে হয়। তবে এটাও তাকে শিক্ষা দিতে হয় যে সে অন্যের থেকে সবল ও যোগ্য হলেও অন্যদেরও পালা করে খেলাধুলায় নেতৃত্ব করার সুযোগ দেওয়াটা কর্তব্য। তার কর্তব্যবোধ ও বিচারবোধই তাকে ন্যায়সঙ্গত আচরণে সাহায্য করবে।

সে ঈর্ষাপরায়ণ নয়। সে শুধু নিজেকে প্রথম বা প্রধানরূপে দেখতে ভালবাসে। নিজেকে জনপ্রিয় করার ইচ্ছার জন্য সে হয়তো স্কুলের মাঠে শীর্ষাসন করবে বা পাঁচলের ওপর উঠে হাঁটবে। বুদ্ধিমান পিতামাতার তাকে বোঝানো উচিত যে সস্তায় লোকের হাততালি কুড়ানোর প্রচেষ্টা খুবই অমর্যাদাকর। এই ধরনের উপদেশ মন্ত্রের মতো কাজ করবে, কারণ এই শিশুর মধ্যে মর্যাদাবোধ খুবই প্রখর।

সিংহে রবির খুব ছোট শিশুর মধ্যেও আত্মমর্যাদার লক্ষণ দেখতে পাবেন। তার আচরণ দেখে আপনার মনে হবে এক 'শিশু-রাজা'। বড়দের মতো উঁচু চেয়ারে বসে দুধের বোতল টানতে টানতে জাঙিয়া ভিজিয়ে ফেললেও সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে সেটা বদলাতে সে অনিচ্ছুক হবে, কারণ ব্যাপারটা তার মর্যাদা হানিকর, হোক্ না কেন সে কোলের শিশু? পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন সকলে তাকে প্রশংসা করুক, গুরুত্ব দিক এটাই তার ইচ্ছা। তাকে যখন কেউ খেলনা উপহার দেবে, তখন তার মুখের ভাব দেখে মনে হবে প্রজার ভেট পেয়ে মহারাজা সন্তুষ্ট হয়েছেন, গ্রহণ করার

গ্রহীতার চেয়ে দাতাই ধন্য হয়েছে।

আপনার এই শিশু অন্য শিশুদের চেয়ে বেপরোয়া হবে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। তবে পশুরাজসুলভ নিষ্ক্রিয় অলসতাও তাকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসবে, ঘরের এক কোনে চুপচাপ বসে থাকবে, অন্য সকলে তার মুখের কাছে সব কিছু এগিয়ে দেবে। তাকে বুঝিয়ে দেবেন কেউ তার কেনা চাকর নয়। কুঁজো থেকে খাবার জল বা তাক থেকে পড়ার বই সে নিজেই নিয়ে নিতে পারে। এই ভাবে তাকে সক্রিয় করে তুলবেন, নইলে সে অপদার্থ হয়ে পড়বে। তবে তার খেয়াল-খুশি মাঝে পূর্ণ করবেন। কারণ আপনি তো জানেন সিংহের জন্মগত চালচলন রাজার মতোই, সে মনে করে সে ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত এবং সবার উপরওয়ালা। কখনো তাকে আদর করবেন, কখনো কড়া শাসন করবেন। সার্কাসের রিং মাষ্টারকে দেখেছেন তো? সিংহকে আদর করে মাংস খাওয়ায় আর সপাং করে চাবুক মারে, তবেই সিংহ বশ মেনে কথা শোনে। আদর ও শাসন দুটিরই প্রয়োজন সিংহের বেলায়। শুধু একটি কার্যকর হয় না অন্যটি ছাড়া।

এই রাশির বালক-বালিকারা দু'রকম প্রকৃতির হয়? এক ধরণের হয় আমুদে হৈ-হুল্লোড় প্রিয়, প্রফুল্ল, উদার। অন্য ধরনের শিশু যেন একটু ভীরু স্বভাবের হয়। এই লাজুক ভাবাপন্নরা হয়তো বাল্যকালে রাশভারি পিতামাতার কাছ থেকে তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত খেয়েছে অথবা ভাইবোনের কাছ থেকে খুব বেশি আদর-যত্ন পেয়েছে। তারা চায় খানিকটা ক্ষমতা, খানিকটা কর্তৃত্ব, তা পেলে হতাশার শিকার হয়। তার ফলে একটু ভীতু স্বভাবের হয়ে যায়, যা তাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।

এই রাশির বালকরা সৈন্যদের মতো লড়াই করার খেলা অর্থাৎ যাতে রেশারেশি প্রতিদ্বন্দ্বীতার সুযোগ বেশি, তাই পছন্দ করে। বালিকারা রাণীর মতো চালচলন পছন্দ করে, দামী পোষাক পরতে ভালবাসে, লোকে যাতে তাকে সুন্দর বলে তাই চায়। কোন কোন মেয়ের মধ্যে একটু পুরুষালী ভাব থাকে, তবে তাদের আত্মমর্যাদা বোধ এই ভাব বেশি দিন বজায় রাখতে দেয় না। এদের কাছ থেকে ঘর-গৃহস্থালীর তুচ্ছ কাজ আশা করবেন না, যেমন ঘরদোর পরিষ্কার করা, জঞ্জাল ফেলা ইত্যাদি। তারা প্রত্যাশা করে দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন কাজ, কর্তব্যবোধে অমনি কাজ করে তারা আনন্দ পায়।

শিক্ষকরা ক্লাসে তাদের দেখবেন দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে। সহপাঠীদের তারাই পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে দেবে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে। ক্লাসে শৃংখলা রক্ষার ভার তাদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তবে তাদের জনপ্রিয় হবার লোভ মাঝে মাঝে ক্লাসটাকে সার্কাসে পরিণত করতে পারে, সেখানে সে খেলা দেখিয়ে সকলের হাততালি কুড়াবে। প্রশংসার লোভ যে তাদের দুর্নিবার।

তারা ইচ্ছা করলে শিক্ষণীয় বিষয় খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে নিতে পারে। তারা বুদ্ধিমান, কিন্তু একটু আলস্যপ্রিয়। সেক্ষেত্রে তাদের জোর করে পড়াশোনার অভ্যাসটা করাতে হবে। সহজ উপায় হচ্ছে তাদের অহংকারটা ঠিক পথে চালিত করা। তাদের বলতে হবে যে তুমি ইচ্ছা করলে সহজেই অন্যদের হারিয়ে ক্লাসের

সেরা ছাত্র হতে পারো। একটু পিঠ চাপড়ালে সিংহশিশু সিংহবিক্রমে সকলকে পরাস্ত করবে।

এই সন্তান একটু অমিতব্যয়ী হয়। তাকে শিক্ষা দিতে হবে যে আয়ব্যয়ের সঙ্গে সঞ্চয়ও করতে হয়। এরা পার্টিতে, পিকনিকে যেতে ভালবাসে। প্রচুর স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে, না দিলে আদায় করে নেবে। কড়া হলে তাদের মর্যাদা অহঙ্কারে আঘাত লাগবে। তাদের বন্ধুত্ব ও রোমান্স খুব নাটকীয় হয়। অন্য রাশিতে রবি যুবকদের তুলনায় তারা খুব তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ে। যৌবনে পা দিলেই এই ছেলেমেয়েদের বন্ধু বা বান্ধবী জোটে।

আগস্ট মাসে জন্মানো শিশুদের ঠিক মতো বড় করে তোলা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এক এক সময় মনে হবে আপনার পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহটি বোধহয় পোষ মানবে না। কিন্তু সে পোষ মানে। তাকে বশ করার কৌশল দুটি মনে রাখবেন— স্নেহ, ভালবাসা এবং মৃদু প্রশংসা দ্বারা তার শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা। এই শিশুদের মধ্যে যারা ছেলেবেলায় ভালবাসা পায় না, তারা বড় হয়ে বিষন্নতায় ভুগে অসুখী হয়। এই শিশুদের অযত্ন করবেন না। তারা সাহসীর ভান করলেও মনে ভাবে তার সে রকম সাহস নেই। প্রতি রাত্রে শোবার আগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করুন। সিংহে রবির শিশুকে সিংহের মতোই মানুষ করে তুলুন।

## সিংহে রবির—মনিব

সিংহে রবির মনিবের অধীনে আপনি এক বছর কাজ করেছেন? সত্যি? তাহলে আপনি নিশ্চয় খুব ভাল শ্রোতা।

এই মানুষরা খুব ভাল সংগঠক হয়, অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে। তবে দুঃখের বিষয় সেই কাজের সাফল্যের কৃতিত্ব ও প্রশংসা অনেক সময় নিজেই নিয়ে নেয়। আমার জানা একটা ঘটনা বলি। এই রাশির মনিব তার সেক্রেটারীকে ডাকলেন ব্যবসা সংক্রান্ত এক জরুরী চিঠি লেখার জন্য। সেক্রেটারী পেন্সিল, নোটবই নিয়ে ঘরে ঢুকল ডিক্টেশান নেওয়ার জন্য। মনিবকে জিজ্ঞাসা করল যে পার্টি কমিশন, দর, ডেলিভারী ডেট ইত্যাদি অনেক কিছু জানতে চেয়েছে, সে সব সম্বন্ধে আপনি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবার সময় পেয়েছেন? চিঠিটা তো আজ সকালেই এসেছে।

মনিব হেসে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে আমরা ব্যবসা করবো। সেটাই লিখে দাও। খুঁটিনাটি যা জানতে চায় তার জবাব তো তুমিই দিতে পারবে। মোট কথা, লিখে দাও আমরা রাজি আছি? বুঝেছ? আমি একটু বেরুচ্ছি। পাঁচটা নাগাদ ফিরে সই করে দেবো। আজকের ডাকেই যাতে জবাবটা যায় সেই ব্যবস্থা করো। আশা করি তোমার কাছে এ কাজটা কিছুই নয়।'

মনিব লাঞ্চ করতে বেরিয়ে গেল। হোটেলে পরিচিতদের সঙ্গে খানিকটা সময়

হে হে করল। বিকালে ক্লাবে গিয়ে একটু গলফ খেলল। সন্ধ্যের আগে পাঁচটা নাগাদ অফিসে ফিরে চিঠি সই করল। ইতিমধ্যে সেক্রেটারী বেচারা নানা কাগজপত্র ঘেঁটে ফাইল ইত্যাদি খুঁজে পার্টির জিজ্ঞাসার সব জবাব যথাযথ দিয়ে চিঠিটা লিখে রেখেছিল। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেল মনিব তার পার্টনারকে ফোন করে বলছে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা হবে। যা ওদের জিজ্ঞাস্য তা সবই পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া হয়েছে। চিঠির ভাষা, রচনাশৈলী একবারে সাহিত্য গবেষকদের বিষয়বস্তু। আমার স্ত্রী তো প্রায়ই বলে আমার সাহিত্যিক হওয়া উচিত ছিল।'

ঘটনাটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে এই রাশির মনিব খুঁটিনাটি নিয়ে কখনো মাথা ঘামাতে চায় না, অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানে এবং সর্বোপরি মানুষটি প্রশংসার কাঙাল।

অফিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনার কোন মৌলিক চিন্তা থাকলে মনিবকে জানাবেন। এই রাশির কর্তারা কর্মচারীদের সৃজনশীল চিন্তার প্রশংসা করে তাদের মর্যাদা দেয়। তবে একটি ব্যাপারে প্রস্তুত থাকবেন। হয়তো আগের দিন যে প্রকল্পের কথা তাকে বলেছেন, পরদিনই সে সেটিকে রূপদানের প্রচেষ্টা করবে এবং সকলকে সগর্বে বলবে যে কাল রাতে হঠাৎ এটা তার মাথায় এসেছে। তার কথায় দুঃখ পাবেন না, ধরে নিন আপনি তার কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছেন এবং মনে রাখবেন সে সত্যিই আপনাকে ভালবাসবে এক অমূল্য রত্ন মনে করে। মাঝে মাঝে তাকে আপনার অকৃতজ্ঞ মনে হলেও সে কখনো আপনার ক্ষতি করবে না এবং সব সময় আপদে-বিপদে আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আপনার মার হাসপাতালের বিল মেটাতে সাহায্য করবে, রিটায়ার্ড বাবাকে পার্ট টাইম চাকরি খুঁজে দেবে, খুড়তুতো ভাইকে কেরাণীর কাজ পাইয়ে দেবে।

এই রাশির মনিব নিজের অফিস খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালবাসে। জানলা-দরজায় দামী পর্দা, দেওয়ালে ভাল ছবি সে ভালবাসে। সে যদি কোন সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র কোন কাজের জন্য পেয়ে থাকে, সেটাও সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে সকলকে দেখানোর জন্য টাঙিয়ে রাখবে।

সিংহে রবির মনিবরা একটু উদ্ধত প্রকৃতির হয়। তারা হুকুম করতেই জন্মেছে। আপনার ভুল ভ্রান্তি হলে তার কড়া কথায় কিছু মনে করবেন না। কারণ মেজাজটা খারাপ হলেও মানুষটা খারাপ নয়। তবে আপনি যদি একটু অহংকারী হন, তাহলে এই মনিবের কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র কাজ খুঁজে নেওয়া ভাল। কারণ তার অহংকারের সঙ্গে আপনার অহংকারের সংঘাত বাধতে পারে।

এই মনিব অফিসে দলবাজি ষড়যন্ত্র সহ্য করতে পারে না। সে চায় সবাই তার কাছে কোন কিছু গোপন রাখবে না। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সে যদি নাক গলায় বা লম্বা উপদেশ দেয় তাহলে রাগ করবেন না। আপনার প্রেমিকা আপনাকে কেন বিয়ের প্রস্তাব জানাতে দেরী করছে, এটা তারও মাথা ব্যথার কারণ। যেহেতু সে শুধু আপনার মনিব নয়, আপনার রক্ষক, অভিভাবক। সে চায় আপনি তাকে গুরু

বলে মান্য করুন, সম্মান জানান, তার কথা মত চলুন এবং সর্বোপরি তার বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করুন।

আপনার মনিব বেশ মজার লোক হতে পারে। যখন সে ভীষণ রেগে যাবে, তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা বসে থাকবে, তার ধারণা তাকে অপমান করা হয়েছে। আবার কর্মচারীরা তার একটু খোশামোদ করলে গলে জল হয়ে যাবে। সে তার পছন্দ বা অপছন্দ কোনটাই লুকিয়ে রাখতে পারে না। অন্যকে নিন্দা বা প্রশংসা কোন ব্যাপারেই সে কৃপণ নয়। আর সকলকে উপদেশ দিতে সে ভালবাসে। অন্যকে হুকুম করে সে খুশি হয়। তার আচার আচরণ একটু নাটকীয়। বাস্তব জগতের রঙ্গমঞ্চে মূল ভূমিকায় অভিনয় করতে সর্বদা আগ্রহী।

সিংহে রবির বহু মনিব হয়তো প্রতি সোমবার সমস্ত কর্মচারীকে ডেকে সাপ্তাহিক কাজকর্ম সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা বসাবে। এই সভার উদ্দেশ্য কাজকর্মের উন্নতি সম্বন্ধে হলেও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনিব তার প্রভুত্ব, গুরুত্ব, বুদ্ধিমত্তা সকলের কাছে জাহির করে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায়। সে হয়তো অন্য কারও একটা পরিকল্পনা নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত বলে চালিয়ে দেবে, তার এক-ঘেঁয়ে উপদেশ শুনতে শুনতে আপনার ঘুম পেয়ে যাবে, তবু এই মনিবকে বশ করার জন্য তার বাগাড়ম্বর শুনতে হবে। কারণটা তো আগেই বলেছি। এমন মনিব আপনি সহজে পাবেন না, সে আপনার জন্য অনেক কিছু সানন্দে করবে। কারণ সে ভাবে সে শুধু আপনার মনিব নয়, আপনার অভিভাবক, রক্ষক, বন্ধু।

## সিংহে রবির—কর্মচারী

যদি আপনার কর্মচারীটি সিংহে রবির হয়, তাহলে তাকে অবজ্ঞা করা অসম্ভব। যদি সেই সিংহ বেড়ালের মতো শান্ত হয়, তবু তাকে অবজ্ঞা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আক্রমণকারী সিংহ তার কর্মদক্ষতা আপনাকে বুঝিয়ে ছাড়বে নিজের আত্মপ্রশংসা করে। আর শান্ত বেড়ালটি প্রশংসা না পেলে ভ্রূকুঁচকে অসন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকবে। মোট কথা সিংহটি আক্রমণশীল বা শান্ত যে স্বভাবেরই হোক না কেন তাকে অবজ্ঞা করবেন না। সে ভীষণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, অহংকারী। তার অহংকারে আঘাত লাগলে, প্রাপ্য প্রশংসা না পেলে এই পশুরাজ অন্য জঙ্গলে বাস করতে চলে যাবে। কর্মচারীটিকে হারাবেন।

এই কর্মচারী মাইনের চেয়ে সম্মানটাকে বেশি মূল্য দেয়। তাকে কেরানী না বলে করণিক বললে খুশি হবে। তার সহকর্মী তাকে ডিঙিয়ে প্রমোশন পেলে সে প্রতিবাদে জানাবে। তার সহকর্মীদের মধ্যে নিজেকে সে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এটা তার বুদ্ধির দোষ নয়। তার জন্মগত স্বভাবের মধ্যেই একটা প্রভুত্বের ভাব আছে, সবার উপর কর্তৃত্ব করতে সে আগ্রহী। সে সুযোগ যখন থাকে না তখন সকলকে অযাচিত উপদেশ দান করে সে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণে সচেষ্ট হবে। তার পদটি

যতই তুচ্ছ হবে, ততই তার গুরুজন সেজে উপদেশ দানের আগ্রহ বেড়ে যাবে। সে আপনাকে বাৎলে দেবে আপনার গ্যারাজের মধ্যে আর একটা ছোট ঘর কী করে করা যাবে, টাইপিস্ট মহিলার ঠাণ্ডা লেগে গলা ভাঙলে কী ওষুধ খাবে, ডাকবাবু কখন পিয়নকে পাঠালে চিঠিপত্র ঠিক মতো মেল ধরতে পারবে—এই ধরণের সব মূল্যবান উপদেশ সে দেবে। কাজেই কর্মচারীদের মধ্যে তাকে তুচ্ছ বা ছোট ভাববেন কী করে?

আমি এই সিংহে রবির এক কর্মচারীকে জানি। সে একটা বড় কোম্পানীতে কাজ করতো। তার পরিবার পরিজনেরা জানত যে সে সেলস ম্যানেজার, কিন্তু আসলে সে ছিল সাধারণ সেলসম্যান। তবে তার কর্মদক্ষতার জন্য কোম্পানীর কাছে অপরিহার্য ও আদরনীয় ছিল। সে বেচারা সেলস-ম্যানেজার হতে পারে না যতক্ষণ না ওই পদাধিকারী অবসর নিচ্ছেন। তার বাধা-প্রাপ্ত মর্যাদা তাকে অসঙ্গত আচরণে বাধ্য করে। পরিচিত জনদের কাছে প্রশংসা লাভের জন্য সে নিজের সম্মান নিজেই বৃদ্ধি করে নেয়।

একটা কথা স্মরণ রাখবেন। এই মানুষ খুবই দায়িত্ববোধ সম্পন্ন, কিন্তু একটু বয়স না বাড়লে এই দায়িত্বজ্ঞানের লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখতে পাবেন না। যৌবনে সে ভীষণ ফুর্তিবাজ, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো মানুষ। গানবাজনা, মদ, মেয়েছেলে নিয়ে মেতে থাকতে পারে। দামী বেশভূষা আর মজার কথাবার্তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তখন নায়ক ভাবাপন্ন এই সিংহের লেজ কেউ মাড়িয়ে দিলে সে গর্জে উঠবে।

তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তরুণ সিংহটিকে কোম্পানীর সেলস ডিপার্টমেণ্টে নিয়োগ করা। তার চালচলন, বেশভূষা সম্ভাব্য ক্রেতাদের তার প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করবে। খরিদ্দাররা খুশি মনে তার কথা মেনে নেবে। বয়স অনুসারে যত দায়িত্বপূর্ণ কাজ ধীরে ধীরে তাকে দেবেন, সে তা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবে। বুদ্ধিমান মনিব নিশ্চয়ই জানবেন আদুরে ফুর্তিবাজ রাজপুত্র কখন মর্যাদাসম্পন্ন সিংহাসনের অধিকারী হয়ে মর্যাদার সঙ্গে রাজকার্য সম্পাদনে সক্ষম।

সিংহে রবির নারী, পুরুষ উভয়ের মধ্যেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার আছে। মুখে তারা যতই সাহস প্রকাশ করুক, মনে মনে ভাবে তাদের প্রকৃত সাহস নেই। অহংকার মর্যাদাবোধ ইত্যাদি সত্ত্বেও গোপন ভীরুদের জন্য তারা অলসভাবে কাল কাটায়? তারপর তাদের কর্মজীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে যখন সংকট আসে তখন সকলকে বিস্মিত করে তারা নিজমূর্তি ধরে সাহসের সঙ্গে সেই সংকটের মোকাবিলা করে। সিংহের অন্তর্নিহিত শক্তি তখন প্রকাশিত হয়?

সিংহে রবির কর্মচারী নিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ। বিনা প্রতিবাদে সে নিজের কাঁধে কাজের বোঝা তুলে নেবে। তার আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, দায়িত্ব-বোধ, বুদ্ধি আপনাকে নিশ্চিন্ত করবে। তবে এই সব গুণ ও তার কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করতে ভুলবেন না। আপনার মাইনে করা ক'জন কর্মচারী তার মনে আপনার কোম্পানীকে নিজের কোম্পানী মনে করে কোম্পানীর ও নিজের উন্নতির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে? তার অহং বোধের মতোই হৃদয়টাও বেশ বড়।

# ( VIRGO ) কন্যায় রবির—জাতক

## জন্মকাল—২৪ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর

### কন্যায় রবির জাতককে জানুন

কন্যায় রবির জাতককে অনেকের মাঝে চট্ করে চেনা চলে। লোকজনের মাঝখানে সে খুব বেশি কথা বলে না, প্রায় সব সময় চুপ করে থাকে। সে হৈ-হুল্লোড় গোলমাল করে না। সবাই যখন গল্প-গুজবে মত্ত, সে ঘরের এক কোনে বসে হয়তো কোন পত্রিকার পাতা উল্টাবে। বাস-স্ট্যাণ্ডে সবাই যখন অধীর তখন যে মহিলা শান্তভাবে প্রতীক্ষা করছে, তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হবে না। দেখবেন সে হয়তো হাতের মুঠোয় ন্যায্য ভাড়াটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাসে উঠে দশ টাকার নোট ভাঙানি নিয়ে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে গোলমাল সে চায় না। প্রতি কাজ সে ধীরভাবে হিসেব করে।

সামাজিক সম্মেলন বা পার্টিতে তাকে দেখা যায় না। তাকে হয়তো দেখতে পাবেন ছুটির পরও অফিসে বসে কাজ করছে। গোলমালের চেয়ে কাজকর্ম সে ভালবাসে। তাকে দেখে প্রথমেই যেটা আপনার মনে হবে তা হচ্ছে সে যেন কোন ব্যাপারে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কোন সমস্যার সমাধানে সে চিন্তিত। দুশ্চিন্তা করা তার স্বভাব। তার মুখে হাসি দেখলে মনে হবে তার আড়ালে সে যেন কোন দুঃখ চেপে রাখছে।

কন্যায় রবির জাতকদের অনেকেরই চেহারা বেশ আকর্ষণীয় হয়। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, নাক-মুখ সুন্দর। সৌন্দর্যের সামান্য অহংকার মাঝে মাঝে তারা প্রকাশ করে। তারা অনেক সময় আর্শি বা নিজের ফটোর সামনে নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারা দৈত্যাকার বিরাট আকৃতির হয় না, ছোটখাট চেহারার মানুষ হলেও দুর্বল নয়। খুবই কর্মঠ, তাদের চেয়ে শক্তিশালী দেখতে মানুষের অপেক্ষায় বেশি কর্মক্ষম।

তারা নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য খাঁটি মানুষ। অবশ্য কোন কাজ করতে বা কোথাও যেতে তারা যখন অনিচ্ছুক হবে, তখন অসুস্থতার ভান করে এড়াবার চেষ্টা করবে। সেক্ষেত্রে তার সুপ্ত অভিনয় ক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সব ব্যাপারে এরা একটু খুঁতখুঁতে হয়—বেশভূষায়, খাওয়া-দাওয়ায়, প্রেমে। প্রেমে তারা কখনোই অন্ধ হয় না, প্রেমাস্পদের দোষগুণ দেখতে পেয়েই তাকে গ্রহণ করে। অবশ্য মাঝে মাঝে তারা খুব অসম্ভবের সম্ভব হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের মনের আকাশে রামধনু ওঠে, তবে আকাশে কি আর সব সময় রামধনু থাকে ?

বোকামি, অসভ্যতা, অবহেলা এ সব দেখলে তারা রেগে যায়। নাহলে বেশির ভাগ সময়েই তারা শান্ত মিষ্টভাষী, রোগীর ঘরে থাকার উপযুক্ত ব্যক্তি, নামকরা

নার্স'রা বেশির ভাগই এই কন্যারাশির। এই রাশির বন্ধু আপনার মাথা ধরার কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারখানায় দৌড়বেন। আর যদি তার মাথা ধরে, দেখবেন তার ঘরের দেরাজেই ওষুধ আছে। তারা যখন বিদেশ ভ্রমণে বেরোবে, তখন এক স্যুটকেস বোঝাই নানা ধরণের ওষুধ সঙ্গে রেখে দেবে। তার ভয় যদি তার প্রয়োজনীয় ওষুধ দরকারের সময় সেখানে না পাওয়া যায়। আর একটা কথা, কোন ওষুধের গুণাগুণ ও কর্মক্ষমতা না জানা পর্যন্ত সে গ্রহণ করবে না। আপনার ছোটখাট অসুখে কোন ওষুধে কী ফল পাবেন তা সে নির্ভুলভাবে বলে দেবে।

কন্যায় রবির জাতক অভ্যাসের দাস। যে টুথপেস্ট বা যে সাবান মাখতে অভ্যস্ত, তা কখনো বদলে অন্য ব্রাণ্ড ব্যবহার করবে না। সস্তা দামের দিকেও তার নজর থাকে। অভ্যাসের দাস বলে সে ভ্রমণ খুব ভালবাসে না, ঘর ছেড়ে হোটেলে কয়েক দিন বাস করলে তার দিন যাপনের রুটিন ওলোট-পালট হবার ভয়। হোটেলের বেয়ারাকে সে যখন ডিমটা তিন মিনিট সিদ্ধ করতে বলবে, তখন সেটা যদি দু মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডে হয়, তাহলেই তার মেজাজ খিঁচড়ে যাবে।

আপনার কোন বক্তব্য সে যুক্তি দিয়ে প্রকারে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। আবার আপনি যদি কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারেন, তাহলে সে সর্বাগ্রে এসে আপনাকে সাহায্য করবে। অনেক কাজের খুঁটিনাটি ডিটেল হয়তো আপনার কাছে বিরক্তিকর, কিন্তু আপনার ওই বন্ধু হাসিমুখে সেটা করে দেবে। সে কুঁড়েমি, খুঁটিনাটি অবহেলা, অপরিচ্ছন্নতা এ সব সহ্য করতে পারে না। অতিথিরূপে কোন পার্টি'তে গেলে পার্টি'র পরে সে গৃহকর্ত্রীকে সব গোছগাছ করতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। তবে সাবধান, টেবিল ক্লথে চায়ের দাগ ঢাকা দেবার জন্য যে খবর-কাগজ রেখেছেন বা কোচের কুশানে সিগারেটে পোড়া দাগ ঢাকার যে চেষ্টা করেছেন, সে সব তার নজর এড়িয়ে যাবে না। তবে তুলা রাশির মতোই নিজের দোষ বা বদ অভ্যাস সে দেখতে পায় না। আহার বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তার খুঁতখুতে স্বভাবের কথা তাকে বললে সে অস্বীকার করবে।

এক জাগায় স্থিরভাবে সে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। ঘরে অন্য লোকদের উপস্থিতিই তার অস্বস্তির কারণ। খানিকক্ষণ পরেই তাকে দেখবেন অস্বস্তির সঙ্গে ঘরে পায়চারী করছে বা একবার এ চেয়ারে আবার অন্য চেয়ারে বসছে, না হয় কোন জায়গায় জরুরী কাজ আছে বলে সরে পড়বে। অবশ্য তার মুখের শান্তভাব দেখে আপনি তার নার্ভাসনেসের প্রমাণ পাবেন না।

অর্থব্যয় বা স্নেহ বিতরণে সে রীতিমত কৃপণ। এই সব ব্যাপারে সে বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে না, যাকে যা দেবার খুব বিচার-বিবেচনা করে দেয়। অন্যদের সেবা বা কাজ দক্ষতার সঙ্গে করলেও নিজে কোন ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে চায় না। পাছে বার্ধক্যে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয় সেই ভয়ে সে এমন ভাবে জীবনযাপন করে যাতে তাকে মনে হয় এক নম্বরের কঞ্জুস। অবশ্য তাদের সম্বন্ধে ওই মন্তব্য একটু রূঢ়, কারণ সে যখন বুঝতে পারবে তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ, তখন অর্থব্যয়ে তার আর বিশেষ আপত্তি থাকে না। তবে মনে রাখবেন

অর্থব্যয় মানে অপব্যয় নয়। এই মানুষ অর্থব্যয় করলেও অপব্যয় কখনো করবে না।

ভিক্ষুক, অলস, অপব্যয়ীদের প্রতি তার কোন সহানুভূতি না থাকলেও কোন বন্ধু দুর্দশায় পড়লে সে উদার হস্তে সাহায্য করবে। নিজের জন্য খরচ করতে সে অনিচ্ছুক হলেও যাদের ভালবাসে তাদের জন্য খরচ করতে দ্বিধা করে না। এরা পরিশ্রমী, তাই খেটে রোজগার করা পয়সার প্রতি এদের মায়া থাকে। অলস ও অমিতব্যয়ীরা তাই তাদের দু চোখের বিষ।

এই মানুষ সময় সম্বন্ধে খুব সচেতন, ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। অর্থ অপব্যয়ের মতোই সময়ের অপব্যয় সে সহ্য করে না। সে যদি বলে 'রাত্রি আটটায় ডিনার খাবো', তাহলে আটটাতেই খাবে, সওয়া-আটটায় নয়।

এই মানুষকে অন্যেরা অনেক সময় স্বার্থপর বলে। কিন্তু দেখা যায় কাজকর্মে অন্যকে সাহায্য করার জন্য স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসে। স্বার্থপর বলার একটি কারণ হচ্ছে এরা যখন বোঝে কারুকে বিমুখ করা উচিত, তখন স্বচ্ছন্দে তার মুখের উপর 'না' বলে দেয়। অন্যের ভুল-ভ্রান্তি সমালোচনা করতে সে চক্ষু লজ্জা বোধ করে না।

এই মানুষ নিজের শরীরের প্রতি বেশ যত্ন নেয়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও যত্ন নেয়। তবু সে পেটের গোলমাল, বদহজম, মাথা ধরা, পায়ে ব্যথা ইত্যাদি ছোটখাট ব্যাধির কথা প্রায়ই শোনাবে। এই রাশির অনেকেই নিরামিষ আহার পছন্দ করে, অসহায় জীবজন্তু—পাখি, কুকুর বেড়াল পুষতে ভালবাসে। এই মানুষ বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী হয়। ভাবপ্রবণ, উচ্ছ্বাস, অসভ্যতা, অলসতা, নোংরামি, ঢিলে-ঢালা ভাব সে পছন্দ করে না। সে পছন্দ করে সময়ানুবর্তিতা, সততা, বিচক্ষণতা, মিতব্যয়িতা। সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী।

### কন্যায় রবির বিখ্যাত জাতকরা

| | |
|---|---|
| গ্যেটে | জন গান্থার, |
| হেনরি ফোর্ড, হয়, | ইথিয়া কাজান |
| গ্রেটা গার্বো | জোসেফ কেনেডি |
| ইনগ্রিড বার্গম্যান | ডি এইচ লরেন্স |
| মরিস সিভ্যালিয়র | কার্ডিনাল রিচলু |
| সোফিয়া লরেন | প্রিন্স এলবার্ট |

## কন্যায় রবির—পুরুষ

একটি বিষয় স্পষ্ট জেনে রাখা ভাল। যদি আপনার হৃদয় উচ্ছ্বসিত প্রেমের জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে, রোমান্সের রূপকথার রাজ্যে বাস করতে চান, তাহলে কন্যায় রবির মানুষের কাছে যাবেন না। সে ভাবপ্রবণ নয়, আপনার স্বপ্নের সঙ্গী সে হবে না। সে বাস্তববাদী, প্রেমোপন্যাসের নায়ক নয়। রোমিওর মতো মাথা

রাতে গাছ বেয়ে উঠে সে আপনার জানলায় উঁকি দিতে আসবে না।

অবশ্য বাল্যকাল থেকেই তার মনে ভালবাসা জন্মায়। তবে সেই ভালবাসা রোমিও জুলিয়েট ধরণের নয়। সে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসে তার বাড়ির লোকদের, বন্ধুদের, তার চেয়ে দুর্বল যারা তাদের। সে জন্ম থেকেই কাজ ভালবাসে, কর্তব্য ভালবাসে, শৃংখলা ভালবাসে। নাটকীয় ভালবাসা, গদ্‌গদ্‌ ভাষণ, প্রেমে অশ্রুধারা বহানো এসব তার কাছে হাস্যকর। এসব দেখলে সে সোজা সেখান থেকে বাস বা ট্রেন ধরে পালাবে ( প্লেন তার কাছে ব্যয় সাপেক্ষ ও দ্রুতগামী বলে অপছন্দের, তবে তার প্রেমিকার প্রেম নিবেদনের ধরণ যদি আরও বেশি অপছন্দের হয়, তাহলে শহর ছাড়ার জন্য তারই শরণাপন্ন হবে )। যদিও মানুষটির হৃদয় পাষাণে গড়া বলে মনে হবে। তবু তার সঙ্গে ভাবোচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে সহজ সরলভাবে সেই পাষাণও গলে যাবে। সে ন্যাকামী বরদাস্ত করে না, কিন্তু প্রকৃত প্রেমের মূল্য বোঝে। প্রেমের পরিমাণগত মানের চেয়ে গুণগত মানই তার কাছে আকর্ষণীয়। সেই ধরণের ভালবাসা না পেলে তাকে যদি অবিবাহিত থাকতে হয়, তাতে তার আক্ষেপ নেই। এই রাশির বহু জাতককেই অবিবাহিত দেখতে পাওয়া যায়।

সে যখন সত্যি প্রেমে পড়বে তখনো ভান করবে যেন এ ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। তার মধ্যে অভিনয় করার ক্ষমতা আছে, তাই সে কোন পার্টিতে যোগ দিয়ে ভাল না লাগলে অসুস্থতার ভান করে সরে পড়ে। তাকে বোকা বানাবার বা তার কাছে মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করবেন না। সে আপনার ধৈর্য্য বুদ্ধি বিবেচনার পরীক্ষা করবে? আপনার ভাবপ্রবণতার বন্যা তাকে ভাসিয়ে দেবে না। সে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলেও ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রচার করতে চাইবে না। মনে রাখবেন সে ধীর স্থির শান্ত বিবেচক ব্যক্তি? তার প্রেমও ধীর স্থির অনির্বাণ শিখার মতোই? তার আচরণ আপনার মনে কখনও ঈর্ষা জাগাবে না। আপনি মানসিক বা শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে তাকে পাশে পাবেন। আপনাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। স্ত্রী হলে খরচের জন্য প্রচুর অর্থ আপনার হাতে না তুলে দিলেও আপনার যা প্রয়োজন তা সে মিটিয়ে দেবে। কারণ সে বিবেচক।

সে ঈর্ষাপ্রবণ না হলেও তার মধ্যে অধিকারবোধ প্রবল। এই মানুষের স্ত্রী যদি সংসার ছেড়ে বেশ কিছুকাল দূরে কাটিয়ে আসে তাহলে ফিরে এসে আর স্বামীকে পাবে না। সে সংসার-বন্ধন ভালবাসে, কিন্তু তার স্ত্রীর উপর অধিকার যখন খর্ব হয়েছে বলে মনে করবে। তখন ডিভোর্সের জন্য কোর্টে দৌড়াতে দেরী করবে না, একবার মনস্থির করে ফেললে সে কিছুতেই সিদ্ধান্ত বদলায় না।

এই মানুষরা অজ্ঞতা, মূর্খতা, চিন্তার জড়তাকে ঘৃণা করে, যেমন ঘৃণা করে নোংরামি, অসভ্যতা। যে মহিলা দেহে ও মনে পরিচ্ছন্ন, বেশভূষায় মার্জিত, ফ্যাসান-শোর বিউটি কুইনরূপে স্বীয় যৌন-আকর্ষণ জাহির করতে চায় না, তাকেই সে পছন্দ করে। কারণ সে স্ত্রীর সন্ধান করছে, রক্ষিতার নয়। স্ত্রীকে গৃহকর্মে সে সব সময় সাহায্য করবে, কারণ গৃহকে সে ভালবাসে। পিতারূপে সন্তানদের সে সুন্দর ভাবী নাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য নম্রতা, ভদ্রতার শিক্ষা

দেবে, সুরুচিসম্পন্ন করবে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও সে চাইবে তার সন্তানরা যেখানেই থাকুক মানুষ হয়ে উঠুক, উপযুক্ত শিক্ষা পাক। তাদের অযত্ন যেন না হয়। এই পিতাকে ছেলেদের 'আদর দিয়ে বাঁদর' করতে কমই দেখতে পাবেন। শৃংখলার মধ্যে তারা মানুষ হয়ে ওঠে। তবে একটা কথা, এই মানুষ স্নেহ-ভালবাসার বাহ্যিক প্রকাশে গুরুত্ব দেয় না বলে ছেলেমেয়েদের তাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে সতর্ক থাকার দরকার যাতে পিতা ও সন্তানদের মধ্যে এক ব্যবধানের প্রাচীর না গড়ে ওঠে। ছোটদের কাছ থেকে অল্পবয়সেই অনেক কিছু পাবার প্রত্যাশা করলে হঠাৎ একদিন সে টের পাবে যে তার আশাভঙ্গ হয়েছে। সন্তানদের সে গভীরভাবে ভালবাসলেও তারা তার প্রতি উদাসীন হয়ে গেছে। তাকে ভয় করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারছে না।

এই মানুষকে জীবনসঙ্গী করলে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সুখ-শান্তিতে কাটবে আশা করতে পারেন। সে নির্ভরযোগ্য। অবশ্য তার ছোটখাট দোষত্রুটি আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। তার খুঁতখুঁতে স্বভাব ও নোংরা সহ্য না করতে পারার জন্য প্রতি রাত্রে ফার্নিচারে হাত বুলিয়ে দেখবে ধুলো জমেছে কিনা। এটা তার দোষ। এই রকম কিছু দেখে আপনি দেখেও দেখবেন না। মনে রাখবেন দোষ ত্রুটি নিয়েই মানুষ, মানুষ দেবতা নয়। আরও মনে রাখবেন কটা মেয়ের ভাগ্যে এমন স্বামী জোটে, যে স্বামী কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, দেখতে সুন্দর, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে আগ্রহী। কাজেই কাল সিনেমা-হলে আইসক্রীম খেতে গিয়ে অসাবধানে তার পোষাকে কয়েক ফোঁটা ফেলার জন্য যে বকুনি খেয়েছিলেন সে কথাটা ভুলে যান। সুবেশধারী স্বামী নিয়ে গর্ব করুন। তার মিষ্টি হাসি আর আয়ত গভীর দৃষ্টি নিয়ে সুখ-শান্তিতে বাস করুন।

## কন্যায় রবির—নারী

এই রাশির নারীরা স্বভাবতই লাজুক। তবে আশ্চর্য হবেন না যদি শোনেন সে তার স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে দূর দেশে চলে গেছে এবং বিবাহের আগেই তার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। সমাজের নিন্দার পরোয়া না করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে রাখবেন এই নারীর মেরুদণ্ড স্টেনলেস স্টীল দিয়ে গড়া। সমাজ তাকে সহ্য করতে না পারলেও সে তার প্রেমের জন্য সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে। সে নিজে খাঁটি বলে তার প্রেমও খাঁটি। সে যদি মনে করে তার বিবাহ উপযুক্ত হয়নি, তাহলে স্বামীকে ত্যাগ করতে সে দ্বিধা করবে না। বিবাহ বন্ধনের চেয়ে প্রেমের বন্ধন তার কাছে বড়। তা বলে প্রেম করে বেড়ানো তার স্বভাব বলে ভুল করবেন না। কারণ প্রথমেই তো বলেছি সে লাজুক প্রকৃতির নারী।

এই নারী পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করতে ঘৃণা করে, তবে তার চেয়ে বেশি ঘৃণা

করে কপটতাকে। এই নারী একাধারে রোমান্টিক ও বাস্তববাদী। সর্বাঙ্গীন সুন্দরের সে পক্ষপাতী, অবশ্য তার মানে এই নয় যে সে সর্বাঙ্গীন সুন্দর। তারও দোষত্রুটি আছে। প্রথমেই বলা যেতে পারে কন্যার রবির নারীরা বিশ্বাস করে তাদের মতো নিখুঁত ভাবে কেউ কাজ করতে পারে না। তারপর কাজের ব্যাপারে সে নিজেকে সবার চেয়ে চটপটে ভাবে। অবশ্য তার এই ধারণা বহুলাংশে সত্য। কোন কারণে আপনি যদি তাকে রাগিয়ে দেন তবে বকুনি খাবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। সব সময় সে রাগ চেপে রাখবে না। তার সঙ্গে তর্ক না করে দোষ স্বীকার করুন। ক্ষমা প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সঠিক ভাবে করবেন। এই নারী বোকা নয়। তাছাড়া তার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। আপনার জামার কলারে আপনার সেক্রেটারীর লিপস্টিকের দাগ থাকলে তার নজর এড়াবে না।

আপনার পৌরুষে আঘাত না লাগলে আর্থিক ব্যাপারে তার পরামর্শ নেবেন। আপনার সংসার খরচের ভার তার হাতে তুলে দিন। সে বাস্তববাদী, সংসারের অনেক অপব্যয় সে বন্ধ করে নিখুঁত ভাবে সংসারটা চালিয়ে দেবে।

কন্যায় রবির নারীর সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলবেন, তখন আপনার ভাষা সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন। অমার্জিত ভাষা, গালাগাল, দিব্যি গালা এ সব সে ভীষণ অপছন্দ করে। আপনার আচরণ সম্বন্ধেও সাবধান থাকবেন। গ্লাস খুঁজে না পেলে হাত ধোবার বাটিতে পানীয় ঢেলে চুমুক দেবেন না, চুইং-গাম চিবাতে চিবাতে তার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনার বেশভূষাও যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত রুচির হয়। আরও আছে। এই নারীর সঙ্গে প্রেম করার সময় আপনাকে হয়তো দিনে দুবার দাড়ি কামাতে হতে পারে, চুল ভালভাবে আঁচড়াতে হবে আর জুতো চকচকে পালিশ করা হওয়া চাই। আপনাকে সুরুচি সম্পন্ন সুবেশধারী না দেখলে আপনার প্রেমিকা স্বামীরূপে পাবার জন্য অন্য পুরুষ খুঁজে নেবে।

এই নারীকে সঙ্গিনী করে কখনো রেসের মাঠে যাবেন না। অনিশ্চিত আয়ের জন্য আপনার এক সপ্তাহের রোজগার বাজি ধরলে সে আপনাকে বোকা ভাববে। জুয়া খেলা সে অপব্যয় বলে মনে করে, অপছন্দ করে। আর একটা কথা, তার সঙ্গে ডেটিং-এর সময় কখনো দেরী করে উপস্থিত হবেন না। সে ভীষণ ঘড়ি ধরে চলে। আপনাকে গোপনে একটু বুদ্ধি দিয়ে দিই। দেরীর দোষটা ঘড়ির ওপর চাপিয়ে দেবেন। বলবেন যে ঘড়িটা পুরানো বলে ঠিক মতো সময় দেয় না আজকাল। একটা দামী ঘড়ি কেনা দরকার। সে আপনার বিলম্বে উপস্থিত হওয়া ক্ষমা করে দেবে আর দামী ঘড়ি কিনে আপনি যাতে খরচের ধাক্কায় না পড়েন সে জন্য দেরী হলেও আর আপনার কৈফিয়ৎ চাইবে না। এই নারীর প্রেমে পড়লে সে আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে আপনাকে সমস্যা সমাধানের সঠিক উপদেশ দেবে। তবে এই নারীর সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন। পরিচয় হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে 'শুভরাত্রি' জানাবার সময় হঠাৎ তাকে চুম্বন করে বসবেন না। অপেক্ষা করুন। যতক্ষণ না আপনাকে তার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করছে। কিন্তু আপনি তার সমালোচনা বা নিন্দা করতে যাবেন না। এমন কি সে আপনার সম্বন্ধে করলেও।

কারণ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে সংশোধন করা। আর সে নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সেগুলি তার স্বভাব জাত, সমালোচনা দ্বারা তা সংশোধন অসম্ভব। কাজেই সেই চেষ্টায় বিরত থাকুন।

জননীরূপে এই নারী খুব বেশি সন্তান কামনা করে না। একটি বা দুটি সন্তানকে ঠিক মতো লালন-পালন করতে চায়। এই মায়ের ছেলেকে সর্দি ঝরা নাকে পাড়ার গলিতে দৌড়তে দেখবেন না। বাড়িতেও আপনার দরকারী কাগজপত্র ছোট হাতের ছাপে ছেঁড়া অবস্থায় দেখবেন না, আপনার পাইপের তামাক টেবিলময় ছড়ানো দেখতে পাবেন না। সন্তানের শরীরের উপর শিক্ষার উপর শৃংখলাপরায়ণতার উপর এই জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে। মাকে সন্তানরা বেশ শান্ত ও স্নেহময়ী বলে মনে করবে, কারণ মা তাদের স্নেহ আর আনন্দ দুই-ই বিতরণ করবে অকৃপণ ভাবে।

গৃহিণীরূপে এই নারী সংসারকে স্বর্গ করে তোলে। দিনের কর্ম শেষে গৃহে ফিরলেই গরম খাবার পাবেন, টেবিলে টাট্‌কা ফুলের গন্ধ পাবেন; শার্টের বোতামটা বসিয়ে রাখা হয়েছে দেখবেন। আপনি অসুস্থ হলে রাত জেগে আপনার সেবা করবে। আপনার কষ্টার্জিত অর্থ বোকার মতো খরচ করে বসে থাকবে না। আপনার প্রতি তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত। আপনার গোপন কথা কখনো ফাঁস করবে না। ঈর্ষান্বিত হয়ে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করবে না। তার উপস্থিতি আপনার ঘর আলো করে রাখবে। এই রকম জীবন সঙ্গিনী পাওয়া নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। তবে তার কথা মত নখ কাটতে, দাড়ি কামাতে, খাওয়ার পর দাঁত মাজতে, পরিষ্কার জামা-জুতো পরতে আপনার আপত্তি করার কী আছে? এক কুঁড়েমি ছাড়া? মনে রাখবেন সেটা এই নারী সহ্য করতে পারে না।

## কন্যায় রবির—শিশু

এই শিশুরা আহার সম্বন্ধে খুবই খুঁতখুঁতে হয়। তার মনোমত খাবার না পেলে সে কিছুতেই খাবে না, খাওয়াতে গেলে মুখ না খুলে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। মাঝে মাঝে তারা হজমের গোলমালেও পড়ে।

শিশুকাল থেকেই এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিজেদের পুতুল খেলনা গুছিয়ে রাখবে। অপরিচিত লোকজনের সামনে তারা চুপচাপ শান্তভাবে থাকবে, বাড়ির পরিচিতজনের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করবে। তারা খুব ছোটবেলাতেই কথা বলতে শেখে। কিন্তু লাজুক স্বভাবের বলে অপরিচিত লোকের সামনে মুখ খুলবে না। এই শিশুকে মানুষ করা কষ্টকর নয়, মার ঘর গেরস্থালীর কাজে তারা খুশি মনে সাহচর্য করবে। মার কাজকর্ম অনুসরণ করে তারা আনন্দ পায়। এই শিশুর মধ্যে অনুকরণ করার ভাল ক্ষমতা আছে। বাইরে কোন শব্দ, মোটরের হর্ণ, জলের পাম্পের শব্দ—সে খেলার সময় কণ্ঠে শুনিয়ে দেবে। সুপ্ত অভিনয় শক্তি ভবিষ্যৎ জীবনে বিকশিত হয়ে তাকে খ্যাতি এনে দিতে পারে।

স্কুলে এই শিশু শিক্ষকদের প্রিয় হয়ে উঠবে। কারণ সে বিদ্যালয়ের শৃংখলা ভঙ্গ করবে না এবং পাঠ্যবস্তুতে ফাঁকি না দিয়ে মন দেবে। আচার-আচরণ সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ সে উপদেশ মেনে চলে। তার সমালোচনা খুব সাবধানে করতে হবে। তার ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে বেশি নিন্দা করলে তার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় আর এই মনমরা ভাব তার অসুখ ডেকে আনতে পারে। ক্লাসে সকলের সামনে নিন্দা করলে সে মনে এমন ব্যথা করবে যে কিছুকাল তার আর কোন কিছু শেখার আগ্রহ থাকবে না, তার ভুল সম্বন্ধে শান্তভাবে তাকে একবার বললেই যথেষ্ট। ভুল সংশোধনের ব্যাপারে শিক্ষকের চেয়ে সে নিজে কম আগ্রহী নয় বরং বেশি হতে পারে।

এই শিশু অল্প বয়স থেকেই নির্ভরযোগ্য ও কাজের হয়। তার সততা ও সব ছোটখাট ব্যাপারেও অমনোযোগী না হওয়ার জন্য শিক্ষকরাও অনেক সময় তার সাহায্য নিতে পারে। নিচু ক্লাসের অংকের খাতার উত্তরগুলি ঠিক আছে কিনা দেখার ভার বহু সময় শিক্ষকরা তার উপরই ছেড়ে দেয়। মনিটার হিসাবে সে খুব সুদক্ষ।

সহপাঠীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ভালই হয়। তবে তারা তার পেছনে লেগে বেশি বিরক্ত করে নিশ্চয়ই তাদের উপর খাপ্পা হয়ে উঠবে? সে খুবই অনুসন্ধিৎসু। ছাত্রজীবনে অনেক কিছু জানতে শিখতে চাইবে। তাই বই পড়তেও ভালবাসবে। কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত থাকলে তার জন্য আক্ষেপ তার চিরকাল থাকবে।

আপনার এই শিশু স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল। তাকে যেমন কড লিভার ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ান, তেমনি আদর-যত্নও খাওয়াবেন। দৈনিক তাকে একটু আদর করবেন, চুমু খাবেন, বুকে জড়িয়ে ধরবেন, পিঠ চাপড়াবেন। সে চিরজীবন আপনার বাধ্য সন্তান হয়ে থাকবে।

সে কিছু অভ্যাসের দাসত্ব করবে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু কাজে সে অভ্যস্থ হবে। ঠিক সময়ে আহার বা স্নান না হলে বিরক্ত হবে। তার জিনিসপত্তর এদিক-ওদিকে সরানো চলবে না। অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অন্যের অধিকার মেনে নেবে না। বয়স্কদের সমালোচনা সে প্রায়ই করবে, এমনকি তাদের আচর আচরণ, কথাবার্তার ঢং নকল করে মজা পাবে। আপনার রান্নার সমালোচনাও সে করে বসবে। তার মুখ থেকে শুনবেন আপনার আনাজপত্তর বেশি সিদ্ধ হয়ে গলে গেছে বা কম সিদ্ধ হয়ে কাঁচা আছে, মোটকথা ঠিক মত কাজটা হয়নি—এই খুঁতখুতে খুদে মানুষটি জানাবে। তবে মনে রাখবেন, মার একটু মাথা ধরলে বা পিতার কোন কষ্ট হলে তার সমবেদনার শেষ থাকবে না।

এই শিশুর একটি পোষ্য চাই। পাখি বা বেড়াল পুষতে সে ভালবাসে। তার চেয়ে দুর্বল প্রাণীর সেবা করা তার কাছে আনন্দদায়ক। বয়সের তুলনায় সে একটু বেশি বিজ্ঞ। নানা বিষয়ে তার কথাবার্তা শুনে আপনি আনন্দ পাবেন। আর আপানাকে আনন্দ দান করতে পারলে সে নিজেও খুব খুশি হবে। তার কাছ থেকে আপনি

কী চান সেটা জানলে তা আপনাকে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তাই লেখা পড়ায় ভাল হও জানালে সে সত্যিই সেরা ছাত্র হয়ে উঠবে।

অন্য ছেলেদের মতো সে রূপকথার গল্পে বা দিবাস্বপ্নে মগ্ন হবে না। সে বাস্তববাদী। নিজের ভালমন্দ সে বোঝে। এই সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনাকে বেশি ভাবতে হবে না।

## কন্যায় রবির—মনিব

আপনার মনিব যদি কন্যায় রবির মানুষ হয়, তাহলে তার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হন। সম্ভবতঃ সে খুব সুখী নয় এবং তার কোন কষ্ট আছে। এই রাশির মানুষ সাধারণতঃ খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা হয় না, কারণ অন্যের উপর কর্তৃত্ব করা তার ধাতে নেই, লাজুক প্রকৃতির মানুষ নেতা হয়ে হুকুম চালানো পছন্দ করে না। অবশ্য জন্ম-কুণ্ডলীতে অন্যান্য গ্রহের প্রভাবের ফলে এই মানুষ মনিব হলে দক্ষ মনিবই হয়, কারণ নিখুঁত ভাবে কাজ করা তার স্বভাব। তবে কন্যায় রবি মনিবের সংখ্যা আঙুলে গোনা চলে।

বড় কোম্পানীর কর্তা হতে গেলে ব্যবসার প্রয়োজনে ছল-চাতুরির প্রয়োজন হয়। এই মানুষ ভণ্ডামিকে ঘৃণা করে, সে স্পষ্টভাষী। কিন্তু কোন বড় পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দোষত্রুটি বুঝতে তার মতো সক্ষম কেউ নয়। তাই অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানীতে কর্তা না হলেও কর্তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সে হয়। কোম্পানীতে উঁচু পদে বসে হুকুম চালাতে অপারক হলেও কোম্পানী চালাতে সে খুবই দক্ষ। নিরহংকারী বলে কোম্পানীর চেয়ারম্যান হতে না চাইলেও ডিরেক্টার্স বোর্ডে সে যদি থাকে তাহলে কোম্পানীর সত্যিই ভাল হয়। কোম্পানীর বড় ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রিতদের মদ্যপান হৈ-হুল্লোড় এই মানুষকে বানপ্রস্থে পাঠিয়ে দেবে। এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে বাধ্য হলে মুখচোরা মানুষটি কোম্পানী ছেড়ে পালাবে।

প্রতিষ্ঠানটি যদি ছোটখাট হয়, ডজন খানেক কর্মী কাজ করে, সেই কর্তা হিসাবে এই মানুষ নিখুঁত ভাবে কোম্পানী চালাবে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো উত্তাল সমুদ্রের ঝড়-ঝাপ্টার মাঝেও সে তার জাহাজ ঠিক পথে চালাবে। কারণ কোথায় ঘূর্ণি আছে, কখন জোয়ার-ভাঁটা আসবে এই সব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সে সচেতন।

এই মনিবের প্রতিষ্ঠানে প্রোমোশন পেতে হলে আপনাকে নিজের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। টাইপে প্রায়ই বানান ভুল, আঙুলে কালির দাগ, টেবিলে ফাইলপত্র অগোছাল ভাবে রাখা এই মনিব সহ্য করবে না। মনিব আপনার সমালোচনা করলেও তার সমালোচনা আপনি করতে যাবেন না। যে দরকারী চিঠিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা কাল তিনিই নিজে কোথায় রেখে ভুলে গেছেন, এ কথাটা তার মুখের উপর বলতে যাবেন না। এই মনিব নিন্দা শুনতে পারে না। মুখ

বুঝে তার কাছে কাজ করলে আপনার চাকরি পাকা। আর একটা কথা, অফিসের সময়টা মেনে চলবেন। দেরীতে আসবেন না, লাঞ্চে গিয়ে আধ ঘণ্টা বেশি সময় কাটিয়ে আসবেন না। মনিব নিজে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে, তাই সে চাইবে কর্মচারীরাও ঘড়ির কাঁটা মেনে চলুক।

মনিবের সব কিছু সুষ্ঠভাবে করার ইচ্ছায় যদি আপনি যথাযথ মর্যাদা দেন, তাহলে দেখবেন তার মতো সহৃদয় বন্ধু আপানার নেই। আপনার কড়ে আঙুলের নখে ব্যথা হলেও আপনি তার সহানুভূতি পাবেন। শরীর খারাপ হলে 'সিক-লিভ' নিতে আপনার অসুবিধা হবে না। মিনি স্কার্ট আর উগ্র 'মেক-আপ' নিয়ে অফিসে আসবেন না, সহকর্মীদের সঙ্গে ফ্যার্ট করতে যাবেন না। এ সব মনিব সহ্য করবে না। আপনার বেশভূষা যদি মার্জিত হয়। বাক্যালাপ যদি মার্জিত ও সংযত হয় এবং কাজকর্মে একটু বুদ্ধির পরিচয় দেন, তাহলে দেখবেন আপনার এই মনিবের মতো বিবেচক, দয়ালু, সহানুভূতিশীল আর কোন কোম্পানীতে পাবেন না।

এই মনিবের কাছে সব সময় সত্যি কথা বলবেন। আপনার মিথ্যে কথা সে সহজেই ধরে ফেলবে। মনে রাখবেন তাকে বোকা বানানো সহজ নয়। আপনাকে ঠিক মতো মেপে নেওয়ার মতো বুদ্ধি তার আছে। অন্যের মতো নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে গর্ব করতে সে চায় না, কারণ মানুষটি লাজুক এবং নিরহঙ্কারী। মাইনের ব্যাপারে সে আপনার ক্ষমতা বিচার করে সঠিক অংকেরই দেবে। যার যা প্রাপ্য তাকে তার থেকে বঞ্চিত করার পাত্র সে নয়। প্রোমোশনের লোভে তার কাছে অবাস্তব ভিত্তিহীন বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলবেন না। মনে রাখবেন 'facts and figures'-এর বিষয়ে সে যথেষ্ট পারদর্শী।

তাকে যদি তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সমর্থন করেন এবং বুঝিয়ে দেন আপনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তাহলে সে কখনো আপনার ক্ষতি করবে না। সে মনে মনে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ তার বন্ধুর সংখ্যা কম। বিবাহিত বা অবিবাহিত, যাই হোক না কেন, সে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। আপনার সহানুভূতি পেলে তার পদমর্যাদা ভুলে আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে।

## কন্যায় রবির—কর্মচারী

যদি আপনার কন্যায় রবির কোন পুরুষ বা নারী কর্মচারী থাকে তাকে রত্ন মনে করে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। এই কর্মচারীকে সহজে হাত ছাড়া করবেন না। বরং ধীরে ধীরে তাকে প্রোমোশন দিয়ে আপনার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সহকারী করে তুলবেন। অবশ্য এই পদোন্নতি দুম্ করে ঘটিয়ে বসবেন না। তাতে সে খুশি না হয়ে শংকিত হয়ে উঠবে। সে সন্দেহ করবে আপনি এক ভাবপ্রবন হঠকারী, নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যায় না।

তাকে তার উপযুক্ত বেতন দেবেন। নিজের কর্মক্ষমতার বাজার দর তার অজানা

নয়। আপনাকে বিচারবুদ্ধিহীন ও ন্যায়পরায়ণ নয় মনে করলে সে আপনাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। অর্থ তার কাছে মূল্যবান, কারণ শেষ জীবনে আর্থিক দুর্দশায় পড়ায় ভয় তার মনে সব সময় থাকে। তাছাড়া বার্ধক্য কর্মক্ষমতা হারানো ও রোগ শয্যায় পড়ে থাকার ভয়ও তার মনে বাসা বেঁধে থাকে। যদিও রাশি অনুসরে অন্য সব রাশির মানুষের চেয়ে বার্ধক্যে সে সুস্থ থাকে। এই মানসিক ভীতির জন্য সে উচ্চাভিলাষী হয়, আর্থিক নিরাপত্তার জন্য ব্যগ্র হয়।

আপনি টের পাবেন এই কর্মচারীর সব কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করার ক্ষমতা আছে, সব কাজই নিখুঁতভাবে করতে চায়। তার ওই খুঁত ধরার ব্যাপার মাঝে মাঝে আপনার অস্বস্তির কারণ হতে পারে। সে আপনার কাজের ভুলত্রুটিও মুখের উপর বলে বসতে পারে। এতে আপনি কিছু মনে করবেন না। কারণ মনিব হিসাবে সে আপনাকে অশ্রদ্ধা করবে না, এমন কি তার অন্য সহকর্মীদের চেয়ে সম্মান দেখাবে। তবে সমালোচনা করা তার স্বভাব এবং এই সমালোচনা নিছক নিন্দা নয়, তার উদ্দেশ্য কাজকর্মের উন্নতি সাধন।

এই কর্মচারীর দোষত্রুটি যাই থাক না কেন, মনে রাখবেন সে বিশ্বস্ত ও নির্ভর-যোগ্য। সে বুদ্ধিমান, সব বিষয়ে বাস্তববাদী এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। কোন কাজ যা তা ভাবে শেষ করবে না কিংবা অর্ধেক করে ফেলে রাখবে না। অলসতা তার ধাতে নেই। এমন কি অন্যের অলসতাও সে সহ্য করতে পারে না। মনিব যদি অফিস ছুটির আগে গলফ খেলতে চলে যায় তাহলে সে মনে মনে অখুশি হবে।

এই মানুষের কর্মক্ষমতা বেশি বিকশিত হয় এমন ব্যবসায় যাতে জনসাধারণের সেবা করা যায়। ওষুধের ব্যবসা, খাদ্যবস্তুর ব্যবসা, বিজ্ঞান গবেষনাগারের সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবসা এই মানুষের ভাল লাগে। অ্যাকাউন্টিং, বুক-কিপিং এই সব কাজে এই মানুষের জুড়ি মেলা ভার। এই কর্মচারীর কাজের তদারকি না করেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সে যদি বোঝে কোন কাজে বেশি সময় লাগবে, তাহলে আপনি তাকে অনুরোধ করার আগে সে স্বেচ্ছায় 'ওভার-টাইম' খাটবে। কোন কাজ সম্পন্ন করতে দেরী হলে সে চটপটে নয় এ কথা ভাববেন না। নিখুঁত ভাবে কাজ করতে গেলে অন্য কর্মচারীর চেয়ে একটু বেশি সময় তার দরকার।

এই কর্মচারীকে 'সেলসম্যান'-এর কাজ দিয়ে বাইরে পাঠানো উচিত হবে না। যে স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী ও সৎ। খরিদ্দার ধরার বাগাড়ম্বর বা মিথ্যা প্রচারের ঢাক বাজানো তার দ্বারা সম্ভব নয়।

এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটির কাজের টেবিল যখন অগোছালো দেখবেন তখন বুঝবেন কোন ব্যাপারে তার মনটা খারাপ হয়ে আছে ; যেমন ধনুরাশির জাতকরা হঠাৎ যদি পরিচ্ছন্নতা ও সতর্কতায় আগ্রহী হয়ে উঠে তো বুঝতে হবে কোথায় কিছু অঘটন ঘটেছে।

এই মানুষটি শান্তিতে কাজ করতে চায়। তার কাজের রুটিন ওলোট-পালট করবেন না। সপ্তাহে যে দিন সে ছুটি পায়, সেইদিনই তাকে ছুটি দেবেন। প্রয়োজনে সে ওভার-টাইম করলেও তার দৈনন্দিন রুটিন সে সব সময় মেনে চলতে চায়। তার

কাজের প্রশংসা মাঝে মাঝে করবেন। প্রশংসার কাঙাল না হলেও নিজের যা প্রাপ্য সে সম্বন্ধে সে সচেতন।

একবার আপনি তাকে নিচু পদ থেকে ( নিচু পদ থেকে কর্মজীবন শুরু করতে সে দ্বিধা করে না ) ধীরে ধীরে আপনার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ করার পর নিশ্চিন্তে তার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে আপনি গলফ খেলতে যেতে পারেন। ফিরে এসে তার অপ্রসন্ন দৃষ্টি দেখলেও মনে মনে বুঝবেন আপনার অনুপস্থিতিতে কোন কাজ আটকে থাকেনি। পুরুষ কর্মচারী হলে তাকে বোনাস দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন। আর সে যদি অবিবাহিতা নারী হয় এবং আপনার যদি গৃহিনী না থাকে, তাহলে তার হাতে আপনার সংসারের ভার তুলে দিয়ে আরও বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

# (LIBRA) তুলা রাশিতে রবি

## জন্মকাল—২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ অক্টোবর

### তুলায় রবির জাতককে জানুন

তুলায় রবির জাতকরা মানুষকে ভালবাসে, তবে মানুষের ভিড় অপছন্দ করে। তারা রূঢ়তা ঘৃণা করে। শান্তিবাহী দূতের মতো তারা অন্যদের ঝগড়া-বিবাদ মিটমাট করে দেয়। তারা শান্ত স্বভাবের, কিন্তু কারও হুকুম মেনে চলার পাত্র নয়। তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বাকপটু। আপনার কাছে সমানে বকে গেলেও তার মতো ভাল শ্রোতা পাওয়া যায় না। তার চরিত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাব আপনাকে অনেক সময় অবাক করবে। অবশ্য সে নিজেও কম অবাক হয় না। যেমন সে একটু ছটফটে, কিন্তু সে তাই বলে কোন ব্যাপারে ঝট করে ছুটে যাবে না।

অনেকে বলেন এই রাশির জাতক মাধুর্য, সৌন্দর্য, প্রেমে ভরা। কথাটা পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশে সত্য। এই রাশির প্রতীক তুলাদণ্ড হলেও ওজন যে ঠিকমতো হবে তার কি নিশ্চয়তা? দাঁড়ি পাল্লার কাজ তো ওজন করা, কিন্তু ওজনে ভুল থাকলে দাঁড়িপাল্লা দোষী নয়, যে ওজন করে সে দোষী। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করতে গেলে পাল্লা দুটি বার কয়েক ওঠানামা করে তবে সমতায় আসে। এই রাশির মানুষ তেমনি, সে কোন বিষয় বা ব্যক্তির কখনো ভাল দিক দেখে, কখনো মন্দ দিক দেখে তারপর সমদর্শী হতে কিছুটা সময় নেয়। তাই এই মানুষ মাঝে মাঝে উত্তেজিত, বিরক্তিকর, বিবাদপ্রিয়, একগুঁয়ে অশান্ত, বিষন্ন, বিভ্রান্ত হতে পারে। তবে শেষকালে সে সব কিছু যথাযথ বিচার করতে সক্ষম হয়।

এই মানুষের মুখে সব সময় খুশির ভাব দেখবেন। সে রাগলেও রাগ গোপন করতে পারে। এমন কি খুব রেগে যখন কারুকে বলবে, 'তোকে আমি ঘেন্না করি। এক ঘুসিতে তোর নাক ভেঙে দেব।' তখনও তার কণ্ঠস্বর শুনে আপনার মনে হবে সে বোধহয় জিজ্ঞাসা করছে, কেমন আছ? ভাল তো?'

এই রাশির পুরুষরা সুশ্রী আর নারীরা সত্যিই সুন্দরী হয়। অবশ্য পৃথিবীর সব সুন্দর নর-নারী এই রাশির নয়। রাশির ক্ষেত্রে রবির মতো শুক্রের প্রভাবও বিবেচনা করতে হয় সৌন্দর্য বিচারের ক্ষেত্রে। শুক্রের প্রভাব অসাধারণ সৌন্দর্যের কারণ। তবে মনে রাখবেন তুলায় রবির মানুষরা কুৎসিত কদাকার খুব কমই হয়। নারী বা পুরুষ সকলের মধ্যে এক আকর্ষনীয় ক্ষমতা আছে—যা তাদের মুখমণ্ডলে সৌন্দর্যের লক্ষণ রূপে প্রতিফলিত হয়। তুলায় রবির এমন জাতক পাবেন না যার হাসি দেখে মনে হবে না শুভ্র জ্যোৎস্না ঝরে পড়েছে। অবশ্য শুক্রজাতকের হাসির উত্তাপে বিশ হাত দূরে থেকে চকোলেট বার গলে যাবে। তুলার জাতক খুব কমই মোটা

হয়। রোগা ডিগডিগেও হয় না। মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম প্রায়ই দেখবেন। গালে টোলও দেখতে পেতে পারেন। খর্বাকৃতির বদলে তারা বেশির ভাগই দীর্ঘদেহী হয়।

এই জাতকের বুদ্ধি-বিবেচনা, শান্ত মধুর আকর্ষনীয় স্বভাবের জন্য তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে আপনার মনে হবে কোন দেবদূতের বা পরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তবে সাবধান থাকুন, তার তুলাদণ্ড কিন্তু ওঠানামা করবে, যতক্ষণ না সমতায় এসে স্থির হচ্ছে। কথাবার্তার সময় দেখবেন সে হয়তো প্রথমে কথার ঝড় বইয়ে দেবে, পরে চুপচাপ বসে কোন মন্তব্য না করে একাগ্র মনে শুনে যাবে। যখন অন্যেরা তর্কাতর্কিটা বিবাদে পরিণত করতে যাচ্ছে, সে তখন মধ্যস্থতা করে শান্তি স্থাপন করবে। তারপর কোন এক সময় নিছক তর্ক করার আনন্দে অন্য সকলকে আক্রমণ করে বসবে। এই নারী যখন আপনাকে হৃদয় দান করতে আসবে, তখনো এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে যাবে ভুল হচ্ছে ভেবে। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনার প্রেমিকা বুদ্ধিহীনা, অবিবেচক নয়।

এই মানুষের স্বভাবের মধ্যে আর একটি পরস্পর বিরোধীতা আছে। একটানা কয়েক দিন কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস সে কর্মব্যস্ত থাকতে পারে। সারা রাত্রি জেগে কাজ করাও তার কাছে কিছু নয়। তারপর হঠাৎ একদিন কাজ ছেড়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বলে বসবে আমার কাজ ভাল লাগছে না। তার কুঁড়েমি দেখেও আপনি অবাক হবেন। চামচ মুখে তুলে খেতেও যেন তার কষ্ট হচ্ছে। মনে রাখবেন দাঁড়ি পাল্লা কর্ম ও অলসতার মাঝে ওঠানামা করছে। তার বন্ধুরা জানে সে কখনো অক্লান্ত কর্মী আবার কুঁড়ের রাজা।

তার মনোভাবের মধ্যেও পরস্পর বিরোধীতা অন্যকে অবাক করবে। কখনো তাকে দেখবেন আনন্দ সাগরে ভাসছে, কখনো দেখবেন দুঃখে অশ্রুর বন্যা বহাচ্ছে। কখনো সে প্রশংসার পুষ্পার্ঘ্য আপনার পদতলে নিবেদন করবে, কখনো তীক্ষ্ণ শ্লেষ বাক্যের কষাঘাতে আপনাকে জর্জরিত করবে। তবে মিথুন রাশির জাতকের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। তুলার মনোভাব পালা করে একবার এক রকম, পরের বার অন্য রকম হয়। আর মিথুনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চরিত্রটাই বদলে যায়, যেন দুটি মানুষের দুরকম আচরণ। তার মনোভাবের পাল্লা উঠানামা করে না।

এই জাতক সুস্থতার প্রতি দৃষ্টি রাখে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন বলে সে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক সুস্থ থাকে, তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটি ভয়ের কথা হচ্ছে যে কোন খাদ্য বা পানীয়ের প্রতি সে যখন বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়। সে বেশি মিষ্টি খেয়ে মোটা হতে পারে, পেটের গণ্ডগোলে ভুগতে পারে, চর্মরোগ হতে পারে। বেশি মদ্যপান তার লিভার কিডনির ক্ষতি করতে পারে, তীব্র মাথা ধরার কারণ হতে পারে। বিষন্নতায় মগ্ন হলে চর্মরোগ, ফোড়া ইত্যাদিতে ভোগে। এই জাতকেরা হজম শক্তি নষ্ট করে ফেলার জন্য আলসারে বেশি আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না নিয়ে এক নাগাড়ে কাজ করার ফলে কিছু ( রোগ ডেকে আনে)। এরা অসুস্থ হলে দীর্ঘ বিশ্রাম, উৎসাহদায়ক মিষ্টি কথা, মনোমত বই ও সঙ্গীত

পেলে এবং সব রকম মানসিক উত্তেজনা থেকে দূরে থাকলে অন্য জাতকদের চেয়ে তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হয়।

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই মানুষ খুব সৎ। কোন কাজ সে শুরু করতে সময় নিতে পারে সব দিক ভেবে চিন্তে দেখার জন্য, কারণ সে চায় না কাজের মাঝামাঝি। কোন ভুলের জন্য যেন কাজটা আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কোন কঠিন বিষয়ে একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করার শক্তি তার অসাধারণ। কোন এক সিদ্ধান্ত নেবার সময় কেউ তাকে তাড়া দিয়ে সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য করে এটা কখনোই চায় না। ধৈর্যহীন ব্যক্তিরা তাকে ভীষণ রাগিয়ে দেয়।

এই মানুষ বই পড়তে অত্যন্ত ভালবাসে। সুন্দর ছাপা, সুন্দর ভাবে বাঁধানো বই সে পছন্দ করে। তুলা রাশিতে রবির প্রায় প্রত্যেক জাতকের গৃহে আপনি তার নিজস্ব লাইব্রেরী দেখতে পাবেন।

সর্ব বিষযে এই মানুষ সুসামঞ্জস্য পছন্দ করে, বিশেষ করে রংয়ের ব্যাপারে। লেখায় বা কথায় উপযুক্ত শব্দের ব্যবহারে এই জাতকের পারদর্শী এবং অন্যের কাছেও তারা সেটা প্রত্যাশা করে। মনে-প্রাণে এই মানুষটি শিল্পী, তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, গানের জলসায় প্রায়ই যায়। উৎকৃষ্ট খাদ্য-পাণীয় তাকে আকর্ষণ করে। পার্টিতে তার আলাপ-আলোচনা সরল মন্তব্য অন্যদের খুবই ভাল গাগে।

এই মানুষকে বুঝতে হলে আপনার স্মরণ রাখতে হবে দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লার ওঠা-নামার ব্যাপারটি। কখনো সেই পাল্লা প্রফুল্লতার দিকে ভারী হচ্ছে, কখনো বিষণ্ণতার দিকে। কখনো কোন বিষয়ে সে ভীষণ আশাবাদী, আবার কখনো সেই বিষয়েই ভীষণ হতাশাগ্রস্ত। তবে ঘাবড়াবেন না। ঋতু চক্রে তো প্রখর গ্রীষ্ম আছে, আবার প্রচণ্ড শীত আছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা নাতিশীতোষ্ণ শরৎ ও বসন্ত ঋতুও আছে। তুলা রাশির জাতক পাল্লার দুটির মতোই এক সময় সমতায় আসে, দু দিকের বাটখারা বিবেচনা করে চাপাতে হয়। তুলার মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনার বাটখারায় সব কিছু ওজন করে নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়।

## তুলায় রবির বিখ্যাত জাতকরা

| | |
|---|---|
| সারা বার্নাহার্ড | মহাত্মা গান্ধী |
| ব্রিজিট বার্দো | ইউজেন ও'নীল |
| ডি আইসেনহাওয়ার | অস্কার ওয়াইল্ড |
| টি এস এলিয়ট | চার্লটন হেস্টন |
| গ্রাহাম গ্রীন | ওয়াল্টার লিপম্যান |
| রিটা হেওয়ার্থ | মার্সেলো ম্যাস্ত্রোইয়ানি |

এই মানুষের কাছ থেকে আপনি বিনা মূল্যে প্রচুর উপদেশ পাবেন। আপনার সব সমস্যার নিখুঁত সমাধান করে দেবে, যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবে। কিন্তু আপনি ভবিষ্যতে যা স্বপ্ন দেখেন, তা শুনলে হাসবে যুক্তিবাদী এই মানুষটি। আপনার প্রেমের ব্যাপারেও তার যুক্তিপূর্ণ কথা হয়তো উৎসাহিত করবে, না হয় হতাশ করবে।

আপনাকে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই। এই মানুষের আকর্ষণীয় প্রভাবে একবার পড়লে তার থেকে মুক্ত হওয়া আপনার মুশ্কিল হবে। তার কাছ থেকে পালাতে গেলে সে এমন সব যুক্তি দিয়ে আপনাকে ধরে রাখবে যে, সেই যুক্তির জাল কেটে বের হতে গেলে আপনাকে পাকা উকিল হতে হবে। তাছাড়া সে এমন মধুর ব্যবহার করবে যে পূর্বের ব্যবহারের বা স্বভাবের স্ববিরোধিতা আপনি ভুলে যাবেন। তার মিষ্টি হাসিতে মুগ্ধ হয়ে আপনি তাকে আপনার হৃদয় দান করে বসবেন। বৃশ্চিকের মতো সে আপনাকে সম্মোহিত করবে না। তার আকর্ষণ যুক্তিযুক্ত, সত্য, কোন অলৌকিক ব্যাপারের সে ধার ধারে না। তার কাছে আত্মসমর্পণের কারণ হচ্ছে আপনার বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি যুক্তি গ্রাহ্য আবেদন।

তার সঙ্গে প্রেমের পথ সরল মসৃণ। মানুষটাকে অদ্ভুত মনে হবে, তার ভাবাবেগ দাঁড়িপাল্লার পাল্লার মতন ওঠা নামা করতে দেখে। তার স্ববিরোধী স্বভাবের জন্যে কখনো আপনি হবেন তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আবার কখনো তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনাকে প্রাণপণে চিৎকার করতে হবে। তবে তার স্বভাবের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলে আপনার জীবন মধুর হয়ে উঠবে, হাসি-ঠাট্টায় ভরে যাবে, সবচেয়ে বড় কথা আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না।

কোন বিষয়ে মনস্থির করা এই মানুষের পক্ষে কষ্টকর, সেটা যেন বন্য পশুকে বশ মানানোর মতোই কষ্টসাধ্য। এমন কি একবার মনস্থির করার পরেও আগে থেকে আভাস না দিয়ে সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে, যদি সে বোঝে কোথাও ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

তুলায় রবির পুরুষ ও প্রেম শব্দটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রেমের দেবতা কন্দর্প তার সব কিছু কলাকৌশল এই মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এই মানুষ যে কোন নারীকে সহজেই জয় করতে পারে। নারী সম্বন্ধে এই মানুষের দুর্বলতা নব্বই বছর বয়সের আগে যাবার নয়। বিবাহিত হলে তার পক্ষে বাস্তবে অন্য নারীর সঙ্গে প্রেমে বাধা আছে বটে, কিন্তু কল্পনা করতে তো বাধা নেই? বাস্তবে না পেলে কল্পনায় সে প্রেম করবে। তাই সে বন্ধুত্ব ও প্রেমের মধ্যে বহু সময়েই গোলমাল করে ফেলে। ফলে প্রায়ই সে পরিচিত নারীদের একান্ত ভাবে না পাওয়ার মনোবেদনায় জর্জরিত হয়।

এই মানুষের স্বভাবের মধ্যে চাপল্যের লক্ষণ আছে। তার নাকের ডগায় যা

ঘটছে অনেক সময় তা লক্ষ্য করে না। তা সত্ত্বেও সে যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করে তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই করে। সে বেশ বিজ্ঞ বিচারক। আদালতে বিচারকদের মধ্যে অনেকেই এই রাশির মানুষ। এই রাশির মানুষ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। আপনি নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে আপনার গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সে সব দিক ভেবে আপনাকে উপদেশ দেবে। তবে মনে রাখবেন আপনার ভাবাবেগ বা সেণ্টিমেণ্টের কোন মূল্য সে দেবে না। সে ভাবে মনস্তত্ত্ব তার মাথা ঘামাবার বিষয় নয়।

এই মানুষ খুব অর্থকষ্টে না পড়লে সর্বদাই মুক্তহস্তে ব্যয় করে। সুন্দর বা আনন্দদায়ক বস্তুর জন্য অর্থব্যয় সে উচিত বলে মনে করে। মানুষটি অতিথি পরায়ণ, তার বিশ্রামের সময় ছাড়া পরিচিত অভ্যাগতদের সে সাদরে অভ্যর্থনা করবে। অপরিচিত মানুষেব মধ্যে সে সহজে যেতে চায় না। তাতে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। সব তুলার মানুষই জনসাধারণের সংস্পর্শে আসা অপছন্দ করে। জনগণকে তারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, নির্বোধ মনে করে। তার সামাজিক জীবন পরিচিত বুদ্ধিমান মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যার সংখ্যা ডজন খানেকের বেশি হলে সে অস্বস্তি বোধ করে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করবে। তার সঙ্গে কোন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে থিয়েটার দেখতে গেলে নাটকের একটি অঙ্ক দেখেই আপনাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারে। ভাববেন না সে আপনাকে ঘৃণা করে, শুধু জানবেন যে মানুষের ভিড় সম্বন্ধে তার অমূলক ভীতি আছে।

গৃহে বিশৃঙ্খলা এই মানুষকে ডিভোর্স কোর্টে দৌড়াতে বাধ্য করে। রেডিও টি ভি কখনো গ্যাঁক গ্যাঁক করে চালাবেন না, রান্নার ফোড়নের ঝাঁঝালো গন্ধ যেন তার নাকে গিয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ যেন খাদ্যবস্তুতে বেশি না থাকে। মানুষটির রসনা-নাসিকা-কর্ণ-চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি খুবই স্পর্শকাতর, যাকে বলে 'সেনসেটিভ'। এই মানুষটি নিজে খুব অগোছাল হতে পারে, কিন্তু তার গৃহিণী হলে আপনাকে সবকিছু গোছগাছ করে রাখতে হবে। সে নিজে ঘরে কাগজের টুকরো ছড়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঘরে যাতে কাগজের বা সিগারেটের টুকরো না পড়ে থাকে। মোজা জোড়া বাথরুমে শাওয়ারের রডে শুকাতে দেওয়া চলবে না। বিছানায় বালিশ-তোষক ঠিক মতো না পাতলে সে হয়তো বিছানায় না শুয়ে অসন্তুষ্ট মনে চেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে দেবে। তার মন করুণায় ভরা বলে মুখে সে কিছু না বললেও অখুশি হয়। বহির্বিশ্বে নানা অসঙ্গতি তাকে পীড়িত করে বলে সে চায় তার গৃহ যেন মরুভূমির মাঝে এক মরুদ্যান হয়।

পিতা রূপে সে সন্তানদের শৃংখলাপরায়ণ করে তোলে। বড় খোকা যাতে ছোট খোকার চকোলেট না খেয়ে নেয় বা ছোট খোকা যাতে বড় খোকার সাইকেলের স্পোক না ভাঙে সে বিষয়ে তার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। বিনা কারণে তাদের শাস্তি দেবে না, রাগের বশে কখনো সন্তানদের মারধর করবে না, দৈহিক শাস্তির বিপক্ষে সে।

জ্যোতিষী হিসাবে আমি আপনাকে একটি মূল্যবান উপদেশ দিই। যদি সত্যিই আপনি এই মানুষটির প্রেমে পড়ে থাকেন, তাহলে সংকোচ না করে বিবাহের প্রস্তাবটি আপনিই তুলবেন। নাহলে চিরকালই আপনি গাছের ছায়ায় বসে শুধু শুনে যাবেন 'আমি তোমায় ভালবাসি'। সে শুধু মনে মনে ওজন করে যাবে আপনাকে বিয়ে করা উচিত না অনুচিত। তুলাদণ্ডের পাল্লা দুটি ওঠা-নামা করেই যাবে। পাল্লা দুটির ওঠা-নামা আপনিই থামিয়ে দিন। তারপর বিবাহিত জীবনে মানুষটির উপর বিরক্ত হয়ে যখন চায়ের কেৎলিটা আপনি তার মাথায় আছড়ে ভাঙতে যাবেন, তখন হঠাৎ তার মিষ্টি হাসি দেখে সব ভুলে গিয়ে মনে হবে বৃষ্টির মধ্যে গাছের ছায়ায় সারা জীবন বসেও এই মানুষটিকে বলা যেতে পারে, 'আমি তোমায় ভালবাসি।'

## তুলায় রবির—নারী

একবার একটি ছোট ছেলে আমায় প্রশ্ন করেছিল, যার উত্তরটা খুব সহজ নয়। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিছু মেয়েছেলে ফুলপ্যাণ্ট পরে, আবার কিছু ব্যাটাছেলে গায়ে সেণ্ট মাখে কেন?'

আমি চট্ করে তাকে জবাব দিয়েছিলাম, যাতে এই ধরণের আর কোন প্রশ্ন করতে না পারে। আমি বলেছিলাম, 'অনেক পুরুষের মধ্যে মেয়েলী ভাব আছে, আর অনেক মেয়ের মধ্যে পুরুষালী ভাব।'

তুলায় রবির জাতকদের পক্ষে এই কথাটি বহুলাংশে সত্য। এদের পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যেই কিছুটা বিপরীত লিঙ্গের আচার-ব্যবহারের লক্ষণ দেখা যায়।

এই নারীর মধ্যে নারীসুলভ গুণের অভাব না থাকলেও তাকে পুরুষের পোষাকে দেখলে অবাক হবেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা তাতে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র হানি হয় না। এই নারীর মানসিক গঠনও পুরুষের চেয়ে দুর্বল নয়, বুদ্ধি, যুক্তি ইত্যাদিতে সে কোন অংশে পুরুষের চেয়ে কম নয়। কোন বিষয়ে তার সঙ্গে তর্ক করলে আপনার হেরে যাবার সম্ভাবনা আছে। তবে তার হৃদয়ে নারীসুলভ কোমলতা থাকার জন্য দাবা খেলায় সে নিজে ইচ্ছে করে হেরে আপনাকে জিতিয়ে দেবে।

এই নারী নিজের বুদ্ধির পরিচয় দেবার জন্য প্রায়ই বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করবে এবং বিষয়টির ভালমন্দ দুদিক খতিয়ে দেখতে চাইবে। যেমন ধরুন অফিসে আপনার প্রোমোশন হচ্ছে না কেন? তারজন্য কিছুটা দোষ আপনার, আর কিছুটা দোষ আপনার মনিবের। আপনি যদি তার ফেলা এই তর্কের টোপ না গিলতে চান, তাহলে সে নিজেই বাদী ও বিবাদী পক্ষের বক্তব্য আওড়ে যাবে এবং নিজস্ব মন্তব্য অনেক সময় গোপন রাখতে পারে।

অন্য সব রাশিতে রবির নারীদের সঙ্গে তার তুলনা একটি উদাহরণ দিয়ে আপনাকে

বোঝাবার চেষ্টা করি। আমাদের দৃষ্টান্তের বিষয় হোক ভিজিটিং কার্ড। বারোটি রাশির বারোটি নারী আপনার ঘরে আপনাকে ঘিরে আছে (এমন অবস্থায় আপনার বন্ধুদের ঈর্ষার পাত্র হবেন সৌভাগ্যের জন্য)। ভিজিটিং কার্ডের বিষয়ে তাদের মতামত নিম্নলিখিত মন্তব্যের মতো হতে পারে।

মেষ রাশি—কার্ড-টার্ড আমার লাগে না। আমি টেলিফোন করি।

বৃষ রাশি—লোকের বাড়ি আমি যাই না, তার আবার ভিজিটিং কার্ড। লোকেরাই আমার কাছে আসে।

মিথুন রাশি—ভিজিটিং কার্ড! ভিজিটিং কার্ড কারুকে দেবার সময় কার আছে?

সিংহ রাশি—ভিজিটিং কার্ড? হুঁ! জিনিসটা যদি সত্যিই দেখতে ভাল হয়, তাহলে—

কন্যা রাশি—'মহিলা' মাসিক পত্রিকাটায় দেখতে এ সম্বন্ধে সম্পাদিকা কী লিখেছেন।

ধনু রাশি—পোড়া কপাল! ওই সব রাবিশ লোকে এখনো ব্যবহার করে?

বৃশ্চিক রাশি—লোকদের সঙ্গে দেখা না হলে কার্ড দিয়ে কী হবে? তারা যদি বাড়ি না থাকে তো আমাব সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তাদেরই ক্ষতি। কার্ড ছাপিয়ে আমার ক্ষতি করলে কেন?

কুম্ভ রাশি—বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না? বাজেব আওয়াজ শুনলাম যেন।

কর্কট রাশি—কার্ডের চেয়ে আমি চিঠি রেখে আসবো। কার্ডটা বড় নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়।

মীন রাশি—লোকেরা কখন বাড়ি থাকবে না তা আমি বুঝতে পারি। তারা যখন আমার সাক্ষাৎ চায়, তখনি যাই। কাজেই কার্ডের কথা আসে না।

মকর রাশি—কার্ড রেখে আসার প্রথাটা ভাল। কার্ডটা কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনার তো প্রয়োজন নেই। ভাল এনগ্রেভ করে ছাপা না হলে সেটা ভিজিটিং কার্ড বলে ধর্তব্য নয়।

তুলা রাশি—ভিজিটিং কার্ড? বিষয়টা সত্যি আলোচনার উপযুক্ত। এটির ব্যবহার তোমার করা উচিত। অবশ্য আজকের দিনে ওসব অচল হয়ে যাচ্ছে। প্রথাটির উৎপত্তির কারণটা ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া, ভিজিটিং কার্ড ছেপে অনর্থক পয়সা নষ্ট করতে অনেকে চায় না। সত্যি তো পয়সা কি অপব্যয় করতে আছে? অবশ্য ভাল ভিজিটিং কার্ড ছাপাতে পারলে ব্যয়টা সার্থক হয়। আমার মনে হয় এনগ্রেভেড ভিজিটিং কার্ড ভাল। অবশ্য যাদের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তারা নিজেদের কার্ডের ডিজাইন, লেটারিং-এর স্টাইল নিজেরা করলে ভাল। সেই কার্ডে মৌলিকত্ব সৌন্দর্য এই সব পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়—যাক্ সে

কথা। এ সম্বন্ধে তোমার মতামতটা কী?

এই নারী যেন দাঁড়িপাল্লায় সব কিছু ওজন করে নেওয়ার পর নিজস্ব মন্তব্যস্বরূপ সামগ্রীটি আপনার হাতে তুলে দেবে।

এই নারী সবকিছু বিশ্লেষণ করে দেখতে আগ্রহী। আপনার ব্যবসার সমস্যা সমাধানে সে প্রকৃতই আপনার সাহায্যকারী হতে পারে। আপনার উকিলের চেয়ে ভাল পরামর্শ দিতে পারে।

এই নারীদের বেশির ভাগই বিবাহের আগে ও পরে অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত হয়। সুন্দর জিনিস কেনার জন্যেই সে উপার্জন করে। ভাল জামাকাপড়, ভাল প্রসাধন সামগ্রী, ভাল গানের রেকর্ড এই সব কিনতে সে আগ্রহী। সে একা ব্যবসায়িক কাজকর্ম করতে ভালবাসে না, 'ব্যবসা ও প্রেমে' তার একজন সাথী দরকার। সে কখনো জীবনে একা থাকতে চায় না।

স্বামীকে সে যথার্থ ভালবাসে। স্বামীর পথের সব বাধা সে দূর করে দিতে আগ্রহী। স্বামী যাতে না ভেবে চিন্তে হঠাৎ কিছু করে বসে সে দিকে তার সতর্ক দৃষ্টি থাকে। মেষ, বৃষ, বৃশ্চিক ও সিংহ রাশির স্বামীদের উচিত তুলা রাশির স্ত্রীকে বেদীর উপর বসিয়ে পুজা করা।

এই নারীকে স্ত্রীরূপে পাওয়া আপনার সৌভাগ্যের বিষয়। সে কখনো আপনার চিঠি খুলে পড়বে না, এ কাজকে সে ঘৃণা করে। আপনার ব্যবসার গোপন ব্যাপার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ফাঁস করবে না। আপনার মনিবকে মুগ্ধ করবে মিষ্টি হাসি দিয়ে, সেই হাসির জন্যই তো আপনি তার প্রেমে পড়েছিলেন। আপনার ঘর-সংসার ছবির মতো গোছানো থাকবে। দেওয়ালের রং, মেঝের কার্পেট, জানালা দরজার পর্দা, আসবাবপত্র সবের মধ্যে থাকবে সুরুচির ছাপ।

জননীরূপে এই নারী সন্তানদের স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে লালন-পালন করে। পরিচ্ছন্নতায় তারা আকর্ষণীয় হবে আর নম্রতায় বড়দের মতো হবে, যদি না আপনি তাদের আদর দিয়ে নষ্ট না করেন। এই নারীর মধ্যে রুক্ষতা ও কোমলতা একাধারে দুটি থাকার ফলে প্রয়োজন হলে সন্তানদের শাসন করতে দ্বিধা করবে না। সন্তানরা আপনার অবাধ্য হলে আপনি যতটা রাগ করবেন তার চেয়ে বেশি রাগ সে করবে। পিতাকে অমান্য করা সে সহ্য করবে না, কারণ স্বামীকে সে সন্তানের চেয়ে ভালবাসে।

এই নারীর প্রতি এক দুর্বলতা থাকে। বেশি মিষ্টি আহার্য বস্তুকে খেয়ে তার মোটা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। নিজে মিষ্টি ভালবাসে বলে সন্তানদের আপনার নিষেধ সত্ত্বেও লজেন্স-চকলেট বেশি খাওয়াতে পারে।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে এই নারীকে স্ত্রীরূপে পাওয়া মানে এক বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিনী, প্রেমিকা জীবন সঙ্গিনী পেয়েছেন।

## তুলায় রবির—শিশু

'কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।' তুলায় রবির শিশুকে দেখে সবাই মন্তব্য করবে। এই শিশু সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট ও এমন মিষ্টি দেখতে যে মনে হয় ছবির বইয়ের পাতা থেকে জীবন্ত হয়েছে। তাকে দুধের বোতল দিতে দেরী করলে মার উপর রাগ করে চিৎকার করবে না, ঘুম পাওয়ার সময় লাথি মেরে গা'য় চাপা দেওয়া কম্বল সরিয়ে দেবে না। ভদ্র সজ্জন ব্যক্তির মতোই এই শিশুর আচরণ।

একদিন সকালে হয়তো খাবার টেবিলে তাকে দেখলেন চামচে হাতে প্লেটের সামনে স্থিরভাবে বসে আছে। ডান দিকের প্লেটে পোচ করা ডিম, বাঁ দিকের গ্লাসে দুধ দুটোই সে ভালবাসে। তবে সে খাচ্ছে না কেন? ক্ষিদে নেই? তাতো হতে পারে না, সকালে তো এখনও কিছু খায়নি। শরীর খারাপ? না, বেশ ভালই আছে। রেগে গেছে? মোটেই না। তাহলে? সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে কোনটা আগে খাবে। ওদিকে খাবারটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মা আবার অরেঞ্জ জুস আর টোস্ট তার সামনে রেখে গেল। ব্যস, সে একবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কোনটা দিয়ে শুরু করবে সেই বিচার-বিবেচনা করতে তার সময় কেটে যায়। তাকে একটার পর একটা দেওয়া হলে দশ মিনিটের মধ্যে সে ব্রেকফাস্ট শেষ করে ফেলতো। এই শিশুকে মানুষ করার কৌশলটা আপনি শিখে নিন। তাকে কোন কিছু বেছে নিতে দেবেন না। বিচার-বিবেচনা না করে সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আর কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সে পছন্দ করে না। মনস্থির করা তার কাছে এক দুরূহ ব্যাপার।

মনস্থির করতে না পারাটা যৌবনে তার কাছে এক সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একদিন সে চমৎকার একটি মেয়ের প্রেমে পড়ল। মেয়েটিও তাকে ভালবাসে। বাপ-মা হিসেবে আপনারাও চান দুজনের বিয়ে হোক। সে বসে ভাবে। মেয়েটি কিছু-কাল ধৈর্য ধরে বসে থেকে শেষে জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা বিয়ে করবো না?' সে বসে ভাবে। মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কবে আমরা বিয়ে করবো?' মেয়েটি তাকে মুস্কিলে ফেলল। সেই ডিম আর দুধের মতো। দুটি বিষয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—মেয়েটিকে বিয়ে করা এবং কবে বিয়ে করব। মেয়েটির যদি তুলারাশির মানুষ সম্বন্ধে জ্যোতিষের জ্ঞান থাকতো তাহলে সিদ্ধান্তের ভার ছেলেটির উপর না চাপিয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে জানাতো, 'শুনছো, সামনের ২৮শে জুন আমরা বিয়ে করছি।' প্রেমিক ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হতো। এই মানুষের হৃদয় কোমল বলে মেয়েটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার মনে আঘাত দিত না।

তার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার আসল কারণটা আপনার বোঝা দরকার। কোন কিছু বিচার-বিবেচনা না করে সে সিদ্ধান্ত করে না এবং সেই জন্যই তার দেরী হয়। সে সত্যানুসন্ধী, তাই কোন ভুল সিদ্ধান্ত ভয় পায়।

তুলায় রবির বাচ্চাদের অনেক সময় ভুল করে একগুঁয়ে ভাবা হয়। আসল কথা

হলো কোন ব্যাপারে তার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলে সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। সে শান্তিপ্রিয়, রেডিও বা টি ভির জোর আওয়াজ তার বিরক্তি উৎপাদন করে। মৃদু সঙ্গীত তাকে খুশি করে। তার খেলনা-পুতুল, জামা-কাপড়, এমন কি ঘরের দেওয়ালের রং অপছন্দ হলে মেজাজ বিগড়ে যায়। মারপিট সে ভীষণ অপছন্দ করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথাও কোন মারামারির ঘটনা যদি তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়, তাহলে সেটা তার মনের উপর এমন দাগ ফেলে দেয় যা সারা জীবনেও মোছে না। হঠাৎ কোন উৎকট শব্দ শুনলে তার হৃৎকম্প হয়। যুদ্ধ বা অ্যাডভেঞ্চারের ফিল্ম অন্য ছেলেরা পছন্দ করলেও সে রূপকথা বা মিষ্টি মধুর কাহিনী ভালবাসে।

এই শিশু সম্পর্কে আপনি সচেতন থাকবেন তার কুঁড়েমির জন্য। অবশ্য সে আসলে কুঁড়ে নয়। তার স্বভাব হচ্ছে কখনো খুব সক্রিয়, আবার কখনো একবারে নিষ্ক্রিয়। নিজেকে সে কখনো ছড়িয়ে দেবে, কখনো কুড়িয়ে নিয়ে জড় করবে। মনে রাখবেন তুলাদণ্ডের পাল্লার কথা—যে দুটি ওঠা-নামা করে। যখন তাকে অলস দেখবেন, তখন বুঝবেন ভেতরে ভেতরে সে শক্তি সঞ্চয় করছে সক্রিয় হওয়ার জন্য। তাকে না ধমকে কর্মে উৎসাহিত করবেন। মানসিক ও শারীরিক ভাবে তাকে সুস্থ রাখা প্রয়োজন।

তুলায় রবির শিশুরা সাধারণতঃ শিক্ষকদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক। তারা বুদ্ধিমান, জানতে আগ্রহী, যুক্তি সঙ্গত উপদেশ মান্য করে। স্কুলের বিতর্ক সভায় তাদের কাছে অন্য ছাত্ররা দাঁড়াতে পারবে না। তবে তারা যখন জ্ঞান আহরণ শুরু করে, তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল হয়, তখন শিক্ষক ও অভিভাবকরা প্রায়ই তার সঙ্গে নানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়বেন। ছাত্র হিসেবে এই বালক-বালিকারা চমৎকার।

বড়দের গালগল্প কান পেতে শুনতে সে আগ্রহী নয়। অন্যের গোপন কথা সে পবিত্র বস্তুর মতো রক্ষা করে, পাঁচজনের কাছে ছড়িয়ে দেয় না। কারও সম্বন্ধে না ভেবে চিন্তে সে মন্তব্য করে না। আর অন্য কেউ যদি করে, সে তা সমর্থন করবে না। সে যদি বোঝে আপনি ভুল করছেন তাহলে সে আপনার ঘোর শত্রুরও পক্ষ নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করবেন না, সেও আপনার ব্যাপারে করবে না।

এই শিশুরা সঙ্গীত, শিল্প, কবিতা ইত্যাদি ভালবাসে। আপনার পরিবারে হয়তো কোন প্রতিভাধর জন্ম নিয়েছে। তার সুপ্ত প্রতিভা যাতে বিকশিত হয় সেদিকে নিশ্চয় দৃষ্টি রাখবেন।

আপনার ছোট কন্যাটি যখন বড় হবে, তখন আপনার দামী পাউডার সেন্ট প্রচুর পরিমানে ব্যবহার করবে। নিষেধ করলে তার অভিমান হবে। মনে রাখবেন সে সৌন্দর্য প্রিয়।

আপনার ছোট ছেলেটি যখন বড় হবে তখন সে মনে করবে সব বিষয়ে সে আপনার চেয়ে বেশি জানে। তাই সে আপনাকে জ্ঞান দিতে এলে মনে মনে বিরক্ত হবেন না।

মনে করার চেষ্টা করবেন তার জন্মকালে হাসপাতালের নার্সরা কী বলেছিল।

'কী সুন্দর শিশু! কী মিষ্টি হাসি! হাসলে গালে আবার টোল পড়ে।'...সত্যি কথা, আপনার তুলায় রবির সন্তান প্রশংসাযোগ্য।

## তুলায় রবির—মনিব

আপনি যদি পুরুষ হন তাহলে এই রাশির মনিবকে আপনার মনে হবে সৎ, সুবিবেচক, চমৎকার মানুষ। যদি নারী হন, তাহলে এই মনিবের প্রতি আপনার হৃদয়ে একটু দুর্বলতা থকবে, সেটা আপনি স্বীকার করুন বা না করুন। এই মনিবের আকর্ষণ ক্ষমতা অসাধারণ।

অন্য মনিবদের মতো এই মনিব বেশিক্ষণ চেয়ারে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করতে পারে না। কোন কাজের ভাল-মন্দ দুদিক ভাল করে ভেবে নেওয়ার পর তবেই সে কাজটা হাতে তুলে নিয়ে ঘাড় গুঁজে চেয়ারে বসবে। তার মনটা চঞ্চল, কিন্তু কোন কাজ সে তাড়াহুড়ো করে শেষ করবে না। তার ব্যবসায় এবং জীবনে সে সব সময় এক অংশীদার চায়। কারণ তার গুপ্ত মনোভাব হচ্ছে সব বিষয়ের দু দিক দেখে বিচার করা, সেইজন্যই সে আর একজনকে সব সময় তার পাশে চায়। এই মানুষের জীবনে খুব অল্প বয়সেই তাই প্রেমের ব্যাপার বা বিবাহ ঘটে।

এই মানুষ শান্ত লাজুক স্বভাবের হলেও অন্যের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদানে বিমুখ নয়, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন নয়। নিজের বক্তব্য শোনাবার জন্য সে সব সময় শ্রোতা খোঁজে। তাই কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের মিটিং-এ দেখা গেল এই লাজুক মানুষটি এমন চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে বসল যে সবাই একমত হয়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন জানাল! কিন্তু আপনি মনে মনে জেনে রাখুন এই বক্তৃতা সে হঠাৎ উচ্ছ্বাসের বশে দিয়ে বসেনি, বক্তৃতার পিছনে অনেক চিন্তা-ভাবনা সে আগেই করেছে।

প্রায়ই সে কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার মতামত চাইবে। আপনি ভাববেন না সে আপনাকে নিজের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে উপদেশ চায়। দুটি কারণ আছে। তার এই আচরণের। সে সজ্জন ব্যক্তি, তাই তার কোন সিদ্ধান্ত যাতে অন্যায় ও অপ্রিয় না হয় সেই সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য। দ্বিতীয়ত, সব ব্যাপারের সব দিক সে ওজন করে নিতে চায়। তার নিজস্ব মত নিশ্চয়ই আছে, তবু আপনার মত কেন, অফিসের বেয়ারা, লিফটম্যান, ঝাড়ুদারের মতামত সে সংগ্রহ করতে পারে। সকলের মতামত সংগ্রহ করে সেগুলি বিশ্লেষণ করবে, তারপর নিজের সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা যাচাই করে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই সেটি সকলের সামনে ঘোষণা করবে।

এই রাশির মনিব, যে তার চিন্তাগুলি ও আবেগের মধ্যে এক সংহতি আনতে পেরেছে, তার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি আর কোথাও পাবেন না। এমন কি আপনার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্যে তার পরামর্শ চাইলে এত ভাল উপদেশ পাবেন যা অনেক সময় বিখ্যাত ব্যারিস্টার দিতে সক্ষম হবে না।

আপনার মনিবের অফিস কক্ষ খুবই সুসজ্জিত দেখবেন। এমন কি নামী আর্টিস্টের দামী ছবিও দেখতে পারেন। সুশৃংখল ভাবে সাজানো-গোছানো ঘর না হলে সে কাজ করতেই পারে না।

এই রাশির বহু নারী মনিব দেখতে পাবেন। অন্য রাশিদের মধ্যে মেষ, কর্কট, সিংহ ও বৃষের নারী মনিব দেখা যায়। তবে সংখ্যায় তারা তুলায় রবির নারী মনিবের চেয়ে কম। পুরুষ মনিবদের চেয়ে তারা কম অলস, কারণ মনিবের পদ-লাভের জন্য তাদের নিশ্চয় যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং এই পদ তারা হারাতেও চায় না। প্রেমের ব্যাপারে তারা এই রাশির পুরুষের চেয়ে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই এই মনিবদের অনেকেরই দেখবেন বিবাহিত বা প্রেমিকের সন্ধানে ব্যস্ত। অফিসের ছুটির পর অবিবাহিত মনিব নিজের শূন্য ঘরে বসে একা পেসেন্স খেলে সময় কাটবে না, কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তাকে বাজিয়ে দেখতে থাকবে সে স্বামী হওয়ার উপযুক্ত কিনা।

নারী মনিবের সৌন্দর্য ও মার্জিত আচরণ কোম্পানীর মক্কেল, খরিদ্দার ও কর্মচারীদের বশ করে রাখবে। অফিসের শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে পুরুষ মনিবের চেয়ে সে কঠোর হবে। আপনি কাজে কোন ভুল করলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে এবং বেশ কড়া ভাবেই জানিয়ে দেবে ভবিষ্যতে এমন ভুল চলবে না। আপনার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলেও আপনি তাকে আপনার গার্ল ফ্রেণ্ডের তালিকার মধ্যে রেখে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে যাবেন না। আপনার কাছ থেকে আনুগত্য, বিশ্বস্ততা এই সব পাওয়ার জন্যেই সে আপনার প্রতি উদারতা দেখায়। ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করার চেয়ে ভালবেসে কাজ আদায় করায় সে বিশ্বাসী।

এই মনিব লাঞ্চে একটু বেশি সময় ব্যয় করে। যদি না করে তবে আপনি তাকে সেই ব্যয়ের একটু সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করবেন। আহারটা তার কাছে শুধু পেট ভরানোর ব্যাপার নয়, পেট-পুজোর ব্যাপার। খোশ-মেজাজে ধীরে সুস্থে লাঞ্চ সারতে পারলে লাঞ্চের পর সে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে কাজ করবে।

এই মনিবের মুখ চোখে যেদিন অপ্রসন্নতার ছাপ দেখবেন, তার মেজাজ খারাপ বলে মনে হবে, সেদিন এই মনিবকে যতটা পারেন এড়িয়ে চলবেন। খোশ-মেজাজ ও বদমেজাজ তুলাদণ্ডের দুই পাল্লার মধ্যে মনিব ওঠা-নামা করে। সেদিন তার বদ মেজাজের পালা। আপনি ভেবে নেবেন যে ঘোর-বর্ষণে পথে বেরুবেন না, মেঘ কেটে রোদ রোদ উঠলে বেরুনো ভাল।

এই মনিব নিজেকে সৎ, বিবেচক বলে মনে করায় কোম্পানীকে ইউনিয়নের কাজ কর্মে অন্য মনিবদের মতো বাধা সৃষ্টি করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে নিজেই এগিয়ে এসে মধ্যস্থতা করে কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করে।

দেরীতে হোক বা শীঘ্রই হোক এই মনিব আপনাকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করবে। এই মনিব লোককে খাওয়াতে ভালবাসে, তাই তার কাজের লোক অর্থাৎ কোম্পানীর কর্মচারীরা কেন নিমন্ত্রিতের তালিকায় বাদ পড়বে?

এই মনিবকে মহিলা কর্মচারীরা মনে করবে রোমাণ্টিক ফিল্মের নায়ক আর

পুরুষ কর্মচারীরা মনে করবে তাদের দলীয় নেতা। অবশ্য মাঝে মাঝে তার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব দেখে তাকে অলস বলে মনে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার চিন্তা বা কল্পনাকে সাহায্য করার জন্যে আপনাকে এগিয়ে আসবে। কর্মচারীদের সে ক্রীতদাস মনে করে সব সময় তাদের উপর হুকুম খাটাতে চায় না, কর্মচারীদের সহকর্মী ভেবে একসঙ্গে কাজটা সম্পন্ন করতে চায়।

এই মনিবের কাছে একটা বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। অসভ্যতা, অশালীন আচরণ, অমার্জিত কথাবার্তা সে একবারেই সহ্য করতে পারে না। যাইহোক এই মনিবের দোষ-গুণ নিয়ে বিচার করলে গুণের দিকেই পাল্লাটা ভারী হবে। আর আপনি যদি মহিলা হন, তাহলে তার প্রতি আপনার দুর্বলতা পাল্লাটাকে আর একটু ভারী করে দেবে। এই রাশির মনিবের আকর্ষণ ক্ষমতা এড়াবার যে উপায় নেই।

## তুলায় রবির—কর্মচারী

তুলায় রবির কর্মচারী কাজকর্মে খুবই দক্ষ হয়, যদি না তার সংকর্মীরা প্রতিদিন তাকে বিরক্ত করে তার মেজাজ খারাপ না করে দেয়। অপরিচ্ছন্ন অসামঞ্জস্যকর, বিশৃংখল পরিবেশে সে কাজ করতে পারে না, মানসিক অস্বস্তিতে ভোগে। যদি তাকে বিভ্রান্ত দেখেন, কাজকর্মে আগের মতো চটপটে নয়, তাহলে বুঝবেন কেউ তার বিরক্তির কারণ হয়েছে, হয়তো অফিসের বেয়ারা বা ডাক-পিয়ন। বেয়ারাকে অন্য বিভাগে সরিয়ে দিন বা অফিসের চিঠিপত্রের ভার অন্য কর্মচারীর উপর দিন। তারপর লক্ষ্য করুন সে কেমন কাজের মেজাজ ফিরে পেয়েছে।

কর্ম ও আলস্যের মধ্যে তার দাঁড়িপাল্লা ওঠা নামা করে। তাই কখনো সে কুড়েমিতে গা ভাসিয়েছে, মুখ গোমড়া করে আছে। শান্ত মধুর মানুষটির এই আচরণ আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে। আপনি নিজেও তার মতো বিষন্ন হয়ে যাবেন, কারণ এই মানুষটিকে যে আপনার ভাল লাগে। তবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। হয়তো তার বাড়ির কোন ব্যাপার তার বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে। শীঘ্রই সে আবার তার প্রফুল্লতা ফিরে পাবে। তার মিস্টি হাসি আপনাকেও আবার প্রফুল্ল করে তুলবে। কর্ম ও আলস্যের মতোই প্রফুল্লতা ও বিষন্নতা পাল্লার দুদিকে ওঠা-নামা করে সমতায় আসে।

আপনার অফিসে যদি ইউনিয়ন থাকে, তাহলে আপনার তুলায় রবির কর্মচারী তার এক পাণ্ডা হয়ে উঠবে। ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্য সে সংগ্রাম করবে। বিচার-বিবেচনা তার মজ্জাগত। ন্যায় বিচার যাতে সকলে পায় সেজন্য এই রাশির মানুষ কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করে। সে যেমন অন্যায় দাবী-দাওয়াকে সমর্থন করবে না, তেমনি আবার কর্তৃপক্ষের বঞ্চনা-শোষণ বরদাস্ত করবে না। এই মানুষ তাই অনেক সময় শ্রমিক-কর্মচারীর আন্দোলনে সারা জীবন জড়িয়ে থাকে। সিনেমা-থিয়েটারের চেয়ে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক তার কাছে বেশি আকর্ষণীয়।

এই মানুষ যখন মানসিক আঘাত পায়, তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়া খুবই মুশকিলের ব্যাপার। কারণ মেজাজী এই মানুষ কখন যে কিসে আঘাত পায় তা বোঝা মুশকিল। কারণ কী যে তাকে খুশি করে আর কী যে তাকে অখুশি করে সে নিজেই তা ভাল করে জানে না। এই রাশির এক নারী কর্মচারীর মেজাজের কথা তার এক সহকর্মীর কাছে যেমন শুনেছি জানাই। একদিন সে মহিলাকে বলল, 'আপনার ওজন বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে।' সে এক গাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিচ্ছি।' পরের সপ্তাহে সহকর্মী হয়তো রসিকতা করে তারই কথার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করল, আপনার খাদ্যে ফ্যাট কত ভাগ আর প্রোটিন কত ভাগ? ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপনি আমায় মুটকি ভাবছেন?' ভদ্রমহিলা রেগে সহকর্মীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিল।

এ মাসে যে কারণে আপনাকে তার ভাল লাগবে, গত মাসে ঠিক সেই কারণেই সে আপনাকে ঘৃণা করতো। ঋতু পরিবর্তনের মতো তার আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। তবে মনে রাখবেন তার ভ্রূ-কুঞ্চন সাময়িক এবং হাস্যবদন ক্ষণস্থায়ী।

এই রাশির নারী ভ্রমণ ও পুস্তক পাঠ দুটিই ভালবাসে। লম্বা ছুটিতে সে দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়বে আর অফিসের ছুটির পর লাইব্রেরীতে যাবে পছন্দ মতো বই নিয়ে আসতে। অফিসের কাজের সঙ্গে সে হয়তো পড়াশোনা করে আইন পরীক্ষা দিয়ে দিতে ইচ্ছুক হবে কিংবা পেশা হিসাবে অন্য কোন কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইবে। আর এই রাশির পুরুষ অবসর সময়টা প্রেম করে কাটাতেই বেশি আগ্রহী হবে।

আপনার সুন্দরী নারী কর্মচারী ও মধুর স্বভাবের পুরুষ কর্মচারী দুজনেই যাতে খুশি মনে কাজ করতে পারে সেদিকে নজর রাখবেন। কখনো তাদের ধমকাবেন না। কোন কাজ তাকে করতে হলে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কেন কাজটা করা উচিত। তাদের বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করবেন না। আপনার কাছ থেকে একটু সহৃদয় ব্যবহার পেলে তারা আপনার জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করবে। কখনো কখনো কোন ব্যাপারে মনস্থির করতে সময় লাগলে ব্যস্ত হবেন না। কারণ সে যখন কোন সিদ্ধান্ত করবে জানবেন যে সেই সিদ্ধান্ত সঠিক।

এই কর্মচারীর ভদ্র আচরণ মার্জিত ভাষা বাইরের লোকের কাছে আপনার প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। সে যদি মাইনে বাড়াবার বা প্রোমোশনের অনুরোধ করে তবে তার অনুরোধ রক্ষা করলে আপনার ক্ষতি হবে না। কারণ অন্যায় অনুরোধ সে কখনো আপনাকে করবে না।

এই মানুষদের কর্মের প্রভাব আপনি অনুভব করতে পারবেন হাসপাতালে, ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে, প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে, শো-বিজনেসে, ইন্টেরিয়র ডেকরিটিংয়ে, রাজনীতিতে, বিধানসভায়, মন্ত্রীসভায়।

# (SCORPIO) বৃশ্চিকে রবির—জাতক

## জন্মকাল—২৪ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর

### বৃশ্চিকে রবির জাতককে জানুন

কাঁকড়া বিছা নিশ্চয় দেখেছেন। তার লেজে থাকে মারাত্মক বিষ। সেজন্য লোকে তাকে ভয় পায়। কাঁকড়া বিছাকে সহজে চেনা যায়। বৃশ্চিকে রবির মানুষও কি অমন ভয়ঙ্কর? সেটা নির্ভর করে আপনি তার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন তার উপর।

এই মানুষদের চোখের দৃষ্টি দেখে আপনি তাদের সহজে চিনতে পারবেন। তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে আপনি দাঁড়াতে ভয় পাবেন। তার চোখে চোখ রেখে আপনি বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। আপনাকে চোখ ঘুরিয়ে নিতে হবে। চোখের দৃষ্টি ছাড়া তাকে সহজে অন্য মানুষের থেকে আলাদা করতে পারবেন না। মনে হবে আপনার রক্ত-মাংসের দেহ ভেদ করে আপনার আত্মাও তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

এই মানুষের নিজের সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা নেই। সে জানে সে কী আর কী নয়। নিন্দা ও প্রশংসায় সে অবিচলিত থাকে। নিজের দোষ বা গুণের কথা অন্যের মুখ থেকে শোনার তার প্রয়োজন নেই। আপনার মতামত সে শান্তভাবে শুনে যাবে এবং মনে মনে ভাববে আপনার উদ্দেশ্যটা কী? এই মানুষরা বেশি বক্‌বক্‌ করে না। কোন বাচাল বৃশ্চিক রাশির দেখা পাওয়া মানে লুপ্ত হয়ে যাওয়া ডোডো পাখি খুঁজে পাওয়া।

এই মানুষরা বেশির ভাগই শক্তিশালী দেহের অধিকারী। দেহের রং একটু ফ্যাকাশে, ঘন জোড়া ভ্রূ, নাকটি টিকালো, অনেকের নাক পাখির ঠোঁটের মতন। পুরুষদের হাতে-পায়ে ঘন লোম থাকে, কখনো তার রং লালচে হয়। বেশির ভাগের চোখ ও চুল কালো। এদের চেহারায় এক শান্ত ভাব থাকে, যেটি তাদের অন্তরের অশান্ত ভাবকে গোপন করে রাখে। মনে যখন আবেগের ঢেউ জাগে বাইরের চেহারায় তার কোন লক্ষণ দেখতে পাবেন না। অভিব্যক্তিহীন মুখটি তার মুখোসের কাজ করে। সে কখনো ভ্রূ কুঁচকায় না, ব্ল্যাশ করে না, হাসি সে মুখে কম দেখা গেলেও সে হাসিতে কোন খাদ নেই। সে মুখের মতোই দেহকেও নিশ্চল, আবেগহীন করে রাখতে সক্ষম। নার্ভাসনেস বা হঠাৎ চমকে ওঠা তার স্বভাবে নেই। কোন কথার বা ঘটনার প্রতিক্রিয়া সে ব্যক্ত করে না।

এই মানুষের স্বভাব হচ্ছে অন্যের উদ্দেশ্য জানা এবং নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখা। আপনি যদি ভাবপ্রবণ হন, তাহলে তার মতামত বা উপদেশ নিতে যাবেন

না। সে নির্মম নগ্ন সত্যের মুখোমুখি আপনাকে বসিয়ে দেবে। আপনাকে খুশি করার জন্য কোন কথা সে রেখে ঢেকে বলবে না। সে আপনাকে চাটুবাক্য শোনাবে না। যদি প্রশংসা করে তাহলে বুঝবেন সে প্রশংসার দাম আছে। যদি কোন বৃশ্চিক রাশির মানুষকে দেখেন খুব বেশি কথা বলছে, আপনার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করছে, তাহলে বুঝবেন সে আপনাকে বোকা বানাচ্ছে। মুখের ছদ্মভাবের মতোই তার এটা ছদ্ম আচরণ। অবশ্য আমি বলতে চাই না তার কোন বাজে মতলব আছে। আমি শুধু বলতে চাই যে এই মানুষদের বাইরেটা দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না। ছদ্মবেশধারীর মতো নিজেকে তারা লুকিয়ে রাখতে ভালবাসে। তাদের মর্মভেদী দৃষ্টি পাছে তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দেয় সেজন্য তাদের অনেকেই প্রায় সান-গ্লাস ব্যবহার করে, এমন কি রাতেও।

এই মানুষ স্বার্থপর বলে যত কথা শুনেছেন, তার সব বিশ্বাস করবেন না। বহু মানুষ তার বদান্যতা ও সদুপদেশের জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ আছে জানবেন। এই মানুষ অত্যধিক আনুগত্য প্রিয় এবং অনুগতদের একান্ত সমর্থক। তারা তার বন্ধু। আর যারা তার শত্রু, তাদের সে উচিত শিক্ষা দেয়। সেইজন্য তার শত্রুরা তাকে খোলাখুলি দ্বন্দ্বে আহ্বান করে না। আপনাকে সতর্ক করে দিই-এই মানুষকে আক্রমণ করার থেকে বিরত থাকার জন্য।

এই মানুষ বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে পারে। রণক্ষেত্রে এই রাশির মানুষ বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য নিজে কামানের মুখে এগিয়ে যায়। এই রাশির দমকলকর্মী জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে ছোট শিশুকে বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণের পরোয়া না করে ছুটে যায়।

কারও দয়া বা উপহার সে কখনো ভোলে না। তার উপযুক্ত প্রতিদান দেয়। তেমনি আবার কারও আঘাত বা অন্যায় ভুলতে পারে না। তার প্রতিশোধ নেবে। অন্যেরা তার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে সে কখনো তার সমান ব্যবহার করবে না, তার থেকে বেশি মাত্রায় করবে। কোন প্রতিবেশী যদি তার বাগানের ফুল চুরি করে তাহলে সে প্রতিবেশীর বাগানের গাছগুলি উপড়ে দিয়ে আসবে। শত্রুকে পরাজিত করার পরিকল্পনা সে সানন্দে সারা রাত জেগে করবে। ম্যাকআর্থারের মতো নামকরা অনেক সেনাপতি এই রাশির জাতক।

এই মানুষ খুব কমই অসুস্থ হয়। কিন্তু যখন সে অসুখে পড়ে তখন সেটা সাংঘাতিক হয়। দীর্ঘ বিশ্রাম, তীব্র মানসিক যন্ত্রণাকে শান্ত মনে মেনে নেওয়া এবং মনোভাবের পরিবর্তন তাকে নীরোগ থাকতে সাহায্য করে। তার দেহে জীবানু দ্বারা বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ার জায়গাগুলি হচ্ছে জননেন্দ্রিয়, নাসিকা, কণ্ঠ, হৃদয়, মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠদেশ, পদদ্বয় ও গোড়ালি। তাদের দাহ্যবস্তু, বিস্ফোরক পদার্থ ক্ষতিকর ধোঁয়া এড়িয়ে চলা উচিত। তবু এই রাশির অনেককে দেখতে পাবেন ওই সব মারাত্মক বস্তু নিয়ে কর্মে লিপ্ত জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে, কারণ বিপদ নিয়ে তারা খেলা করতে ভালবাসে। তারা নাক দিয়ে রক্ত পড়ার ক্রনিক রোগে ভোগে কিংবা কোন কারণে তাদের নাকে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়।

এই মানুষ ধর্মে আগ্রহী, জীবন ও মৃত্যুর রহস্য জানতে কৌতূহলী, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অখণ্ড, আত্ম-সংশোধনের ইচ্ছায় উন্মুখ। সে সাধু বা পাপী হতে পারে। বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য ব্যগ্র। পারিবারিক বন্ধন ও প্রেমের জন্য আত্ম-উৎসর্গে সক্ষম শিশু ও দুর্বলের রক্ষাকর্তা। সে যা কামনা করে তা অর্জন করার শক্তি রাখে। নিজের অধিকার রক্ষা করতে সমর্থ্য। সে কোন সুযোগ ব্যর্থ হতে দেয় না। জীবন ও মরনের রহস্য সন্ধানী এই মানুষ অনেক সময় চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়। রহস্য সন্ধানী এই মানুষ ভাল ডিটেকটিভ হতে পারে। মানুষের জীবনের প্রতি আগ্রহের ফলে সে ভাল সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা হতে পারে।

জ্যোতীষ শাস্ত্র অনুযারী এই মানুষের জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা জড়িত থাকে। তার জন্মের এক বছর আগে বা পরে পরিবারের একজনের মৃত্যু হবে এবং তার মৃত্যুর এক বছর আগে বা পরে পরিবারে একজন জন্মগ্রহণ করবে। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এটি ঘটে।

### বৃশ্চিকে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| ম্যারী আন্টওনেট | ক্যাথারিন হেপবার্ণ |
| মাদাম কুরি | গ্রেস কেলি |
| ইন্দিরা গান্ধী | রবার্ট কেনেডি |
| জহরলাল নেহেরু | মার্টিন লুথার |
| চিয়াং-কাই-শেক | পাবলো পিকাসো |
| চার্লস দ্য গল | রির্চাড বার্টন |
| ডগলস ম্যাকআর্থার | জর্জ এলিয়ট |

## বৃশ্চিকে রবির—পুরুষ

বৃশ্চিকে রবির পুরুষের প্রেমে যদি আপনি পড়েন এবং আপনি যদি দেহজ মোহের চেয়ে প্রেমের উচ্চ অনুভূতিকে বেশি প্রাধান্য দেন, তাহলে উক্ত পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন করুন। কামাসক্ত এই পুরুষের থেকে যত দূরে পারেন পালান।

আপনার মনে হবে আমার উক্তি পাগলের প্রলাপ। যে লোকটি এত শান্ত ধীর স্থির সে কী করে অমন আবেগ প্রবণ হবে? আপনি বয়লার দেখেছেন? যখন চুল্লির ঢাকনা বন্ধ থাকে তখন কী বোঝা যায় তার ভেতরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে? মানুষটি সম্বন্ধে আপনার শুধু জেনে রাখা উচিত যে এই বয়লারের মতন, বাইরে শক্ত ইস্পাতের আবরণ, ভেতরে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন। তারপর আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আপনার নিজস্ব ব্যাপার। আগুনের উত্তাপে যদি শীতলতা দূর করতে চান তাহলে

এই মানুষটি আপনার যোগ্য ব্যক্তি। হয়তো তার অন্তরাগ্নির পরিচয় সে চিরকাল আপনার কাছে গোপন করে রাখতে পারে। মনোভাব গোপন রাখার ব্যাপারে এই ব্যক্তি অদ্বিতীয়। কিন্তু যদি তার আগুনের আঁচ একটু পান তাহলে নিজের নিরাপত্তার জন্য দূরে থাকবেন। এক কথায়, এই মানুষের মুখে এক মুখোস আঁটা থাকে এবং সে সব বিষয়ে অপরাজেয়।

আবেগ ও বুদ্ধি—এই দুটি তার অসাধারণ। এক দার্শনিক মনোভাবও তার মধ্যে আছে। জীবনের রহস্য সে জানতে চায়। জীবনে বিলাস ব্যসন সে কামনা করে। খাদ্য, পানীয়, ওষুধ, প্রেমের প্রতি তার সহজাত দুর্বলতা আছে, বিশেষ করে প্রেমের প্রতি। প্রেমাসক্তি ছেলেবেলায় যখন ট্রাই সাইকেল চড়ে তখন থেকেই তার মনে জন্মায়।

এই মানুষদের মেজাজটাও যেন এক বিস্ফোরণ বস্তু, তার দ্বারা আপনি সারা জীবনের জন্য আহত হতে পারেন। কাঁকড়া বিছার লেজের বিষের কথা মনে রাখবেন। তার ক্ষতি করতে গেলে তার বিষ ঢালার ক্ষমতার কথা ভুলবেন না। তার সমস্ত প্রতিক্রিয়া সে গোপন রাখতে পারে। অসাফল্যের হতাশা বা প্রেমে পড়ার প্রফুল্লতা তার মুখভাবে কখনো প্রকাশিত হয় না। কারণ সে তার মর্যাদা সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। তার সম্মান অমলিন রাখতে সে আগ্রহী। কোন রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সে সহ্য করতে পারে না।

তার কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অন্যের মতামতে পরিবর্তিত হয় না। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী বা শত্রু কারও কথাতে কান দেবার পাত্র সে নয়। এমন কি আপনার কথাতেও না। তার জন্য ডিভোর্স কোর্টে দৌড়বার দরকার নেই এমন আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা, নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে যে মানুষ, তার জন্য আপনার গর্বিত হওয়া উচিত।

বিপদের ঘন কালো মেঘে যখন চারদিক ঢেকে যায়, তখন এই মানুষের সাহস দেখে আপনি বিস্মিত হবেন। অন্যদের মতো সে ঘাবড়ে যাবে না, নাকে কান্না শুরু করবে না। বিপদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করবে। সে অপরাজেয়, জয় তার হবেই।

তবে একটা বিষয়ে তাকে আপনি ভয় করতে পারেন। সে রহস্য-সন্ধ্যানী। আপনার কোন রহস্যই তার কাছে গোপন থাকবে না। আর মেয়েদের তো সব সময় কিছু না কিছু গোপন থাকে। তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও প্রশ্ন আপনার গোপনীয়তার সব আবরণ উন্মোচন করে ফেলবে।

সে যার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। লোককে বিচার করার মাপকাঠি তার আছে। ক্ষমা, অনাসক্তি, আত্মসমর্পণ, সাবধানতা ঐ সব গুণ তার অজানা। তার জন্য তাকে দোষ দেওয়া চলে না। তার প্রকৃতি তো আপনার অজানা নয়। কখনো তাকে আপনার খুব নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। আপনার বন্ধুদের সামনেই সে হয়তো বলে বসল যে আপনি মুর্টকি, বুদ্ধির ঢেঁকি ইত্যাদি। এটা তার রসিকতা ভেবে আপনি হাসবেন, রাগ করবেন না। মানুষটাকে তো জানেন? সে তার মনোভাব

সকলের সামনে প্রকাশ করতে কখনো চায় না। আপনি যখন একা থাকবেন তখন আপনার সম্বন্ধে তার সত্যিকার মতামত জানতে পারবেন।

ঈর্ষা সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। ঈর্ষান্বিত হলে মানুষটি হঠাৎ আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠতে পারে। আর তার কোন ব্যাপারে আপনার ইর্ষান্বিত না হওয়া উচিত। সে যা ইচ্ছে আচরণ করুক না কেন, আপনি মনকে এই বলে প্রবোধ দেবেন যে মানুষটা সত্যিই আপনাকে ভালবাসে। সাময়িক কামনার বশে উন্মাদ হলেও প্রকৃত প্রেমের মূল্য সে বোঝে। সে একান্তভাবে আপনারই। তবে নিজের সম্মোহন ক্ষমতা কতটা তারই পরীক্ষা করছে অন্য নারীদের উপর। প্রতিদিন সকালে-বিকালে বিশেষ করে রাতে শোবার সময় এই কথাগুলি প্রার্থনা মন্ত্রের মতোই মনে মনে আওড়াবেন। দেখবেন অল্পকালের মধ্যেই আপনাদের দাম্পত্যজীবনের অশান্তি দূর হয়ে গেছে।

পিতা রূপে এই মানুষ খুব কড়া ধাতের হতে পারে। সন্তানদের অলসতা বা অন্যায় আচরণে বিন্দুমাত্র ক্ষমা করবে না। যদিও সে আবেগপ্রবণ বলে তাদের খুবই ভালবাসবে, তবু স্নেহে অন্ধ হয়ে তাদের দোষত্রুটি মার্জনা করবে না। প্রয়োজনের সময় সে তাদের রক্ষাকর্তা হবে, তবে এই শিক্ষাও তাদের দেবে যে বিপদের সময় তোমার নিজের রক্ষাকর্তা নিজেকেই হতে হবে। ছেলেরা তার কাছ থেকে টাকা ধার নিলে সে তাদের কাছ থেকে সুদ নেবে, আর সেটা তাদের ঋণগ্রস্ত না হবার শিক্ষা দেবার জন্যেই। পিতার জীবিত অবস্থায় বাল্যকালে তার এই কড়া শাসন ও নির্মমভাবে শিক্ষা দানের মূল্য সন্তানরা বুঝবে না, কিন্তু যখন সে ইহলোকে থাকবে না এবং সন্তানরাও বড় হয়েছে, তখন উপলব্ধি করা যাবে দক্ষ কর্মকার যেমন লোহা গড়ে পিটে ধারাল অস্ত্র তৈরি করে তেমনি কীভাবে এই পিতা সন্তানদের গড়ে পিটে মানুষ করছে নির্মম রূপ বাস্তব জগতের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য। অন্য কোন রাশির পিতার কাছ থেকে সন্তানরা এমন বাস্তবমুখীন শিক্ষা পায় না। যদি এই মানুষের কড়া শাসনের ফলে কোন ছেলে ভীতু নার্ভাস হয়ে যাবে বলে মাতা হিসাবে আপনি মনে করেন, তাহলে খুব কৌশলের সঙ্গে স্বামীকে বুঝিয়ে দেবেন যে অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের চেয়ে স্নেহ-ভালবাসায় কাজ হয়। তবে মনে রাখবেন, কখনো আপনার কর্তার উপর কর্তৃত্ব করতে যাবেন না। সে কারও কর্তৃত্ব সহ্য করার পাত্র নয়, বিশেষ করে স্ত্রীর। এই মানুষের সঙ্গে ঘর করতে হলে আপনাকে বিবেচক, বুদ্ধিমতী ও কৌশলী হতে হবে। তাছাড়া স্বামীর প্রতি যদি আপনার একটু সহানুভূতি, কোমলতা ভালবাসার লক্ষণ সে টের পায় তাহলে দেখবেন সে কী ভাবে তার প্রতিদান দেয়। আপনার প্রতি তার ভালবাসা তখন অন্য দম্পতিদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠবে। অবশ্য আপনি যদি ভীরু-হৃদয় অবলা না হন তাহলেই এই মানুষের সঙ্গে ঘর করে আনন্দ পাবেন। বৃশ্চিক দেখলে যারা ভয় পায় তাদের দলে যাবেন না।

বৃশ্চিকে রবির নারীর সৌন্দর্যে যেন এক গভীর রহস্য আছে। সে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয়, গর্বিত ও সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু তার এক গোপন দুঃখ আছে। সে পুরুষ হয়ে জন্মায়নি। আজ পর্যন্ত এই রাশির এমন কোন নারী জন্মায়নি যে নিজেকে অবলা বলে মনে করে। আমার কথায় ভুল করে ভাববেন না যে আমি তাদের চেহারায় পুরুষালী ভাব আছে বলছি। নারী হিসাবে সে নারীসুলভ আকর্ষণীয় সৌন্দর্যের অধিকারী, কিন্তু সে ভাবে তার পুরুষ হয়ে জন্মানো উচিত ছিল। তাতে সে জীবনে অনেক সুযোগ পেত, অনেক কম বাধানিষেধের সম্মুখীন হতে হতো।

এই নারী স্বজাতি অন্য নারীর প্রতি মনে দারুণ ঘৃণা পোষণ করে যখন সে নারী প্রিয়া জায়া বা জননীরূপে নিজের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এই নারী জানে কী ভাবে পুরুষের মনোরঞ্জন করে তাকে বশে রাখতে হয়। অন্য নারী যখন পুরুষের বাহু বন্ধনে ধরা দেবার জন্যে ছুটে যাবে কিংবা নিজের প্রেমের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা করবে না, তখন এই রাশির নারী নীরব ভাষায় বিশেষ পুরুষের প্রতি তার প্রেম ব্যক্ত করবে, তার আকর্ষণীয় আচরণ প্রেমিককে সম্মোহিত করবে। আর আশ্চর্যের কথা, এই নারীর বেশভূষা পুরুষালী ঢংয়ের হলেও—পরনে জিনেস প্যান্ট, মাথায় বেসবল ক্যাম্প, আর কথাবার্তা পুরুষদের ফুটবল বা ক্রিকেটের স্কোর নিয়ে হলেও তার প্রেমিক কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণে তার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে বাধ্য হবে।

একটি বিষয়ে সাবধান হবেন। এই নারীকে কখনো ছলনা করতে যাবেন না। তার কাছে মিথ্যা অভিনয় করবেন না। আপনার ছল—চাতুরী ধরে ফেলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তার আছে। বিশ্বাস না হয় তাহলে যে তার সঙ্গে চালাকী করতে গিয়েছিল এমন কাবুকে পেলে তার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনবেন যাতে আপনি রীতিমত ভয় পেয়ে শিউরে উঠবেন। ছলনাকারী, অনিষ্টকারী শত্রুকে এই নারী ক্ষমা করে না। সে শত্রুকে শুধু পরাজিত করে না, ধ্বংস করে।

এই নারীর এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে। রহস্যভেদী অন্তর্দৃষ্টি। যে কোন পুরুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে বুঝে নিতে সক্ষম যে সেই পুরুষকে জীবন সঙ্গী-রূপে গ্রহণ করা চলে কিনা। যদি সে আপনাকে পছন্দ করে তাহলে সে আপনাকে সহজেই বশ করে ফেলবে। তার হাসি, চোখের চাউনি, কথা বলার ভঙ্গী রূপকথার ডাইনীর মন্ত্রের মতোই আপনাকে মুগ্ধ করবে। আপনার সামনে তখন দুটি পথ খোলা আছে। এক তার কাছে আত্মসমর্পন করা, না-হয় তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু পালাবেন কেন? ধরা দিলে কোন ক্ষতি নেই। সে আপনাকে শিখিয়ে দেবে জীবনের অর্থ কী। এই নারীর দৃষ্টি ও দর্শনের সঙ্গে দার্শনিকতাও আছে।

এই নারী চায় তার জীবনসঙ্গীটি একজন সত্যিকারের পুরুষ হোক। দুর্বল মানুষকে সে পছন্দ করে না। স্বামীর মধ্যে সাহস উচ্চাভিলাষ সে দেখতে চায়। তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করে স্বামী যেন সব ব্যাপারে তার থেকে বড় হয়, যাতে স্বামীকে সে যোগ্য পতি বলে সর্বদা সম্মান করতে পারে। স্বামীর বুদ্ধি যেন তার চেয়ে বেশি হয়। প্রয়োজনীয় মনে করলে স্বামীকে সে গড়ে-পিটে উপযুক্ত করে নেবে। সে চায় দশজনের কাছে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেন আদর্শ দম্পতি বলে গণ্য হয়।

এই রাশির নারীর সঙ্গে আপনি যদি একবার ঘনিষ্টতা অর্জন করতে পারেন, তাহলে বুঝবেন আপনার মধ্যে নিশ্চয় কিছু অসাধারণত্ব আছে। আরও বুঝবেন যে ইতিপূর্বে আরও যত প্রেমের অভিজ্ঞতা আপনার আছে তার চেয়ে এই নারীর প্রেম অনেক গভীর। তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হচ্ছেন আপনি। তার ভালবাসা যেন আপনাকে খুশি করে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করবে। যদি আপনি সহজে খুশি না হন, তাহলে হতাশ না হয়ে কিসে আপনি খুশি হন তা খুঁজে বের করবে।

এই নারীর মধ্যে দোষ ও গুণ দুই আছে। দোষগুলি না দেখে গুণগুলি বিচার করুন। তাহলে গুণের পরিমান কখনোই আপনার অখুশির কারণ হবে না।

এই নারী আবেগ প্রবণ বলে কোন বিষয় বা বস্তুর সংস্পর্শে এলে তা ওপর-ওপর দেখে ছেড়ে দেয় না বা অবহেলা করে না। কোন কিছু তার আগ্রহ সৃষ্টি করলে সে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সেটি বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করবে। রেডিয়াম আবিষ্কারক বিজ্ঞানী মাদাম ক্যুরির জন্ম মাস মনে আছে তো?

এই নারী সমাজের অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে চায় না। একমাত্র তার বিবেকের নির্দেশ সে মেনে চলে, তার আইন-কানুনের স্রষ্টা সে নিজেই। ধরুন আপনি ও সে দুজনে পরস্পরকে ভালবাসেন। সামাজিক কোন বাধার জন্য আপনাদের বিবাহ সম্ভব নয়। বিবাহ হোক না হোক, সে স্ত্রীর মতোই আপনাকে ভালবাসবে। বিবাহ বন্ধনবিহীন স্ত্রীকে ধর্মের ধ্বজাধারীরা নরকে যাবার ভয় দেখাতে এলে সে দৃঢ়স্বরে বলবে, সে নরবাসের ভয় করে না এবং নরকের আগুনের মধ্যে থেকেও হাসি-মুখে আপনার প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করবে।

এই নারী নিজের গৃহকে ভালবাসে। তার গৃহে আপনি সুরুচি, পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ দেখবেন। খাওয়া-দাওয়া ঘড়ির কাঁটা মেনে হয়। এই সবের বিপরীত কিছু আপনার নজরে পড়লে বুঝবেন কোন ব্যাপারে গৃহকর্ত্রী খুব অশান্তির মধ্যে পড়েছেন, কারণ তার স্বভাবের মধ্যে আছে সৌন্দর্য ও সুশৃংখলতার প্রতি আকর্ষণ। সাংসারিক খরচপত্রের ব্যাপারে এর কোন মতি স্থির নেই। এমনিতে সে অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষপাতী, আবার হঠাৎ দুম করে মোটা টাকা খরচ করে বসতে পারে। মোট কথা, পাঁচজনের কাছে নিজের মর্যাদা সম্মান বজায় রাখার জন্যে অর্থব্যয় তার কাছে বাধাস্বরূপ নয়।

সন্তানদের প্রতি তার স্নেহের বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও সন্তানরা ঠিক বুঝতে পারে মা তাদের খুব ভালবাসে। সন্তানদের সুস্থ প্রতিভাকে উৎসাহ দিয়ে বিকশিত করে এই জননী। তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষ জাগিয়ে তোলে। যৌবনে কোন সমস্যায়

পড়লে তারা জানে মার কাছে উপযুক্ত উপদেশ ও সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ পাবে। মা তাদের সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার শিক্ষা দেবে। এই মা যদি মনে করে কেউ তার ছেলেদের ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তাকে একবারে শেষ করে দেবে। আপনিও কিন্তু সাবধান থাকবেন। বাবা বলে ছেলেদের বেশি আদর দিয়ে মাথা খেতে গেলে মা আপনাকেও উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে। এই মায়ের স্নেহে কোমলতা নেই, সন্তানদের বাধ্য ও শৃংখলা পরায়ণ করার জন্য সে রূঢ় হতে দ্বিধা করবে না।

সর্বশেষে আর একবার বলি। এই নারী যতই রূঢ়, কড়া, পুরুষালী প্রকৃতির, প্রতিহিংসা পরায়ণ হোক না কেন, আসলে সে নারীই। জায়া ও জননীরূপে সংসারের সব বিপদ-আপদে তার উপর নির্ভর করা চলে। সে শুধু আপনার গৃহকর্ত্রী নয়, আপনার রক্ষাকর্ত্রীও। সন্তানরাও উপলব্ধি করবে প্রয়োজনে মার কাছে দৌড়ে যাওয়া উচিত। মা তাদের একমাত্র সহায়ক।

## বৃশ্চিকে রবির—শিশু

বৃশ্চিকে রবির শিশুকে জন্মকালে প্রথম দেখে মাতাপিতার যে প্রতিক্রিয়া হবে তা হচ্ছে এই রকম—'কী রকম সুন্দর বলিষ্ঠ সন্তান। শরীরটা বেশ শক্ত মনে হচ্ছে অন্য নবজাতকদের চেয়ে। আর কত শান্ত।'

ঠিক কথা। ছোট ছেলেটির খুব শক্ত সমর্থ দেহ। তার মনের জোরও প্রবল। ছেলেবেলার সে মারামারি করতে ভালবাসবে। আর সেই মারামারিতে অন্য শিশুদের সে হারিয়ে দেবেই। যদি সে কারও সঙ্গে না পারে, তবে সাময়িক ভাবে হার স্বীকার করলেও জয়ের সুযোগের সন্ধানে থাকবে। শত্রুর সঙ্গে আপোষ করা তার কোষ্ঠীতে লেখেনি।

শৈশবেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে সে এমন ভাবে আপনার দিকে তাকাবে যে আপনি সম্মোহিত হয়ে তার ইচ্ছাপূরণ করবে। তার বায়না আপনাকে মেনে নিতে হবে। ঘরের মেঝেতে ছোট্ট জাঙিয়া পরা মানুষটি যেন এক সাপুড়ে, তাঁর বাঁশীর সুরে আপনার না নেচে উপায় নেই।

এই ছেলেকে মানুষ করতে গিয়ে আপনি তার সাহস, সততা, বুদ্ধি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে অবাক হবেন। তাকে শৃংখলপরায়ণ করে তুলতে আপনাকে সর্বদা কড়া নজর রাখতে হবে। তাকে সব সময় বোঝাতে হবে তার চেয়ে দুর্বল যারা তাদের উপর দয়া করতে হবে, তাকে তারা আঘাত করলেও ক্ষমা করতে হবে। আর গুরুজনদের মান্য করে চলতে হয়। তাতে ঠিক মতো বোঝাতে পারলে দেখবেন তার চরিত্রের মহৎ গুণগুলি কী সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হবে। লক্ষ্য রাখবেন অহংকার যেন এই শিশুকে নষ্ট না করে দেয়।

এই শিশু তার থেকে শক্তিশালী লোকের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

কোমল হৃদয় বা ভীরু মায়েরা এই শিশুকে ঠিক মতো মানুষ করতে অক্ষম। সে যখন কোন ব্যাপারে আপনার কথা শুনতে চাইবে না, চোখ কটমট করে অথচ না রেগে তার দিকে চেয়ে থাকবেন। না রেগে কটমট করে চাওয়াটা আপনার পক্ষে শক্ত হলেও অভ্যাস করতে হবে। ধমকাবার সময় চিৎকার না করে কথার গুরুত্ব বাড়াতে হবে। আপনার চোখের থেকে তখন সে চোখ নামিয়ে নেবে। কিন্তু এটা সাময়িক যুদ্ধ বিরতি। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার অন্য কোন বিষয়ে আপনার সংঘর্ষ হতে পারে। আবার তাকে বুঝিয়ে দিন বাড়ির কর্ত্রীরূপে আপনি তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখেন। ক্রমে ক্রমে এইভাবে সে আপনাকে মানতে বাধ্য হয়ে আপনার কথা শুনে চলবে।

এই শিশু যখন তার জড়তাকে মারামারির সময় ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া এবং বুদ্ধির লড়াইয়ে ছক্কা ফেলার সময় বাবাকে হারিয়ে দেবার মতো বড় হবে, তখন বুঝবেন যে মা হিসাবে তাকে মানুষ করার কর্তব্য আপনার শেষ হয়েছে। এখন সে নিজেই চরে খাবে। তবে আমার একটি সাবধান-বাণী ভুলবেন না। তাকে লালন-পালনের সময় নিয়মনিষ্ঠা, বাধ্য, ভদ্র করার জন্য যত কঠোরই আপনাকে হতে হোক না কেন আপনার কঠোরতার সঙ্গে যেন স্নেহের প্রলেপ থাকে। ম্যালেরিয়ার রোগীকে তিক্ত কুইনাইন খাওয়ানোর জন্য ট্যাবলেটের গায়ে মিষ্টতার প্রলেপ থাকে, আপনার শাসনেও যেন স্নেহের প্রলেপ থাকে। নাহলে এই শিশু পরবর্তী জীবনে ভীতু ও মানসিক বিষন্নতার রোগী হয়ে যাবে।

তার স্পষ্টবাদিতা ও খোলাখুলি আলাপ-আচরণ সত্ত্বেও তার নিজস্ব গোপন ও ব্যক্তিগত বিষয় কিছু সব সময় থাকবে। তার নিজস্ব ব্যাপারে কখনো নাক গলাতে যাবেন না। তার নিজস্ব বস্তুগুলি রাখার জন্য তাকে একটা স্যুটকেস বা ড্রয়ার ছেড়ে দিন এবং সেটির চাবি তারই হাতে তুলে দিন। তার বিনা অনুমতিতে পরিবারে আর কেউ যেন সেটি না খোলে। মেয়ে বড় হয়ে উঠলে তাকে ভাল ডায়েরী উপহার দিন, যার পাতা আপনি খুলে দেখতে যাবেন না। এই রাশির জাতকের সর্বদা একান্ত গোপনীয় কিছু থাকে। কাকার মদ খেয়ে মাতলামি, মার আলমারির চাবি হারিয়ে বকুনি খাওয়ার কথা আর বাবার জ্বর হয়েছে বলে অফিসে ছুটি গিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাওয়ার ব্যাপার—অর্থাৎ পরিবারের সব গোপনীয় ব্যাপার সে একান্ত নিজস্ব গোপন ব্যাপার করে রাখবে।

আর একটা কথা, আপনার এই শিশু তার বয়সের তুলনায় বুদ্ধিমান। বয়স্করা বিপদে পড়লে সে নিজের বুদ্ধিতে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। বাবা যখন সংসারের হিসাব না মেলায় চিন্তিত, মা যখন কোন কারণে বিষন্ন, তখন তারা বিস্মিত হয়ে টের পাবেন যে এই শিশু কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছে বাবা মাকে সান্ত্বনা দেওয়া, খুশি করা উচিত। সে পিছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে। এই ভাবে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করবে। প্রিয়জন ও বন্ধুদের জন্য তার হৃদয় ভালবাসায় ভরা। একবার সে যাকে ভালবাসে চিরকাল তার অনুগত থাকে।

ছাত্ররূপে এই রাশির বালক-বালিকা তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দেবে। জটিল অঙ্ক বা থিয়োরী অন্য সকলের চেয়ে সহজে বুঝে নেবে। ক্লাসে তারা হয় প্রথম হবে, না হয় স্কুল হকি টিমের ক্যাপ্টেন হবে। মানসিক বা শারীরিক দুটি ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিতে সক্ষম। তাকে শারীরিক ভাবে সক্রিয় ও মানসিক ভাবে আগ্রহী রাখা হচ্ছে তার শিক্ষাদাতাদের কর্তব্য। বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও খেলাধুলায় তাকে যদি আগ্রহী করে তোলা যায়, তাহলে, শীর্ষস্থানে পেঁছাবার জন্য সে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করবে। তার শৈশব স্বপ্নগুলির প্রতি সমর্থন জানান, যেমন মহাকাশচারী, জাহাজের নাবিক, নামকরা ডাক্তার, মন্ত্রী, এমন কি প্রেসিডেণ্ট হওয়ার স্বপ্নগুলি। আপনার মনোমত জীবিকা বা পেশা গ্রহণ করার জন্য তাকে জোর করবেন না। তার অর্থ হচ্ছে অজানা অন্ধকার গলিতে তাকে ঠেলে দিয়ে লক্ষ্যস্থলের যাত্রা থেকে পথ ভ্রষ্ট করা। আপনার ভুল তার ঘাড়ে চাপাবেন না, কারণ, সে জানে জীবনে সে কী চায় এবং সেই জানার পক্ষে যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি তার আছে।

তার মধ্যে বিরাট কর্মশক্তি ও উদ্যম লুকিয়ে আছে। সেগুলির প্রকাশে সাহায্যে না করে চাপা দিয়ে রাখতে গেলে সে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থ হয়ে উঠতে পারে। আপনি তার অনুগত হন, তাতে তার মঙ্গল এবং আপনারও। যুক্তিহীন উপদেশ বা অন্যায় কঠোরতা এই সন্তান সহ্য করবে না।

এই শিশুদের ওষুধের প্রতি দুর্বলতা আছে। ওষুধের শিশি তার নাগালের বাইরে রাখবেন। আগুনের প্রতি তার আকর্ষণ আছে, শিশুর হাতের কাছে দেশলাই রাখবেন না। এই শিশুর যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি খুব আছে। পড়ে গিয়ে কপাল কাটল, ডাক্তার কপালে পাঁচটা স্টিচ করতে গেলে অন্য ছেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। কিন্তু এই ছেলে মুখ বুজে থাকবে।

ভূতের গল্প, কল্প বিজ্ঞানের গল্প, মারপিটের ছবি এই সব টেলিভিশনে দেখতে স ভালবাসবে। অল্প বয়সেই সে প্রেমের ব্যাপারে সচেতন হবে। সে গৃহের পরিবার পরিজনকে ভালবাসে বলে তাকে বুঝিয়ে দেবেন অল্প বয়সের বিচার বুদ্ধিহীন প্রেমের ফলে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, গৃহের সুখ শান্তি নষ্ট হতে পারে, তাহলে সে প্রেম বা বিবাহের ব্যাপারে হটকারীর মতো কিছু করে বসবে না।

এই শিশু বড় হয়ে কর্মজীবনে যাই করুক না কেন, সেই কর্মক্ষেত্র যদি স্বনির্বাচিত হয়, তাহলে আপনি তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

## বৃশ্চিকে রবির—মনিব

বৃশ্চিকে রবির জাতক প্রেসিডেণ্ট থিয়োডর রুজভেল্টের একটি উপদেশ হচ্ছে—নরম ভাবে কথা বলবেন—কিন্তু হাতে একটা বড় ডাণ্ডা রাখবেন।'

মনে রাখবেন এই রাশির মনিবরা এই উপদেশটি মেনে চলেন। ডাণ্ডাধারী নম্র-

ভাবী মনিবের অধীনে কাজ করা মানে বুদ্ধি ও শক্তির ভক্ত হওয়া। সে পৃথিবী যাবতীয় গোপন বিষয় জানতে আগ্রহী। তাই আপনার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মস্তিষ্কে অভ্যন্তরে কী আছে তা জানতে সে আগ্রহী হবে। আপনাকে মন খুলে কথা বলে সে বাধ্য করবে না। তবে তার কাছে আপনি মন না খুলে পারবেন না। তার তীক্ষ্ণ গভীর সম্মোহনকারী দৃষ্টি আপনার ভেতরে লুকানো যা আছে তা দেখতে পাবে আপনার মনের কথা যদি গোপন রাখতে চান, তাহলে হয় তার চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে চলবেন, নয় তার অধীনে কাজ করবেন না।

আপনার সম্পর্কিত তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও তার অগোচরে থাকবে না। আপনার বাবা স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল, আপনার বোন এক বিবাহিত লোকের সঙ্গে প্রেম করছে, আপনি আপনার ব্যাঙ্কের ধারের টাকার কিস্তি ছ' মাস দে নি কিংবা আপনার বাড়ির বেড়ালটার শিগ্গীর বাচ্চা হবে—এই ধরণের কোন খবরই তার অজানা থাকবে না। কী করে? যেমন করেই হোক সে সব জানতে পারবে।

আপনার মনোভাবের খবরও তার অজানা থাকবে না। তার কি কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে? হতে পারে। মনে এই রাশির মানুষের জানার এই অসাধারণ ক্ষমতা আছে। আপনার মনোভাব অনুযায়ী সে আচরণ করবে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার আচরণ হবে আপনার প্রতি সহানুভূতিপন্ন। আপনার চারপাশের সবাই যখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এবং আপনার মনের কথা তথা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না, তখন একজন মনের মানুষ পাওয়া কি সৌভাগ্য নয়? যে আপনার যাবতীয় গোপন বিষয় জেনে ঠিক মতো উপদেশ দেবে বা সাহায্য করবে। আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই মানুষের নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও অসাধারণ। সে অক্লান্ত কর্মী, যে কাজে হাত দেবে শেষ না করে ছাড়বে না। আর সে কী করতে চায়, বা কী তার ইচ্ছা সেটাও কারুকে জানতে দেবে না। ব্যবসায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝতে পারবে না যে আপনার মনিব তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইচ্ছুক। ব্যবসা ক্ষেত্রে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হয়ে যখন ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হবে, তখনই শুধু টের পাবে আপনার মনিব কত বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। স্বীয় উদ্দেশ্য গোপন রাখাই এই মনিবের প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রধান অস্ত্র।

এই মানুষের প্রতি যারা অনুগত, তাদের কাছে টেনে নিয়ে সে এক চক্র গড়ে তুলে তার শত্রুদের এই চক্রের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে রেখে দেয় ( দূরত্বটা শত্রুদের পক্ষেও নিরাপদ )। তাই শত্রুদের তার কাছে যাওয়া কষ্টকর, শুধু কষ্টকর কেন অসম্ভবও বটে। তার চক্র বা দলের মধ্যে যারা নেই, তাদের প্রতি এই মানুষের কোন দয়া বা সহানুভূতি খুব কম থাকে। তার দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি অর্থাৎ তার নিজেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে তার প্রধান লক্ষ্য।

এই মানুষের চেহারা দেখে আপনার খুব জবরদস্ত মনে হবে না। তারপর তার হাসি দেখলে তো আপনি গলে যাবেন। আপনার মনে হবে এই মানুষ সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্র যা বলেছে সব ভুল। একে মোটেই প্রতিহিংসা পরায়ণ শত্রু নিধনকারী

বলে মনে হয় না। শিশুর মতো নিরীহ এই মানুষটি। কিন্তু এই নিরীহ মানুষটি যখন তার তীব্র দৃষ্টি আপনার উপর নিবন্ধ করবে তখন আমি প্রার্থনা করবো আপনার কাছাকাছি যেন একটা চেয়ার থাকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ার জন্যে। তার সম্মোহনকর দৃষ্টি আপনাকে অবশ করে দেবে। আপনার মন বুদ্ধি বিচার শক্তি সবই তার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, আপনি শুধু তার আদেশ মতো কাজ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি প্রায় ক্রীতদাস হয়ে গেছেন এই শান্ত, বুদ্ধিমান, দয়ালু বিস্ময়কর মনিবের। তার কবল থেকে আপনার উদ্ধারের আশা নেই, আর কেউ আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। আপনার মনে হবে এমন চমৎকার মনিব আর কারও নেই। যারা এই মানুষকে বিপজ্জনক বলে তারা ঈর্ষাপরায়ণ, মিথ্যাবাদী।

এই মনিবকে বেশি খোশামোদ করতে যাবেন না। তাহলে মারাত্মক ভুল করবেন। সে আপনাকে মতলববাজ বলে সন্দেহ করবে। সে সব সকলকে সন্দেহ করে, তাদের গুপ্ত অভিসন্ধি খুঁজে বেড়ায়। এই চরিত্রের একটি মহৎ দোষ হচ্ছে যে সরল লোকের কথাবার্তার মধ্যেও সে মতলব খোঁজে। আপনার বাড়িতে আপনার স্ত্রীর নিজের হাতে করা চমৎকার এক কেক উপহার হিসাবে নিয়ে গিয়ে তার টেবিলে রাখলেন। তার ফলে আপনার মাইনে বাড়ার বদলে বরখাস্ত হতে পাবেন। মনিব ভাববে আপনার কোন গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তার পায়ে তেল দিচ্ছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে তার কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা সম্বন্ধে দু একটি প্রশংসা বাক্য তাকে নিশ্চয় খুশি করবে। তবে খুব সাবধান, কখনো মাত্রা ছাড়াবেন না। আপনার আনুগত্য প্রকাশের জন্য যেটুকু, সেটুকু ছাড়া এক পা এগুবেন না।

এই মনিব টাকাকড়ি সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার। হিসাবের মধ্যে গোঁজামিল দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। যদি তার উপদেশ অবজ্ঞা করার ইচ্ছা আপনার হয়, তবে তার আগে কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস করে নিন, বিশেষ করে সেই ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে যাবেন যার মধ্যে বিষাক্ত সাপের বাস। মাস খানেক এই অভ্যাসের পর মনিবের হুকুম অমান্য করতে সাহস দেখাবেন।

এই মনিবের কাছে কোন সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। শত্রু দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলার সময় আপনি দেখবেন আপনার মনিবের আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শান্ত মিষ্ট মধুর মানুষটি হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকে নির্মিত কামানের গোলা, শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করতে সক্ষম। সমস্যা সমাধান বা শত্রু ধ্বংসের পর আবার তাকে অত্যন্ত শান্ত মিষ্টভাষী হতে দেখে আপনি ভাববেন একই মানুষের পক্ষে তাহলে ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইড হওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, সব মানুষের পক্ষে সম্ভব না হলেও বৃশ্চিকে রবির মানুষের পক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এই মনিবকে সম্পূর্ণ বোঝা আপনার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আর বুঝলেও ভুলে যাবেন, যখন তার সম্মোহনকারী দৃষ্টি ও মিষ্ট ভাষার প্রভাবে পড়বেন। আমি শুধু এইটুকু আপনাকে সতর্ক করতে পারি যে এই মানুষের সঙ্গে চালাকী করতে যাবেন না, সাবধানে আলাপ আচরণ করবেন। তার সাহস ও সত্যনিষ্ঠা আপনাকে চিরদিন মুগ্ধ করবে তার চরিত্রের বহু জটিলতা সত্ত্বেও।

## বৃশ্চিকে রবির—কর্মচারী

আপনার অফিসে কোন কর্মচারীকে মনে হবে আত্মমগ্ন? অন্যদের সঙ্গে হৈ হৈ ন করে কাজ নিয়ে ডুবে আছে? কোন কর্মচারীকে মনে হয় খুব আত্মবিশ্বাসী? তা চোখে স্থির দৃষ্টি আর মুখে অবিচল ভাব? মনে হয় নিন্দা ও প্রশংসা সবই তা কাছে সমান। বিচলিত বা উচ্ছ্বসিত সে কখনো হয় না। মনে হয় ভবিষ্যত সম্বন্ধে তার নিজস্ব পরিকল্পনা আছে। আর একটি প্রশ্ন—তাকে কি আপনার অন্য কর্মচারীর একটু ভয় করে চলে? তাহলে জানবেন সেই কর্মচারীটি হচ্ছে বৃশ্চিকে রবির মানুষ।

আপনার অন্য সব কর্মচারীর চেয়ে এই লোকটি বেশি কাজের। আর নিজে কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। তার নিজের ভাগ্য সে নিজে গড়বে ব ভাঙতে সক্ষম। নিজেকে সে কখনো প্রতারণা করে না। নিজের ভুল অন্যের ঘাড়ে চাপায় না। নিজের প্রচেষ্টায় সে কর্মজীবনে উন্নতি করে। এই মানুষ কখনে হীনমন্যতায় ভোগে না।

এই মানুষকে কেউ যদি বাধা দেয়, অপমান করে, তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে কথার খেলাপ করে তার লেজে পা দেয়, তাহলে সেই মানুষের আর রক্ষা নেই। কাকড়াবিছার বিষের জ্বালা সে টের পাবে। কিন্তু আপনি যদি ক্ষমতাশালী হন এবং সে বোঝে ভবিষ্যতে আপনাকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাহলে পূর্বোক্ত আচরণে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়, নিরাসক্ত থাকবে। সে তার জীবনে আপনাকে যদি প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বলে মনে করে তবে আপনার সব কিছুই সে শান্ত মনে মেনে নেবে, কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধস্পৃহা তার মধ্যে দেখতে পাবেন না, বৃশ্চিকের স্বভাব সুলভ দংশন তো বহু দূরের কথা। এই অবিচলিত থাকাটাই প্রমাণ করে তার অসাধ্য মানসিক শক্তি ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার।

আপনার এই কর্মচারীটি খুবই সাহসী। তার আত্মবিশ্বাস তাকে এই সাহস জোগায়। এই মানুষ যদি তার উপরওয়ালার কাছে মাথা নত করে, তাহলে ভাববেন না সে ভয়ে করছে। সে জানে ভবিষ্যতে এই মানুষটিকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে এবং তখন তার হুকুম করার দিন নিশ্চয় আসবে। সে ব্যস্তবাগীশ মানুষ নয় বলে ধৈর্য ধরতে জানে।

অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে বৃশ্চিকে রবির কর্মচারীর তুলনা করতে গিয়ে তার মধ্যে আর একটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করবেন, যা আজকালকার কর্মচারীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। গুণটি হচ্ছে আনুগত্য। বর্তমান কালে কর্মচারীরা মনিবকে মানতে চায় না। আনুগত্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। মনিব কর্মচারীর সম্পর্ক আজ শুধু কাজ ও বেতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই রাশির মানুষ কাজ ও বেতনের সঙ্গে আর একটি বিষয় যোগ করে নেয়—কর্মচারী হিসাবে কর্তার প্রতি আনুগত্য। নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী এই মানুষ যে তাকে কাজ দিয়েছে তার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা কখনো করবেন না।

এই মানুষরা খুব চতুর। তাই মানুষ বা মেসিনের রহস্য সন্ধানে সে সর্বদা আগ্রহী। বহু মনস্তাত্ত্বিক সার্জন, বিজ্ঞানী, ডিটেকটিভ, গবেষক, ইঞ্জিনীয়ার, রিপোটার এই রাশির মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। এই মানুষেরা সব সময় নিজের জ্ঞান সামর্থ্য ও আয় বাড়াতে আগ্রহী।

এই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো নাক গলাতে যাবেন না। সে তা কিছুতেই সহ্য করবে না। আপনাকে ও আপনার কাছে কাজ করা যদি তার পছন্দ হয়, তাহলে তার মতো নির্ভরযোগ্য কর্মচারী আপনার অফিসে আর খুঁজে পাবেন না। আট ঘন্টার কাজ সে পুরো আট ঘন্টাই করবে। কাজটা ভাল লাগলে সে ঘড়ির দিকে কখনো চেয়ে দেখবে না। তবে মনে রাখবেন এই লোকটি সবচেয়ে বেশি অনুগত তার নিজের কাছে। তার দুনিয়ায় প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে সে নিজে। তারপর অন্যেরা আসে। তার প্রিয়জনেরা, তার মনিব, তার উপর নির্ভরশীলরা। সে নিজে যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে একবার একটা সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে দুনিয়ার কেউ তার সে সিদ্ধান্ত বদলাতে সক্ষম হবে না। আপনি মনিব বলে তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাকে যদি কিছু করতে বলেন, তাহলে আপনার মুখের উপর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে সে অফিস ছেড়ে চলে যাবে। এরজন্য তাকে অহংকারী বা স্বার্থপর বলা চলে না, শুধু আগে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করা চলে—এই মানুষটি সবচেয়ে বেশি অনুগত তার আপন সত্তার এবং সে কখনো আত্ম-প্রবঞ্চনা করে না।

# (SAGITTARIUS) ধনু রাশিতে রবি

## জন্মকাল—২৩ নভেম্বর থেকে ২১.ডিসেম্বর

### ধনু রবির জাতককে জানুন

এই মানুষকে চেনা যায় তার অবিবেচনা প্রসূত মজার মন্তব্যে। আর অনেক সময় সেই মন্তব্য যাকে উদ্দেশ্য করে তার মনে আঘাত দিলেও যে বলছে সে মোটেই আঘাত দিতে চায়নি। সে শুধু এই নির্দোষ পরিহাস করতে চেয়েছিল।

আপনার বোঝার সুবিধার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিই। বন্ধুবান্ধবদের এক পার্টিতে আপনি হয়তো গেছেন। বন্ধুদের দলের মধ্যে এক কোনে চুপচাপ বসে থাকা এই মানুষটি আপনাকে দেখে সহাস্যে উঠে এল অভ্যর্থনা করার জন্যে। আপনার পিঠ চাপড়ে সে বলল—'আয়! আয়! এই রকম গলাবন্ধ এক সোয়েটার পরেছিস কেন? মদ খেয়ে গলায় চিবুকে চর্বি জমিয়েছিস? সেগুলো ঢাকা দেবার জন্য পরেছিস? কচ্ছপের মতো খোলের মধ্যে গাল-গলা লুকোতে চাস?

অন্য বন্ধুরা আপনাকে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা করায় হয়তো একটু হাসল। আপনি মনে মনে রেগে গেলেন আপনার সোয়েটারের নিন্দা করার জন্য, আপনাকে সোয়েটারের নিন্দা করার জন্য, আপনাকে মদ্যাসক্ত বলার জন্য এবং চর্বি জমে আপনার মুখশ্রী নষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করার জন্য। কিন্তু মানুষটাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আপনাকে ব্যঙ্গ করে আঘাত করার ইচ্ছা তার মনে মোটেই নেই।

এই মানুষদের চেহারার বৈশিষ্ট্যও সহজে আপনি মনে রাখতে পারবেন। মাথাটা বেশ বড়, উঁচু চওড়া কপাল। সদা প্রফুল্ল ভাব মুখ মণ্ডলে, সকলের সঙ্গেই যেন বন্ধুত্বে আগ্রহী। চলাফেরার মধ্যে এক চটপটে ভাব ( যদিও অল্প সংখ্যককে দেখতে পাবেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই ধীরে সুস্থে নড়াচড়া করে )। অঙ্গভঙ্গির মধ্যে একটু নাটকীয়তা আছে। কথাবলার সময় এমন ভাবে হাত নাড়ল যে টেবিলের জলের গ্লাসটা উল্টে গেল। মাথা উঁচু করে সকলের দিকে এমন ভাবে পা বাড়িয়ে হাঁটে সে—হোঁচট খেয়ে রাস্তায় উল্টে পড়ল এবং হাতের ব্রিফ কেসের ডালা খুলে কাগজপত্র পথে ছড়িয়ে গেল।

তাদের চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং কৌতুকে চঞ্চল। তারা হয় খুব লম্বা ও স্পোর্টস ম্যানদের মতো, আর না হয় সাধারণ মানুষের চেয়ে বেঁটে, কিন্তু খুব শক্ত সমর্থ দেহ। লম্বাদের দেখলে আপনার রেসের ঘোড়ার কথা মনে হবে, ঘোড়ার কেশরের মতো এক গোছা চুল তাদের কপালের উপর প্রায়ই এসে পড়ে আর তারা মাঝে মাঝে সেই চুলের গুচ্ছ হাত দিয়ে বা মাথা নাড়িয়ে পিছনে সরিয়ে দিতে অভ্যস্থ হয়।

এই অভ্যাস অনেক সময় বয়স হলেও যায় না। মাথায় যখন টাক পড়েছে তখনো তারা অভ্যাসের বশে হাত তুলে কপালের চুল সরাতে যাবে।

তারা স্বভাবতই চঞ্চল প্রকৃতির। স্থিরভাবে বসে থাকতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কাজকর্মে তারা দেরী বা দ্বিধা করে না। ধনুতে রবির মানুষ যেন ধনুকধারী যোদ্ধা।

এই মানুষ পশু-পক্ষী ভালবাসে। একটা ঘটনা বলি। বিখ্যাত গায়ক ফ্র্যাঙ্ক সিনাটারা রিহার্সালে যাবার সময় পথের ধারে একটি আহত কুকুরকে পড়ে থাকতে দেখল। সে গাড়ি থামিয়ে কুকুরটিকে তুলে নিয়ে এক পশু চিকিৎসকের কাছে দৌড়ল। ওদিকে স্টুডিওতে তার জন্য সঙ্গীত পরিচালক, বাদ্যযন্ত্রীরা, রেকর্ডিং ও ক্যামেরার কলা-কুশলীরা হা-পিত্তেশ করে বসে রইল। কুকুরটির চিকিৎসা করতে মালিককে খুঁজে বের করে তার হাতে পোষ্যজীবটিকে তুলে দিয়ে তবে সে তার রিহার্সালে যোগ দিল।

ধনুকধারী এই জাতকরা বিপদকে ভালবাসে। সেইজন্য তারা খুব দুঃসাহসী হয়। বিপজ্জনক বিষয়—খেলা, চাকরি বা হবি হতে পারে—তাকে সব সময় আকর্ষণ করবে। তারা দ্রুত গতিকেও ভালবাসে। তার ফলে প্লেন, মোটর, মোটর সাইকেল ইত্যাদি দ্রুত গতিতে চালিয়ে আনন্দ পায়।

তাদের মনে যা হয় সঙ্গে সঙ্গে তা মুখ দিয়ে বের হয়। ছ-বছরের বালকের মতোই রেখে ঢেকে কথা বলতে তারা জানে না। আর সত্যি কথাই তারা বলে বসে। সত্য সহ্য করার শক্তি যদি না থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। বৃশ্চিকও সত্যি কথা বলে, কিন্তু সে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সজাগ হয়েই বলে কারুকে আঘাত দেওয়া না দেওয়ার পরোয়া না করে। কিন্তু ধনু কারুকে আঘাত দিতে চায় না। আঘাত করলে সে দুঃখিত হয় এবং সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে।

আপনাকে খুশি করার জন্য তারা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করবে। তারা নিজেরাও সব সময় হাসিখুশি থাকতে চায়। তবে কেউ যদি তাদের বন্ধুত্বের মনোভাবটা ভুল বোঝে বা কোন কারণে মেজাজ খারাপ করে দেয়, তাহলে তারা বোমার মতো সশব্দে ফেটে পড়ে। তাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব থাকে। কর্তৃত্ব ও অন্ধ সমাজের বিরুদ্ধে তারা চিরবিদ্রোহী। কারুর সঙ্গে লড়াই করতে বা কারুকে সাহায্য করতে তারা কখনো পিছিয়ে যাবে না। অপমানকারী বা রূঢ় ব্যবহারকারীদের তারা উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়।

মিথ্যা অপবাদ সততায় সন্দেহ তারা একবারেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মাথা গরম করে তার সঙ্গে সাময়িক দুর্ব্যবহার বা ক্রোধ প্রকাশ করলে কোন আক্রোশ তারা মনে পুষে রেখে দেয় না। মাথা ঠাণ্ডা হলে তাদের মনে অনুতাপ জাগে এবং নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আপোষ করে নেয়। আপনাকে হয়তো সে মেরে হাসপাতালে পাঠাল, তারপর অবাক হয়ে দেখবেন প্রতিদিন ভিজিটিং-আওয়ারে সে ফুলের তোড়া উপহার হাতে আপনার খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

এই মানুষ লোকের কাছে নিজেকে জাহির করতে ভালবাসে। মঞ্চে উঠে দর্শকদের

বার বার করতালি নিয়ে সে খুশি হবে। এই রাশির মানুষেরা বেশির ভাগই 'শো-বিজনেস'-এ জড়িত থাকে।

তাদের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল, বিশেষ করে যৌবনে। বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি পাকলে ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে প্রকৃত সত্যের সন্ধানে ব্রতী হয়।

এই মানুষরা ভ্রমণ করতেও ভালবাসে। বাড়িতে হয়তো একটি স্যুটকেস সব সময় গুছিয়ে রাখা আছে যে কোন সময়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য।

সাহসী, সৎ, আশাবাদী হলেও তাদের আচরণ বালকোচিত। জীবনের দায়িত্ব বা গুরুত্বকে এগিয়ে চলতে চায়। তবে কোন দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়লে তাদের সৎ স্বভাবের জন্য তারা তাকে অবহেলা করে না, প্রশংসনীয় ভাবে তা পালন করে।

এই মানুষেরা খুবই মিশুকে। চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী থাকলে তারা মানসিক ও শারীরিক ভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের তীক্ষ্ম বুদ্ধি বয়সের ভারে ভোঁতা হয়ে যায় না। তারা কখনোই জরাগ্রস্ত অথর্ব হয় না। যদিও তারা অনেকেই রীতিমত দীর্ঘায়ু হয়।

তাদের দেহে ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার স্থানগুলি হচ্ছে—বাহু, কাঁধ, পা, পাছা, লিভার, ফুসফুস, অন্ত্র। খেলাধুলায় খুব আগ্রহী বলে অনেক সময় তারা আহত হয়। তবে বেশি দিন হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকার পাত্র তারা নয়। জীবনে এই মানুষরা পরাজয়কে বরাবরের জন্য মেনে নেয় না। তারা বিশ্বাস করে আগামী কাল নিশ্চয় গতকালের চেয়ে ভাল হবে এবং আজকের দিনটি তাই আগ্রহকর। তাদের মধ্যে একটু জুয়াড়ীর মনোভাব আছে। জীবন নিয়ে বা টাকা-পয়সা নিয়ে তারা খেলতে পারে। তবে আশার কথা তাদের অনেকেই এই ভাবটি সংযত করে রাখে।

তাদের স্বভাবের মধ্যে সবচেয়ে দোষের হচ্ছে—হঠাৎ মেজাজ গরম হওয়া এবং খাদ্য পানীয়ের প্রতি দুর্বলতা। তাদের প্রধান গুণ হচ্ছে উদার স্বভাব। আপনাকে টাকা ধার দিলে মুখ ফুটে তার তাগাদা কোন দিন দেবে না। এই রাশির নারী পশু পাখি অনাথ শিশুকে স্বীয় সন্তানের মতো স্নেহে গৃহে স্থান দেয়?

ছলনা-প্রতারণা মিথ্যা এই মানুষদের অজানা।

## ধনুতে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| বিটোভেন | জন মিল্টন |
| ওয়াল্ট ডিসনে | উনস্টন চার্চিল |
| ফ্রাঙ্ক সিনাটারা | বেটি গ্রাবল |
| মার্ক টোয়েন | জেমস থারবার |
| নোয়েল কওয়ার্ড | |

এই রাশির মানুষকে দেখবেন সব সময় লোকজনেরা ঘিরে থাকে। তাদের ভিড় ঠেলে আপনাকে তার কাছে যেতে হবে। নিরাশ হবেন না। এই অত্যন্ত বলিষ্ঠ আশাবাদীর কাছে এলে আপনার সব হতাশা দূর হয়ে যাবে। একটা কথা, তার এই চরম আশাবাদ অন্ধ বিশ্বাসের মতোই বিপজ্জনক, যা অনেক সময় ভুলভ্রান্তির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ধনুতে রবির এই মানুষটা কেমন জানেন? সে তীরন্দাজ, তীর ধনুক বাগিয়ে ধরে দূর আকাশে ওড়া এক পাখিকে নিশানা করে তারই দিকে চেয়ে দৌড়াচ্ছে। কোথায় পা পড়ছে খেয়াল নেই। ফলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল! তবে মাটিতে পড়ে থাকার পাত্র সে নয়, লাফিয়ে উঠে তীর ধনুক নিয়ে আবার দৌড়াবে। দূর আকাশে তার মত নিশানা আর কেউ করতে পারে না। তাছাড়া লোকটার সাহস আছে বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া করার।

তার উচ্চাশা, যাকে কল্পনা বলাও যেতে পারে, অনেক সময় তার বিপদ বা পতনের কারণ হতে পারে। যেমন ঊর্ধ্বমুখী তীরন্দাজের হয়। তবে একটা আশ্চর্য কথা স্মরণ রাখবেন এই মানুষ ভাগ্যদেবীর প্রিয় সন্তান। তিনি তাকে সর্বদা বিপদমুক্ত করে সৌভাগ্য দান করেন। ধরুন, সে পাহাড়ে সোনার খনির সন্ধানে গেল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এক ব্যাগভর্তি নুড়ি নিয়ে এল। নুড়িগুলির মধ্যে স্বর্ণরেণুর লেশমাত্র নেই। হতাশায় বেচারার চোখে জল পড়ে। তখন ল্যাবরেটরি থেকে সাপ্লিমেণ্টারী রিপোর্ট এল যে পাথরগুলিতে সোনার সন্ধান না পাওয়া গেলেও দুষ্প্রাপ্য ও সোনার চেয়ে দামী ইউরেনিয়াম আছে। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়? তবে এই মানুষ সম্বন্ধে আরও একটা কথা মনে রাখবেন। পাথরগুলি যদি নেহাৎই সাধারণ পাথর হতো এবং এই মানুষটি দুঃখ হতাশায় ভেঙে পড়তো না! সেই বেদনাবোধ তার ক্ষণস্থায়ী। এই আশাবাদী মানুষটি জামার ধুলোর মতোই হতাশার দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দেয়।

এই মানুষটি অন্যদের বাইরের চেহারা দেখে বিচার করে না। সে বিচার করে মানুষটি সৎ না অসৎ? তাকে এই মাপকাঠিতে বহু জনই তার বন্ধুর স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে, কারণ সমাজে আজও একান্ত সৎ মানুষের অভাব হয়নি। অবশ্য তার বহু বন্ধু থাকার মানে এই নয় যে তার কোন শত্রু নেই। খুব সামান্যই থাকে, অন্য যে কোন রাশির মানুষের তুলনায় খুবই কম। তার খোলাখুলি মন্তব্যে ও সমালোচনায় অনেকে তার উপর বিরূপ হলেও পরে চিন্তা করে বোঝে যে লোকটি শত্রুভাবাপন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলে না। সে নিষ্ঠুর নয়, অন্যের ক্ষতি করতে চায় না, ছলচাতুরী জানে না বলেই মুখে যা আসে বলে দেয়। আপনি মনে রাখবেন ধনুরাশি মানে তীরন্দাজ, কথাগুলিই তার তীর। তীর সোজা যায়, সাপের মতো চক্রগতি পথ নয় না। দু একটা তীর খেলার সময় হাতে-পায়ে বিঁধে গেলেও মানুষটি মন্দ নয়

বলে আপনি ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন। দেখবেন বন্ধু হিসাবে সে বেশ ভাল।

ওই মানুষের রোমান্স খুবই ভাসা ভাসা অর্থাৎ গভীরভাবে প্রেমে সে খুব কমই পড়ে। সেকালের রাজাদের মতই অনেকটা। বহু রাণী তার আছে, তাই একনিষ্ঠ প্রেম তার অজানা। কিন্তু কাল তো বদলে গেছে, একটি স্ত্রীর বেশি বহু স্ত্রী রাখা সম্ভব নয়। সেই মহারাজাদের মতো মানুষদের রক্ষিতা খুঁজতে হয়। নারীরা এই তীরন্দাজকে অনেক সময় তাই ভুল বোঝে। তার মুখে প্রেমের কথা শুনে ভাবে তাকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য আগ্রহী। সে চায় এক মিষ্টি মধুর সম্পর্ক। সে চায় বৈচিত্রময় মানসিক উদ্দীপনা। তাই ধনু রাশির বহু মানুষের বদনাম আছে যে তারা সুন্দরী সেক্রেটারী নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সচেষ্ট। অনেক সময় তার এই প্রচেষ্টায় কোন বাছবিচার নেই। রাস্তার কোনে যে মেয়েটির ফুলের দোকান বা রাস্তার মোড়ে যে নারী-পুলিশটি ডিউটি দিচ্ছে, তার সঙ্গেও সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে যাবে। এর জন্য তার চরিত্রের উপর সন্দেহ করলে সে রেগে যাবে। কারণ তার কাম্য তো শুধু নিছক বন্ধুত্ব।

আপনি যদি খুব চালাক-চতুর মহিলা হন, তাহলে এই মানুষটিকে বুঝে নিতে আপনার অসুবিধা হবে না। সন্দেহ না করে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেবেন। তারপর একটু ঘনিষ্ঠতা হলে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবেন বিবাহ সম্বন্ধে সে কবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? স্বামী হিসাবে তাকে আপনার পছন্দ হয়েছে। স্ত্রী হিসাবে সে কী আপনাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত? মানুষটি সৎ বলে মিথ্যা কথা বলবে না। সে জানিয়ে দেবে যে সে আপনাকে স্ত্রীরূপে না রক্ষিতারূপে চায়। তার পরেরটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই আপনাকেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এই মানুষকে বিয়ে করলে আপনাকে আত্মীয় স্বজনের ঝামেলা বেশি পোহাতে হবে না। এই মানুষরা বিস্ময়করভাবে পারিবারিক বন্ধনে অনাগ্রহী। তারা শুধু মাত্র রক্তের সম্পর্ককে বিশ্বাস করে না, যদি না সেটা ভালবাসার সম্পর্ক হয়। তাদের মধ্যে যারা পিতামাতা ভাইবোনকে ভালবাসে, তারাও কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে। তারা মাঝে মাঝে রক্তের সম্পর্কের মানুষজনের কাছে যায়, কিন্তু কখনো চায় না সেই মানুষরা তার গৃহে এসে তার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাক। আপনিও খেয়াল রাখবেন যেন আপনার আত্মীয় স্বজন ঘন ঘন অতিথি হয়ে গৃহস্বামীর বিরক্তি উৎপাদন না করে।

আপনার স্যুটকেস গুছিয়ে রেখে দেবেন। আপনার স্বামী ভ্রমণবিলাসী। স্বামী সম্বন্ধে মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না। সে কোন অন্যায় করলেও আপনার কাছে স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি আপনাকে আঘাত দিলেও সে যে প্রতারক নয়, সত্যবাদী—এই গুণের জন্য তাকে ভালবাসবেন। তাহলে সেও আপনাকে ভালবাসবে। আপনার মধ্যে কোন গুণ থাকলে তা বিকাশ করে স্বামীর প্রশংসা অর্জন করুন। গুণ না থাকলে অন্ততঃ দু' একটি অর্জনে সচেষ্ট হন।

সে একটু অমিতব্যয়ী হতে পারে। মাঝে মাঝে জুয়া খেলার ঝোঁক চাপতে পারে।

সেটা তীরন্দাজের লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় যোগদানের মতোই। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার অর্থব্যয় সম্বন্ধে সে কোন বিরূপ মন্তব্য কোনদিন করবে না।

মাঝে মাঝে সে আপনার সমালোচনা করবে। সেটা রেখে ঢেকে না করলেও মনে কিছু না করে তাতে অভ্যস্থ হয়ে যান এবং যে বন্ধুদের সে সমালোচনা করে আঘাত দিয়েছে তাদের সঙ্গে স্বামীর বিরোধ মিটেয়ে দেবার চেষ্টা করুন। সেটা মনে মনে আপনার স্বামী ও বন্ধুরা উভয় পক্ষই চাইছিল।

সন্তানরা একটু বড় হলে সে তাদের সঙ্গ পছন্দ করবে। একেবারে কচি বাচ্চারা তাকে ঘাবড়ে দেয়। সন্তানরাও তাকে পিতার চেয়ে বলেই বেশি মনে করবে, কারণ সে তাদের প্রায়ই হৈ-হৈ করে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবে। পুত্রের চেয়ে কন্যা তার বেশি প্রিয় হবে। বাচ্চাদের বদমাইসিতে সে রাগ করার চেয়ে মজাই বেশি পাবে। কিন্তু সন্তানদের মিথ্যা কথা সে একবারেই সহ্য করবে না।

এই মানুষ সকলকেই একটি বস্তু উপহার দিতে আগ্রহী—তার অন্তরের ভালবাসা।

## ধনু রাশিতে রবির—নারী

যে ধরণের মিষ্ট কথা আপনি শুনতে চান, এই নারী তেমন কথা আপনাকে নাও বলতে পারে। তার খোলাখুলি কথাবার্তা ও মন্তব্য আপনার অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আবার প্রায়ই সে এমন চমৎকার কথা বলবে যে খুশিতে আপনার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই।

দৃশ্য: কফি হাউস। পাত্র-পাত্রী—এক নির্জন কোণের টেবিলে শুধু আপনি ও সে। আপনি সাহস সঞ্চয় করে যখন তাকে বলতে উন্মুখ যে 'আমি তোমায় ভালবাসি' সেই সময় ডাগর চোখ মেলে আপনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি বেঁটে বলে তোমার মনে দুঃখ হয়?' আপনি ঘাবড়ে গিয়ে কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না। সে যেন আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলে, 'তা অনেক মানুষই তো বেঁটে,—যেমন নেপোলিয়ন, জুলিয়াস সিজার, ওই পাজি হিটলারও।' তার সান্ত্বনা বাণীটাও যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। যুদ্ধবাজ, নরঘাতক, রাজ্যলোভী, নৃশংস হিটলার ও আপনাকে এক খাঁড়ায় জবাই। বেঁটে বলে মেয়েটি বোধহয় আপনাকে ঘৃণা করে। তার সঙ্গে কিছুতেই প্রেম করা চলে না। আপনি মনে মনে ছুতো খোঁজেন উঠে পড়ার জন্য। এমন সময় মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল, বাঁশের মতো লম্বা লোকদের আমি ঘেন্না করি। তুমি আর আমি পাশাপাশি হাঁটলে বেশ মানান সই লাগবে। মনে হবে দুজনে দুজনের উপযুক্ত। কাল বিকেলে একসঙ্গে বেড়াবার সময়ে আমি এটা লক্ষ্য করেছি।

আপনি নিশ্চিন্তে চেয়ারে বসলেন। আর আপনার উঠে পড়ার প্রয়োজন নেই। তার সঙ্গে আপনি অনেকক্ষণ থেকে কথা বলতে চান। মেয়েটি ভাল। তবে রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না। রূঢ় ভাষী নয়, তবে স্পষ্টভাষী। তার মতো

স্বচ্ছ চিত্তের বিবেচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কারও নেই। এই পৃথিবীর যেটি যেমন সেটি তেমন ভাবেই দেখে। কোন রঙীন চশমা তার চারদিকের দৃশ্য রঙীন করে তোলে না। জীবনে যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট হয়। সেটা কেন আরো ভাল হলো না বলে বৃথা আক্ষেপ করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় না।

সে হয়তো চাইবে আপনি আরও অর্থোপার্জন করুন। আপনি তাতে অক্ষম হলে সে আফশোষ না করে বলবে, 'টাকা মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। ভালই হয়েছে যে তোমার বেশি টাকা নেই।'

এই নারী কখনো আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলবে না। এক এক সময় আপনার মনে হবে একটু মিথ্যে বললে বোধহয় ভাল হতো। হয়তো তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে সে আপনাকে ভালবাসে কিনা? সে অকপটে বলল, 'এই প্রশ্নের উত্তর এখনো সে খুঁজে পায়নি। রাতে জেগে সে ভাবে আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল-বাসার না বন্ধুত্বের? বন্ধুত্বের সীমানার মধ্যেই তা রয়েছে, এখনো প্রেমের নিবিড় বন্ধনে তা আবদ্ধ হয়নি।' এই সত্য কথনের চেয়ে একটু মিথ্যা বললে কি আপনি খুশি হতেন না?

ঈর্ষাবশতঃ আপনি যদি তার অন্য বয়ফ্রেণ্ডের কথা জানতে চান, তাহলে সে অসংকোচে বলে যাবে কত জনে তাকে প্রেমপত্র লিখেছে, তার মধ্যে কত জনের পত্রের সে জবাব দিয়েছে, কত জনের সঙ্গে কবে কবে সে সিনেমায় গেছে। সে সব শুনে হয়তো আপনার ঈর্ষা আরও বেড়ে যাবে। তবে সাবধান তার সঙ্গে ঝগড়া বা চেঁচা মেচি করতে যাবেন না। কারণ এই নারীদের রাগে আগুন হয়ে ওঠার বদনাম আছে। সবচেয়ে ভাল তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল না দেখিয়ে তাকে বিশ্বাস করুন। সে সৎ, সত্যবাদী ও ধর্মপ্রাণ। নারীর মধ্যে এই গুণগুলি কি আপনাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করতে পারে না?

এই নারীর অনেকেই একা জীবন যাপন করে। তারা খুব স্বাধীনচেতা, সেজন্য পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়। একাকীত্বের আর একটি কারণ হতে পারে এই নারীরা ভ্রমণ করতে ভালবাসে, গৃহ তাদের কাছে খুব কম আকর্ষণীয়। সেজন্য গৃহের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়।

এই নারীদের সম্পর্কে আর একটি বিষয় জানা দরকার। কোন কাজ করাতে হলে তাদের হুকুম করবেন না, অনুরোধ করবেন। তারাও কারও কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারে না, এমন কি নিজের মায়েরও নয়। তবে তারা বোঝে নারী হিসাবে তাদের রক্ষক প্রয়োজন। সেজন্য আপনার পৌরুষ সে হয়তো পরীক্ষা করে দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি সোজাসুজি তাকে ভয় না দেখিয়ে বলতে পারেন, 'যদি আমার কথা না শোনে, আমি তার হাড় গুঁড়িয়ে দিই।' এই কথায় দেখবেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এই রাশির গৃহিনী আপনার কথার কত বাধ্য হয়েছে। সাপ মরল, লাঠিও ভাঙল না।

সে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তবে সব সময় নিজে যতটা বিভ্রান্ত হয় তার চেয়ে কম মাত্রায়। সে প্রেম ও বন্ধুত্বের মধ্যে গোলমাল করে ফেলে। তার স্পষ্ট

ভাষণ বহু সময়ে তার প্রেমের পক্ষে বাধা হয়। রাতে কিছুকাল চোখের জলে বালিশ ভেজালেও তার লুকানো আত্ম-অহংকার তাকে বাঁচিয়ে দেয় সমস্তটা ব্যাপারটা ভাগ্যের পরিহাস বলে মেনে নিয়ে।

এই রাশির যে নারীর আপনি প্রেমে পড়েছেন সে হয়তো 'সো-বিজনেসে' ফিল্ম, মঞ্চ বা দূরদর্শনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এই রাশির অনেক নারীই তাই আছে। পাঁচজনের প্রশংসার প্রতি তার দুর্বলতা আছে। তবে এই প্রশংসার মোহ তার অনেক সময় কেটে যায়, তখন সে শান্ত গৃহকোণে আপনার পাশে ফিরে এসে আনন্দ পায়। জীবিকা ত্যাগ করলেও ঘুরে বেড়ানোর নেশা তার যায় না। সেটা তার জন্মগত। ছুটিতে তাকে নিয়ে আপনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন। কোন কারণে আপনার পক্ষে সম্ভব না হলে তাকে সুযোগ দিন। ভয় পাবেন না, সে আপনাকে ভালবাসে, তাই তার ভালবাসায় ভরসা রাখুন। নিশ্চিন্তে তাকে ছেড়ে দিতে পারেন।

ঘর-গেরস্থালীর কাজ তার ভাল লাগে না। ছেলেবেলায় মা তার ঘাড়ে সাংসারিক কাজ বেশি চাপিয়ে দিয়ে থাকলে এক বিদ্রোহী স্বভাব তার মধ্যে গড়ে উঠে থাকতে পারে। তবে সে যখন গৃহিনী হয়, তখন তার স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেচনাই তাকে পছন্দ-অপছন্দের কথা ভুলিয়ে সু-গৃহিনী করে তোলে। তাই তাকে মেঝে মুছতে বা জানলার গ্রীল সাফ করতে দেখলে অবাক হবেন না।

তার সন্তানরা তাকে দেবীর মতো পুজো করবে, ভক্তি করবে, ভালবাসবে। সে বন্ধুর মতো তাদের সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ দেবে। সে তাদের মজার গল্পের বই পড়ে শোনাবে, পিকনিকে নিয়ে যাবে। তার সততা, সত্যবাদিতা সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবে। এই নারী রীতিমত আদর্শবাদী।

এই নারীর নিজস্ব সত্তার উপর যদি আপনি আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না যান, তাহলে তিনটি অমূল্য বস্তু তার কাছ থেকে আপনি পাবেন—তার আনুগত্য, তার বিশ্বাস এবং তার ভালবাসা। অবশ্য তার কাছে এই তিনটি অবিভাজ্য। কারণ যখন সে ভালবাসে, তখন আনুগত্য ও বিশ্বাস সেই ভালবাসার সঙ্গে হাত ধরাধরি করেই হাঁটে।

## ধনু রাশিতে রবির—শিশু

আমি যে বাড়িতে বাস করি সেখানে এক বালিকা থাকে, যার ডিসেম্বর মাসে জন্ম। সে গিটার বাজিয়ে গান গায়। একদিন সে নিজেই একটা গান লিখতে বসল। কিন্তু গানের প্রথম লাইন লিখে দ্বিতীয় লাইন আর লিখতে পারে না মনের মতো মিল খুঁজে না পেয়ে। সাহায্যের জন্য সে লাইনটা আমায় দেখিয়ে ছিল। গানটা সে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ লিখতে পারুক আর না পারুক, ওই প্রথম লাইনেই তার স্বভাব চরিত্র বোঝা যায়। লাইনটি হচ্ছে—'হৃদয় আমার হাতছানি দিয়ে ডাকে তোমায়।'

এই রাশির সন্তানের এক সপ্তাহ থেকে একশো বছর, যতই বয়স হোক না, সে সব সময় সঙ্গী খুঁজবে। তাকে একা ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেলে তার ঘুম ভেঙে যাবে চিৎকার করে কান্না শুরু করবে। বাড়ির অন্য সকলেরা যে ঘরে বসে গল্প করছে তাকে সেখানে এনে শুইয়ে দিলে কথাবার্তার গোলমাল সত্ত্বেও সে আরামে ঘুমাবে নিজের নির্জন ঘরের চেয়ে পাঁচজন মানুষের সঙ্গ তার বেশি কাম্য। গৃহে কেউ এসে বয়স্কদের 'হ্যালো' বলে সম্বোধন করার সময় তাকেও যদি 'হ্যালো' না বলে তাহলে তার মন খারাপ হয়ে যাবে।

ধনু রাশির বালক স্বভাবতই আনন্দ সন্ধানী। তাকে হয়তো দেখা যাবে বাড়িতে বানানো ছিপ হাতে একাই মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে অবশ্য তার পোষা কুকুর টম আছে। পথে যত লোকের সঙ্গে দেখা হবে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবে কারুকে না পেলে নিজের মনে নিজের সঙ্গেই কথা বলবে। পিতামাতার অযৌক্তিক খামখেয়ালী নির্দেশ বিনীত ক্রীতদাসের মতো মেনে নেবে না। কোনটি করা উচিত বা অনুচিত সেটি তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবেন, সে কিন্তু অসৎ বদমাইস ছেলে নয়। তার সততা সমবয়স্কদের কাছে আদর্শনীয়।

এই সন্তানের মধ্যে দেখবেন সর্ব বিষয়ে অদম্য কৌতূহল। তার দিন শুরু হবে প্রশ্ন দিয়ে এবং রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পর্যন্ত প্রশ্ন তার ঠোঁটে লেগে থাকবে। 'স্টোভে হাত দিতে কেন বারণ করছ? বেশি মিষ্টি খেলে আমার দাঁত খারাপ হয়ে যাবে কেন বলছো? সেদিন তুমি আর বাবা দাদুকে কেন কৃপন বললে? তুমি বললে যে আমি চুরি করে কেক খেলে আমার পুতুলটা তোমায় বলে দেবে। পুতুলটা আমার সঙ্গে তাহলে কোন কথা বলে না কেন?'

কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে সে অজানা জগৎটাকে জানতে চায়, বুঝতে চায়। তাই তার অসংখ্য প্রশ্ন। একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন। তার বেশির ভাগ প্রশ্নই বয়স্কদের ছল-চাতুরীকে ফাঁস করে করে দেবে। তার প্রশ্নের যুক্তি গ্রাহ্য উত্তর দিতে না পেরে ধৈর্য হারিয়ে আপনি যদি বলে বসেন, 'দিনরাত বক্‌বক্‌ করে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ। ফের কথা বললে পিঠের চামড়া তুলে দেবো।' সে মিষ্টি হেসে আপনাকে তবু জিজ্ঞাসা করবে, 'কেন কথা বলবো না?' নিন, এ কথার কী প্রবোধ দেবেন? জবাব দিতে পারলে তাকে না মেরে কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর করুন। জিজ্ঞাসু ছোট্ট মানুষটি এবার নীরব হবে খুশি হয়ে।

এই সন্তান আপনাকে সম্মান করবে, যদি সে আপনার মধ্যে সততা সহনশীলতার লক্ষণ দেখতে পায়। যদি সে আপনাকে সংকীর্ণমনা, বিচারবুদ্ধিহীন মনে করে তাহলে সে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। কাজেই তার বন্ধুদের সম্বন্ধে সাবধানে সমালোচনা করবেন। তার বন্ধু পাশের বাড়ির ছেলেটিকে আপনার ভাল না লাগলে অযথা বিরূপ মন্তব্য করবেন না। যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেবেন কোন বন্ধুটি ভাল আর কোনটি মন্দ।

উপযুক্ত বয়সের আগেই তাদের মনে প্রেমাবেগ জাগতে পারে। পিতামাতার কর্তব্য তখন তাদের উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া, কামনার বশে চালিত

না হয়ে জীবনে প্রকৃত প্রেমের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে। কন্যা সম্পর্কে খুব আশঙ্কার কারণ না থাকতে পারে। কারণ সে হয়তো তার সদ্যপ্রাপ্ত নারীসুলভ আকর্ষণ ক্ষমতার পরিমাণ একটু পরীক্ষা করে দেখছিল। বুদ্ধিমতী বলে এ ক্ষেত্রে ভুল করার সম্ভাবনা কমই আছে।

এই সন্তানদের মিতব্যয়ী হতে শিক্ষা দেবেন। টাকার যথার্থ মূল্য তারা বোঝে না। যদি কোন অপব্যয় করেছে বলে আপনার মনে হয়, তাহলে তার পকেট খরচা বা টিফিন খরচা থেকে সেই টাকা কেটে নেবেন। আপনার এই আচরণ নিষ্ঠুর মনে হলেও তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন।

এই সন্তানরা স্কুলে যেতে ভালবাসে। আর অদম্য কৌতূহলই তাকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে। লেখাপড়াটা তার কাছে খেলাধুলার মতোই আকর্ষণীয় হবে, যদি না সেটা একঘেঁয়ে বিরক্তিকর বক্তৃতা বা নিছক উপদেশের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া স্কুলের কড়া আইন-শৃংখলাও তার মনে বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। কল্পনা প্রবণ এই শিশুর কাছে প্রগতিশীল শিক্ষা প্রথা কার্যকর। ধৈর্যহীন শিক্ষকের কবলে পড়ে চুপচাপ বেঞ্চিতে বসে ক্লাস করে যাওয়ার ছাত্রছাত্রী তারা নয়। সেক্ষেত্রে তারা লেখাপড়া ত্যাগ করে কর্মক্ষেত্রে পদার্পণে উৎসুক হবে।

ধর্মের প্রতি এই সন্তানদের মনে গভীর আগ্রহ থাকে। বাল্যকালে তারা ভাবে বড় হয়ে কোন মঠে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস নেবে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে তাদের মনে জিজ্ঞাসু ভাব প্রবল হয়। তখন তারা যাবতীয় ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রতি তাদের আস্থা সারা জীবন অটুট থাকে। সে সত্য-সন্ধানী। সে সংগ্রামীও। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংগ্রাম করতে সে ভয় পায় না। আকাশে ধ্রুবতারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পথ চলতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতো পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার চলা বন্ধ করবে না। সে যে ধনুর্ধারী বীর, স্বাধীন। পথ চলতে গিয়ে পায়ে কাঁটা ফুটতে পারে, বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজতে পারে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে আছে রঙীন স্বপ্ন—বর্ষা শেষে সূর্যের আবির্ভাবে বৃষ্টি রামধনু।

বালিকার সেই গানটি মনে আছে?—'হৃদয় আমার হাতছানি দিয়ে ডাকে তোমায়।' এই রাশির সন্তানদের আপনিও হৃদয়ের হাতছানি দিয়ে ডাকুন। সেই ডাকে সে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। এই বিশ্বাস তাদের উপর রাখুন।

## ধনু রাশিতে রবির—মনিব

ধনু রাশিতে রবির মনিবের কাজে যোগ দিয়ে প্রথম সপ্তাহে আপনি একটু বিভ্রান্ত হবেন। আপনি কাঁদবেন না হাসবেন ভেবে পাবেন না। ভদ্রলোক নিরেট হাঁদা না অসাধারণ প্রতিভাবান? দুটোর কোনটাই নয়। দ্বিতীয়বার তাকে দেখে মনে হবে ভদ্রলোক মজার মানুষ। কিন্তু তাতো নয়। ভদ্রলোক এমন কড়া কথা বলে বসলেন·

যাতে আপনি অপমানিত বোধ করলেন। আবার সে আপনাকে আন্তরিকতার স
প্রশংসাও করল। ভদ্রলোক কি আপনার সঙ্গে চালাকী করার চেষ্টায় আছেন?

দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনি স্থির করলেন কিছুকাল চাকরিটা করেই দেখা যাক্ না ক
হয়। মনে হবে ছেলেবেলায় আদর দিয়ে মা তার মাথাটা খেয়েছেন। (ভুল। মা
সুযোগই পাননি। সে নিজের ইচ্ছে মতোই চলেছে)। মনে হবে চাকরিটা ছে
দেওয়াই ভাল। মনিবকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপনার লাভ নেই। এ রকম মানুষ
নিয়ে মাথা ঘামাতে হলে তার স্ত্রীই ঘামাক। স্ত্রীর জন্য আপনি দুঃখবোধ করুন
সে বেচারা মাঝে মাঝে চোখের জল ফেললেও দাম্পত্য জীবন তার কাছে বে
উত্তেজনাপূর্ণ। আপনার মনে হবে মনিব আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করে। (আপনা
ভুলগুলি সে দেখিয়ে দেয় এবং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে আপনাকে ঘৃণ
করে না)। আজ সে আপনার প্রশংসা করল এবং দুপুরে তার সঙ্গে লাঞ্চ খাবা
আমন্ত্রণ জানাল। আপনার মনে হচ্ছে সে আপনাকে প্রোমোশন দেবে। দুপুরে
একটু আগে তার সেক্রেটারী আপনাকে জানিয়ে দিল লাঞ্চের ব্যাপারটা বাতিল, কার
দুপুরে তাকে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে, যার কথা সে একবারেই ভুলে গিয়েছিল।

দু মাস কাজ করার পর আপনার যখন মনে হবে নার্ভাস ব্রেকডাউনের জন্য হয়
আপনাকে ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে হবে, না হয় মনিবের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে
হবে। তার বিভ্রান্তিকর আচরনের জন্য অনেক ক্ষোভ আপনার মনে জমা হয়েছে।
তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ধরনের, এই কাজে আপনার ভবিষ্যৎ প্রোমোশন ও
বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটা তা আপনি স্পষ্ট জানতে চান। না হলে চাকরি ছেড়ে
দেবেন স্থির করেছেন। দৃঢ় ভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। সে বলল,
খুব দুঃখিত সে আজ সময় দিতে পারছে না। এখুনি ব্যাঙ্কে দৌড়াতে হবে। দু'
তিন দিন পরে আপনার সঙ্গে বসবে।

তিন দিন পরে তার ঘরে ঢুকে শুনলেন যে আজ বিকালের ফ্লাইটে তাকে দিল্লি
যেতে হচ্ছে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য। দিন পনেরো বাদে ফিরে এলে,
আপনার সঙ্গে কথা হবে।

ফিরে এসে অফিসের জমে থাকা কাজে মনিব আর আপনার সঙ্গে কথা বলার
ফুরসৎ পান না। আপনি স্থির করলেন আপনার বক্তব্য মুখে বলার সুযোগ না পেয়ে
লিখেই জানাবেন। সে ভাবে সে হেসে প্রতিবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে না পারার
জন্য কিছু মনে করতে বারণ করেছে, তাতে তার উপর আপনি রাগ করতে পারেননি।
কী আর করা যাবে চিঠি লেখা ছাড়া? কিন্তু দেখবেন, সেই চিঠি যেন যুক্তি পূর্ণ হয়,
নিছক আপনার মনোবেদনায় ভরা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির না হয়। সব দোষ মনিবের
ঘাড়ে চাপাবেন না। সে কখনোই অন্যায়কারী নয়। আপনার বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য হলে
সে নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখবে। প্রয়োজন হলে নিজের আচরণ সংশোধন করবে।
কিন্তু সে জন্য তাকে দশ পাতা চিঠি লিখে বসবেন না। আপনার কাঁদুনি শোনার
সময় তার নেই। তাকে উপদেশ দিতে যাবেন না। তার স্ত্রী, মা, দিদিমা তাকে
অনেক উপদেশ দেওয়ার পর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে নিজে যা ভাল

বোঝে তাই করে।

মনিবের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে? বেশ তো, তার দোষ-গুণের এক তালিকা তৈরি করে বিচার করুন। তাকে খুব কমই রুক্ষ্ম মেজাজে দেখেছেন। প্রায়ই তাকে খোশ-মেজাজে দেখেছেন। সে সদা প্রফুল্ল, আশাবাদী। আপনার ছুটি বা সিক লিভের ব্যাপারে সে কখনো আপত্তি জানায়নি। সে উদার মুক্ত হস্তের মানুষ। আপনি যখন রেসের মাঠে সব টাকা খুইয়ে তার কাছে এক মাসের মাইনে আগাম চেয়েছিলেন, সে শুধু বলেছিল কোন ঘোড়ার উপর বাজি ধরবেন তাকে যদি জিজ্ঞাসা করতেন তাহলে হারতেন না। আরও বলেছিল টাকাটা আপনি সুবিধা মতো কয়েক কিস্তিতে শোধ করে দেবেন। আপনি তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে সে মন্তব্য করেছিল যে তার অফিসের সব কর্মচারীদের মধ্যে আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে উৎসাহী ও চিন্তাশীল কর্মী। তার বলার আন্তরিকতা আপনার হৃদয় স্পর্শ করেছিল সর্বোপরি আপনি তাকে যেটুকু দেখছেন তাতে বুঝছেন সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামকারী। মানুষটি ছল-চাতুরী জানে না। এই মনিবের কাছে কাজ করা আনন্দের নয় কি?

তবে তার দোষের মধ্যে হচ্ছে যে কোন ভুল করলে এমন মন্তব্য করে বসে যাতে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। গত সপ্তাহে সেলস ডিপার্টমেন্টের মিটিংয়ে আপনি যখন কয়েকটা ভুল সংখ্যা বলেছিলেন, তখন সে মন্তব্য করছিল, শ্যামের উচিত ক্লাস ওয়ানের যোগ-বিয়োগ শেখা।' সকলের সামনে অপমানে আপনার মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখে সে বলে, 'ভুল হোক, যাই হোক, শ্যাম কিন্তু ফাঁকিবাজ নয়।'

মানুষটা বড় খোলাখুলি বিরূপ মন্তব্য করে বসে। তার ধারণা সকলেই সত্য কথা ভালবাসে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য যে বলতে নেই এটা সে জানে না। আর অপ্রিয় সত্য কাবুকে আঘাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসে। এটি তার এক মহৎ গুণ।

এই মনিব কখন যে কোথায় থাকবে, সেটা জানা যায় না। একটু আগে তাকে অফিসে দেখেছেন, আধঘণ্টা পরে শুনলেন লম্বা ট্যুরে বেরিয়ে গেছে, মাস খানেকের আগে ফিরছে না। তার বন্ধুর সংখ্যাও অসংখ্য এবং নানা ধরণের। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট, ব্যাঙ্কের বড়কর্তা, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, প্রফেসার, রিপোর্টার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, মজুর, কৃষক, সকলের সঙ্গেই এই মানুষ জমিয়ে আড্ডা দিতে পারে।

রাজার মতো ভঙ্গিতে সে আদেশ করে, তবে সে আদেশের পিছনে রাজার মতো ক্ষমতার দম্ভ থাকে না। মজার ভাব থাকে। তার চালচলন কথাবার্তায় কখনো তাকে বোকা মনে হবে, কিন্তু সে বোকা নয়। এই মানুষরা প্রায়ই উচ্চ শিক্ষিত হয়। তাকে দেখে হাল্কা মেজাজের মানুষ মনে হলেও সে কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি। চলাফেরায় মানুষটি একটু অসাধারণ। সে মোটেই শ্লথগতির নয়, তবে তাড়াতাড়ি পা ফেলতে গিয়ে হয়তো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে লাথি মেরে বসল কিংবা টেলিফোনের তারে পা জড়িয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

আপনার মনে হবে আপনি এই মনিবের কাজ ছেড়ে চলে গেলে সে খুব মুশকিলে পড়বে। মোটেই না, যে কোন অবস্থায় এই মানুষ কাজ চালিয়ে নিতে পারে। অতএব এই মানুষের কাছে কাজে লেগে থাকুন। মজা পাবেন এবং কখনো তার কাছ থেকে আপনার বিপদ আসবে না। ··

## ধনু রাশিতে রবির—কর্মচারী

আপনার কর্মচারীদের বছরের শেষে কত বোনাস দেবেন। পাঁচ বছর বাদে তাদের মাইনে বাড়তে বাড়তে কত টাকায় দাঁড়াবে, রিটায়ার করার সময় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়ে মোট কত টাকা পাবে ইত্যাদি কথার সময়, তখন তাদের মধ্যে বহুজনই খুব আগ্রহের সঙ্গে আপনাব কথায় কান দেবে। কিন্তু আপনার ধনুরাশিতে রবির কর্মচারীর ভবিষ্যতের ওই সব কথায় কোন আগ্রহ দেখবেন না। এখন তাকে কত দিচ্ছেন সেটাই তার কাছে বড় কথা। বর্তমানটাই তার কাছে সত্য, ভবিষ্যৎ নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না।

এই রাশির কর্মচারীর অফিসে থাকা আনন্দের ব্যাপার। সে আশাবাদী ও উৎসাহী কর্মী। মনে মনে গজগজ করা বা রাতদিন নালিশ জানাবাব পাত্র সে নয়। সে সদা প্রফুল্ল, সর্বদা অন্যকে সাহায্য করতে আগ্রহী। অবশ্য তার কাজকর্মে মাঝে মাঝে একটু 'ন্যাতা-জোবড়া' ভাব দেখবেন। চিঠির উপর কাপ থেকে চা চলকে পড়ল, কিংবা অসাবধানে টেবিল থেকে মোটা ফাইলটা ফেলে দিয়ে ঘরময় কাগজপত্র ছড়াল,—এই ধরণের ত্রুটি আপনাকেও ক্ষমা করতে হবে।

এই কর্মচারী কোন কাজ অর্ধসমাপ্তভাবে ফেলে রাখবে না। সব ব্যাপারেই সে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করবে, একমাত্র নিজের বিবাহটি ছাড়া। তার স্বভাবে নম্রতার ভাব কম। অবশ্য ভদ্রতার এক মুখোস তার মুখে থাকে। সেই মুখোশ সরালে আপনি দেখতে পাবেন আত্মবিশ্বাসী, প্রকৃত সুখী এক মানুষকে। শুধু প্রেমের ব্যাপারে মানুষটি মাঝে মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তবে ওই ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত কে হয় না? অন্য বিষয়ে তার সাহস দেখে আপনি অনেক সময় বিস্মিত হবেন। সাহসের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তার স্পষ্টবাদিতা। কারুকে সে ছেড়ে কথা বলবে না এবং আপনি মনিব হলেও আপনার ভুল ত্রুটির সমালোচনা করতে সে ভয় পাবে না। তাকে আপনার একসঙ্গে চড় মারতে ও চুমু খেতে ইচ্ছে হবে। (তবে সে যদি আপনার মহিলা সেক্রেটারী হয় তবে প্রথমটি সম্ভব নয়, আর সেলস-ম্যানেজার হলে দ্বিতীয়টি সম্ভব নয়)। তাই দুটির কোনটাই না করে তাকে চাকরিতে পার্মানেন্ট করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এই রাশির মানুষরা প্রশংসা ভালবাসে। তাই মাঝে মাঝে তার প্রশংসা করতে ভুলবেন না। মানুষটিকে অন্যেরা প্রশংসা না করলে সে নিজেই নিজের প্রশংসা করে অন্যদের শোনাবে। ধনুকধারী এই কর্মচারী প্রশংসার লোভে আপনাকে আকাশের

তারা পেড়ে এনে দেবার কথা বলবে। বুদ্ধিমান আপনি বুঝে নেবেন অত দূরে তার তীর পেঁছাবে না, তবে পুকুরে মাছ মেরে সে আপনার ডিনারের জন্য উপহার স্বচ্ছন্দে দিতে পারে।

এই কর্মচারী সৌভাগ্যের অধিকারী। আপনার জরুরী চিঠিগুলি ঠিক সময়ে ডাকে না দেওয়ার জন্য যখন তাকে খুব ধমকে আপনার সামনে চিঠিগুলি খামে ভরতে বললেন, তখন দেখা গেল চিঠির সঙ্গে যে চেক আপনি পাঠাচ্ছেন, তার মধ্যে কয়েকটিতে দেয় অর্থের বদলে অনেক বেশি অর্থ আপনি দিতে যাচ্ছিলেন। ধনুরাশির কর্মচারীর ভুল কাজ বা ভুল কথা সাপে বর হয়ে গেল।

এই কর্মচারী অত্যন্ত সৎ। মাঝে মাঝে আপনি খুব অবাক হবেন তার রাগে ফেটে পড়া মেজাজ দেখে। সে রাগ অফিসের বেয়ারা থেকে বস পর্যন্ত যে কারও প্রতি হতে পারে। কারণ কারুকে সে ছেড়ে কথা বলে না। সে আরও বিশেষ করে রেগে যায়, যখন কেউ তার কোন কাজের পিছনে অসৎ অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ করে। অসৎ কোন কিছু এই মানুষটির অসহ্য। সততায় সন্দেহকারী বা অসৎকে সমর্থনকারী ব্যক্তির প্রতি ধনুকধারীর শানিত তীর বর্ষিত হয়। তবে আসার কথা যে এই মানুষটির রাগ বেশিক্ষণ থাকে না এবং তার বাক্যবাণে যারা আহত হয়েছে, তাদের ক্ষত নিরাময়ে সে তৎপর হয়ে ওঠে।

এই মানুষটিকে খোশ-মেকাজে রাখতে হলে অফিসের কাজে তাকে মাঝে মাঝে বাইরে ট্যুরে পাঠাবেন। শুধু চার দেওয়ালের মাঝে চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ তার মন খারাপ করে দেয়। ট্যুর থেকে যখন সে ফিরবে, তখন আপনার জন্য ব্যাগ ভর্তি অর্ডার নিয়ে আসবে আর নিজের জন্য নতুন কর্মোদ্যম। সেলসম্যান হিসাবে সে খুব কাজের। তবে আপনাকে একটু ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে যাতে বাক্যালাপে সে একটু সংযত হয় এবং কোন ব্যাপারে যেন অতি উৎসাহ না দেখিয়ে বসে। সাবধানতা ভুলে এই মানুষ অনেক সময় অন্যের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বসে। হয়তো কোন প্রতিযোগী ব্যবসায়ী বলে বসল যে এই মাল তার কোম্পানী সাপ্লাই করতে পারবে না, সে সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলে বসল, 'আলবাৎ পারে'। সে যখন আপনাকে অনুরোধ করল খরিদ্দারকে উক্ত মাল ডেলিভারী দিতে, তখন আপনি পারচেজিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে খবর পেলেন মালটি সম্প্রতি বাজারে দুষ্প্রাপ্য তবে তাদের গুদামে আছে। সেজন্যেই কিন্তু এই মানুষটি যখন যথাযথ চিন্তার পর কোন কাজে হাত দেয়, তখন সাফল্য তার করায়ত্ত হবেই।

অর্থের ব্যাপারে এই মানুষ মুক্ত হয়। কিন্তু সে অপব্যয়ী নয়। সে যেভাবে জীবন যাপন করতে চায়, তার জন্যই সে অর্থ উপার্জনে আগ্রহী। আপনি যদি তাকে অর্থ দিতে কৃপণতা করেন, তাহলে সে আপনাকে ছেড়ে অন্য মনিব খুঁজে নেবে।

তার আচার-আচরণে, কথাবার্তায় আপনি যদি হতাশ হয়ে পরাজিত সৈনিকের মতো আত্মসমর্পণের জন্য মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়ান আর সে আপনাকে এই ভঙ্গিতে দেখে সানন্দে আপনার দিকে বল ছুঁড়ে দিয়ে বলবে, 'ক্যাচ!' আপনি কী করবেন? বলটা লুফে নিন। এই খেলা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

# (CAPRICORN) মকর রাশিতে—রবি

## জন্মকাল—২২ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারী

### মকর রাশিতে রবির জাতককে জানুন

এই রাশির জাতককে কোথায় দেখতে পাবেন ? যেখানে সে তার উন্নতির সুযোগ আছে বুঝবে। সামাজিক সম্মেলনে তাকে দেখতে পাবেন, সে নিজে হৈ-হৈ না করে নীরবে সকলকে লক্ষ্য করছে। মনে মনে হয়তো ভেবে নিচ্ছে কার সঙ্গে হৃদ্যতা করলে জীবনে তার সুবিধা হবে। সেখানে হয়তো অনেক স্মার্ট দীপ্তিমান, চালাক-চটপটে মানুষ উপস্থিত আছে, যাদের এই মকরে রবির মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে। জীবনটাকে যদি লক্ষ্যস্থলের দিকে দৌড় প্রতিযোগিতা বলে ধরে নেন, আপনার মনে হবে এই মানুষটাকে পিছনে ফেলে তারা স্বচ্ছন্দে অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু কচ্ছপ ও খরগোসের দৌড়ের সেই গল্পটা নিশ্চয় আপনার জানা আছে ? খরগোস কচ্ছপের চেয়ে দ্রুতগামী হলে কি হবে, লক্ষ্য স্থির রেখে অক্লান্তভাবে চলার জন্য কচ্ছপই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল ! মকরও তেমনি শেষ পর্যন্ত সকলকে পিছনে ফেলে তার লক্ষ্যে পৌঁছায়।

বহু লোকের মাঝে চেহারা দেখে মকররাশির এই মানুষকে খুঁজে বের করা একটু শক্ত। সে শান্তভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভালবাসে। তারা স্থূলকায় পেশী-বহুল চেহারা হতে পারে। আবার শীর্ণকায় কোমল শরীরেরও হতে পারে। চেহারায় যাই হোক না কেন, কোন জায়গায় তারা এমন ভাবে অবস্থান করে যাতে মনে হয় সেই জায়গায় তার শিকড় গজিয়েছে। সাধারণতঃ তাদের চুল ঘন কালো হয়, কালো স্থির চক্ষু, ত্বকের বর্ণ জলপাইয়ের মতো বা ঈষৎ তাম্রবর্ণ। গলার স্বর গম্ভীর। এক বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব তার মুখে সব সময় দেখবেন। দেখলেই খুব নিরীহ মনে হবে, যেন তুলোর বালিশের মতোই নরম, কিন্তু মনে রাখবেন ভেতরে ভেতরে মানুষটি পেরেকের মতোই শক্ত। নিন্দা, হতাশা, অপমান নিঃশব্দে হজম করার ক্ষমতা রাখে। তাদের মানসিক দৃঢ়তা তাদের এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক নড়াতে পারে না। ধীর স্থির দৃঢ়পদে তারা নিজের লক্ষ্যপথে চলে।

এই মানুষ নিজে যেমন সাফল্য কামনা করে, তেমনি জীবনে সফল ব্যক্তিদের সম্মান করে, কর্তৃত্বকে সম্মান করে, ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলতে চায়। তাকে পিছনে ফেলে অন্যদের সে এগিয়ে যেতে দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সব সাধারণ যুক্তি তর্ককে নস্যাৎ করে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কারণ যাওয়ার পথে অন্যেরা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, কিন্তু তার কখনো পদস্খলন হয় না।

কখনো কখনো সে তার উচ্চাশাকে গোপন রাখে না এবং অনেক সময় সে কাজ করতে রাজি হবে না যদি তাকে কর্তা না করা হয়। তখন তাকে একগুঁয়ে স্বার্থপর

বলে মনে হবে। এই সময় তাকে একটু কঠোর আঘাত দিলে সে আবার স্বাভাবিক ধীর স্থির শান্ত মানুষ হবে, তবে সবার শীর্ষে পৌঁছাবার লক্ষ্য থেকে সে বিচ্যুত হবে না। অল্পবয়স্ক মকররাশির মানুষ বয়োবৃদ্ধ উক্ত রাশির মানুষের চেয়ে বেশি উদ্বেগমুক্ত, সন্তুষ্ট। বয়স্কদের তারা 'মাননীয় গুরুজন' বলে সম্মান করে। অবশ্য নিজেদের যখন বয়স হয় তখন তো ওই গুরুজনেরা আর থাকে না, তাই স্থান পূরণ নিজেরা সম্মান প্রাপ্তি প্রত্যাশা করে।

অপরের ব্যাপারে এই মানুষ নাক গলাতে যায় না, গুজব ছড়ানোয় অংশ নিতে চায় না। তারা অযাচিত উপদেশ কারুকে দেয় না। কিন্তু কোন বিষয়ে আপনি তার বুদ্ধি নিতে গেলে, পরামর্শ চাইলে সে দ্বিধা করবে না দিতে। আর আপনি তা গ্রহণ করবেন এটা তারা চাইবে। তার কর্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান আছে।

বিবাহ ও ব্যবসার ব্যাপারে তারা সাবধানী, বাস্তববাদী। মূলধন না নিয়ে সে ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়বে না, আর প্রেমে না পড়লে বিয়ে করতে চাইবে না। তারা নিরাপত্তা ভালবাসে। সেইজন্য বৃদ্ধাবস্থা সম্বন্ধে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, যদি সেই সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাব ঘটে। এই মানুষ তার মাসী বা কাকার গৃহে গিয়ে তাদের খোঁজ খবর প্রায়ই নেবে। অন্যেরা ভাবতে পারে তাদের উইলে নিজের নাম ঢুকিয়ে যাতে সম্পত্তির কিছুটা ভাগ্যে জোটে সেজন্যই এই সামাজিকতা। মানুষটিকে সেই উদ্দেশ্যের জন্য আকারে ইঙ্গিতে পরিহাস করলে সে বলবে তাতে অন্যায়ের কিছু আছে কি? বুদ্ধিমানের মত দূরদৃষ্টি নিয়েই তো জীবনে চলতে হয়। কোন সুযোগ এই মানুষ হাত ছাড়া করে না, বলা যেতে পারে সুযোগ তার কাছাকাছি এলে লাফিয়ে উঠে সুযোগের চুলের মুঠি চেপে ধরবে যাতে পালাতে না পারে।

মকররাশির মানুষ ছেলেবেলায় অন্য শিশুদের চেয়ে রুগ্ন দুর্বল হয়। কিন্তু বয়সের সঙ্গে তারা রোগ প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে সফল হয়। তাদের সংযমী স্বভাব তাদের যথেষ্ট আয়ু দেয় এবং অনেক সময় একশো বছর বাঁচলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা তার কাছে রোগ জীবাণুর চেয়ে মারাত্মক। এই রাশির যারা অসুখ এড়িয়ে চলতে চায়, তারা যেন নিয়মিত ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ু সেবন করে। বিষন্নতা ও খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মে তারা প্রায়ই পেটের গণ্ডগোলে ভোগে। হাঁটু ও অস্থির সংযোগ স্থলগুলি তাদের দেহে ব্যাধির আক্রমণের সম্ভাব্য স্থান। নার্ভাস-ব্রেক ডাউন, অ্যালার্জী, চর্মরোগ, ব্রণ, অস্বাভাবিক ঘাম তাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। তাদের গায়ের ত্বক খুবই কোমল ও স্পর্শকাতর। মাঝে মাঝে হাত-পা ভাঙা বিচিত্র নয়। তাদের হয় সুন্দর দাঁত হবে আর না হয় দাঁতের ব্যামোর প্রায়ই দন্ত চিকিৎসকের কাছে দৌড়াতে হবে। বিষন্নতার ফলে ভীষণ দৈহিক যন্ত্রণা ও কিডনির অসুখ হতে পারে। প্রফুল্লতা ও সূর্যালোক তাদের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বার্ধক্যে বাত ব্যাধি সঙ্গী হতে পারে।

লাজুক, মিষ্টি স্বভাবের মানুষটি একটু একগুঁয়ে হলেও সকলের ভালবাসা অর্জন করে। তার ফলে সকলে তাকে বিশ্বাসও করে।

## মকরে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| জোয়ান অফ আর্ক | উডরো উইলসন |
| বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন | এডগার অ্যালান পো |
| আইজাক নিউটন | ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার |
| মাও সে-তুং | রিচার্ড নিক্সন |
| মার্টিন লুথার কিং | ক্যারি গ্রান্ট |
| লুই পাস্তুর | আভা গার্ডনার |
| হেনরি মিলার | লরেটা ইয়ং |

## মকরে রবির—পুরুষ

এই মানুষ মনে মনে সকলের প্রশংসা চায়। সার্কাসে ট্রাপিজের খেলোয়াড় যেমন সকলকে শিহরিত করে প্রশংসা পায়, এই মানুষও ওই ধরনের কিছু করে সকলকে মুগ্ধ করতে চায়। সে মনে প্রাণে রোমাণ্টিক, কিন্তু বাহ্যিক আচরণে সে কখনো তার মনোভাব প্রকাশ করে না। বাইরে থেকে তাকে দেখে শান্ত গম্ভীর বাস্তববাদী বলে মনে হবে।

মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর আপনার মনে হবে সে আপনজন হওয়ার চেয়ে দশজনের একজন হয়ে রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্য। আপনাকে সে এমন প্রভাবিত করবে যে তার নাম আপনার ডাইরীতে লেখার বদলে সংবাদপত্রের পাতায় লেখা দেখতে চাইবেন। তবে তার উষ্ণ হৃদয়ের উত্তাপে আপনার মনের সব শীতলতা দূর হয়ে যাবে। আপনি তাকে ভালবেসে জড়িয়ে ধরবেন, কারণ সে আপনাকে উড়িয়ে চাঁদে নিয়ে যেতে পারে। মানুষটি স্বপ্নালু, তার স্বপ্ন ভঙ্গ করে দেবেন না। একদিন হয়তো দেখবেন সে তার স্বপ্নের শিখরে সত্যই আরোহণ করেছে এবং আপনিও সঙ্গীরূপে তার পাশে আছেন। সে দিন আপনি তার জন্য গর্ববোধ করবেন এবং আনন্দিতও হবেন যে তার স্বপ্ন সত্যিই বাস্তবরূপ নিতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেছিলেন।

এই মানুষের পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ়। আপনাকে নিয়ে সে যে সংসার পেতেছে শুধু তার কথাই বলছি না। যে সংসারে সে মানুষ হয়েছে তার কথাও বলছি। তার বাবাকে সম্মান করতে ও ভাইবোনদের দায়িত্ব নিতে ভুলবে না। এই মানুষের সমবয়স্ক অন্যান্য বন্ধুরা যখন উপার্জন শুরু করে নিজের সংসার পেতেছে, এই মানুষ তখনো নিজের উপার্জনের অর্থ মা-বাবার হাতে তুলে দিয়ে তাদের সঙ্গেই বাস করছে। মকর রাশির কোন মানুষকে যদি কখনো দেখেন নিজের পরিবার পরিজনের উপর চটা, তাহলে বুঝবেন পরিবারের কারও ব্যবহারে সে মনে খুব ব্যথা পেয়ে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তবে এমন মানুষ খুবই বিরল।

মকরের মানুষ পরিবার ও বংশ মর্যাদায় গুরুত্ব দেয় বলে সে টপ করে কাউকে

বিয়ের প্রস্তাব করে বসে না। প্রথমে সে পরিচিত মেয়েটির পরিবার ও বংশমর্যাদা বিচার বিবেচনা করবে। তারপর দেখবে সেই মেয়েটি তার সংসারে জায়া ও জননীরূপে কতটা উপযুক্ত। তারপর সে বিচার করবে আপনি কত সুন্দরী, কত শিক্ষিতা। অতএব এই মানুষের স্ত্রী হতে গেলে আপনাকে প্রথমেনিজের বংশ-ইতিহাস জানতে হবে। আপনার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা কি করতেন কোথা থেকে এসেছিলেন। আপনার বংশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের তালিকা—তাদের অতীত ইতিহাস। ( আপনার জ্ঞাত ইতিহাসে ভুল থাকলেও ক্ষতি নেই। কারণ কোন পণ্ডিত এই নিয়ে গবেষণা করতে যাবে না, শুধু মকরের মানুষের জানার জন্য আপনার কিছু বলার দরকার )।

পরীক্ষার প্রথম বিষয়টিতে পাশ করলে এবার দ্বিতীয় বিষয়ের পরীক্ষার দিন। তার মাকে সপ্তাহে একদিন খাবার নিমন্ত্রণ করুন। হোটেলে খাওয়ান বা নিজে রেঁধে খাওয়ান। মনে রাখবেন এটা শুধু শাশুড়ির প্রতি আপনার কর্তব্যপরায়নতার পরীক্ষা নয়। আপনি মিতব্যয়ী না অমিতব্যয়ী সেই বিষয়েরও পরীক্ষা হবে। তার সংসারে আপনি কী ভাবে খরচ করবেন সেটাও সে বুঝে নেবে। তারপর তার সঙ্গে যখন চিড়িয়াখানা বা যাদুঘর যাবেন, তখন আপনার ছোট বোনটিকেও হাত ধরে সঙ্গে নেবেন। আপনার ছোটবোন না থাকলে প্রতিবেশী কারও কাছ থেকে একটি শিশু আধবেলার জন্য ধার নেবেন। বেড়াবার সময় নিজের রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে বাচ্চার মুখ মুছিয়ে দেবেন। হবু শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি এমন ভাব দেখাবেন যেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাতের সৌভাগ্য আপনার হয়েছে। কথায় কথায় শুনিয়ে দেবেন যে আপনার অবসর সময়টুকু সেবা সমিতির কাজে ব্যয় করবেন ভাবছেন। মনে রাখবেন আপনার প্রেমিকই শুধু আপনার পরীক্ষক নয়, তার পরিবার পরিজনের কাছে পাশ-মার্ক না পেলে এখানে আপনার বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। শিক্ষক হিসাবে পরীক্ষায় পাশের জন্য আপনাকে আমি অনেক 'ইম্পর্টেন্ট' বিষয় বলে দিয়েছি। এবার পরীক্ষার্থীদের যেমন টোকাটুকি বা বই খুলে নকল করা থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়, তেমনি কয়েকটা বিষয়ে সাবধান করে দিই। আপনি যে একজন মার্জিত রুচির মহিলা সেটি আপনার আচরণে যেন প্রমাণিত হয়। তার সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে খিল-খিল করে হাসবেন না, সে যে আপনার ভাবী স্বামী এটা পাঁচজকে জানাতে প্রকাশ্যে তাকে আলিঙ্গন বা চুম্বন করবেন না, তার সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু নিন্দা করবেন না। তাহলে আপনার ভাবী স্বামীকে ছেড়ে অন্য একটি স্বামী খুঁজতে হবে।

অনেক পুরুষ বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে আর দেরীতে অনুশোচনা করে। কিন্তু মকরের পুরুষ বিয়েটাই দেরীতে করে, যাতে অনুশোচনার জন্য তার আর সময়ের প্রয়োজন না হয়। তার কাছে বিয়েটা চিরস্থায়ী বন্ধন। এই মানুষ ডিভোর্স-কোর্টে যেতে ভয় পায়। তবে সে যদি একবার মনে করে এই মেয়েটিকে বিয়ে করা মস্ত ভুল হয়েছে, তাহলে ভুল সংশোধনে সে তিলমাত্র দ্বিধা করবে না। তার স্ত্রী তাকে নিয়ে একদিনও ঘর করার সুযোগ পাবে না।

পিতা রূপে সে একবারে আদর্শ পিতা। সন্তানদের কাছ থেকে সে সম্মান ও বাধ্যতা দাবী করবে। তারা যাতে শৃঙ্খলা ও রুটিন মেনে চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তাদের নিয়মিত দাঁত মাজা থেকে হোমটাস্ক করা পর্যন্ত সব বিষয়ে তার নজর থাকবে। ছেলেদের জন্য বার্থ-ডে পার্টি, ক্রিস্টমাস পার্টি ইত্যাদি ভালভাবেই দেবে। তবে কখনোই আদর দিয়ে তাদের মাথা খাবে না। বরং তার কড়া শাসন তথা প্রহারের হাত থেকে সন্তানদের রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে মাকে ছুটে আসতে হবে। মা হিসাবে আপনার কাজ হবে সন্তানদের পিতাকে ভালবাসা শিক্ষা দেওয়া, যথা 'শুভ রাত্রি' জানাবার সময় পিতার কাছে যাওয়া। আবার পিতাকে বলা শুধু 'গুরুজন' হয়ে থাকলে চলবে না, তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহারও করতে হবে যথা ফুটবল ম্যাচ ও পিকনিকে নিয়ে যেতে হবে। মকরের মানুষরা পিতামহরূপে চমৎকার। দাদুকে দেখা যাবে সারাদিন নাতি-নাতনীকে গল্প শোনাচ্ছে বা তাদের নিয়ে লুডো-ক্যারাম খেলছে।

যে কোন বুদ্ধিমতী নারীর মকরের পুরুষকে প্রশংসা করা উচিত। সে বড় বড় চোখ মেলে আবেগ ভরা কণ্ঠে সুন্দর ভাষায় প্রেম নিবেদন না করলেও গভীর ভাবে ভালবাসতে সক্ষম। সে কোমল হৃদয়ের কড়া মানুষ। নারীরা পুরুষের মধ্যে শুধু প্রেমিককে খোঁজে না, তাদের রক্ষাকর্তাকেও খোঁজে। কারণ সে নিজে নিরাপত্তা চায়। দুর্দিনে বিপদে, নিঃসঙ্গ জীবনের নৈরাশ্য, ইত্যাদি সে আগে ভেবে নিয়ে ব্যবস্থা করে বসে। দার্জিলিং-এর শীতের প্রবল ঠাণ্ডায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে সে যখন ডিনারের পর আরাম করে আপনার পাশাপাশি বসবে, তখন জানবেন অগ্নিকুণ্ডের কাঠ সে নিজে খুঁচিয়েছে আর বর্ষার আগেই আহার্য বস্তু ভাণ্ডারে মজুত করেছে। এমন মানুষকে জীবনসঙ্গী করা বুদ্ধিমতীর কাজ নয় কি?

## মকরে রবির—নারী

এই রাশির নারীদের জীবিকার বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আপনার মনে হতে পরে প্রেম ও বিবাহ তাদের জীবিকার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রেম সম্বন্ধে আপনার অনুমান ঠিক হতে পারে, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে নয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে এই নারী জীবনে সব সময় খোঁজে নিরাপত্তা, সম্মান, পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব। তার ওই প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সে শিক্ষিকারূপে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পাক, অফিসের কর্ত্রীরূপে চেয়ার টেবিলে বসে পাক, অথবা স্বামীর সংসারে স্ত্রীরূপে সমাজে পাক— মোটকথা, ওগুলি সে যেখানে পাবে, সেখানেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে।

লোকের কাছে সম্মান ও স্বীকৃতি তার জীবনের লক্ষ্য। এই নারীদের মধ্যে কেউ সেটা অর্জন করে সাহিত্য সাধনা দ্বারা, কেউ সঙ্গীত সাধনা দ্বারা, কেউ শিল্পচর্চা করে। তাদের বহুজনের সৃজন প্রতিভার লক্ষণ দেখা যায়। তাদের মধ্যে এক প্রকৃতি দত্ত ক্ষমতা আছে ভাল-মন্দ বিচার করার, লোককে খুশি করার এবং সব

কিছুর মধ্যে সমতা বা ব্যালান্স করার।

ভুল করে ভাববেন না যে এই নারী বিবাহের জন্য তার জীবিকা ত্যাগ করতে চাইবে না। সামাজিক সম্মান ও সঙ্গতিপন্ন সংসারে গৃহিণী হবার সুযোগ পেলে সে স্বচ্ছন্দে তার অর্থকরী পেশা ত্যাগ করবে। কারণ নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যেই সে এই জীবিকা গ্রহণ করেছিল। আপনি যদি সাফল্যের শিখরে উঠতে চান তাহলে স্ত্রীরূপী এই নারীর সাহায্য নিতে পারেন। সে অলস নয়, আপনাকে ওই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সে সাহায্য করতে প্রস্তুত এবং তার জন্য সাগ্রহে পরিশ্রম করবে। নাহলে আপনার সংসারে গৃহিণীরূপেই সে সন্তুষ্ট থাকবে, যদি বোঝে সেখানে আর্থিক নিরাপত্তা আছে।

এই নারী অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। জীবনে কর্মের সোপান বেয়ে সে উচ্চে উঠবেই। কোন থিয়েটারে তাকে একদিন হয়তো আপনি দেখেছেন নাচের দলের মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে, ভবিষ্যতে এই থিয়েটারের মালিককে বা সবচেয়ে উপার্জনশীল জনপ্রিয় নায়কটিকে বিয়ে করেছে এই কথা যদি শোনেন তো খুব বেশি অবাক হবেন না।

এই নারী আনন্দদায়ক মধুর আচরণে অভ্যস্থ। সে ধনীর প্রাসাদে বা গরীবের কুঁড়ে ঘরে যেখানেই জন্ম নিক না কেন, তার চালচলন কথাবার্তায় সব সময় মনে হবে সদ্বংশে অভিজাত পরিবারেই তার জন্ম, না হলে এরকম মার্জিত ব্যবহার শিখতো না।

আর একটা কথা। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আচরণ দেখে আপনার মনে হবে সে পর্বতের মতোই দৃঢ়, কোন কিছুতে বিচলিত হয় না, মোটেই আবেগপ্রবণ নয়। কিন্তু আপনি তো তার বাহ্যিক আচরণ দেখে বিচার করছেন। আবেগ সে লুকিয়ে রাখতে জানে, আর নারীদের মতো সেও আবেগপ্রবণ। তার অন্তরের গভীরে লুকানো থাকে বিষণ্নতা ও হতাশা। এই দুটির প্রভাব তার মনের উপর মাঝে মাঝে বেশ কিছু-কাল রাজত্ব করে। এই নারীর সঙ্গে বেশি পরিহাস করতে যাবেন না। সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে পারে না। তাকে বেশি প্রশংসা করারও প্রয়োজন নেই। তার প্রকৃত মূল্য যে আপনার অজানা নয়, এইটুকু তাকে জানিয়ে দিলেই যথেষ্ট।

সে যদি বোঝে আপনি তার উপযুক্ত ব্যক্তি, আপনার মধ্যে উচ্চাশা আছে এবং ভবিষ্যতে আপনার আর্থিক দুর্দশায় পড়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলে নিশ্চয়ই সে আপনাকে স্বামীত্বে বরণ করবে। এই নারী স্বপ্ন দেখলেও অলিক দিবাস্বপ্ন দেখে না, বাস্তবকে ভিত্তি করেই তার স্বপ্ন গড়ে ওঠে। জীবন-নদীতে আপনার নৌকায় সে উঠবে, যদি বোঝে যে আপনি সাহসী মাঝি—ঢেউ ভেঙে নৌকা ঠিক পাড়ে নিয়ে যাবেন।

সমাজের 'মক্ষিরাণী' সে হলেও সামাজিক রীতিনীতি ও শিষ্টাচারের অমর্যাদা কখনো করবে না। নামী দোকানের দামী জিনিস সে কিনতে ভালবাসে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেনাকাটা করতে গিয়ে সে কখনো ঠকে আসবে না।

মকরে রবির নারীদের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। আপনি লক্ষ্য করবেন তাদের সৌন্দর্যে এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তারা খুব কম 'মেক-আপ' ব্যবহার করে, কারণ তাদের ত্বক খুব স্পর্শাতুর। প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারে তারা

অ্যালার্জিতে ভোগে। সেইজন্যই বোধহয় প্রকৃতি তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দান করেছে। অন্য নারীদের যত বয়স হয় তত রূপ লাবণ্য ঝরে যায়, কিন্তু এই রাশির নারীরা যেন 'অনন্ত যৌবনা উর্বশী'। আশি বছর বয়সেও এই রাশির কারও উজ্জ্বল দৃষ্টি, কালিরেখাহীন মুখমণ্ডল আপনাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করবে।

এই নারীর পরিবার পরিজনের নিন্দা করবেন না। এই রাশির নারীকে বিয়ে করা মানে তার পরিবারকে বিয়ে করা। অনেক ক্ষেত্রে এই রাশির নারীই হচ্ছে তার পরিবারের আয়ের উৎস। এবং সেও সানন্দে সকলের ভার বহন করে। অসহায় বা অসুস্থ পিতামাতার জন্য সে অনেক সময় বিবাহে অনিচ্ছুক হয়। নিজের স্বার্থের চেয়ে পারিবারিক স্বার্থ তার কাছে বড়। তার কাছে দায়িত্ববোধ কর্তব্যবোধ ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার চেয়ে বড়।

অতএব আপনি আপনার ভাবী শাশুড়ীর পায়ে তেল মাখানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন, কারণ তার কন্যাকে যে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। শ্বশুরের সঙ্গে কখনো তর্ক করতে যাবেন না, বিশেষতঃ রাজনীতি নিয়ে। শ্যালক-শ্যালিকার সমালোচনা যদি করতেই হয়, তবে খেয়াল রাখবেন সেটি যেন গঠনমূলক সমালোচনা হয়। সর্বোপরি আপনার বাড়িতে একটি 'গেস্ট-রুম' করে রাখবেন অতিথি আত্মীয়-স্বজনের জন্য। আর সব শেষে মনে রাখবেন মকর রাশির নারী স্ত্রীরূপে আদর্শস্থানীয়।

এই স্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রমী। সংসারের কাজের উপর সমাজ সেবাতেও আগ্রহী। দুঃস্থ অসহায়ের জন্য দান-ধ্যানে আগ্রহী। মহিলা-মহলে সে নেত্রীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

সন্তানদের সে মিতব্যয়িতা ও উৎকর্ষের আদর করতে শেখাবে। তারা আরও শিখবে আত্মীয়-স্বজন গুরুজনদের কাছে নম্র হতে এবং অত্যন্ত মার্জিত আচরণ করতে। অবাধ্য বা 'আদরে বাঁদর' হওয়ার স্বভাব তাদের হবে না। তাদের সব কথা মা ধৈর্য ধরে শুনবে এবং যথাযথ উপদেশ দেবে। মা একটু কড়া প্রকৃতির হলেও ছেলেরা তাকে ভালবাসতে কৃপণতা করবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিই—ছোট ছেলে স্কুল থেকে যখন ফিরল, মা ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখে নিল। সোজা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে না রাস্তায় খানিকটা গুলি খেলেছে। ব্যাগ রাখতে রাখতে ছেলে চিৎকার করল—'জানো মা, আজ কোন্ অঙ্ক আমাদের শিখিয়েছে বা ইতিহাসে কোন্ রাজার গল্প শুনেছি?' মা ধৈর্য ধরে ছেলে সারা দিন স্কুলে কী শিখেছে তা জেনে নেবে, তার ক্লাসে কৃতিত্বের জন্য তাকে আদর করবে।

এই নারী নিজেকে এবং জায়া ও জননীরূপে স্বামী ও সন্তানকে সাফল্যের শিখরে তুলতে সদাই আগ্রহী।

এই রাশির শিশুকে দেখে মনে হবে বৃদ্ধ, চোখ মুখ কুঁচকে যখন সে হাসবে তখন মুখ ভরে যাবে রেখায়, যেন এক আশি বছরের বুড়ো। জাতককে ছেলেবেলায় বুড়ো আর বুড়ো বয়সে বাচ্চার মত দেখায়। বোধহয় জানুয়ারীতে জন্ম বলে বিগত বছরের ছাপ ও নতুন বছরের আভাস তাদের অবয়বে থাকে।

এই বাচ্চাদের মনের জোর ও নিজস্ব রুচিবোধ থাকে। কিন্তু এরা মেজাজ সহজে খারাপ করে না। খাদ্যদ্রব্য পছন্দ না হলে সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না, তবে আকারে-ইঙ্গিতে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে সেটি তার কাছে রুচিকর নয়।

তারা যতই বড় হয়ে ওঠে, ততই নিজেকে রুটিনের মধ্যে বেঁধে সংহত করে নেয়। খেলনা-পত্র এক নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে, কেউ যদি ভুল করে অন্য জায়গায় তুলে রাখে তো সে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেবে। নির্দিষ্ট সময়ে সে স্নান খাওয়া-দাওয়া করবে। অন্য ছেলেদের মতো খেলার ঝোঁকে সব কিছু ভুলে যাবে না। নিজের গৃহকে সে ভালবাসে। সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে হৈ হৈ করে বেড়ানোর চেয়ে সে ঘরে বসে টি. ভি. দেখবে না হয় চুপচাপ বসে বড়দের কথা শুনবে। তার একগাদা বন্ধুবান্ধব থাকবে না, বাছা বাছা কয়েকজনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হবে, আর তাদের কাছে মনের কথা বলবে।

তাদের স্কুলে পাঠাতে কোন সমস্যা হবে না। জানা-শোনা-শেখায় সে আগ্রহী। হোম-টাস্ক করার ব্যাপারে খুবই দায়িত্বশীল। তাকে দেখবেন স্কুল থেকে ফিরে জুতোমোজা খুলেই হয়তো হোমটাস্ক করতে বসে পড়েছে। কর্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত সে খেলাধুলায় আনন্দ উপভোগে অক্ষম।

খেলাধুলার সময় তারা বেশির ভাগই বুড়োর ভূমিকা গ্রহণ করে। আপনারই পোষাক পরে চশমা চোখে দিয়ে অন্যদের বলছে, 'আমি এখন মা হয়েছি। ঢক্ ঢক্ করে দুধটুকু খেয়ে নাও, না খেলে ভীষণ রাগ করবো।' অনেক সময় এই শিশুরা মেনি বেড়াল বা ভুলো কুকুরের অভিভাবক সেজে পড়াতে বসবে, ডাক্তার সেজে তার চিকিৎসা করবে। এদের ঘরের মধ্যের চেয়ে বাইরে সূর্যালোকে একটু খেলাধুলো করতে উৎসাহিত করবেন। মুক্তবায়ু ও সূর্যালোক এই শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

এই শিশুদের শিক্ষাদানে শিক্ষকরা আনন্দ পাবেন। তবে তারা হয়তো একটু ধৈর্য হারাতে পারেন তাদের একগুঁয়ে স্বভাব ও শিখতে একটু দেরী লাগার জন্যে। কিন্তু তারা কখনো এই শিশুদের লেখাপড়ায় অবহেলা করতে বা অমনোযোগী হতে দেখবেন না। কোন বিষয় তাদের মাথায় ঢুকতে একটু সময় লাগলেও যখন ঢোকে তখন ভাল ভাবেই ঢোকে। ফলে ছাত্র জীবনে তারা প্রথম হয়ে পুরস্কার পায় এবং পরবর্তী জীবনে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি পায়।

একটু লাজুক বলে সে সহজে স্কুলের আবৃত্তি বিতর্ক সভায় অংশ নিতে

চাইবে না। আপনার মনে হবে সে ভবিষ্যতে ঘরকুনো, বইয়ের পোকা, অসামাজিক জীব হবে। ঘাবড়াবেন না। হঠাৎ একদিন শুনে অবাক হবেন ওই মুখচোরা শিশুটি ক্লাসের মনিটার বা ছাত্রদলের নেতা হয়েছে। এই শিশুদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ছোট করে দেখবেন না।

বড় ভাই বা বোনের কর্তামি এই শিশু মুখ বুজে মেনে নেবে। তবে সেটি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সে নিজেই তার প্রতিকার করবে। আমার জানা ধনুরাশির এক দিদি মকর রাশির বোনের উপর কর্তৃত্ব ফলাতো। বোনের যখন অসহ্য লাগল, তখন দেখা গেল দিদির হেয়ার ব্রাশ, স্প্রের শিশি, প্রিয় সোয়েটার কোথায় যেন হারিয়ে যেতে থাকল, যার সন্ধান বাড়ির সকলের অজানা। দিদি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সমঝে চলতে শিখল।

জানুয়ারী মাসে জন্মানো সন্তান পিতামাতার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। মিষ্টি কেকের মতই সে মিষ্টি। আপনার হাতের টাকা কিছু কম পড়েছে একটা বিল মেটাতে, সে তার সঞ্চয়ের ছোট বাক্স থেকে কয়েকটা নোট বের করে আপনার হাতে তুলে দেবে। বড়দের কাছে সে নম্র আচরণ করবে। বাড়ির বাইরে কোথায় সে এতক্ষণ রয়েছে'—এই দুশ্চিন্তায় আপনাকে কখনো ফেলবে না। বার্ধক্যে যখন অথর্ব হয়ে পড়বেন, মনে হবে জগৎ সংসার আপনাকে ভুলে গেছে, তখন এই মকর রাশির পুত্র বা কন্যা আপনার কাছে ছুটে এসে আপনার খোঁজ খবর নেবে, আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সম্মান জানাবে। সে আপনাকে তার সংসারে গিয়ে বাস করার আমন্ত্রণ জানাবে। হয়তো তখন আপনার মনে পড়বে ছেলেবেলায় সে বলতো যে আমি তোমার মা বা বাবা হয়েছি। অর্থাৎ তখন তুমি আমায় লালন-পালন করেছ, এখন আমি করবো।

## মকরে রবির—মনিব

এই মনিব তার টেবিল চেয়ারে নিবিষ্ট ভাবে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে। ট্যাক্সের ব্যাপার ও মামলার ঝামেলায় কোন অডিটর ও কোন উকিল তাকে সামলাতে পারবে তা সে জানে। আরও অনেক কিছুই জানে। চার লক্ষ সংখ্যা তথ্য তার মগজের মধ্যে আছে। কে কোথায় কখন কী করছে সব তার নখ-দর্পণে। নামকরা কাগজের দক্ষ সম্পাদক যেসব গোপন সংবাদ জানে না, সে সবই তার জানা। বিশ বছর আগের বিখ্যাত নাটকের প্রথম দৃশ্যটি সে হুবহু আপনাকে বলে দেবে, বর্তমানে হিট ফিল্মের বক্স অফিসের রিপোর্ট অর্থাৎ টিকিট বিক্রির টাকার অঙ্ক সে আপনাকে জানিয়ে দেবে। এমন কি কোন রেস্তোরাঁয় ইতালিয়ান রান্না পাবেন তাও তার অজানা নয়।

তার কাজেরও শেষ নেই। সকাল থেকে শুরু করে মাঝরাত্তির পর্যন্ত সে কাজ করে। অনেক সময় সে অফিসেতেই দাড়ি কামানো, চান সেরে নেবে। নাইট ক্লাবে

গেলেও সেখানে সে পরদিনের কাজের কথা ভাববে।

এই কাজের মানুষের অফিস ঘরটিও বেশ বড়সড় হয়। এক কোণে দেখবেন বিরাট গোলাকৃতি টেবিল, যার উপর স্তূপাকার কাগজ—তার প্রতিদিনের কাজ। অন্য কোণে দুটো বড় কোচ, কয়েকটা গদিওয়ালা চেয়ার, কফি-টেবিল, বুক কেস। মেঝেতে পুরু কার্পেট, দেওয়ালে আর্শি, কাপ-প্লেট রাখার র‍্যাক, এমন কি রঙীন মাছ রাখার কাচের জলপাত্র। ঘরে ঢুকে আপনার মনে হবে অফিসের বদলে কারও গৃহে প্রবেশ করছেন। অবশ্য একে গৃহই বলা যেতে পারে। মকরের মানুষটি গৃহের বাইরে অনেকক্ষণ কাজ করে বলে গৃহটাকে তুলে এনে অফিসে বসিয়ে দিয়েছে। অনেক মনিব ব্যবসা ভালবাসে বলে বাড়ি ছেড়ে বেশি সময় অফিসে থাকে আর এই মনিব কাজ ও বাড়ি দুটোই ভালবাসে। ব্যবসার জন্য সে তার পারিবারিক জীবন তুচ্ছ করতে চায় না। তার ফলে সে কোন সময়ে তার আত্মীয়-স্বজনকে হঠাৎ অফিসে দেখতে পেলে অবাক হবেন না।

এই মনিব তার কর্মচারীদের কাছে পিতাস্বরূপ—স্নেহ করবে এবং প্রয়োজনে কড়া শাসন করবে। কর্তব্যপরায়ণতা ও বাধ্যতা এই দুটি তার চাই। সে চেঁচিয়ে হুকুম খুব কম সময়েই করবে, কিন্তু কাজে অবহেলা বা ভুল করলে ধমকাতে ছাড়বে না। বাইরের লোকেরা অনেক সময় তাকে খুব কড়া মনিব বলে ভুল করলেও অধীন কর্মচারীরা কোমল হৃদয়ের মানুষ বলেই জানে এবং অন্যেরা মনিবের নিন্দা করলে তারা প্রতিবাদ করে। মাঝে মাঝে বকুনি দিলেও কর্মচারীরা জানে হঠাৎ তাদের অর্থের প্রয়োজন হলে এই মানুষের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও মনিব মন দিয়ে শুনে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়। কর্মচারীরা একই পরিবারের লোক, যে পরিবারের কর্তা হচ্ছে মকরে রবির মনিব। একটা কথা, এই মনিব কিন্তু খোসামোদ বা মিষ্টি কথা শুনে গলে যাবে না। প্রশংসা শুনে তার কান লাল হতে পারে, কিন্তু সে স্বীকার করবে না যে সে তা শুনতে পেয়েছে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের চাঁদা আদায়কারী তার কাছ থেকে মোটা টাকার অর্থ সাহায্য পেতে পারে, আর টাকার অঙ্ক বেড়ে যাবে যদি প্রতিষ্ঠানটি শিশু ও বৃদ্ধদের মঙ্গলজনক কাজ করে।

এই মানুষকে সময় মত খাওয়া ও বিশ্রামের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। কারণ কাজ-পাগলা মানুষটি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন। কর্তব্য পালনেই তার সময় কেটে যায়। মাঝে মাঝে সে বিষণ্ণতায় ভোগে, জানলার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবে। তখন তাকে কেউ বিরক্ত করতে সাহস করে না। অফিসের সব সমস্যা তখন শিকেয় তুলে রাখতে হবে।

পোষাক-আসাকে মানুষটিকে প্রাচীনপন্থী মনে হবে। আধুনিক কাট-ছাঁটের স্যুট পরতে সে ভালবাসে না। ঐতিহ্যকে সে শ্রদ্ধা করে। তাই খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, গিটার হাতে আপনার অতি-আধুনিক ভাই যেন অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে না আসে। মহিলা কর্মচারী হলে খুব কড়া গন্ধের এসেন্স ব্যবহার করবেন না, উগ্র সব কিছুই সে অপছন্দ করে। কাজের দক্ষতার সঙ্গে মার্জিত

কথাবার্তা, ভদ্র আচরণ সে পছন্দ করে।

মানুষটি ধার্মিক, মাতৃভক্ত, পারিবারিক বন্ধনে আস্থাশীল। তাকে জানিয়ে দেবেন যে সপ্তাহে একদিন মাকে আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান, ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ আপনি জোগান, বাবাকে ভাল পুস্তক-পত্রিকা কিনে দেন। ব্যস, প্রোমোশনের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনার মনিবই ভাববেন।

আবার বলছি—এই মনিবের কাছে আপনি তার পুত্র বা কন্যার মতোই। অপরাধ করলে বকুনি খাবেন, ভাল কাজ করলে পুরস্কার পাবেন, বিপদে পড়লে সাহায্য পাবেন। আপনি শুধু তার কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে আদেশ পালন করুন।

## মকরে রবির—কর্মচারী

আপনার অফিসে মকরে রবির কর্মচারী কে জানতে চান? তাকে সদা ব্যস্ত দেখতে পাবেন। সে সহকর্মীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকবে না, কাজের টেবিলে বসে গুন্‌গুন্‌ করে সুর ভাঁজবে না। আচার-আচরণে গম্ভীর, পোষাকে-আসাকে ফুলবাবু নয়। কয়েক মিনিট আগে অফিসে আসবে এবং কয়েক মিনিট পরে অফিস ত্যাগ করবে। তার টেবিলে ছোট ফ্রেমে তার স্ত্রী পুত্রকন্যার একত্রে ছবি থাকতে পারে। নিম্নতন কর্মচারীরা তাকে 'স্যার' বলে ডাকে, আগন্তুকরা তাকে 'মিস্টার অমুক' বলে ডাকে এবং আপনি তাকে ডাকেন কোন সমস্যা দেখা দিলে।

তার ঘাড়ে আপনি নিশ্চিন্তে এক রাশ কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারেন। যখন কোন সমস্যা বা কাজের জটিলতায় আপনি হিমসিম খাচ্ছেন, তখন সে কোন রকম ভনিতা না করে আপনাকে সাহায্য করার জন্য নীরবে এগিয়ে আসবে। আপনার চেম্বারে সে ফস করে ঢুকে পড়বে। ঢোকার আগে সে দেখে নেবে আপনি ব্যস্ত আছেন বা ঘরে কেউ আছে কিনা। তার আচরণ ও বেশভূষা রীতিমত মার্জিত। সে সাবধানী। বর্ষার দিনে তাকে ছাতা ছাড়া দেখবেন না। তার ব্রিফ কেস ট্রেনে হারিয়ে ফেলবে না, লাঞ্চ প্যাকেট কোথায় রেখেছে ভুলে বসে থাকবে না। লাঞ্চ প্যাকেটের ওই ব্রাউন কাগজ জড়ানো মোড়ক, যা হাতে করে রোজ অফিসে আসে? হ্যাঁ, লাঞ্চের সময় সে হোটেল-রেস্তোঁরায় যায় না। তাতে খরচ বেশি পড়ে। তাছাড়া সে সেখানকার ভিড় ও বেয়ারাদের বখশিস দেওয়া অপছন্দ করে।

আপনার সেক্রেটারী যখন তাকে বলেছিল যে সে না থাকলে ওই কাজটা করা মুস্কিল হতো, তখন তাকে আপনি আত্মপ্রসাদের মৃদু হাসি হাসতে দেখেছেন। অন্যদের মতো কথায় কথায় সে দাঁত বের করে না, জমিয়ে আড্ডা দেয় না। ঘাড় গুঁজে এক মনে নিজের কাজ করে যায় বেশির ভাগ সময়েই। অবশ্য তার যখন মেজাজ হয় তখন কিছু ব্যঙ্গাত্মক কথা বলে অন্যদের হাসায়।

যাহোক, তাকে দেখে আপনার মনে হবে লোকটি জীবনে উন্নতি করবে। তবে

কী করে করবে তা আপনি অনুমান করতে পারবেন না। কারণ সে খোলাখুলিভাবে উচ্চাভিলাশ ব্যক্ত করে না, নিজের ঢাক নিজে পেটায় না।

সে যদি ভুল করে অর্থাৎ কোন বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত সঠিক না হলে তার খুবই মন খারাপ হয়ে যায়। তার জন্য মাঝে মাঝে তাকে হতাশাগ্রস্ত দেখায়।

যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে সে আপনার কাজের জন্য বিনা প্রতিবাদে ওভার-টাইম খাটবে। তবে একটি বিষয় আপনি সাবধান থাকবেন। তাকে খাটাতে গিয়ে যেন রাতে সপরিবারে ডিনার করার ব্যাপারে বেশি বাধা সৃষ্টি করেন না। মানুষটির কাছে তার পারিবারিক বন্ধন বড়, তারপর কাজের কথা। মানুষটি ঘন ঘন অফিস বদলায় না, বা এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজ খুঁজে বেড়ায় না। কোন কাজে যোগ দেবার আগে ভাল করে সব দিক ভেবে নিয়ে তবেই সে কাজটি গ্রহণ করে। সেই কাজে তার জীবনের লক্ষ্য তথা উচ্চ স্থানে ওঠা সম্ভব হবে কিনা তাও ভেবে নেয়। সব কাজ সে ধৈর্য ধরে করে যাবে তার লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য। সে গৌরব চায় না, চায় প্রকৃত ক্ষমতা। সে ভাবপ্রবণ নয় বলে বৃথা স্বপ্ন দেখে না। তার দরজায় স্বর্ণাক্ষরে তার নাম ও পদ লেখা সে চায় না, সে চায় দায়িত্ব ও অর্থ। সে চায় নামকরা অঞ্চলে বাস করতে, ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পাঠাতে এবং স্ত্রী যেন তার মহিলা বন্ধুদের চেয়ে ভাল পোষাক পরতে পায়। এইজন্যই তার অর্থ কাম্য।

আপনার মহিলা কর্মচারীটিও পুরুষ কর্মচারীর মতোই দায়িত্বশীল হবে। অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করবে না। সেও তার উচ্চাভিলাষ মুখে ব্যক্ত করবে না। তবে অবিবাহিত হলে তার উচ্চাভিলাষ সহজেই অনুমান করা চলে—সেটি হচ্ছে অফিসের কর্তাকে নিজের গৃহকর্তা করা। তার প্রমোশনের শেষ চাপ হবে মনিবকে স্বামীত্বে বরণ। মনিবও তাকে স্ত্রীরূপে অপছন্দ করার কারণ খুঁজে পাবে না। তার কর্তব্যজ্ঞান, প্রখর শৃংখলাপরায়ণ ও তার চেয়ে বড়দের অশ্রদ্ধা করে না। বৃথা গল্পগুজবে নিজের সময় নষ্ট করে না। তার প্রিয় হচ্ছে তার পরিবার, প্রিয়জন, গৃহ, কাজ, অর্থ, মর্যাদা, সাহিত্য-সঙ্গীত।

এই কর্মচারী অফিসের কাজে ট্যুর করতে খুব বেশি আগ্রহী হবে না। সেই কাজ আপনি মেষ, বৃষ, মিথুন, ধনু রাশির কর্মচারীদের বেশি দেবেন।

এই রাশির মানুষরা সাধারণতঃ হয় ব্যাংকার, বুক কিপার, শিক্ষক, গবেষক, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, দন্তচিকিৎসক, রত্ন ব্যবসায়ী, হোটেল ম্যানেজার, শিল্পবস্তু বিক্রেতা প্রভৃতি। তবে যে ব্যবসা বা জীবিকা তারা গ্রহণ করুক না কেন, তারা মন প্রাণ দিয়ে সেটি করবে নিজের উন্নতির জন্য। আর জীবনে উন্নতি তাদের চাই-ই চাই।

# (AQUARIUS) কুম্ভ রাশিতে—রবি

## জন্মকাল—২১ জানুয়ারী থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী

### কুম্ভে রবির জাতককে জানুন

বহু লোকই রামধনু দেখেছে। শিশুরা দেখে অবাক হয়, কবিরা তাকে নিয়ে কবিতা লেখে, শিল্পীরা তার ছবি আঁকে, ভাবুকরা সেখানে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কুম্ভ রাশির লোকেরা তাকে পেড়ে এনে পরীক্ষা করতে চাইবে, তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে চাইবে, ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেখতে চাইবে। তা সত্ত্বেও তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে। কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানার পরেও তার প্রতি অজানা বিস্ময়ে মুগ্ধ হওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু কুম্ভরাশির লোক বাস্তববাদী হলেও স্বপ্নবিলাসী।

এই রাশির মানুষের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কিছুর জন্য আপনি সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন। সাধারণতঃ সে শান্ত স্বভাবের মানুষ, তবে জনমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আনন্দ পায়। অদ্ভুত আচরণ দ্বারা সাধারণ সংস্কার ভাঙাতেই তার গোপন আনন্দ। মিষ্টভাষী ভদ্র আচরণকারী মানুষটি হঠাৎ এমন কথা বলল বা কাণ্ড করে বসল, যা আপনি আগে কখনোই ধারণা করতে পারবেন না। অনেক সময় সে ইচ্ছে করেই অদ্ভুত বেশভূষা পরবে, যাতে আপনারা তাকে দেখে হাসেন এবং আপনাদের হাস্য দেখে সেও ব্যঙ্গ করে আপনাদের প্রতি হাসবে। তাই দামী স্যুটের সঙ্গে তাকে চটি পরে আপনার কাছে হাজির হলে হাসবেন না।

এই রাশির মানুষদের প্রায়ই একটি শব্দ ব্যবহার করতে দেখে আপনি চিনে নিতে পারবেন। শব্দটি হচ্ছে 'বন্ধু'। দুনিয়া সুদ্ধ লোককে সে বন্ধু বলবে। যে প্রেমিকার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাকেও সে শেষ কথাটি জিজ্ঞাসা করবে, সেটি হচ্ছে—'এর পরেও কি আমরা বন্ধু থাকতে পারি না?' ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যে কোন কথাই শুরু করতেন এইভাবে,—"আমার বন্ধুরা শুনুন।' কিংবা 'আমার বন্ধুরা, আমি বলতে চাই…।'

যে মানুষকে মনে হবে আপনার থেকে হাজার মাইল দূরে রয়েছে, কিংবা অদৃশ্য মাইক্রোস্কোপে আপনাকে টুকরো টুকরো করে পরীক্ষা করে দেখছে—বুঝবেন সেই ব্যক্তি কুম্ভ রাশির। সে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার গোপন কথায় আগ্রহী। সত্যকে জানাই তার ধর্ম। মোড়ের পুলিশটি, হোটেলের বয়টি, লিফ্‌ট-ম্যানটি, নাইট ক্লাবের গায়িকাটি—কেউই তার রহস্য-সন্ধানী দৃষ্টির বাইরে নেই। আর শুধু ব্যক্তি কেন? বস্তু বা বিষয় ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বাদ যায় না। চিকিৎসা শাস্ত্রের নতুন পদ্ধতি, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নতুন আবিষ্কার, নতুন মোটর গাড়ির

মন্ডেল, এমনকি ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ, সবেতেই সে সমান আগ্রহী। রাজনীতি তাকে অবাক করে, খেলাধুলো তাকে আকর্ষণ করে, শিশুরা তাকে মুগ্ধ করে। তবে সর্ব বিষয়েই সে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ভাব দেখাবে যে আপনি ধারণা করতে পারবেন না যে ব্যক্তিটি তলে তলে কি পরিমাণ আগ্রহী।

তার দৃষ্টিই অদ্ভুত, যেন দূরের কোন বস্তুতে নিবদ্ধ, যেন আপনার দুর্বোধ্য কোন রহস্য জানতে উৎসুক। নীল বা ধূসর রঙের স্বপ্নালু ভাসা চোখ দুটি। প্রায়ই হাল্কা ব্রাউন রংয়ের বা সাদা সিল্কের মতো কেশরাজি। ত্বকের রং পাণ্ডুর। উচ্চতা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি। মুখাবয়ব যেন কোন শিল্পী বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে তৈরি করেছে, স্বর্ণমুদ্রায় রোমান রাজাদের যেমন ছবি দেখেছেন। সাধারণতঃ তারা মাথা নিচু করে চিন্তা করে অথবা কথা বলার সময় আপনার দিকে একটু ঘাড় হেলিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবে।

তারা লোকজনের ভিড় ভালবাসে এবং সকলের বন্ধুত্বে নিজের মন ভরে নিতে চায়। তবে মাঝে মাঝে বিষণ্ন মনে নিঃসঙ্গতা কামনা করে। অবশ্য তারা বহুজন সঙ্গে বা নিঃসঙ্গে যেভাবেই থাকুক, স্বীয় গভীর প্রত্যক্ষানুভূতি বিসর্জন দেয় না। এই মানুষ স্বভাব বিদ্রোহী। সে মনে করে সব প্রাচীন প্রথা ভুলে ভরা, বিশ্বের মানুষের আজ একান্ত প্রয়োজন বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

বন্ধুত্বে বিশ্বাসী এই মানুষের ঘনিষ্ঠ জনের সংখ্যা কিন্তু খুব কম। কারও সঙ্গে সীমিত সময়ের বেশি সম্পর্ক রক্ষা করে না। সে ঘনিষ্ঠ জনের বিচার করে পরিমাণ দ্বারা নয়, গুণের দ্বারা। আর সেই জন্যই আজ একে ছেড়ে কাল তাকে ধরতে ছোটে। তবে একবার যদি আপনি তার হৃদয় স্পর্শ করতে পারেন তো সে আজ আপনাকে ছেড়ে গেলেও কাল আবার ঘুরে আসবে, কিছু হারাচ্ছে কিনা তাই খুঁজে দেখতে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে যে কুম্ভরাশির মানুষ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হয়। 'সে আজ যা চিন্তা করছে, জগৎ তা পঞ্চাশ বছর পরে চিন্তা করবে'—এই কথাটি সত্য। পৃথিবীর বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি মেষ রাশিতে রবির অবস্থানের সময় জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার জানেন তো প্রতিভা ও পাগলামির মধ্যে বিভেদ রেখাটি খুব সূক্ষ্ম? তাই মানসিক চিকিৎসালয়ে এই রাশির বহু মানুষকে দেখতে পাবেন। আপনার কুম্ভরাশির বন্ধু মাঝে মাঝে আপনাকে দ্বিধায় ফেলবে ওই সীমারেখার কোন্ দিকে তার অবস্থান—পাগলদের দিকে, না প্রতিভাবানদের দিকে? আপনি শুধু স্মরণ রাখবেন গ্যালিলিওর কথা, ষ্টীম বোট আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিকের প্রতি বিদ্রূপের কথা, এডিসনকে পাগল প্রতিপন্ন করার কথা, লুই পাস্তুরকে কয়েদ করে রাখতে চাওয়ার কথা। বস্তু-তান্ত্রিক জগতের সাধারণ মানুষ ভাবুকদের 'রামধনুর দেশে, যাওয়ার বাসনা বুঝতে পারে না।

এই মানুষদের মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তারা পাগলদের মনের বিক্ষিপ্ততা তাদের সঙ্গে শান্ত ভাবে কথা বলে প্রশমন করতে সক্ষম। ভীত শিশুদের ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের মনের শান্তি তারা সহজেই ফিরিয়ে এনে দিতে পারে।

আপনাকে সে তার মতামত খোলাখুলি ভাবে জানতে দ্বিধা করবে না। তবে সে কখনোই তার মত জোর করে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইবে না, অর্থাৎ তার হুকুম মতো আপনি আপনার জীবন পরিচালিত করুন এটা তার ইচ্ছা নয়। বিপরীত ভাবে সে এটাও চায় না যে আপনি তার চিন্তা বা জীবন পরিচালিত করবেন। তারা প্রত্যেকের স্বকীয়তায় বিশ্বাস করে। আপনার বেহালা আপনি নিজের মনোমত সুরে বাজান—এই হচ্ছে তার নীতি। আর একটি বিষয় আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই কুম্ভ রাশির মানুষরা যা বলে বা যা চায় অর্থাৎ তাদের আদর্শই পৃথিবীর গ্রহণ করা মঙ্গল এবং তাদের নির্দেশিত লক্ষ্যেই মানব সমাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, যথা—বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সত্যানুসন্ধান, নিজে বাঁচো ও অপরকে বাঁচতে দাও, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করো—তারপর চিন্তা বা ধ্যান করো।

কুম্ভ রাশি বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাস করলেও বিপ্লবের জন্য হানাহানি রক্তপাতে বিশ্বাস করে না। তা বলে সে ভীরু নয়। নৈতিক বা শারীরিক সাহস দেখাতে প্রয়োজন হলে সে পিছিয়ে আসবে না।

এই মানুষরা তাদের বিস্ময়কর ব্যবহারের জন্যে অনেক সময় বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়। সে কখনও জানতে দেয় না তার মনের মধ্যে কী আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মানো এক স্বামীকে তার স্ত্রী জানাল যে বাড়ির ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে। স্বামী যে ভাবে কথাটা শুনল তাতে স্ত্রীর মনে হলো তার কথাটি তার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আরও কয়েক দিন স্বামীর কানে কথাটা তোলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল, কারণ যখনই সে কথাটা তুলেছে, দেখেছে যে স্বামী খবরের কাগজের খেলার পাতায় ডুবে থেকে তার কথায় কান দিচ্ছে না। কিন্তু সপ্তাহ খানেক পরে স্ত্রী রীতিমত অবাক হয়ে গেল যখন দেখল যে দুটি লোক তার ফ্ল্যাটের বেল বাজিয়ে নতুন ফ্রিজ এনে কানেকশান করে জ্বালিয়ে সব ঠিক করে চলে গেল। এ ব্যাপারে স্বামী তাকে বিন্দু বিসর্গ আগে জানায়নি।

আপনি যদি মানুষটির প্রকৃত বন্ধু হন, তাহলে আপনার শত্রুদের শত নিন্দাতেও সে কোন দিন আপনার উপর বিরূপ হবে না। অবশ্য কৌতূহলবশে সে শত্রুদের নিন্দা শুনে যাবে, তারপর তা বিশ্লেষণ করে দেখে মিথ্যার জাল ছিঁড়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।

## কুম্ভে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| গ্যালিলিও | চার্লস ডিকেন্স |
| চার্লস ডারউইন | লুইস ক্যারল |
| টমাস এডিসন | সমারসেট মম |
| ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট | ফ্রানসিস বেকন |
| আব্রাহাম লিঙ্কন | জন বারিমুর |
| রোণাল্ড রেগন | ক্লার্ক গেবল |

অন্য মানুষেরা প্রেমে পড়লে যেমন আচরণ করে, এইরাশির পুরুষের কাছে তেমন আচরণ আশা করলে আপনার আশাভঙ্গ হবে। কিন্তু বন্ধুত্বের ব্যাপারে আপনার আশা অনুযায়ী আচরণ করবে। আমার পরিচিত কুম্ভ রবির একজনকে বলতে শুনেছিলাম, 'যে কোন লোকের মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে। কিন্তু প্রেমিকা? প্রেম হচ্ছে দুর্লভ বস্তু।'

এই মানুষের সবাই বন্ধু, এমনকি তার পরম শত্রু সম্বন্ধে বলার সময় উল্লেখ করবে, 'আমার সেই বন্ধুটি।' এই মানুষ তার প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখতে ইচ্ছুক, আর মনোভাব জানার প্রবল ইচ্ছা তার কাছে অবসর বিনোদনের 'হবি'র মতন। তার মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া খুবই জটিল বিষয়, সে জন্য তার আচরণ মাঝে মাঝে আপনাকে বিস্মিত করবে। বিবাহের জন্য তাকে গির্জায় টেনে নিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতোই। ভালবাসা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক, পরিচিত সকলকেই সে এক বিশেষ মূল্য দেয়। এই পুরুষদের খুব কম ব্যক্তিই স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা হয়। এই গুণদুটির একটু স্খলন দেখলে তাকে একটু আভাস দিলে সে নিজেকে সংশোধন করতে একটুও সময় নেবে না। সংকীর্ণমনা অপবাদ সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। সে উচ্চ আদর্শে বিশ্বাসী।

এই মানুষটি কৌতূহলী। কোন বিষয় তার কাছে রহস্যময় মনে হলে সেই রহস্যের সমাধান না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। যে মহিলা এই মানুষটিকে বাঁধতে চান, তিনি তার কাছে সর্বদা রহস্যময়ী থাকবার চেষ্টা করবেন। খোলাখুলি কথা বলবেন না, যাতে সে পরে নিজের মনে ভাবে; 'আচ্ছা ও যে ওই কথাটা বললো তাকে কী বোঝাতে চেয়েছিল?' মনে রাখবেন একবার পড়া বই মানুষের আগ্রহ জাগায় না, আগ্রহ জাগায় না-পড়া বই।

এই মানুষদের জীবনে কোন না কোন রকম সম্মান লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। সে সম্মান নোবেল-প্রাইজ থেকে শুরু করে স্থানীয় সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পর্যন্ত হতে পারে।

পরিচ্ছন্নতা তাদের কাছে ধর্মাচরণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ তার তোয়ালে বা জলের গ্লাস ব্যবহার করলে সে মর্মভেদী আর্তনাদ করে উঠতে পারে। এই আচরণের পিছনে লুকানো আছে জীবাণু ও ব্যাধি সম্বন্ধে তার নিদারুণ ভীতি।

এই পুরুষদের বিবাহ সম্বন্ধেও বোধহয় এক ভীতি আছে। সিংহ, কর্কট, মকর, তুলা রাশির পুরুষদের বিপরীত তাদের আচরণ। যত দিন পারা যায় বিবাহ-ব্যাপারটা তারা পিছিয়ে রাখতে চায়। অল্প বয়সে যদি দু'একজন বিবাহ করে তো সেটা ব্যাকরণের ব্যাতিক্রম বলে গণ্য করতে হবে। প্রেমে পড়ে প্রেমিককে 'আমি তোমার ছাড়া বাঁচবো না' বলার পরে কোন না কোন অছিলায় তাকে নিয়ে পুরোহিতের কাছে

হাজির হতে দেরী করবে। একটা কথা, দেরীতে বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে না করে থাকে না। তাদের শেষ অবিবাহিত বন্ধুটি যখন স্ত্রী নিয়ে 'হনিমুনে' বেরিয়ে গেল, তখন তার টনক নড়ল। সে ভাবল যে সবাই যখন বিয়ে করছে তখন ব্যাপারটা কী জানতে হচ্ছে তো। এই ভাবেই রহস্য সন্ধানী মানুষটি বিবাহ-রহস্য ভেদে আগ্রহী হয়।

এই পুরুষ ঈর্ষাপ্রবণ নয়। সে আপনাকে বিশ্বাস করে যাবে যতক্ষণ না আপনি তার বিশ্বাসভঙ্গ করছেন। তার হৃদয় ভেঙে গেলেও সে নীরবে সহ্য করে যায়, যাতে তার বন্ধুরা টের পেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে না পারে।

অর্থোপার্জনের ব্যাপারে এই পুরুষ খুব কাজের নাও হতে পারে, তবে সে এমন কিছু কাজ বা আবিষ্কার করতে পারে যা মানব সমাজের যথেষ্ট উপকার করবে। তাছাড়া এমন অনেক কাজ সে করে বসতে পারে, যা আগে কেউ করতে পারেনি, যেমন ধরুন, মঙ্গল গ্রহে যে মানুষ প্রথম পদার্পন করল সে এই রাশিরই পুরুষ। এই মানুষদের মধ্যে যারা খুব ধনী, তাদের অর্থবান হওয়ার পিছনে হয়তো শুনবেন আকস্মিকই অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে অর্থাৎ অর্থের লোভে প্রাণপণে তারা তা সংগ্রহ করেনি, হয়তো পূর্বপুরুষের সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হয়েছে, নয়তো নোবেল-প্রাইজের মতো পুরস্কারের অর্থ পেয়েছে। অর্থের ব্যাপারে সে অমিতব্যয়ী নয়। আপনাকে মাঝে মাঝে সে হয়তো মোটা টাকার কোন দামী উপহার দিতে পারে। কিন্তু তার স্ত্রী হয়ে আপনি সংসারের ব্যয় একটু বুঝে শুনে করবেন। আপনার খরচে স্বভাব হলে আপনি তার বিরাগভাজন হবেন।

তার সন্তানরা পিতাকে খুব ধৈর্যশীল শ্রোতারূপে পাবে। তাদের মুখে গল্প শোনার সময় বাঘের কথায় বাবা যেন সত্যি করে ভয় পেয়েছে বলে মনে হবে, কিংবা পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে রাজপুত্রের সঙ্গে বাবাও যেন তেপান্তরের মাঠে চলে যাবে। ছোট ছেলেকে কী করে ব্যাট ধরতে হয় তা বাবাই শিখিয়ে দেবে, ছোট মেয়ের পুতুল ভেঙে গেলে বাবাও যেন দুঃখে কেঁদে ফেলবে। সন্তানদের সুখ-দুঃখের সাথী তাদের পিতা, কারণ তারা যে তার বন্ধু, শুধু সন্তান নয়।

তার সংসারে স্ত্রী হওয়ার পর তার প্রতি ছোটখাট কর্তব্যের ত্রুটি করবেন না। যেমন তার জামায় ছেঁড়া বোতামটা সেলাই করে দেওয়া, ঠিক মতো সময়ে তাকে খেতে দেওয়া। আপনাকে সে বিয়ে করেছে অনেকগুলি কারণে। প্রেমটা এক বড় কারণ হলেও সে আপনাকে তার সংসারের সুগৃহিনীরূপে দেখতে চায়, ছোট-খাট সব ব্যাপারে যেন আপনার দৃষ্টি থাকে, সর্বদা তার পাশে থেকে তার সাংসারিক অসুবিধাগুলি দূর করে দেওয়া। সবচেয়ে বড় কথা এই পুরুষ স্ত্রীর অবহেলা সহ্য করতে পারে না।

আর একটি আশ্চর্যের কথা, জীবনের প্রথম প্রেমটি এই পুরুষ কখনো ভুলতে পারে না। যে মেয়ে তাকে 'রামধনুর দেশে' প্রথম নিয়ে গিয়েছিল তাকে সে ভুলবে কেমন করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বহু বছর পরে এই মানুষ তার প্রথম প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে তাকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে জীবনসঙ্গিনী করেছে। এই

মানুষটি এক অদ্ভুত চরিত্রের। হয়তো কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ এমন কি কয়েক মাসও হতে পারে সে আপনার প্রতি একটিও প্রেম ভালবাসার কথা উচ্চারণ করল না, তারপর একদিন সকালে আপনি যখন তার ব্রেকফাস্টের পাউরুটি টোস্ট করছেন, তখন সে আপনার চোখে চোখ রেখে আবেগভরা কণ্ঠে বলল, 'তুমি কি জানো তুমি কত সুন্দরী ?'

এমন মানুষকে কি আপনি না ভালবেসে পারবেন ?

## কুম্ভে রবির—নারী

এই রাশির নারী এক প্রহেলিকা। সে আপনার প্রেমে পড়লেও তার মধ্যে এক অনাসক্ত ভাব লক্ষ্য করে অবাক হবেন। তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক মধুরই থাকবে, যদি তাকে ঘরে বন্দী করে রাখার তার বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দেন। যে ব্যাপারে সে আগ্রহী, সে ব্যাপারটিতে তার আগ্রহে বাধা সৃষ্টি করবেন না। সে হয়তো স্থির করলো যে ব্যালে নাচ শিখবে, পর্বতারোহীদের ক্লাবে যোগ দেবে কিংবা জনসেবা সংঘের কাজে অংশ নেবে, তাকে বাধা দেবেন না। জীবনে সে নানা স্বপ্ন দেখবে, যা আপনি বা আমি দেখি না।

সে সকলের, অথচ কারও নয়। সে স্বাধীনতাকামী। অর্থ তার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নয়। আপনার ব্যাংক ব্যালান্স কী আছে তাতে তার আগ্রহ নেই। আপনি শহরের ধনী ব্যক্তিদের একজন না হতে পারেন, তাতে তার কিছু যায় আসে না; তবে সে চাইবে আপনার বুদ্ধিজাত কোন কাজের জন্যে আপনি সকলের সম্মানীয় হন। আপনি যদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বা রাজনীতির জগতে কাজ করতে চান, তাহলে এই নারী আপনাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে। এই নারী আদর্শবাদী। অবশ্য এই রাশির যে নারীর জন্ম কুণ্ডলীতে অন্য কোন গ্রহের প্রবল প্রভাব থাকে, তার অদ্ভুত আচরণ আপনাকে হতবাক করতে পারে। সে নারী বড় রাস্তায় হঠাৎ পায়ে হেঁটে বড় সিগার টেনে অন্যদের বিস্মিত করেই আনন্দ পায়। তবে সাধারণতঃ কুম্ভে রবির নারীরা ভদ্র, বুদ্ধিমতী। সমাজের উচ্চ নীচ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারে।

সাধারণত এই নারী সন্দিগ্ধপরায়ণ হয় না। আপনার কোন কথায় সে খুব কমই সন্দেহ করবে। আপনার রুমালে লিপস্টিকের দাগ খুঁজবে না, সার্টের বোতামে আপনার সেক্রেটারীর সোনালী চুল জড়িয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করতে যাবে না, অফিসে ফোন করে খোঁজ করবে না যে আপনি সেখানে আছেন না সিনেমা দেখতে পালিয়েছেন। তবে সে যদি টের পায় আপনি তার বিশ্বাসের মর্যাদা দেননি, তাহলে অন্তরে গভীর আঘাত পাবে। সে আপনার জীবন থেকে একবারে দূরে সরে যেতে পারে।

কুম্ভরাশির পুরুষদের মতোই এই নারী তার জীবনের প্রথম প্রেমকে ভুলতে

পারে না। আপনি ভাবতে পারেন কুম্ভরাশির যে নারীটিকে আপনি জানতেন সে কি আজও আপনাকে মনে রেখেছে? এটি নির্ভর করছে প্রেম বলতে সেই নারী কী বোঝে তার উপর। প্রথম প্রেম বলতে সেই নারীর কাছে সেই ছেলেটির কথা মনে হতে পারে, যে ন' বছর বয়সে তার হাতে কিছু চিনাবাদাম তুলে দিয়েছিল, কিংবা সেই মজার ছেলেটা যে সার্কাসের ক্লাউনের মুখভঙ্গী নকল করে তাকে হাসাতো।

এই নারীরা বিবাহোত্তর জীবনে খুব কমই অন্যের প্রতি আসক্ত হয়। তবু এই নারীদের অনেকের জীবনেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। সেটি অন্য কারণে। স্বামীর আচরণ যদি তাদের কাছে অসহ্য হয়ে যায়, তখনই তারা সংসার ত্যাগ করে এবং পিছন ফিরে আর কখনো তাকায় না। প্রয়োজন হলে তারা স্বামীবিহীন জীবন কাটাতে কোন অসুবিধা বোধ করে না, কারণ স্বামী না থাকলেও তাদের অসংখ্য বন্ধু তো আছে।

এই নারী ধার দেওয়া বা নেওয়া অপছন্দ করে। যদি সে কখনো কারও কাছে ধার নেয় তো পাই-পয়সা পর্যন্ত শোধ করবে। আপনি তার কাছে ধার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ না দিলে ভবিষ্যতে সে আপনাকে একটি পয়সাও দেবে না।

এই নারীরা অন্য সব রাশির নারীর চেয়ে সুন্দরী হয়। কিন্তু তাদের বেশ-ভূষা অনেক সময়ে আপনাকে আশ্চর্য করে দেবে। তারা অদ্ভুত পোষাকের পক্ষপাতী, নতুন ফ্যাশান তারাই সৃষ্টি করে। কখনো তারা 'মড' বা আগামী শতাব্দীর নারী সাজবে, আবার কখনো মান্ধাতার আমলের লুপ্ত হওয়া পোষাকের পুনরায় প্রবর্তন করবে। এই নারীর কেশ-বিন্যাসও অদ্ভুত হবে, কখনো এলোকেশী, কখনো চূড়ো করে বাঁধা, কখনো ঘোড়ার লেজের মতো, আরও নানা রকমের হতে পারে।

এই নারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়েও আপনি অবাক হবেন। তার আচরণ খুবই ভদ্র ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ। কিন্তু আলোচনার মাঝে সে হঠাৎ এমন মন্তব্য করে বসতে পারে যার সঙ্গে কথোপকথনের কোন সম্পর্ক নেই। আপনারা হয়তো শেয়ার মার্কেটের বাজার দর নিয়ে কথা বলছেন, সে হয়তো বলে বসল, আপনারা জানেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নামের বানানে অনেক সময় একই অক্ষর দুটো হয়? হ্যারি ট্রুম্যান, জ্যাক কেনেডি, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, উড্রো উইলসন ইত্যাদির বানান লক্ষ্য করেছেন?'

এই নারী তার সন্তানকে স্নেহ করলেও তার প্রতি খুব আসক্ত থাকে না। ছেলেরা অপরাধ করার পর যদি সত্য কথা বলে তাহলে এই জননী কখনো তাকে শাস্তি দেবে না। বাচ্চাদের চোখের জল এই জননী সহজেই মুখের হাসিতে পরিণত করতে সক্ষম। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে এই জননী যত্ন নেয়, তাদের হোম-ওয়ার্ক করায় সাহায্য করে। মিতদ্রুকে তিনবার বলার পরেও হয়তো সে হাত ধুলো না, সেদিকে বেশি নজর দেওয়ার চেয়ে মিতদ্রু ক্লাসে বিজ্ঞানের কতটা কী শিখল সেই দিকেই মায়ের বেশি দৃষ্টি থাকবে।

এই নারী আপনাকে বিয়ে করার আগে আপনার সম্বন্ধে ভাল করে বিচার-বিবেচনা করে নেবে। এক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের মতামত তাকে প্রভাবান্বিত

করবে না। সিদ্ধান্ত সে নিজেই করবে। তবে বিয়েটা যত দেরী করে করা যায় সেই চেষ্টাই সে করবে। হয়তো আপনাকে আরও বাজিয়ে দেখার জন্য।

আপনি ঈর্ষাপ্রবণ হলে এই নারীকে দ্রুত হারাতে পারেন। আপনি খুব গোঁড়া, কর্তৃত্বকামী, সংস্কারাচ্ছন্ন হলে এই স্বাধীনচেতা নারীর সঙ্গে আপনার বনবে না। তাকে মেনে নিতে হলে তার বন্ধুবান্ধবকেও আপনার মেনে নিতে হবে, আর এই বন্ধুদের মধ্যে থাকবে নানা বয়সের ও নানা ধরণের লোক।

এই নারী অকস্মাৎ কোন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় তার কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত মনে নাও হতে পারে, তবে প্রথমে এমন মনে হলেও পরে বুঝবেন তার সিদ্ধান্ত সঠিক। কারণ তার দূরদৃষ্টি আছে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে তা বুঝতে পারে। সে যা বলে তা সত্য, তাব সেই সত্য আমরা আজ না বুঝতে পারলেও আগামীকাল নিশ্চয়ই সেই সত্য প্রমাণিত হবে। ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মানো এই নারী তাই শুধু প্রহেলিকা নয়। রহস্যময়ী ও আগ্রহকারী।

## কুম্ভে রবির—শিশু

সব পিতামাতাই মনে করে তাদের সন্তান অসাধারণ—অন্য শিশুদের থেকে পৃথক। কিন্তু কুম্ভে রবির শিশুর পিতামাতা মনে করবে এক হাস্য-উদ্দিপক বস্তু, এক ধাঁধা-স্বরূপ। সে ভাবপ্রবণ, একগুঁয়ে, স্বাধীনচেতা, আবিষ্কারক। তার মনের গতি বিদ্যুতের মতো দ্রুতগামী। সে কি বিজ্ঞানী হয়ে পুরস্কার ও সম্মান পাবে, না অশিক্ষিত মূর্খ চাষা হয়ে ক্ষেতে লাঙ্গল দেবে? আপনার কাছে এই সন্তান এক সমস্যা। তবে অপেক্ষা করে দেখুন। পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানী হলে সে নোবেল-প্রাইজ পেতে পারে, আর চাষা হলে নতুন ধরণের লাঙ্গল আবিষ্কাব করে বসতে পারে। পঞ্চাশ বছর বয়সে সে যে কী হবে, তা তাকে পাঁচ বছর বয়সে দেখে কেউ বলতে পারবে না। মনে রাখবেন এই শিশু হচ্ছে যাকে বলে 'ব্যাকরণের ব্যতিক্রম।'

এই রাশির বালক-বালিকাদের দেখলে মনে হবে বেশ শান্ত মিষ্টি স্বভাবের। কিন্তু তাদের আচরণ সম্বন্ধে স্থির করে কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ যেন কোন মানসিক ঝড়ে তার স্বভাবের ওলট-পালট ঘটে যায়। তাদের কোন আদেশ করলে (এমন কি নম্রভাবে অনুরোধ করলেও) তারা আপনার কথা শুনবে না। কিন্তু আপনি তাকে দিয়ে যা করাতে চান সেই বিষয়টি নিয়ে তাকে একটু চিন্তা করার অবকাশ দিন। শেষে দেখবেন আপনার কথা মতো কাজ করার সিদ্ধান্তই সে নিয়েছে।

এই 'আশ্চর্য' শিশুকে মানুষ করা ও শিক্ষা দেওয়া খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও যুক্তি অনেক সময় আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলবে, যেমন আপনার বান্ধবীকে হয়তো জিজ্ঞেস করে বসল সে কেন চোখে-মুখে রং মেখে মেকআপ করেছে কিংবা আপনার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞাসা করল ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যই কি তিনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন না।

এই শিশুরা বন্ধুদের জন্য সব সময় কিছু না কিছু করতে চায়। আপনি সন্তানকে একজোড়া নতুন জুতো কিনে দিলেন। প্রথম দিন সারাক্ষণ সে সেই জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরল। তারপর দিন তার বন্ধু কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে যাবে শুনে তাকে নতুন জুতো পরতে দিয়ে এল।

সাধারণ জীবিকা তাদের মনোমত নয়, যেমন সেলসম্যান, ব্যাংকার, কেরাণী নার্স, সেক্রেটারী ইত্যাদি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই জীবিকা তারা গ্রহণ করতে পারে। তবে প্রথম জীবনে তারা স্বপ্ন দেখে বিরাট কিছু করার। ছেলে হলে ভাববে মহাসাগর বা মহাকাশ পাড়ি দেবার কথা, আর মেয়ে হলে ভাববে মাদাম কুরি বা আমেরিকার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হবার কথা।

আমি এই সন্তানদের শৈশব অবস্থার কথা উহ্য রাখছি। কারণ তাদের শৈশব বলে কিছু নেই। তারা 'পাকা বুড়ো' হয়েই জন্মায়। চিন্তাশীল বলে তারা অন্যমনস্ক হয়। প্রায়ই সে বাড়ি আসতে পারে রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পা মুচকে বা হাত ভেঙে। স্কুল থেকেও তার রিপোর্ট পাবেন—'মিতদ্রু ক্লাসের পড়ায় মোটেই মন দেয় না। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে সে সারাক্ষণ কী যেন ভাবে।'

পড়াশোনা সম্বন্ধে তার সম্বন্ধে আবার মজার ব্যাপারও শুনবেন। শিক্ষক হয়তো জানাবেন যে তিনি বোর্ডে অংকটা লিখে শেষ করার আগেই মিতদ্রু সঠিক উত্তর বলে দিল, অথচ ধাপে ধাপে এটা কী ভাবে করা হবে তা সে বলতে পারল না। পারল না তার কারণটা আপনাকে বলি—এই জাতকের সংজ্ঞা তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। এই জাতকের জন্য আপনার গর্ব না দুঃখ কোনটি হবে? সংজ্ঞা অসাধারণ হলেও তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ঠিকানা বা পদবী সে প্রায়ই ভুল করবে। তাকে শেখাতে হবে তার চিন্তাশক্তিকে সংহত করতে।

এই সন্তানকে দৈহিক পরিশ্রমে উৎসাহিত করবেন। সে অলস প্রকৃতির, সারাক্ষণ বসে দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। খেলাধুলো তারা ভালবাসলেও তাতে সক্রিয় অংশ নিতে দ্বিধা করে।

তাদের বন্ধুর সংখ্যা অসংখ্য। দিনে সম্ভবতঃ দশটি করে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। মনে রাখবেন এই সন্তানরা ভাবীকালের শিশু, বড় হয়ে তারাই এই পুরানো পৃথিবীতে নতুন যুগের বার্তাবহনকারী হবে।

## কুম্ভে রবির—মনিব

আপনি কি ঠিক জানেন আপনার মনিব কুম্ভ রবির মানুষ? সে কি জানুয়ারীর শেষে বা ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় জন্মেছে? তাহলে এই মনিব খুবই দুষ্প্রাপ্য প্রাণী। ইয়েতি বা তুষার মানবের মতোই তাদের সহজে দেখা যায় না, অস্তিত্বেই সন্দেহ জাগে। কেন? কারণ কুম্ভে রবির মানুষ দশটা-পাঁচটা অফিসের রুটিন মেনে চলার চেয়ে উপবাস করে মরা ভাল মনে করে। তারা হুকুম দিতে অপছন্দ করে, সিদ্ধান্ত নিতে

ভালবাসে, অপরে তার নির্দেশ মেনে চলুক এটা চায় না, অফিসের বড়কর্তাদের মিটিং তার কাছে অস্বস্তিকর। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তারা দক্ষ মনিব হতে অক্ষম। তাদের মতামত অনেক সময় অন্যদের আশ্চর্য করে দিলেও দেখা যাবে সে দূরদ্রষ্টা এবং কোন বিষয়েই তার সিদ্ধান্ত ভুল হয় না। সব কিছুই সে তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করতে পারে, তথ্যগুলি যথার্থ বিচার করতে পারে, তত্ত্বগুলি ওজন করে যাচাই করে নেয় বাস্তববুদ্ধির দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ। সর্বোপরি অফিসসুদ্ধ সবাইকে সে বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলতে সক্ষম। অফিসের বেয়ারা থেকে শুরু করে কোম্পানীর সবচেয়ে বড় মক্কেলটি পর্যন্ত এই বাঁধন এড়াতে পারবে না। তার একটি দুর্বলতাও আছে। সে আপনার নাম ভুলে গেলেও দুঃখিত হবেন না। নিজের সেক্রেটারীর নামও সে প্রতি সপ্তাহে ভুলে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। অফিসের সকলের নাম ও পদবী সে প্রায়ই ভুলে যাবে।

এই মনিবের কাছ থেকে কখনো টাকা ধার চাইবেন না। যে মানুষ তার আয় বুঝে ব্যয় করে না, তাকে সে অপছন্দ করে। এই মানুষ নিজের জন্য মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো বিরাট অফিস ঘর চায় না। যাহোক একটা ঘরে সে নিজেকে মানিয়ে নেবে এবং সে কামনা করবে শহরের দরিদ্র মানুষদের যেন ভাল বাসস্থান জোটে, আর এই জন্য সে পরিশ্রম করতে পরাঙ্মুখ হবে না।

এই মনিবের কাছে তাড়াতাড়ি মোটা টাকার বেতনবৃদ্ধি আশা করবেন না। তবে সে কৃপণ নয়। তাই আপনার যথাযোগ্য বেতন তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই পাবেন। এক পয়সা কম নয়, এক পয়সা বেশিও নয়। সে যদি বোঝে একজন তার নির্দিষ্ট কাজের বেশি কাজ করছে, তাহলে সে মুক্ত হস্তেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেবে। মানুষটিকে ভুল বুঝবেন না। পুরো দিনের মাইনে নিয়ে অর্ধেক দিনের কাজ দিলে সে সন্তুষ্ট হবে না। সেটা তার কাছে অসাধুতা এবং সে অসৎ কর্মকে ঘৃণা করে। এই মনিবের কাছে কাজে ফাঁকি দিলে সে একদিন ভদ্রভাবে আপনাকে বিদায় দেবে।

আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এই মনিবের কোন আগ্রহ নেই। সে তাই দিয়ে আপনাকে বিচার করবে না বা উপদেশ দিতে আসবে না। তবে মানব-চরিত্র তার কাছে আগ্রহকর বিষয়বস্তু বলে নিছক জ্ঞানলাভের জন্য সে আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি অকপটে তাকে সব কিছু জানাতে পারেন। আপনার ভাল-মন্দ সব কিছু জানার পর সে আপনাকে শ্রদ্ধা বা ঘৃণার বদলে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করবে। পাড়ার পাঁড় মাতাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সবাই তো তার বন্ধু।

সাবধান, এই মনিবের কাছে মিথ্যা বলবেন না। তাকে প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। কথা দিয়ে কথা রাখবেন। আপনাকে অফিসের পর রাস্তায় মাতলামি করতে দেখলেও সে কিছু মনে করবে না, কিন্তু উপরোক্ত তিনটি সতর্ক বাণী উপেক্ষা করলে আপনার সমূহ বিপদ।

এই মনিব কখনো আপনার উপর তার কর্তৃত্ব জাহির করবে না, যেমন কাকে আপনি ভোট দেবেন বা অফিসের কোন মেয়েটির সঙ্গে সিনেমায় যাবেন ইত্যাদি সব

আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। মেষ, সিংহ, মকর, কর্কট ও তুলারাশির মনিব অনেক সময় তার মতামত আপনার উপর চাপাতে চাইলেও এই কুম্ভের মনিব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এই মনিবকে আপনার একটু খাম-খেয়ালী বলে বোধ হবে। ওয়ার্ল্ড কাপের খেলার সময় সে হয়তো অফিসের কমনরুমে টিভি-সেট লাগাবার হুকুম দিল, সেট লাগানো হলে কেমন কাজ দিচ্ছে নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগ বাধিয়ে বসল, তারপর সাপ্লায়ারকে সারিয়ে দিয়ে যাবার কথা বলতে গিয়ে টের পেল যে তার ও কোম্পানীর নাম ভুলে বসে আছে।

তবে এই সৎ, বন্ধুভাবাপন্ন, কল্পনাপ্রবণ মানুষের কাছে কাজ করায় আনন্দ আছে।

## কুম্ভে রবির—কর্মচারী

আপনার অফিসে কুম্ভরাশির কর্মচারীটিকে চেনা খুব শক্ত নয়। যে কর্মচারীটি কাল ট্রেনে তার ব্রিফকেশটি হারিয়ে এসেছিল, এই প্রতিষ্ঠানের সকলেই যার বন্ধুস্বরূপ এবং যার সঙ্গে কথা বলে আপনার প্রথমে মনে হয়েছিল কোন 'চ্যারিটি শো'-এর টিকিট বিক্রি করতে এসেছে, পরে ভেবেছিলেন পার্কে বিবেকানন্দের মূর্তি বসানো হবে তার চাঁদা চাইতে, পরে বুঝেছিলেন লোকটি আপনার কোম্পানীতে চাকরীর উমেদারী করছে। এত বিভিন্ন বিষয়ে লোকটি কথা বলতে পারে বলে তার আসল উদ্দেশ্যটা কী বুঝতে একটু সময় লাগে।

যদি আপনি এই কর্মচারীটিকে মনে না রাখতে পারেন, আপনার মহিলা সেক্রেটারী কিন্তু ঠিক মনে করে রাখবে। এই রাশির মানুষেরা মহিলাদের খুব প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মহিলাদের প্রতি সঠিক মনোযোগ দিয়ে তাদের মনে প্রভাব ফেলে বা তার আচার-আচরণে মহিলাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এবং মহিলাদের প্রতি তার উদাসীনতা বা উপেক্ষার ভাব দেখেই মহিলারা সেটাকে তাদের নারীত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে এবং চ্যালেঞ্জকে মনে করে রাখে। এই মানুষ তার নারী-সহকর্মীদের প্রতি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোন দৃষ্টিপাতই করল না, তার কাছে তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তারপর এক বসন্তের বিকালে হঠাৎ টাইপিস্ট মেয়েটিকে চমকে দেবে তার মন্তব্যে—'তোমার চোখটা আকাশের মতো নীল।' মানুষটি অমনি অদ্ভুত চরিত্রের।

আপনি যদি বুদ্ধিমান মনিব হন, তাহলে এই মানুষকে মাঝে মাঝে আপনার ঘরে ডেকে তার কথা শুনবেন। দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের সে খবর রাখে। সে আপনাকে বলে দেবে আপনার নতুন মেসিনের ফোর্থ বেল্টের তলায় কোন স্ক্রুটির দোষে প্রায়ই আপনার মেসিন বিগড়ে যাচ্ছে। মানুষটি এমনভাবে কথা বলল যাতে আপনার মনে হবে সে পাস করা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু চাকরী দেবার সময় আপনি তার

শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখেছিলেন, সে আর্টস পড়েছিল। কোথা থেকে সে এটা জানল? তার মনের বেতার গ্রাহকযন্ত্রে কী সব কিছু ধরা পড়ে? হয়তো তাই। তবে জেনে রাখবেন মানুষটি টাইম-মেসিনে চেপে কল্পবিজ্ঞানের নায়কের মতো পঞ্চাশ বছর এগিয়ে যেতে পারে চিন্তার রাজ্যে। সে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, দূরদ্রষ্টা।

এই বুদ্ধিমান, শান্ত, বন্ধুভাবাপন্ন কর্মচারীটির আপনার প্রতিষ্ঠানে বেশি দিন থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। সে সব সময় উপরে উঠতে চায়। তাছাড়া জীবিকা সম্বন্ধে তার কোন মতি স্থির নেই। সে কখনো মনে করবে গীতিকার হবে, কখনও হতে চাইবে সাহিত্যিক বা শিল্পী বা খেলোয়াড়, বা সার্কাসের ক্লাউন বা রেডিও ও টিভির ঘোষক, নর্তক, গায়ক, বা কী নয়? এক জীবিকা থেকে অন্য জীবিকায় ঝাঁপ দেবার সময় সে বলবে আমি পরীক্ষা করে দেখছি কোন জীবিকার যোগ্য আমি। 'নিজেকে আবিষ্কার' করা হয়ে গেলে তখন সে যে কোন একটি পেশা গ্রহণ করে মন দিয়ে কাজ করবে। তার আগে পর্যন্ত সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার বিশ্লেষণ করে চলবে এবং নিত্য নতুন বন্ধু সৃষ্টি করবে।

এই মানুষ ভাবপ্রবণ নয়। সব কিছু সম্পর্কে তার বাস্তববাদী বিজ্ঞানীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তার মত বা ধারণা অনেকে অবাস্তব, অযৌক্তিক ভাবতে পারে, কিন্তু আপনি জানবেন সেই সমালোচকদের চেয়ে মানুষটি অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আজ থেকে ষাট বছর আগে আপনার দিদিমাকে দূরদর্শন বা চন্দ্রে পদার্পণের কথা বললে তিনি পাগলের প্রলাপ মনে করতেন। দিদিমার মতোই অনেকে কুম্ভরাশির মানুষের কথা প্রলাপ বলে মনে করেন।

এই মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, কিন্তু তার জ্ঞান অসাধারণ: এই কর্মচারী খুব অনুগত ও সৎ হয়। কখনো কাজে ফাঁকি দেবে না। সে দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও ভদ্র আচরণে অভ্যস্থ। তবে তার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে, বেশভূষার দিক দিয়ে সে অদ্ভুত, বৈচিত্রময়, সাধারণ প্রথাভঙ্গকারী। আপনার কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষমতা তার মতো কারও হবে না। কারণ সবাই তো তার বন্ধুস্থানীয়—যার মধ্যে ক্রেতারাও পড়ে। কোম্পানীর গোপন কথা সে কখনো বাইরে ফাঁস করবে না। কোম্পানী চালানোর ব্যাপারে সে এমন পরামর্শ দিয়ে বসতে পারে যাতে লাভের অঙ্ক চারগুণ বেড়ে যাবে এবং কোম্পানীর কাজ কর্ম শুধু অত্যাধুনিক নয় একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী হবে।

এই কর্মচারী কখনো মাইনে বাড়াবার জন্য আপনাকে উত্যক্ত করবে না। অর্থ ও নারীর প্রতি তার তেমন আকর্ষণ নেই। তবে তাকে আপনি কম মাইনে দিয়ে বেশি খাটিয়ে নিতে যাবেন না। নিজের যথার্থ মূল্য সে জানে।

# (PISCES) মীনে রবির—জাতক

**জন্মকাল—২০ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ মার্চ**

## মীনে রবির—জাতককে জানুন

এই রাশির জাতকরা একস্থানে বেশিক্ষণ আবদ্ধ থাকতে পারে না। ব্যাঙ্কের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের খাঁচার মধ্যে বা অফিসের ডেস্কে ঘাড় খুঁজে কাজ করতে তাদের দেখা পাওয়া খুবই দুর্লভ। কোন গানের জলসায়, নাইট ক্লাবে, আর্ট গ্যালারীতে, কোন পার্টিতে বা নৌকায় প্রমোদ ভ্রমণকারীদের মধ্যে তাদের দেখা পেতে পারেন। সৃজনমূলক বা শিল্পচর্চা সংক্রান্ত কাজ, যাতে খানিক অবকাশ পাওয়া যায়, এমন সব স্থানে তাদের খুব বেশি সংখ্যায় দেখতে পাবেন।

জাগতিক কোন বিষয়ে অর্থাৎ যার সঙ্গে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব বা অর্থ জড়িত আছে, তার প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ নেই। এই রাশির মানুষদেব ধনী দেখলে বুঝবেন তার অর্থপ্রাপ্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বা বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে। ধনসম্পদ যে চিরস্থায়ী বস্তু নয়, সেটা তারা অনেকের চেয়ে ভাল বোঝে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা বিশেষ চিন্তা করে না। এক কথায় বলা যায় তারা অর্থলোভী নয়।

তাদের অলস প্রকৃতি ও মধুর ব্যবহার আপনাকে মুগ্ধ করবে। তারা মান-অপমানেরও পরোয়া করে না। তাকে যদি বলেন সমাজ ধ্বংস হতে চলেছে, গভর্ণমেন্ট বদলে যাচ্ছে, পরিবেশ-দূষণের ফলে মানবজাতি লুপ্ত হতে বসেছে, তাহলে সে শুধু মৃদু হাসবে বা হাই তুলবে। কোন কিছুই তাকে উত্তেজিত করে না, সর্ব বিষয়েই তার প্রতিক্রিয়া যৎসামান্য। অবশ্য তাকে একবারে জড়পদার্থ ভাববেন না। কোন কিছু যদি তার মেজাজ গরম করে দেয় তখন সে তার জিভ দিয়ে চাবুক চালায়, তীব্র শ্লেষাত্মক বাক্য ব্যবহার করে। মীন রাশির মানুষের আচরণ মাছের সঙ্গে তুলনীয়। মাছ ঠাণ্ডা জলে নিশ্চিন্তে আপন মনে সাঁতার কেটে বেড়ায়, তবে বিশেষ প্রয়োজন বুঝলে সে লেজের ঝাপটা মারে।

এই মানুষদের সাক্ষাৎ পেলে প্রথমে তার পায়ের দিকে লক্ষ্য বরবেন। পা দুটি ছোট ও সুন্দর ( এমন কি পুরুষদেরও ) কিংবা খুব বড় ও ছড়ানো। হাতের গঠনও সুন্দর, ছোট, আর তা নাহলে একবারে বিপরীত ধরণের হবে—মোটা-সোটা লাঙল ধরা চাষার হাতের মতো। ত্বক সিল্কের মতো নরম, চুল কখনো কোঁকড়ানো দেখতে পাবেন। চোখ যেন জলভরা, ভারী, পাতায় ঢাকা, কখনো ফোলা দেখবেন। অনেকের চোখ খুবই সুন্দর, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মুখে রেখার চেয়ে টোল বেশি। তাদের চলা দেখলে মনে হবে হাঁটার বদলে যেন ভেসে চলেছে, রাস্তায় সাঁতার কেটে যাচ্ছে। মনে রাখবেন মাছেরা তো সাঁতারই কাটে।

মাছ জলের জীব। তাই এই রাশির মানুষরা সারাদিন কাপের পর কাপ চা বা কফি খাবে, ঠাণ্ডা বরফ জল ভালবাসবে। তবে বৃশ্চিক ও কর্কটের মতো এই মীনে-রাও মদ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে থাকবে। সামাজিক পার্টিতে মদ্যপানে বাধ্য হলে তারা এক পেগ খেয়েই সরে পড়ার ছুতো খুঁজবে। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে তাদেব বক্তারূপে দেখা পেতে পারেন।

এই মানুষ রঙীন চশমা চোখে জগৎকে দেখে। তার কাছে সব মানুষই সুন্দর, সব কাজই ভাল। বাস্তবের রূঢ়তা তাদের আঘাত করলে তারা নিজেদের স্বপ্নের জগতে পালিয়ে যান, প্রার্থনা করে বাস্তবটা যেন মিথ্যা হয় এবং কল্পনাই যেন সত্য হয়। হতাশাকে কাটিয়ে ওঠাব জন্য মিথ্যা আশাকেই প্রশ্রয় দেয়।

যদিও তারা সব রকম প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকতে ভালবাসে, তবু তাদের রাশিতে নেপচুন শক্তিমান বলে তাদেব মতো লাজুক মানুষকেও কখনো কখনো পাদ-প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর সামনে টেনে নিয়ে যায়, নানা মনোভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদেব খুবই আছে, তাই তাদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত অভিনেতা হয়। তাদের স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। তবে জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্র বা বুধ বিরূপ থাকলে নিজেব টেলিফোন নম্বর তাদেব পক্ষে ভুলে যাওয়া আশ্চর্যের নয়।

এই মানুষরা খুব ভাবপ্রবণ বলে অভিনেতা জীবনে সমালোচকদের নিন্দা তার মনে খুবই আঘাত দেয়, এমন কি সে অভিনয় ছেড়েও দিতে পারে ঠিক খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছাবাব প্রাক্কালে।

কী ঘটবে সেটা অনুমান কবাব এক অলৌকিক ক্ষমতা এই মানুষের আছে। সে যদি আপনাকে কোন প্লেনে বা ট্রেনে যেতে বারণ করে, তাহলে তাব কথায় ভ্রমণ পরি-কল্পনা বাতিল করুন। যেতেই হলে মোটরে বা হেঁটে যাওয়া ভাল। সে যা বলে তা ঘটে।

জ্যোতিষীরা বলে আমাদের আত্মা বহু বার জন্ম গ্রহণ করে এবং বহু জন্মলব্ধ জ্ঞান, সংস্কার, কর্ম সঞ্চিত হয়। রাশিচক্রে দেখবেন মেষ হচ্ছে প্রথম অর্থাৎ জন্ম আর মীন হচ্ছে শেষ অর্থাৎ মৃত্যু তথা অনন্ত। পূর্ববর্তী অন্য রাশিগুলির সব গুণ-কর্ম শেষ রাশি মীনের মধ্যে কিছুটা তাই পরিলক্ষিত হবে।

মেষ রাশির উৎসাহ ও আদর্শবাদ কিছুটা মীনের মধ্যে দেখবেন, তবে মেষকে মঙ্গল কতটা জোরে চালিত করে ততটা জোর এখানে নেই। বৃষের মতো সে অলস ও ও শান্তিপ্রিয় হবে। মিথুনের মতো তার চিন্তা ও কথাবার্তা চটপটে হবে। বুধের বুদ্ধি ও শুক্রের কমনীয়তা মিশ্রিত বৃশ্চিকের রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টি তার থাকবে, তবে বৃশ্চিকের নির্মমতা থাকবে না। কন্যার মতো খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, সংগঠিত করার শক্তি, শান্ত ভাব ইত্যাদি তার থাকবে। তুলার মতো নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা ও সুখ অনুসন্ধানে আগ্রহ তার থাকবে। কর্কটের মতো মজা করার পাগলামী ও সহানুভূতি-শীলতা তার থাকবে। ধনুর মতো স্পষ্টবাদিতা ও বদান্যতা থাকবে ; সিংহের মতো আমোদ প্রিয়, মকরের মতো কর্তব্য-পরায়ণ মধ্যে মধ্যে বিষন্নতার শিকারও হবে। অন্য রাশিদের প্রভাবে তার মধ্যে সঙ্গীত ও শিল্পের প্রতি ভালবাসা জন্মালেও তার নিজস্ব

মীনে রবির প্রভাবে গভীর জ্ঞান ও করুণার অধিকারী হবে। উপরোক্ত কথাগুলি আপনার মনে থাকলে আপনার মীনে রবির বন্ধুরা মাঝে মাঝে আপনার কাছে ধাঁধাঁ স্বরূপ মনে হলেও খুব বেশি বিস্মিত হবেন না।

এই মানুষদের মনে দয়ার ভাব প্রবল থাকায় তারা সর্বদাই দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আগ্রহী। বিপদগ্রস্ত আত্মীয়কে সে সাহায্য করতে ছুটে যাবে, বন্ধুর দুর্ভোগের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেবে। তাদের বিপদ মানসিক বা আর্থিক যাই হোক না কেন, তা দূর করার জন্যে এই মানুষ নিজেকে ক্ষয় করবে। এই মানুষ নিজের শরীরের দিকে নজর দেয় না। ঠিক মতো আহার না করার জন্য লিভারের ও হজমের গোলমালে ভুগতে পারে। ফুসফুস খুব সবল নয়। সর্দি, জ্বর ও নিমোনিয়া ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। দুর্ঘটনায় হাত-পা-পাছায় আঘাত লাগতে পারে। এই মানুষের মধ্যে এক গোপন প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে এবং সে যদি সংকল্প করে তাহলে বহু বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে, ভয়কে জয় করতে পারে—ইঁদুর, বেড়াল, আকাশে ওড়া বা মাটির তলার ট্রেনে চড়া, বা মানুষের ভয়, তথা যে কোন ভয়ই হোক। মানুষটি রসিক ও খুব ধৈর্যশীল শ্রোতা। সবচেয়ে বড় কথা এই মানুষ সকলকেই ভালবাসে।

### মীনে রবির বিখ্যাত জাতক

| | |
|---|---|
| মাইকেল অ্যাঞ্জেলো | এলিজাবেথ ব্রাউনিং |
| অ্যালবার্ট আইনস্টাইন | এলিজাবেথ টেলর |
| ভিক্টর হুগো | রেক্স হ্যারিসন |
| জর্জ ওয়াশিংটন | এনরিকো ক্যারুসো |
| জন স্টেইনবেক | হ্যাণ্ডেল |
| ফ্রেডরিখ শোপাঁ | অগস্তে রেনোয়াঁ |

## মীনে রবির—পুরুষ

মীনে রবির মানুষরা আপনি যেমন তাকে হতে চান, তেমনি হতে পারে। আবার যেমন চান না, তেমনও হতে পারে। সে জীবনের জোয়ারে ভেসে সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছাতে পারে, আবার ভাটায় গা ভাসিয়ে দুঃখের দরজায় হাজির হতে পারে। জোয়ার অর্থাৎ সুযোগকে সে অনেক সময়েই অবহেলা করে। বরং বলা যেতে পারে জলোচ্ছ্বাস দেখেও সে বুঝতে পারে না জোয়ার এসেছে। তার মানে সুযোগটি সে উপলব্ধি করতে পারে না।

এই মানুষ দুর্বল বা বোকা নয়। সে হয়তো ভোর রাতে অস্তগামী শুকতারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল, ওদিকে পূর্ব গগনে উষার সোনালী আবির্ভাব তার দৃষ্টি

গোচর হল না। তবু এই মানুষটি সম্বন্ধে হতাশ হবেন না। সোনালী সুযোগের সদ্ব্যবহার সে না করতে পারলেও তার মন সোনালী স্বপ্নে ভরা এবং সেই স্বপ্ন পৃথিবীর অন্যদের মুগ্ধ করতে সক্ষম। এই রাশির মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞান তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে খ্যাতি উপহার দিতে পাবে। সেই খ্যাতির ডালায় অর্থ ও অমরত্ব ( চিরস্মরণীয়তা ) দুটি ফুলের স্তবকও থাকতে পারে। আপনি যে মীন রাশির মানুষটির প্রেমে পড়েছেন, সে আপনাকে অন্তত নিরাপত্তা ও সামাজিক প্রতিপত্তি নিশ্চয় দিতে পারে এই ভরসাটুকু স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন।

যাহোক, এই মানুষটি যদি তার পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে থাকে তাহলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই। কথাটা শ্রুতি সুখকর নয়? বেশ, বয়সটা বাড়িয়ে না হয় পঁয়ত্রিশই করে দিলাম। আর তার ভবিষ্যৎ জীবন তার পক্ষে সন্তোষজনক। আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আপনার আশা-ভঙ্গ হবে। এই মানুষটির মনে জীবন বা জীবিকা সম্বন্ধে কোন ক্ষোভ থাকে না, সে রঙিন স্বপ্নে ডুবে থেকে সন্তুষ্ট থাকে। কবি ওমর খৈয়ামের আদর্শে পুরুষ সে। এক টুকরো রুটি, একটি কাব্যগ্রন্থ ও আপনার মতো প্রিয়া তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আপনার তো শুধু রুটির টুকরো হলে চলবে না। রুটি খাবার জন্য একটু মাংসের ঝোল চাই, রান্নার জন্য বাসনপত্র, গ্যাস, রান্নাঘর ও শোবার ঘর চাই, ঘর ভাড়ার টাকা চাই এবং সংসারের আরও অনেক কিছু চাই। কাজেই আপনাকে হয় ধনীকন্যা হতে হবে, নয় দুটি চাকরি জোগাড় করতে হবে, একটি আপনার নিজের জন্য, অন্যটি তার হয়ে আপনার খাটার জন্য। কারণ আপনার স্বামীটি দশটা-পাঁচটার রুটিন মেনে চাকরি করার পাত্র নয়।

তাহলে কি এই প্রেমিককে পরিত্যাগ করে আর একজনকে খুঁজে নেবেন? প্রথমে মনে একটু ব্যাথা লাগলেও দু' দিন বাদে সামলে উঠবেন? কল্পলোকের স্বপ্নভরা মানুষকে নিয়ে কি ঘর-সংসার করা চলে? কথাটা আপনাকে ভাল করে ভেবে দেখতে বলি। বিখ্যাত সাহিত্যিক বা অসাধারণ শিল্পী অথবা মনমাতানো সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা যে কোন বিষয়ে বিখ্যাত ও সর্বজন বরণীয় একজনকে স্বামীরূপে বরণ করতে ইচ্ছা করে না? তাহলে এই মানুষটিকেই বরমাল্য দিন। খ্যাতিমান হবার সম্ভাবনা তার জীবনে যথেষ্ট আছে। তার জীবনসঙ্গিনীরূপে আপনি শুধু লক্ষ্য রাখবেন সে যেন কোন সুযোগকে অবহেলা না করে।

এই মানুষ সকল সংস্কার মুক্ত। সহজে সে কারও নিন্দা করে না, অন্যের অন্যায় আচরণও অনেক সময় তার সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করে না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন আপনি আমি ও মীন রাশির একজন এক ঘরে বসে আছি। একটি লোক ঢুকে বলল যে সে খুব চিন্তায় পড়েছে, কারণ চার জায়গায় তার চারটি বউ আছে এবং চারটে সংসার খরচ চালাতে হিমসিম খাচ্ছে। আপনি তার দিকে কটমট করে চাইলেন এবং ভাবলেন লোকটাকে জেলে দেওয়া উচিত। আপনি হয়তো ঘৃণা-ভরে লোকটাকে 'পাজি বদমাইশ' বললাম। কিন্তু মীন রাশির মানুষটি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইবে—'কোন চার জায়গায় চারটি বউ থাকে? এই চারজনকেই কি

'সে সমান ভালবাসে ?  না কর্কে বেশি ?  কেন ?

মীন রাশির মানুষ কৌতূহলী ও সহানুভূতিশীল। সে হয়তো বলবে যে বেচারার সত্যিই টাকার দরকার আর ভাল উকিলের পরামর্শ দরকার একটি ছাড়া অন্য তিনটিকে ডিভোর্স করার জন্য।

এই মানুষের কাছে আপনার দুঃখের কথা, গোপন কথা নিশ্চিন্তে বলতে পারেন। সে কখনোই ইচ্ছা করে কারও গোপন কথা ফাঁস করে না। মুখ ফস্কে কোন সময় কিছু বলে ফেললেও তাকে যদি অনুরোধ করা হয় এই কথাটি অন্য কেউ যেন না জানে, তবে তাকে মেরে ফেললেও তার পেট থেকে কথা বেরুবে না।

এই মানুষ এক এক সময় চুপচাপ থাকতে চায়। তখন তাকে বিরক্ত করবেন না। চিন্তার সাগরে ডুব দিয়ে হয়তো সে কোন মূল্যবান মুক্তো তুলে আনতে পারে। এই মানুষ মনে মনে চায় কেউ তাকে প্রশংসা করুক, সমর্থন করুক। তাই তাকে সব সময়ে উৎসাহিত করবেন। সে মাঝে মাঝে রেগে গেলেও সেই রাগ বেশিক্ষণ থাকে না বা ভয়ংকর হয় না। ক্রোধের ব্যাপারে বৃষ রাশির ঠিক বিপরীত।

এই মানুষের সঙ্গলাভে শিশুরা খুব মজা পায়। সে তাদের কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যাবে, মজার ছড়া-গান শিখিয়ে দেবে, শীর্ষাসন করতে শেখাবে যোগ ব্যায়ামের নিয়ম অনুযায়ী। তাদের নিয়ে পিকনিকে বেরিয়ে পড়বে, সাঁতারের পাল্লা দেওয়াবে। শিশুরা তাকে ভক্তি করবে এবং সেও তাদের প্রকৃত মানুষ হতে শিক্ষা দেবে। সে সন্তানদের সমস্যার কথা শুনবে এবং তাদের শাসনের ভারটা আপনাকেই নিতে হবে। তাদের জামা-কাপড় ও দেহের পরিচ্ছন্নতার দিকে আপনাকে নজর দিতে হবে আর তাদের মনের দিকে দৃষ্টি দেবে আপনার মীন রাশির স্বামী।

এই মানুষের স্বপ্নকে আপনি কখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। আপনার তাচ্ছিল্য সে কখনো ভুলবে না বা ক্ষমা করবে না। আপনি বরং তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য তাকে সাহায্য করুন। তার আশার তরুতে জল সিঞ্চন করুন, বলা যায় না সেই তরু একদিন বড় হয়ে অমৃতের মত সুস্বাদু ফল দিতে পারে। এই মানুষের ব্রেকফাস্টের সঙ্গে একটু স্বপ্ন মিশিয়ে দিন, লাঞ্চের সময় একটু বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার মশলা দিন, খাবার সময় বিরহের সুর বাজান, তারপর হাতে জীবনানন্দের কবিতার বই তুলে দিন। তখন দেখবেন আপনার সংসারে স্বর্গ নেমে এসেছে। প্রাক-বিবাহ জীবনে এই মাছটিকে ধরার জন্য আপনি জলে ঝাঁপ দিতে ভয় পেয়েছিলেন ভেবে এখন আপনার হাসি পাবে।

## মীনে রবির—নারী

জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা বাদ দিলেও জনশ্রুতি বলে এই রাশির নারী খুবই আকর্ষণীয়। সব পুরুষের স্ত্রী হবার মতো এই নারীর সংখ্যা না হলেও আপনার যদি স্ত্রীরূপে এই নারী জোটে তো নিজেকে ভাগ্যবান ভাববেন।

এই নারী কখনো তার স্বামীকে ঢেকে রেখে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করবে না।
স চায় স্বামীর তাকে রক্ষা করা ও তার প্রতি যত্ন নেওয়া কর্তব্য। স্বামীর সব
ঃখকষ্ট সে মন দিয়ে শুনবে। সে ভাবে তার জীবন-সঙ্গী, প্রেমিক, বন্ধু, ভ্রাতা,
পতা—এক কথায় যে কোন পুরুষ হেসে খেলে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারে,
াদের দরকার শুধু পিছন থেকে এই নারীর একটু উৎসাহ দান। সেইজন্যই এই
ারী পুরুষদের কাছে আকর্ষণীয়। এই নারীর কাছে তার পুরুষ সঙ্গী গর্বের
স্তু।

শান্ত মধুর স্বভাবের এই নারী কিন্তু খুব ভাবপ্রবণ। অল্প বয়সে সে যদি
খুব রূঢ় ব্যবহার পেয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী জীবনে সর্বদাই সে বিষন্ন থাকে এবং
নজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। তার আচরণের মধ্যে এক পরস্পর বিরোধী ভাব এসে
জমা হয়। সেইজন্য এক এক সময় এই নারীকে রহস্যময়ী মনে হয়। তার আচরণে
ুক্ষ্ম ছলনার আভাস থাকে।

এই নারী টাকাকড়ির ব্যাপার ভাল বোঝে না। সংসারের হিসাবপত্র ঠিক মতো
াখা তার কাছে এক ঝামেলার ব্যাপার। তা সত্ত্বেও জায়া-জননী গৃহিণীরূপে সে
দ্বিতীয়া। স্বামী যে খাদ্যবস্তুটি ভালবাসে, খাবার টেবিলে সে সেটি দেখতে
াবে। পুত্র ও পুত্রবধূরা তার সস্নেহ ব্যবহারে তার বশ হয়ে থাকবে, নাতি-
াতনীদের জন্মদিনে উপহার পাঠাতে তার ভুল হবে না, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে,
ভালবাসে। আর এই দলের মধ্যে কে না পড়ে? মোড়ের মাথার মুদি, খবরের
কাগজ দিয়ে যাওয়া ছেলেটি, পাড়ার গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান, রাস্তার কুকুর-বেড়াল
ও ছেলের দল, এমন কি তার বাড়িওয়ালা পর্যন্ত (অন্যদের বেলায় যা খুব দুর্লভ)।
তাকে একমাত্র একজনই পছন্দ করে না, যার বিয়ের প্রস্তাব সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান
করেছিল। তার কাছে এই নারী হৃদয়হীনা, ছলনাময়ী। হৃদয়হীনা, ছলনাময়ী?
হতে পারে। তবে সাবধান, একথা তাদের কাছে বলতে যাবেন না, যারা তাকে
চেনে। আপনাকে মিথ্যেবাদী ভাববে।

এই নারী যে ভাবপ্রবণ তা আগেই বলেছি। মনে আঘাত পেলে সে কেঁদে
ভাসিয়ে দিতে পারে। এক এক সময় মনে করে সে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বাঁচার
উপযুক্ত নয়। তখন গভীর হতাশার মধ্যে সে ডুবে যায়। তখন তাকে বলতে হবে
তাকে সবাই ভালবাসে, তার গভীর জ্ঞান সকলকে মুগ্ধ করে।

ভীরুতা ও সন্দেহ কাটিয়ে ওঠার শিক্ষা এই নারীকে গ্রহণ করতে হবে। ভয়ের
জন্য এই নারী নিজেকে সকলের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়, তারপর নিজের নিঃসঙ্গতার
জন্য দুঃখবোধ করে।

এই নারী তার সন্তানদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। নিজে ছেলেবেলায় হয়তো যা
পায়নি, সন্তানদের তা দেবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাদের জন্য সবরকম
স্বার্থত্যাগ করবে। সন্তানদের শাসন করতে সে অক্ষম। সেইজন্য তাকে বুঝিয়ে
দিতে হবে যে ছেলেদের মানুষ করতে হলে আদর যত্নের সঙ্গে শাসনের প্রয়োজন হয়।
অবহেলা ও অতি-আদর দুটিই শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক। অবশ্য এই রাশির অনেক

জননী স্নেহ ও শৃংখলা দুটির সাহায্যেই সন্তানকে গড়ে তোলে এবং সেই সন্তানরা ভবিষ্যৎ জীবনে মার মুখ উজ্জ্বল করে।

এই নারী একটু অমিতব্যয়ী হলেও আর্থিক সংকটের দিনে সে নিজেকে ও তার পরিচালিত সংসারকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

স্বামী হিসাবে আপনি তার জন্মদিনের কথা কিংবা আপনাদের বিবাহ-বার্ষিকীর কথা কখনো ভুলবেন না। কারণ সে আপনার জন্ম তারিখ কখনও ভোলে না। বুদ্ধিমতী, রহস্যময়ী যাই হোক না কেন, সে প্রকৃতপক্ষে এক ভাবপ্রবণ নারী। সন্ন্যাসিনীরূপে মঠে থাকুক বা নাইটক্লাবের গায়িকা হোক, ভুলে যাবেন না যে সর্বোপরি সে এক নারী। আর নারীসুলভ প্রয়োজনীয় সব গুণেরই সে অধিকারী। সেইজন্যেই সে সকলের কাছে আকর্ষণীয়া।

## মীনে রবির—শিশু

মীনে রবির নবজাতক সন্তানকে দেখে আপনার মনে হবে তাকে দেখেই বোধহয় শিল্পীরা শিশুদের ছবি আঁকে।

এই শান্ত সুন্দর মাখনের মতো নরম শিশুটিকে আপনি আপনার মনোমত ছাঁচে গড়ে তুলবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু তা কি পারবেন? কেন নয়? অসুবিধে কোথায়? অসুবিধা হচ্ছে তাকে আপনার ইচ্ছামতো চালানোর বদলে সেই আপনাকে চালাবে। মেষরাশির শিশুর মতো সে মুখ লাল করে চেঁচাবে না সিংহ শিশুর মতো রাজোচিত ভঙ্গীতে আবদার করবে না, বৃষ শিশুর মতো একগুঁয়ে বায়নাবাজ হবে না। তবে তাদের মতোই সে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে মিষ্টি হাসিতে আপনার মন জয় করে।

তার বার্থ সার্টিফিকেট হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি খোঁজ নিন 'পিটার প্যান' বা 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে'র মত কেউ শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করছে কিনা। আপনার পুত্র বা কন্যা নিঃসন্দেহে সেই ফিল্মে নাম ভূমিকায় অভিনয়ের যোগ্য। এই যোগ্যতা তাদের আশি বছর বয়স হলেও হারাবে না। এই শিশুরা বয়স হলেও বুড়ো হয় না। শিশু-সুলভ হাসি তার মুখে লেগে থাকবে, তার মন শিশু-মনের মতোই কল্পনা রাজ্যে ঘুরে বেড়াবে। সে যখন চেয়ারে বসে খেতে শিখবে, তখন তাকে সুবোধ বালকের মতো খাওয়াতে হলে আপনাকে রানী বা ক্লাউন সেজে তার সামনে দাঁড়াতে হবে। বাজারের বাস্কেটটা আপনার মাথার মুকুট হতে পারে, বিছানার চাদরটা ভূলুণ্ঠিত রাজকীয় শাল হতে পারে, আপনার প্রসাধন দ্রব্যের কাজল-লিপস্টিক ওই চরিত্রের মেক-আপের কাজ করবে। যেটুকু খামতি থাকবে আপনার শিশুর কল্পনা তা সহজেই পূরণ করে নেবে।

তার কল্পনা অনেক সময় এমন অজানা রহস্যের রাজ্যে ঘুরে বেড়ায় যা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যখন তার স্কুলে যাবার মতো বয়স হয়েছে, তখন একদিন সকালে হয়তো ঘুম ভেঙে বলল, 'জানো, কাল রাত্তিরে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?'

—'কার সঙ্গে ?'

—ঠাকুরমার সঙ্গে। আমরা অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ঠাকুরমা বলল যে তোমাকে বলতে তার লাগানো তুলসী গাছে যেন রোজ জল দেওয়া হয় আর বিদেশে ছোট কাকাকে যেন কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আপনাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কারণ সে জন্মাবার আগেই ঠাকুরমা মারা গেছে। যার ছবি ছাড়া আর সবই তার অজানা, তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ কথাবার্তা কী করে হলো। আপনারা আরও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যখন সকালের ডাকে তার ছোট কাকার চিঠি এল যে সে কিছু টাকা ধার চাইছে তার নতুন ব্যবসার জন্য।

এই শিশুকে কোন রুটিন বা নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতে বাধ্য করা খুবই কষ্টকর। সারা দিন হয়তো ঘুমিয়ে সারা রাত্রি জেগে বসে রইল। খাওয়া, ঘুম, খেলাধুলো কিছুই তার নির্দিষ্ট সময়ে নয়। খিদে পেলে তবেই খাবে, ঘুম পেলে ঘুমাবে, খেলতে ইচ্ছে হলে সারাদিন খেলা করল কিংবা খেলনাপত্র একেবারেই ছুঁলো না। আপনি বরং তার মর্জি মেনে চলতে শিখুন। কারণ স্বাধীনতাপ্রিয় এই শিশু বশ্যতা স্বীকার করার পাত্র নয়।

শিক্ষকরাও এই শিশুকে নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি তার ভাল লাগবে না। তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী এই ছাত্রকে শিক্ষায় আগ্রহী করতে হলে শিক্ষকের তার উপযোগী পদ্ধতির আবিষ্কার প্রয়োজন।

এই ছেলেমেয়েদের মনটা শিল্পীর মন। তারা গান-বাজনা ভালবাসে। তারা বই পড়তে ভালবাসে এবং নিজেরাও খুব ভাল গল্প বলতে পারে। অঙ্কটা তাদের ভাল লাগে না, তবে অ্যালজেব্রা ও জিওমেট্রির তত্ত্ব তারা সহজেই আয়ত্ত করে নেয় তাদের অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির জন্য।

তারা একটু দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে। কারণ নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই সে দায়িত্বের বিচার করে। সমবয়স্কদের চেয়ে বড়দের সঙ্গ তারা বেশি পছন্দ করে। ভাবপ্রবণ বলে তারা রুক্ষ রূঢ় ব্যবহার পেলে সহজেই কেঁদে ফেলে।

তার প্রকৃতি ও মনোভাব ভাল করে বোঝার চেষ্টা করুন। তাকে সস্নেহে বুদ্ধি সহকারে বড় করে তুলুন। বড় হয়ে সে হয়তো একদিন আপনাকে আকাশের চাঁদ পেড়ে এনে দিতে পারে। তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তখন আপনার মনে হবে ভাগ্যিস ছেলেবেলায় তার কল্পনা ও স্বপ্ন নিয়ে হাসি-তামাসা করেননি।

## মীনে রবির—মনিব

মীনে রবির মনিব সম্পর্কে তার অফিসে এই ধরণের কথা শোনা যেতে পারে—

'গত সপ্তাহে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে নতুন কর্তাকে কোম্পানী নিয়োগ করল তার নামটা যেন কি ?'

—'যে কাল আমাদের সঙ্গে কফি খেল তার নাম জানতে চাইছ?'

—'হ্যাঁ, সেই তো আজ সকালে পদত্যাগ করে চলে গেল।'

একটু বাড়াবাড়ি হলেও মীনে রবির মনিব ওই রকমই হয়। তারা বেশি দিন একঘেঁয়ে অফিসের কাজ করে না। কোন বড় কোম্পানীর বড় চাকরিতে এই রাশির মানুষের সন্ধান করা মানে উত্তর মেরুতে গিয়ে 'সুইমিং কস্টিউম' কেনার চেষ্টা করা। একা একা যেসব কাজ করা চলে তারা সেই কাজে আগ্রহী, যেমন লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, সেলসম্যান প্রভৃতি।

রেডিও, দূরদর্শনের উচ্চপদে, বিজ্ঞাপনী সংস্থায় অর্থাৎ যেখানে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসা চলে, সেখানেই সাধারণতঃ তাদের কর্মক্ষেত্র হয়। সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ, কল্পনার অবকাশ যেখানে আছে, সেখানে কাজ করে তারা তৃপ্তি পায়। সে কী চিন্তা করছে তা লোককে শোনাতে চায়।

মঞ্চ ও পর্দায় তারা পরিচালক বা অভিনেতারূপে বিখ্যাত হয়। গোয়েন্দা দপ্তরের তারা কর্তা হতে পারে, তাদের মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও রহস্যভেদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য। ট্রাভেল এজেন্সির কর্তারূপেও তারা সার্থক। অনেক সময় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপেও তাদের দেখা যায়। ক্লাব-হোটেলের ম্যানেজারের কাজে, প্রগতিশীল প্রকাশক সংস্থা, পত্রিকা বা সংবাদপত্র পরিচালনায় তাদের কর্মদক্ষতা অতুলনীয়। মনিব বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, সেই কাজে তাদের সচরাচর দেখা পাওয়া যায় না। তাদের ভাবপ্রবণ মন তাদের মানব সমাজের সেবায় আগ্রহী করে, ব্যবসার জগতে সাম্রাজ্য গড়ায় নয়।

এই রাশির মনিবের সঙ্গে যখন কথা বলবেন, তখন তিনি মন দিয়ে আগ্রহ সহকারে আপনার কথা শুনবেন, আপনাকে এক গ্লাস টমাটো জুস অফার করতে পারেন অফিসের কায়দা-কেতা দূরে সরিয়ে—যাতে মন খুলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আপনার কথা যদি একঘেঁয়ে হয়, তাহলে তার মুখে হাসি ও দৃষ্টি আপনার দিকে থাকলেও মনটা অন্য দিকে চলে যাবে। মন তার ঘুরে বেড়াবে দূর দেশের মানুষদের মাঝে। এই রাশির মনিব জাত অভিনেতা বলে তার মুখ দেখে মনের ভাব জানতে পারবেন না। তার মন অন্যত্র ঘোরা শেষে ফিরে এসে যদি শোনে আপনি তখনো একই বিষয়ে একটানা বকে চলেছেন, তাহলে এখন সে বাধা দিয়ে আপনাকে থামিয়ে দেবে। তারপর সে নিজে কথা বলা শুরু করবে এবং আপনাকে শুনতে হবে। তার কথার শেষ নেই, বিষয়বস্তুরও শেষ নেই। আপনাকে হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কথা শুনতে হবে।

এই মানুষ বহু দেশ ঘুরেছে। যদি না ঘুরে থাকে তাহলে শীঘ্রই ঘুরে নেবে। ধনুরাশি ও মিথুনরাশির মনিবদের মতো তারাও অফিসের কোচের পাশে ভ্রমণের জন্য গোছানো এক স্যুটকেস থাকতে পারে। ভ্রমনের কথা তাকে যদি বলেন তো মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য সে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের যে কর্মচারীটি একটু চিন্তাশীল, সৃজনশীল তার প্রতি এই মনিবের পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। তাকে নিজের সমগোত্রীয় বলে সে মনে করবে। এই

মানুষ অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে, সে স্বয়ং অতীন্দ্রিয়। তার অনেক সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য আপনারা বিশ্বাস না করলেও পরে দেখবেন সেগুলিই সত্য। আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনার সীমান্তের ওপরে এই মানুষটির মনের যাতায়াত আছে।

সর্বশেষে একটি কথা, মানুষটি আপনার মনিব হলেও তাকে ঘনিষ্ঠ বান্ধব বলেই মনে করবেন। যখন আপনার সমস্ত স্বপ্ন চুরি করে ( এমন কি আপনার এনগেজমেন্ট রিং হস্তগত করে ) হৃদয়টা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে প্রেমিকাটি পালিয়ে গেল, তখন এই মনিবকে আভাসে ইঙ্গিতে কিছু না জানানো সত্ত্বেও আপনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে নানা সান্ত্বনাদায়ক উৎসাহব্যঞ্জক ও মজার কথা বলে আপনার বিষণ্ণতা হতাশা দূর করে আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে। আপনি অবাক হয়ে ভাবছিলেন আপনার গোপন বেদনা সে জানল কী করে ? সে জানতে পারে। সে তো শুধু মনিব নয়, বন্ধুও বটে।

## মীনে রবির—কর্মচারী

এই কর্মচারীটি কাজের যোগ্য কি অযোগ্য, সেটা নির্ভর করে কী ধরনের কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে তার উপর। কোন বাঁধাধরা রুটিন মাফিক কাজ তার পছন্দ হবে না, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়বে। যে কাজে কল্পনাশক্তির পরিচয় দেওয়া যায়, যে কাজে জনসাধারণের উপকার করা যায়, যে কাজে বহু মানুষের সংস্পর্শে আসা যায়, তেমন কাজ এই মানুষটিকে দিলে তার সমকক্ষ আর কারুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অফিসের পরিবেশও এই মানুষের কর্মদক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে। একটি খুপরি ঘরে কেবলমাত্র চেয়ার-টেবিল থাকা অফিসে, আলো-বাতাসের অভাবজনিত বদ্ধ পরিবেশে কাজ করতে দিলে এই মানুষটা জড়বুদ্ধি জীবে পরিণত হবে। কিন্তু বড় ঘরের নয়নস্নিগ্ধকর রং করা দেওয়াল ও জানালা-দরজায় রঙীন পর্দা এই মানুষের কাজের মেজাজ অন্যরকম করে দেয়। মনে রাখবেন মীনরাশি অর্থাৎ মাছ গভীর জলে সাঁতার কেটে বেড়াতে ভালবাসে।

কর্ম ও কর্মস্থল মনোমত হলে এই মানুষের মতো সুদক্ষ কর্মী আর নেই। নাহলে সে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে মনোমত কাজ ও পরিবেশ খুঁজে বেড়াবে। এই কর্মী যদি মেজাজে থাকে তো সে আপনাকে অবাক করে দেবে তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ জ্ঞান দ্বারা।

এই মানুষের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত প্রখর। অবশ্য কাজটি যদি তার কাছে সন্তোষজনক হয়। আপনার ব্যবসা যদি ওষুধ ও হাসপাতাল সংক্রান্ত হয়, তাহলে এই কর্মচারী আপনার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হয়ে উঠবে। বিপন্ন মানবের সেবা তথা সমাজসেবা তার কাছে আকর্ষণীয় কাজ।

এই মানুষ খুব ভাল শিক্ষক হয়। ছাত্রদের স্বভাব সে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে

সহজেই বুঝতে পারে। শিক্ষনীয় বিষয় সহজে আয়ত্ত করে নেয়।

এই রাশির মহিলা কর্মচারী সংসারের কাজে একটু ঢিলে-ঢালা হলেও অফিসের কাজ নিখুঁতভাবেই করে। অবসর সময়ে সে বসে বসে স্বপ্ন দেখলেও অফিসের কাজের সময়ে সে বৃথা নষ্ট করবে না।

শিল্প-সংস্কৃতি জগতে এই মানুষদের বেশি সংখ্যায় কর্মরত দেখা যায়। সিনেমার আলোক নিয়ন্ত্রণকারী, অভিনেতাদের সাজসজ্জার ডিজাইনকারী, গানের দলের বাদ্যযন্ত্র মেরামতকারী, পুস্তকের প্রচ্ছদ শিল্পী, বাচ্চাদের নাচ গানের স্কুলের মাস্টারী—এই সব কাজে এই রাশির লোকদের দেখতে পাবেন।

নারী কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের অন্য সকল কর্মচারীর মায়ের মতন। তাদের ছোট বড় সব সমস্যাতেই তারা তার কাছে ছুটে যাবে। তার মতো ধৈর্যশীল শ্রোতা আর কেউ নেই। সকলকেই সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা তার আছে। আপনিও কোন সমস্যায় পড়লে তার শরণাপন্ন হতে পারেন। অন্যের মনের কথা বোঝবার এক অসাধারণ ক্ষমতা তার আছে। অতএব আপনার টেবিলের সামনে দিয়ে সে যখন যাবে তখন আপনি কী ভাবছেন সে সম্বন্ধে একটু সতর্ক হবেন।

এই কর্মচারীর কাছে অর্থটা সবচেয়ে বড় কথা নয়। বেতন সম্বন্ধে সে সচেতন হলেও কোম্পানী আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে তাকে মাইনে কম দিলে সে তা ভ্রুক্ষেপ করবে না। অবশ্য তার ঘাড়ে যদি এক বিরাট সংসার চালাবার দায়িত্ব না থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই রাশির পুরুষ-নারী কর্মচারীরা মোটামুটি ন্যায্য বেতন পেলে সন্তুষ্ট থাকে, যদি মাঝে মাঝে ধার দিতে আপনি অস্বীকার না করেন। অনেক সময় সে ধার চাইবে এবং যথাসময়ে ফেরৎ দিতে ভুলে যাবে। তার মানে এ নয় যে সে অসৎ। সে হয়তো অন্য কারুকে সাহায্য করার জন্যই ধার করেছে। আপনার কাছ থেকে একশো টাকা নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়েই সে এমন একজনকে টাকাটা দিয়েছে যার স্ত্রীর অপারেশনের জন্যেই টাকার ভীষণ প্রয়োজন। আপনি অসুবিধায় পড়ে ধার ফেরৎ চাইলে সে পকেট শূন্য করে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত আপনাকে দিয়ে দেবে। এই মানুষকে কী অসৎ বলতে পারেন? টাকা আদান-প্রদানের সে শুধু এক মাধ্যম। ফুটো পাত্রে যেমন জল থাকে না, তেমনি তার হাতেও টাকা থাকে না। তার ধারণা টাকা সঞ্চয়ের জন্য নয়, প্রয়োজন মেটাতে লেনদেনের জন্য।

এই রাশির বেশিরভাগ কর্মচারীই বরখাস্ত হবার আগে নিজেরাই পদত্যাগ করে থাকে। আপনি যদি কোন কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হন তো মুখে প্রকাশের আগেই আপনার মনের কথা বুঝে সে নিজেই চলে যাবে। নারী কর্মচারীটিও অবিবাহিত হলে চাকরি ছাড়ার জন্য দিন গুনবে, যেদিন একজন এসে তাকে একঘেঁয়ে কর্মের হাত থেকে উদ্ধার করে নতুন সংসার পাতার কাজ দেবে।

———